HIROSHIMAR MEYE

Bengali Translation of A GIRL FROM HIROSHIMA

By R. Kim

অনুবাদ : ইলা মিত্র

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৬

পরিমার্জিত প্রথম পি, বি, এস, সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৮৫

প্রকাশক :
বিভা রায়
পিপলস্ বুক সোসাইটি
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীরামগোপাল মাইতি
১৫সি পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ—গৌতম বসু

ভূমিকা

হিরোশিমা ও নাগাসাকি দু'টি অবিস্মরণীয় নাম। মানব ইতিহাসে কারণে অকারণে নির্মমতার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। তবু এই দু'টি সহর-ধ্বংসের তুলনা মেলা ভার। সব চেয়ে বড় কথা, ওর মূলে উত্তেজনা, উন্মাদনা বা নিছক সামরিক প্রয়োজন ছিল না। জাপানের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ এমনিতেই বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখা যেত না। তাছাড়া, কোনো নির্জন জায়গায় আণবিক বোমার ক্ষমতা দেখিয়ে জাপানকে বশ করার সম্ভাবনাও ছিল। সে চেষ্টাও করা হয় নি।

আণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে জটিল কার্য-কারণ নিহিত ছিল। যুদ্ধের শেষের দিকে জাপানের রাষ্ট্রনায়করা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। সম্রাট ও তোগোর নেতৃত্বে এক দল বুঝেছিলেন আর যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। তাঁরা বাধ্য হয়ে শান্তির পক্ষে ঝুঁকেছিলেন। অন্য দল, প্রধানতঃ সেনাপতিদের নেতৃত্বে, পরাজয় স্বীকার করতে কিছুতেই রাজি ছিলেন না। মিত্রশক্তির পোস্টডাম প্রস্তাব এদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। ১৯৪৫-এর দোসরা আগস্ট জাপান এক পাল্টা প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছু মিত্রশক্তি শুনতে রাজি ছিল না। ৬-ই আগস্ট, সকাল সওয়া আটটায় বোমা পড়ে। উপন্যাসে এ ঘটনার বর্ণনা মন থেকে মোছার মত নয়। হিরোশিমা ছিল হোম দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড় বন্দর, একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক, সামরিক, শিল্প ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। তার জনসংখ্যা ছিল সিকি মিলিয়নের মত। সেখানে বোমা পড়ার পরও যুদ্ধের পক্ষপাতীরা পরাজয় মানতে অস্বীকার করে। তারা ঘটনার গুরুত্ব কমিয়ে দেখাতে চায়। তারপর আসে নাগাসাকির ট্র্যাজেডি। এবার শান্তির পক্ষের দল আর ইতস্ততঃ করল না। সম্রাট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ঘোষণা করলেন। সেনাবাহিনীর বিদ্রোহের প্রচেষ্টা দমন করা হল।

জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও মিত্রশক্তির প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে আণবিক বোমা ফেলার অন্তরালে কাজ করেছিল। তাছাড়া বোমা ফেলে যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করা গেছে, স্বদেশের সৈনিকদের জীবন বাঁচানো হয়েছে, মার্কিন কংগ্রেস ও জনগণের সামনে এমন যুক্তি হাজির করা ছিল প্রশাসনের লক্ষ্য। আণবিক গবেষণায় বিপুল ব্যয় এ ভাবে সার্থক প্রমাণ করা হয়েছিল।

আর একটি বড় কারণ ছিল রাশিয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন আগে সোভিয়েট রাশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু সত্যই যখন রাশিয়া সে কাজ করল, তখন তার মিত্ররা, বিশেষতঃ ওয়াশিংটন খুশি হবার বদলে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। জার্মানি ও ইটালির পতনের পর ইউরোপের এক বড় অংশে লাল ফৌজ ও স্থানীয় কম্যুনিস্টরা প্রাধান্য লাভ করেছিল। যদি রুশ উদ্যোগের ফলে জাপান পরাজিত হয়, তবে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে একই ব্যাপার ঘটার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাই

যে কোনো উপায়ে যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করা ও তার জন্য কৃতিত্ব নেওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়া আণবিক বোমা প্রমাণ করেছিল যে যুদ্ধের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই বিশ্বের প্রধান শক্তি হবে। কোনো সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী, বিশেষতঃ রাশিয়াকে ভয় দেখিয়ে বশ করার পক্ষে হিরোশিমা ও নাগাসাকি ছিল এক বড় অস্ত্র। আণবিক বোমা জাপানের মাটিতে পড়লেও তার পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া।

হিরোশিমা ও নাগাসাকির মানুষরা ছিল দেশ বিদেশের ক্ষমতার অধিকারীদের মধ্যে রাজনৈতিক খেলার শিকার। "হিরোশিমার মেয়ে" উপন্যাসের নায়িকা সুমিকো তাদেরই একজন। শিশু অবস্থায় আণবিক বিস্ফোরণের ফলে সে তার বাবা, মা ও ছোট ভাইকে হারায়। তার নিজের রক্তে প্রোথিত হয় বিষের বীজ। এখানে সুমিকো অনেক হিরোশিমাবাসীর প্রতিনিধি। যারা প্রাণে বেঁচেছিল তারাও অনেকে পরে পরিণত হয়েছিল অসুস্থ, বিকলাঙ্গ আধা-মানুষে। আণবিক বিস্ফোরণের সময় যে সব শিশু মাতৃগর্ভে ছিল, তারাও অব্যাহতি পায় নি।

হিরোশিমার ট্র্যাজেডি উপন্যাসের শেষ নয়, সুরু। কিশোরী সুমিকো শান্তি আন্দোলনের সামিল হয়। যে যুদ্ধ তার জীবন নষ্ট করেছিল, সেই যুদ্ধকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুমিকো নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসে। গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব বা শত্রুতার সম্পর্ক। সহযোদ্ধা রিউকিচির সঙ্গে সুমিকোর প্রেমের মৃদু-মধুর ইঙ্গিত যেন সংগ্রামের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে এক টুকরো শুভ্র মেঘ।

বস্তুতঃ, সুমিকো এক আশ্চর্য জীবন্ত চরিত্র। তাকে কোথাও অসাধারণ বা অতিমানবী রূপে চিত্রিত করা হয় নি। তবু তার সাহস, সততা, জীবনের প্রতি ভালবাসা, বাঁচার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন রকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সুমিকোকে লড়াই চালাতে হয়েছে। তার নিজের দেশের সরকার ও জাপানে অবস্থিত মার্কিন কর্তৃপক্ষ শান্তি আন্দোলনের উপর খড়্গহস্ত। সৈন্য, পুলিশ থেকে গুপ্তচর, সব কিছুর সাহায্যে তারা এর মোকাবিলা করতে তৎপর। এমন কি মার্কিন ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিতে "হিরোশিমার মেয়ে" সারিয়ে তোলার যোগ্য রোগিণী নয়, বরং গিনিপিগের সামিল। সুমিকোর মামা তার বাবা মা-র মৃত্যুর পর তাকে মানুষ করেছে। কিন্তু সেও গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে নারাজ। সব চেয়ে বড় বাধা, সুমিকোর নিজের শরীর। সেখানে আণবিক অস্ত্রের চিহ্ন ও প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। তবু সুমিকো হার মানে নি। শেষ পর্যন্ত তার জয় হবে কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট করে বলা হয় না। অনিশ্চিত পরিণতির মধ্যে নিহিত আছে ভবিষ্যত সংগ্রামের ইঙ্গিত।

সুমিকোর কাহিনীর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, তা এই লেখিকার জানা নেই। তবে সুমিকোর প্রজন্মে, জাপানে তার মত চরিত্র বিরল ছিল না। যারা আণবিক বিস্ফোরণের শিকার হয়েছিল, বাল্য অথবা জন্মের আগেই যাদের জীবন অস্বাভাবিক মোড় নিয়েছিল, তাদের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন পথ নিত। কেউ রাজনীতির দিকে ঝুঁকত

বা ধর্মের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজত। কেউ বেপরোয়া হয়ে যথেচ্ছাচার করত। একটা বড় অংশ শান্তি আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়েছিল। এ সব কিছুর মিশ্রণও কোথাও কোথাও দেখা যেত। যেমন, একটি ছেলে রেডিয়াম-জনিত দুরারোগ্য অসুখের প্রকোপে পড়ে মানসিক স্থিতাবস্থা হারিয়েছিল। মূল্যহীন জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে স্কুল থেকে বরখাস্ত হয়েছিল। পরে সে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। (Japan Times সম্পাদিত Cries for Peace দ্রষ্টব্য।)

উপন্যাসে তাকামি কিছুটা এ ধরণের চরিত্র। প্রথমে সে হতাশায় ভেঙে পড়ে। যে মানব-জাতি আণবিক বোমার মত জিনিষ ব্যবহার করতে পারে তার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। কিন্তু পরে সেও হতাশা কাটিয়ে শান্তি আন্দোলনে অংশ নেয়।

"হারানো প্রজন্ম"—lost generation, কথাটি বহু-ব্যবহৃত। হিরোশিমা নাগাসাকির দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর তরুণ তরুণীরা আক্ষরিক অর্থেই হারানো প্রজন্ম। তবু তারা নিজেরা বাঁচতে ও অন্যদের বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল। অন্ততঃ তাদের একাংশ এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিল। "হিরোশিমার মেয়ে" উপন্যাসের উপজীব্য সেই প্রচেষ্টা।

আর একটি বিষয়ে "হিরোশিমার মেয়ে" আলোকপাত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার বছর দুয়েকের মধ্যে শুরু হয় ঠাণ্ডা যুদ্ধ। তারপর কোরিয়া যুদ্ধ। জাপান এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেনি। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি ও যোগানদার হিসাবে তার গুরুত্ব কম ছিল না। পরে ইন্দোচীন যুদ্ধের সময়ও জাপান অনুরূপ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ব এশিয়ার উপযোগী বিশেষ অস্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে জাপানী সমর শিল্প এগিয়ে এসেছিল। সৃষ্টি করেছিল স্থানীয় মানুষদের মাপের সঙ্গে মানানসই বন্দুক, ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে চলার পক্ষে উপযুক্ত ট্যাঙ্ক ইত্যাদি উপাদেয় বস্তু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাপানের অর্থনৈতিক "মিরাক্‌ল" অর্থাৎ অলৌকিক উন্নতি সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু শুনেছি। সে কথা মিথ্যাও নয়। কিন্তু এই মিরাক্‌লের ক্ষেত্রে মার্কিন যুদ্ধ-যন্ত্রের অবদান পর্দার আড়ালে থাকে, ততটা আলোচিত হয় না। "হিরোশিমার মেয়ে" এ সম্বন্ধেও পাঠককে সচেতন করবে।

তবে মনে রাখা উচিত, উপন্যাস নিছক রাজনৈতিক প্রস্তাবনা নয়। নিজস্ব সাহিত্য-গুণ না থাকলে উপন্যাস রসোত্তীর্ণ হতে পারে না। বক্তব্য রাখা আর তাকে উপন্যাসের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা এক জিনিষ নয়। সে ক্ষেত্রেও "হিরোশিমার মেয়ে" সার্থক। প্রথমেই আণবিক বোমা পড়ার ঘটনা আসে নাটকীয় আকস্মিকতা নিয়ে, অথচ বিশ্বাসযোগ্যভাবে। সুমিকো ও পাড়ার কয়েকটি শিশু তখন পুতুল নিয়ে ঝগড়া করছিল। পুতুল খেলার জগত থেকে সুমিকো মুহূর্তে চলে যায় জীবন মৃত্যুর জগতে। সুমিকোর চরিত্র আগেই আলোচিত হয়েছে। অন্য চরিত্রগুলিও ছাঁচে ঢালা নয়। প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। মার্কিন-জাপানী দালাল ও গুপ্তচর "নিসী"রা চিত্রিত হয়েছে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের রেখায়।

পঞ্চাশের দশকে, "হিরোশিমার মেয়ে"র স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ করে ইলা মিত্র ধন্যবাদের পাত্রী হয়েছিলেন। আজ আবার আণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সারা বিশ্বের মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। দুই বৃহৎ শক্তির দ্বন্দ্ব পৃথিবীর উপর টেনে এনেছে তৃতীয় মহাযুদ্ধের ছায়া। আজ এই উপন্যাস আমাদের নতুন করে ভাবাবে।

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

হিরোশিমার মেয়ে

বোমা



ঘুমন্ত সুমিকোর কানে আসে বাবা-মার কণ্ঠস্বর। রান্নাঘরে বসে তাঁরা কথা বলছেন। সেই শনিবারের পর থেকে সুমিকো তার বাবাকে দেখেনি। শহরের মিনামি-তাকেয়া অঞ্চলে এক কল-ঘরে তার বাবা কাজ করেন। যখন কাজের চাপ বেশী পড়ে, বাবা তখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ আর বাড়ী ফিরতে পারেন না। শুকনো কাশ কাশতে কাশতে বাবা বলছিলেন মাকে ঃ

‘শুনলাম, সেদিন নাকি তকুয়ামায় বোমা পড়েছে, জাপানী ভাষায় ইস্তাহারও ফেলেছে সেই সঙ্গে। এবার বোধ হয় আমাদের পালা···শোনা যাচ্ছে, আজ আমাদের সহরে বোমা ফেলবে। তুমি আগে বেরিয়ে গিয়ে একটা জায়গা নিয়ে নিও···পশ্চিমের পার্কেই যেও, ভাল ট্রেঞ্চ খুঁড়েছে সেখানে। বেশ কয়েকদিন হয়তো থাকতে হতে পারে। সেখানেই আমি তোমাদের খোঁজ করব।’

‘মিশন-স্কুলে যাওয়াই বোধ হয় ভাল।’ মার কণ্ঠস্বর।

এরপর মৃদুকণ্ঠে তাঁরা কথা বলেন, তারপর একসময় সেই কণ্ঠস্বর উচ্চনাদে ফেটে পড়ে। মার ক্রোধ মেশানো কণ্ঠস্বর শোনে সুমিকো ঃ

‘পাশের বাড়ির ওরা শিমেনে গিয়েছিল। সেখান থেকে এক বস্তা কুমড়ো এনেছে। কিন্তু আমি ছেলেমেয়েদের খেতে দি কী, শুনি ? ঐ তোমার কতগুলো শুকনো মিষ্টি আলু শুধু প'ড়ে রয়েছে। কতবার তো তোমায় বললাম...। মেয়েটির চোখে যে কী হয়েছে, রাত্রে একেবারেই পড়তে পারে না, আর খোকা আইচেনের তো সর্বশরীরে কেবল ফোঁড়াই উঠছে—’

‘পরশু দিন আমাকে ওরা ছুটি দেবে।’

‘কাল তো রবিবার।’

‘হ্যাঁ, কারখানা-ছুটির পর, পরের শিফ্‌ট শুরু হওয়ার আগেই, আমি সোজা চলে যাব অরিফুকুর ওখানে। কিছু সিগারেট তো আমরা পাই, সেগুলো দিয়ে তারই বদলে কিছু খাবার নিয়ে আসব।’

তারপর তাঁদের কণ্ঠস্বর আবার খাদে নেমে যায়। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর মা আবার বলেন: 'সুমিকো তো ইজার ছিঁড়ে ফেলেছে। এমন গাছবাউনী মর্দাঙ্গা মেয়ে হয়েছে তোমার—'

মৃদু কণ্ঠে বাবা হেসে ওঠেন।

'আমার পাজামাটা কেটে ওর ইজার বানিয়ে দাও না; যেভাবে ওটা পুড়িয়ে ফেলেছি, আমি তো আর ওটা ব্যবহার করতে পারব না।'

আরও যেন কী বলছিলেন বাবা, সুমিকো ঠিক ধরতে পারল না। কাগজ উল্টনোর শব্দ এলো ওর কানে, তারপর শুনল মা বলছেন:

'তোমার জন্য সুমিকো অনেকক্ষণ জেগে ছিল। ওকে আর এখন জাগিয়ে কাজ নেই। ঘুমোক ও। এরপর আজ রাতে আর ঘুমুতে পারবে কিনা কে জানে।'

জুতোর বাক্স খোলার শব্দ হ'ল, তারপর দোর ভেজানোর শব্দ। বাবা বেরিয়ে গেলেন কাজে।

প্রাতরাশের পর মা একটা বিছানা জড়িয়ে রেখে, একটা থলের মধ্যে টুকিটাকি সব জিনিস ভরে রেখে, মোটা কাপড়ের এপ্রন এঁটে পড়শীদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন কাজে। 'নাগরিক রক্ষা ব্যবস্থার' অধিকর্তা কাজ দিয়েছেন এদের...রেলষ্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত পুরানো বাড়ী কিছু ভেঙ্গে নদীর দিকের পথটা প্রশস্ত করতে হবে। কাজে বেরোবার আগে মা সুমিকোকে বারে বারে বলে গেলেন, ছোট ভাই আইচেনকে যেন সে চোখে চোখে রাখে। যদি কোন বিপদসঙ্কেত হয় তবে এ-আর-পি-র লোকেরা এসে ছোট ছোট শিশুদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবে। মেয়েকে তিনি বলে গেলেন: 'আর থলেটা নিতে কিন্তু ভুলিস না সুমি, ভুললে কিন্তু আমরা একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে যাব!'

একটা গাছের নিচে বসলো সুমিকো তার ছেঁড়া ইজারটা সেলাই করতে। অনতিদূরে খোলা নর্দমার মধ্যে নেমে ছোট ভাই আইচেন পাশের বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে খেলছে। খেলছে তারা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। জনকয়েক ছেলে হাত দুলিয়ে শোঁ শোঁ শব্দ করতে করতে দৌড়চ্ছে...আমেরিকান বোমারু প্লেনের শব্দের নকল। অন্যরা ছোট ছোট কঞ্চি উপরের দিকে তাক ক'রে প্লেন-মারা বন্দুকের নকল ক'রে শব্দ করছে: 'ব্যাং! ব্যাং! টা-টা-টা —!' আরেকদল তীক্ষ্ণ চিৎকারে ঝাঁপিয়ে পড়ছে 'শত্রু বোমারুগুলো'র ওপরে, সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে...এগুলো হলো জাপানী 'জেরো'-প্লেন।

ছড়ানো-টুপি মাথায় একটি ছেলে বেড়ার ওপর উঠে বাঁশের পিচকারি থেকে জল-গুলি ছুঁড়ে মারল সুমিকোর দিকে। সুমিকোর ইজার আর সেলাইর ঝাঁপি ভিজে একাকার হয়ে গেল। একলাফে সুমিকো উঠে বাগানের দোর খুলে ছুটলো ছেলেটির পেছনে। কিন্তু ছেলেটি তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে রাস্তায় প'ড়ে দৌড়তে দৌড়তে চেঁচাতে লাগলো: 'মেয়েরা যুদ্ধ করতে পারবে না! সুমিকো একটা গাধা!'

সুমিকোর সঙ্গে এই ছেলেটির ঝগড়া শুরু হয়েছে কিছুদিন আগে থেকে। কয়েকদিন আগে সুমিকোদের বাড়ীর উল্টো দিকের বাড়ীর বেড়ায় এই ছেলেটি একটা ছবি এঁকে রেখেছিল : মস্ত একটা ছাতার নিচে বিরাট বিরাট মাথাওলা দুটি মনুষ্য মূর্তি : নিচে লেখা দুটো নাম : সুমি-চান ও তাকে-চান। তাকে-চানদের বাড়ী হলো এই রাস্তারই আরেক মাথায়। নাগোয়া থেকে এসেছিল তার বাবা-মা এবং তাদের জীবিকা ছিল মোম-মাখানো কাগজের ছাতা তৈরি করা।



সুমিকোর মা কাজ থেকে ফিরে এসে তাঁর ছেলেমেয়ে দু'টিকে নিয়ে পশ্চিমের পার্কের দিকে রওনা হ'লেন। ওখানে গাছের ছায়ার নিচে পরিখাগুলো বেশ গভীর ক'রে খোঁড়া হ'য়েছে।

সমস্ত বিকেলটা ধরে কেমন গুমট গরম, যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসে। পরিখাগুলোর পাশে ব'সে অনেকে পাখা দিয়ে বাতাস খাচ্ছে, কেউ বা কলের ধারে ভিজে তোয়ালে দিয়ে গা-হাত-পা মুছে নিচ্ছে। মাঝ-রাতে শত্রু-বিমান নাকি আক্রমণ করবে। কিছুক্ষণ পরে সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে এল এরোপ্লেনের গোঁ গোঁ শব্দ। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে আসছে শব্দ। সাইরেন চিৎকার ক'রে উঠল। শত্রু-বিমানগুলো নিশ্চয়ই বিমানবাহী জাহাজ থেকে উড়ে এসে বন্দর-পাড়ের সব কিছু বোমা ফেলে ধ্বংস ক'রে দিচ্ছে। রাত শেষ হলে নিরাপদের সঙ্কেতধ্বনি বেজে ওঠে।

পাশের বাড়ীর বৃদ্ধা মহিলা মালা জপতে জপতে তাঁর প্রার্থনা শেষ করে। সুমিকোর মা কোলে ঘুমন্ত ছোট্ট আইচানের কিমোনো টান ক'রতে ক'রতে বলেন : 'যাক, ভেবেছিলাম খুব বিরাট একটা আক্রমণ হবে বোধ হয়। গতবার মে মাসে এর চেয়ে অনেক অনেক বেশী প্লেন এসেছিল আর তারা কত বোমা যে ফেলেছিল!' বৃদ্ধা মহিলাটি মিশি-কালো দাঁতের পাটি বের ক'রে একগাল হেসে বললেন : 'ওদের কথামতো ওরা এলো কিন্তু! আগে থেকে ওরা সাবধান ক'রে দিয়ে আসে দেখছি!...বেশ ভাল বলতে হবে ওদের, কি বলো! ভারি ভদ্দর নোক!'

বৃদ্ধার মন্তব্য শুনে সবাই হেসে ওঠে।

দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাই তুলতে তুলতে সুমিকোর মা বলেন : 'সারা রাত্তির চোখের পাতা এক করতে পারিনি। গত রাতেও একটু ঘুম হয়নি। সমুদ্রতীরে যেতে হ'য়েছিল লতাপাতা কুড়োতে। এবার বাড়ী ফিরে একটা লম্বা ঘুম দিতে পারব।'

পাকা গোঁফ-ওয়ালা একটি লোক বলে : 'ওরা শুধু আমাদের একটু ভয় দেখিয়ে গেল আর কি! যত ভয় দেখিয়েছিল তার তুলনায় এটা কিছুই নয়। যাই বল, সারা রাত্তির আমাদের জাগিয়ে রাখার মত বোমা কিন্তু তারা এবার ফেলেনি।'

জনৈকা তরুণী মা তার খোকাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে যেতে বলে : 'চুলোয় যাক্, এখন ইচ্ছে ক'রলে কাল বিকেল পর্যন্ত তো আচ্ছা করে ঘুমোতে পারব!'

সবাই দ্রুতপদে যার যার বাড়ীর পথে পা বাড়ায়।



ঘরের বারান্দায় একটা টবে আইচানকে স্নান করিয়ে ওর মা একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন ; বিছানা পাতার ঝামেলা আর কে করে! পাজামার কাদাগুলো পরিষ্কার করার জন্য সুমিকো উঠানের কোণের দিকে নেমে গেল।

জনমানবহীন পথ নিস্তব্ধ। প্রতিবেশীরা যে যার বারান্দায় পর্দা নামিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে চলেছে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে করতে একটা গরুর গাড়ী... বৃদ্ধ গাড়োয়ান-কৃষকটি আবর্জনার পিপেতে ঠেস্ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।...একদল রংরুট সৈনিক নিঃশব্দে মার্চ ক'রে চলেছে...গায়ে ইউনিফর্ম থাকলেও কোন পরিচয় চিহ্ন নেই তাদের। সঙ্গে হেঁটে চলেছে তাদের আত্মীয়-স্বজন আর রয়েছে তাদের নাম লেখা নিশানা, পোঁটলা-পুঁটলি আর পতাকা।

পাশের বাড়ীর সেই ছোট্ট খোঁড়া মেয়ে, টমি-চান যার নাম, কাঁদতে কাঁদতে রাস্তা দিয়ে চলে গেল। সুমিকো তার পাজামাটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। সেই টুপি-পরা ছেলেটি বড় বাড়ীটার সামনে দাঁড়িয়ে নর্দমার ভেতর পাথর ছুঁড়ছে। সুমিকো রাস্তায় বেরিয়ে চুপি চুপি ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। নালার ভেতরে একটা পুতুল পড়ে ছিল। ছেলেটি তারই গায়ে পাথর ছুঁড়ছে আর মুখে বোমা ফাটার মত তীব্র আওয়াজ করছে। টমি-চান তার পাশে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে বলছে : 'ওটা আমার পুতুল...তুমি ওকে মারছ কেন...?'

ছেলেটি তার শেষ পাথরটি যখন ছুঁড়ছে, যখন একেবারে শূন্য হাত, তখন সুমিকো তার ঘাড়ে লাফিয়ে প'ড়ে তার মাথায় বসিয়ে দিল একটা প্রচণ্ড ঘুসি। ছেলেটি অমনি ঘুরে দাঁড়িয়ে সুমিকোর জামার হাতা চেপে ধরল, আর সুমিকো তক্ষণি টুপ ক'রে মাথাটা নিচু ক'রে নিয়ে যেই ওকে গুঁতো মারতে যাবে, ছেলেটি ওর পেটে হাঁটু দিয়ে এক জাঁক

লাগিয়ে দিল। কিন্তু তাল সামলাতে না পেরে পা পিছলে সে পড়ে গেল মাটিতে। সুমিকোকে সে ছাড়ল না, তাকে নিয়ে একেবারে নর্দমার ভিজে পাথরের ওপরে গড়িয়ে পড়ল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই টমি-চান চেঁচিয়ে উঠল: 'এরোপ্লেন। এরোপ্লেন।'

ছেলেটি সুমিকোর চুল টানার মধ্যে একটু থেমে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল। ছেলেটির হাত দুটো ধ'রে ফেলে সুমিকো যেই উপরে ওঠার চেষ্টা করতে যাবে, ছেলেটি ওর কানে কানে বলল: 'নড়িস না, নড়িস না, ওগুলো পি-৫১ ..না, বি-২৯!'

সুমিকোও আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে। অনেক উপরে ভোরের আকাশের গাঢ় নীলের গায়ে কালো রঙের ক্ষুদ্র বিন্দুর মত তিনটে কী যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি জানি কেন, বিমান আক্রমণের সঙ্কেত-ধ্বনিও শোনা গেল না। উড়ো জাহাজের গুণ গুণ শব্দও কানে প্রায় আসে না। ছেলেটি সুমিকোর মুঠি ছেড়ে দিয়ে ওঠে: 'ওগুলো বোধহয় আমাদের...'

মাথা ঝাঁকানি দিয়ে সুমিকো চুলগুলো ঠিকমত গুছিয়ে নিয়ে উপরের দিকে আবার তাকায়, এখন আর এরোপ্লেনগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। ঠিক তক্ষুণি ওর চোখে পড়ে একটা ছোট্ট প্যারাসুট...বাতাসে খুলে গিয়ে ধীরে ধীরে দুলতে দুলতে নিচের দিকে নামছে।

'উঁহু, ওগুলো আমাদের নয়—' ছেলেটি উঠে বসে মাথাটা খুব নিচু ক'রে বলে: 'দেখ, দেখ, কে যেন লাফিয়ে পড়ছে—!'

ছেলেটির পায়ের কাছে সেই পুতুলটা পড়েছিল,—সুমিকো হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিতে নিতে বললে:

'এটা টমি-চানের—ওকে তুই কক্ষনো ক্ষেপাবি না।'

'তুই আমাকে মেরেছিলি কেন?' বলে ছেলেটি তার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়।

অকস্মাৎ চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের অস্পষ্ট আওয়াজ প্যারাসুটের গায়ে সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী...প্রদীপ্ত পুষ্পাকারে সেটা প্রসারিত হচ্ছে।

দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সুমিকো নর্দমার ধারে একেবারে টান হ'য়ে শুয়ে পড়ে। ঠিক সেই মুহূর্তেই শক্ত ক'রে বোজা তার চোখের সামনে বিদীর্ণ হ'ল বিদ্যুতের একটা জলন্ত শিখা ...সাদা, সবুজ, হলদে নানান রঙের শিখা...যেন চারদিক ঝলসিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিল। তারপর এক বুক-কাঁপানো প্রচণ্ড আওয়াজ। পৃথিবী কেঁপে উঠল, যেন সব কিছু ঘুর্ণী খেয়ে গেল, পৃথিবীর বুকের উপর উদ্দাম হ'য়ে উঠল আগুনের ঝড়। আরও একটা গগনভেদী গর্জন। চতুর্দিক থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। নরম মাটির গরম গরম দলা সুমিকোর উপর পড়তে লাগল। সুমিকো সংজ্ঞা হারাল।

❋ ৪ ❋

যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল সে দেখল দুজন লোক তাকে নিয়ে চলেছে, তাদের গায়ে ক্যানভাসের জামা, তাদের নাক-মুখ কালো মুখোস দিয়ে ঢাকা। চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে আছে পোড়া কালো পাথর, টাইল, পোড়া তক্তা আর কালো রঙের সব অগুন্তি বস্তা...রাশি রাশি ধোঁয়া চারিদিক থেকে পাক খেয়ে খেয়ে উপরে উঠছে। কালো ঝুলে আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন। বৃষ্টি নামলো...আকাশ থেকে যেন ঘন কালির বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগল।

'মা! মাগো!' বলে সুমিকো কেঁদে উঠল। কিন্তু সে কান্নার স্বর তার নিজেরই কানে গেল না।

বাঁ কাঁধে অসহ্য একটা বেদনা তাকে অসাড় ক'রে দিচ্ছে। সমস্ত শরীরে অসহনীয় ব্যথা। নিঃশব্দে সে কাঁদে। আবার অজ্ঞান হয়ে যায় সে।

কিছুক্ষণ পরে সে জেগে উঠেছে। দুমড়ে যাওয়া ট্রাম-পোস্টের পাশে একটা কালো রংয়ের বস্তা পড়েছিল। সেটা যেন নড়েচড়ে উঠল; একবার ওঠার চেষ্টা ক'রে আবার মাটিতে পড়ে গেল। সুমিকোকে যারা বয়ে নিয়ে আসছিল তাদের কাছে একটা কালো ছায়া-মানুষ দৌড়ে এল...তার গায়ে কালো রক্তমাখা শতছিন্ন জামা—বোতামগুলো ঝুলে ঝুলে পড়েছে। সে হা হা ক'রে চেঁচিয়ে কী যেন বলল...কিন্তু সুমিকো কিছুই শুনতে পেল না। লোকটি সুমিকোর দিকে চেয়ে দেখে কী যেন বলতে গেল...তারপর বুক মাথা দু'হাত দিয়ে চাপড়াতে চাপড়াতে মাটিতে প'ড়ে গেল। কত লোক.. ভূতের মতো কালো সব .. সকলেরই পোষাক শতছিন্ন ..ছাই-এর গাদার ওপর দিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর কি যেন বলার চেষ্টা করছে। সুমিকোর মাথা ঘুরে ওঠে। সে চোখ বন্ধ ক'রে ফেলে। আবার সে জ্ঞান হারায়।

আবছা আবছা ওর মনে হয় ওকে যেন শক্ত, ঠাণ্ডা কিসের উপর শোয়ান হচ্ছে...ওর চারদিকে লোক দাঁড়িয়ে...লোকগুলো কিন্তু এবার আর কালো কালো নয়। লাল ক্রশ চিহ্ন আঁকা লম্বা সাদা টুপি পরা একজন মহিলা, নাক মুখ সাদা পাতলা কাপড়ের মুখোস দিয়ে ঢেকে হাঁটু গেড়ে তার উপর ঝুঁকে রয়েছেন। কানের ভিতর সবসময়ই একটা প্রচণ্ড গর্জন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তারই মাঝে ও যেন কার মৃদু কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। কিছুক্ষণ তো কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না, পরে ধীরে ধীরে কানের ভিতরের সেই গর্জনের আওয়াজটা যেন মিলিয়ে যেতে লাগল।

মহিলার কণ্ঠস্বর তার কানে এল: 'কোন ক্ষতচিহ্ন নেই—কেবলমাত্র পা-টা খানিকটা ছ'ড়ে গিয়েছে আর বাঁ কাধের ওপর পোড়ার দাগ।'

একটা পুরুষ কণ্ঠস্বর শুনল সুমিকো : 'পোড়া জায়গাটা খুব তাড়াতাড়ি বিবর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, না! কিন্তু দাগটা এত বড় কেন ?'

'কোত্থেকে একে আনা হয়েছে ? একেবারে সহরের মাঝ থেকে ?'

'বোধ হয় সাঞ্জো ব্রিজের কাছ থেকে। আর অন্যদের পাওয়া গেছে কামিয়া অঞ্চলে এবং ফুকুয়া স্টোরের কাছে।'

সাদা মুখোস-পরা একজন লোক সুমিকোর মুখের উপর হাত নাড়তে লাগল।

'দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়নি—'

'শিগ্‌গীর নদীর দিকে যাওয়া দরকার। ওখানে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে প'ড়ে আছে। এখনও হয়তো কেউ কেউ বেঁচে থাকতে পারে।'

ওর মুখের মধ্যে তারা খানিকটা কী যেন ঢেলে দিল। কিন্তু ও গিলতে পারল না, সব তুলে ফেলল। গলায় প্রচণ্ড ব্যথা।

একটা ভিজে তোয়ালে দিয়ে ওর মুখটা কে একজন মুছিয়ে দিল, তোয়ালেটা একেবারে কালো হয়ে গেল।

বহু দূরের একটা কান্না ও চিৎকারের শব্দ ওর কানে আসতে থাকে···মহিলাটির সাদা টুপি এবং মুখোসের রং যেন বারে বারে বদলে যাচ্ছে···লাল···বেগুনে···

চোখ বন্ধ করে সুমিকো। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।

১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্টের সকালে ঘটেছিল এই ঘটনাটি...

এই সকালটিতেই দশ বছরের ছোট্ট মেয়ে সুমিকো যে সহরে বাস করত, তার উপর নতুন ধরণের বোমা পড়েছিল। আর সুমিকো হারিয়েছিল তার মা, বাবা আর তার ছোট্ট ভাইটিকে।

তাগা



সুমিকোর ঘুম ভেঙে যায়, দু'চোখ খুলে সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে। ওর কপালের উপর একটা আইসৃব্যাগ সুতো দিয়ে বাঁধা। কার পা ওর মাথায় ঠেকে...একটা ঝাঁকুনী লেগে ওর ঘুম ভেঙে যায়।

মুখে কালো মুখোস আর গায়ে সাদা ক্যানভাসের জামা পরা দুটো লোক তার পাশের মাদুরে শায়িত মেয়েটিকে তুলে বাইরে নিয়ে গেল। একটুকরো পোড়া কাপড় দিয়ে মেয়েটির মুখ ঢাকা। সাদা টুপি আর মুখোস-পরা নার্সটি ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মাদুরটা মুছে দিয়ে, মাদুরের ঠিক উপরে দেওয়ালে-ঝুলোনো জাপানী ভাষার অক্ষরে ২১৯ নম্বর লেখাটি মুছে ফেলল। তারপর হাত দুটি একজায়গায় ক'রে মাথাটি একবার নোয়াল।

সুমিকো খুব সাবধানে পাশ ফিরে দেখতে পেল, ওর মাদুরের ওপর ঠিক অমনি একটা বোর্ড ঝুলানো—তাতে লেখা ১৭৭ নম্বর। তাঁবুর ভিতরে যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসে। কেমন হলদে হলদে দুর্গন্ধ ধোঁয়ায় বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

'ও! তুমি জেগে আছ?' ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন একজন বর্ষীয়সী মহিলা। তিনি খুব ধীরে ধীরে ওর মুখ মুছিয়ে দিয়ে গায়ের জামাটা টান টান ক'রে ঠিক করে দিলেন। তারপর ডাকলেন নার্সকে। নার্স পকেট থেকে থার্মোমিটার বের ক'রে ঝেড়ে ওর মুখের ভিতর দিল। ঘরের আর এককোণে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটি ছোট মেয়ে শুয়ে শুয়ে কেবলই কাতরাচ্ছে আর ওয়াক্ ওয়াক্ ক'রছে, বোধহয় বমি করবে। একজন আয়া তার কাছে গিয়ে তাকে তুলে ধরে একটা গামলার ওপরে বসিয়ে দিল।

নার্স সুমিকোর মুখ থেকে থার্মোমিটারটা বের করে মুছে রাখল।

'আগের চেয়ে এখন অনেক ভাল লাগবে...লক্ষীটি চুপ ক'রে শুয়ে থাকো। সাতদিন ধ'রে তুমি ঘুমোচ্ছ...এক একবার একটু ঘুম ভাঙ্গছে তো তক্ষুনি আবার ঘুমিয়ে পড়ছ। একদিন তোমাকে একটু একটু বার্লি খেতে দেওয়া হ'য়েছে, আর দেওয়া হয়েছে ঘুমের ওষুধ আর ইনজেকশান।'

'আমি তো মরে যাব', সুমিকো বলে ওঠে: 'ঐ যে আমার মাথায় দিকে নম্বর ঝুলছে।'

'তোমার নাম তো আমরা জানিনা, তাই একটা নম্বর দিয়ে রেখেছি। তোমার পুরো নামটা বলতো লক্ষ্মীটি।'

সুমিকো নাম বলল। তাদের বাড়ী কোথায় ছিল তাও বলল;—ব'লে একদৃষ্টে নার্সের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। নার্স অন্যদিক মুখ ফিরিয়ে নিল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করল:

'সুমি-চান, তোমার কে কে আছেন? অন্য কোন সহরে কিংবা পাড়াগাঁয়ের দিকে অন্য আত্মীয় স্বজন কে কে আছেন?'

সুমিকো শক্ত ক'রে দাঁতে দাঁত চেপে তাঁবুর সিলিং-এর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তার শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। গলার ভিতর অসহ্য বেদনা, সর্বশরীর থর থর ক'রে কেঁপে উঠছে, সুমিকো কাঁদছে,—কিন্তু চোখে এক ফোঁটা জল নেই। নার্স ওর মাথায় হাত বুলোতে থাকে।

'আমার এক মামা আছেন,' ফিসফিস করে সুমিকো বলে: 'তিনি পাড়াগাঁয়ে থাকেন।'

'কোন্ জেলায়? গ্রামের নাম মনে আছে?'

সুমিকো ভ্রূ-কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করে। তারপর মাথা নাড়ে: 'নাঃ, ভুলে গেছি.. আমি জানতাম...মা ওখানে একবার বিন আনতে গিয়েছিলেন—বড়মামা, মার বড় দাদা..' একটু পরেই আবার বলে: 'আমার বাবা কারখানায় কাজ করেন, তিনি কিন্তু ওই সময়ে বাড়ী ছিলেন না..'

'সে কারখানাটা কোথায়?'

নার্স পকেট থেকে পেন্সিল আর কাগজ বের করে টুকে রাখবার জন্যে।

'মিনামি-তাকেয়া অঞ্চলে। ব্রীজের দিক থেকে...' সুমিকো লক্ষ্য করে নার্স কিছুই লিখছে না। সেও নীরব হয়ে যায়। নার্স কাগজ পেন্সিল রেখে দিয়ে ছোট মেয়েটির কপালে হাত বুলোতে থাকে।

'লক্ষ্মী মেয়ে সুমি-চান! তোমাকে নিতে কেউ না কেউ শিগ্গীরই আসবে, দেখবে। 'অনুসন্ধান অফিস' থেকে তোমার আত্মীয়েরা খোঁজ পেয়ে যাবেন। অন্যান্য জায়গায় যে সব আত্মীয়েরা থাকেন, খবর পেয়ে বহু ছোট ছেলেমেয়েদের সব বাড়ী নিয়ে গেছেন। তোমার খবরও নিশ্চয়ই তোমার মামা পাবেন। এখন চুপটি ক'রে শুয়ে থাকো লক্ষ্মীমণি। ভাল তো তুমি হয়ে যাবেই। হ্যাঁ, বাঁ কাতে যেন শুয়ো না, বুঝেছ।' মুখ নিচু ক'রে কানে কানে বলল: 'লক্ষ্মী মেয়ে, কেঁদ না কেমন, তোমার কান্না শুনে ওদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে।'

সুমিকো ডান কাত হয়ে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে প'ড়ে থাকে।

পরদিন একজন বৃদ্ধ ডাক্তার এসে সুমিকোকে ভাল ক'রে দেখলেন। তাঁর বাঁ চোখ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বাঁধা। দেখতে দেখতে তার সহকারীকে বিদেশী ভাষায় কী সব বললেন।

'এখন পর্যন্ত তো বেশ ভালই মনে হচ্ছে।' নার্সের দিকে ফিরে বললেন: 'সিস্টার, ওর ব্যাণ্ডেজ এখন খুলে দিতে পার।'

'আমার কাঁধটায় খুব ব্যথা করে...কেবল চুলকোয়,' সুমিকো বলে: 'আর সব সময় চোখের সামনে খুব সাদা একটা আলো দেখি।'

'ও কিছু না—তুমি খুব শিগ্‌গীর ভাল হয়ে যাবে। তোমার তো একটু শুধু পুড়েছে—আর কোথাও লাগে নি।'

অল্পবয়সী সহকারী ডাক্তার সুমিকোর কাঁধের খুব কাছে একটা আয়না ধরল।

'দেখতে পাচ্ছ—ওইখানে—ওই যে একটু—ব্যস্, আর কিছু না।'

সুমিকো দেখল তার কাঁধের উপর লাল টকটকে ক্ষতচিহ্ন, ঠিক কুলের আচারের রং।

দু'সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর সুমিকো অনুমতি পেল বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁবুর ভেতর অল্প অল্প পায়চারী করার। এ ওয়ার্ডে আরও দশটি ছোট মেয়ে এসেছিল। সুমিকোর পাশের মাদুরে যে মেয়েটি ছিল তার শূন্য স্থানে আর একটি মেয়ে এসেছে—কিন্তু তিনদিন পর থেকেই তার সারা গায়ে লাল চাকা চাকা দাগ বেরোতে লাগল আর সেই সঙ্গে শুরু হ'ল বমি। তারপর একরাত্রে ক্যানভাসের জামাপরা লোকেরা এসে তাকে নিয়ে চলে গেল। নার্স বোর্ডে লেখা নাম 'কাওয়ানো টেকো' মুছে ফেলল...আর একবার কপালের কাছে হাতদুটো জোড় করল। তার পরক্ষণেই ওই জায়গাতেই এনে হাজির করা হলো আর একজন নতুন রোগীকে—ছোট্ট একটি শিশু। ক'দিন পরে, সেও মারা গেল। ক্যানভাসের জামাপরা লোকেরা তাকে বাইরে নিয়ে গেল। নার্স বোর্ড থেকে মুছে ফেলল আর একটি নাম—'মিয়োকো'। ওইটুকু মেয়ে, ওর পদবী কি তাও জানাবার বয়স ওর হয়নি।

রোগীরা সবাই বেশ শান্ত। গলা নিচু ক'রে তারা কথা বলে—ভয় হয়, পাছে বাইরের কেউ তাদের কথা শুনে ফেলে। তাঁবুর বাইরে যে বৃহৎ জগত—সেখানে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে—যা তাদের বুদ্ধির অগোচর। ওই বাইরের জগত থেকে সাদা মুখোস আর সাদা আলখাল্লা পরা লোক সবসময়ই তাদের কাছে আসছে আর যাচ্ছে। আবার কখনও ডাক্তাররা স্ট্রেচার-বাহীদের ডাকছেন...তাদের পোষাকও সাদা...ওরা মেয়েদের বাইরে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরিয়ে এনে রেখে যাচ্ছে। কিন্তু ক্যানভাসের জামাপরা লোকগুলো যাদের নিয়ে চলে যায় তারা আর ফিরে আসে না।

তাঁবুর মধ্যে মাঝে মাঝে শ্বাসরোধকারী বিষাক্ত ধোঁয়া বাতাসে ভেসে আসে। সুমিকোর পাশের চোখ-ব্যাণ্ডেজ-করা মেয়েটি বলে: 'এ ধোঁয়া আসছে চিতা থেকে। নিশ্চয়ই খুব কাছে কোথাও মড়া পোড়ান হচ্ছে।'



শিমুয়োকা আর ওয়াকায়ামা থেকে আত্মীয়রা এসেছেন সুমিকোদের তাঁবুতে—দুটি মেয়ের খোঁজে। তাঁরা অনেকদিন থেকে খুঁজছেন। সমস্ত হাসপাতাল আর উদ্বাস্তু শিবিরে তাঁরা ঘুরছেন। উগিনা, সইজি আর তার আশেপাশের গ্রাম পর্যন্তও তাঁরা গিয়েছিলেন। যখন তারা একেবারেই হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন একজন ওঁদের বলে পার্কের কাছে হিজি পাহাড়ের ওপর যে তাঁবুগুলো রয়েছে, সেখানে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখতে।

আত্মীয়দের সঙ্গে মেয়ে দুটি চলে যাচ্ছে দেখে সুমিকো কেঁদে ফেলে। আয়া এসে তাকে সান্ত্বনা দেয়:

'তোমাকে নিতেও তো কেউ না কেউ শিগ্‌গীর আসবেই, নিশ্চয়ই তোমার মাসী আসবেন।'

'আমার তো মাসী নেই। বড় মামা আছেন।'

'তবে মামা তোমার নিশ্চয়ই খোঁজ করছেন। তিনি খুব শিগ্‌গীর এসে পড়বেন।'

সেদিন রাত্রে আবার সুমিকোর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। মাথায় অসহ্য ব্যথা। তাঁবু ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেছে কিন্তু এবারের ধোঁয়াতে বিশ্রী গন্ধ নেই। সুমিকো ভাবল মশা তাড়ানোর জন্য পাইন গাছের ডাল বোধ হয় পোড়ানো হচ্ছে। তারপর বাতাসের গতি ফিরে গেল। তাঁবুতে ধোঁয়া আসাও বন্ধ হ'ল। কিন্তু সুমিকোর ঘুম আর আসে না; তার পোড়া জায়গাটা ভীষণ চুলকোচ্ছে আর বার বার রক্ত পরীক্ষার জন্য তার হাতের ছুঁচ-বেঁধানো জায়গার ব্যথাটাও খুব বেড়েছে। বহুদূরে কোথায় যেন কেবলই কুকুর ডেকে চলেছে।

নার্স আর আয়া দুজনে একটা পিপের পাশে—[পিপেটা যেন ওদের টেবিল] মাদুরের উপর ব'সে মৃদুকণ্ঠে কথা বলছে। মুখোস খুলে নিয়ে তারা বাতাস খাচ্ছে। যেন ঘুমিয়ে পড়েছে এমন ভাব দেখিয়ে সুমিকো চোখ বুজে শুয়ে ওদের কথা শুনছে।

'প্রথম আমেরিকান দলটি কাল প্লেনে এসে পৌঁচেছে,' নার্সটি বলে: 'কেবল ডাক্তার আর খবরের কাগজের সংবাদ-দাতারাই এসেছেন। বোমা-বর্ষণের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছে

তা বোঝার জন্য এসেছেন ডাক্তারের দল। হিজিবামিপাড়ায় আজ ওদের দেখলাম। বড় বড় থার্মোমিটারের মত কী সব যেন তারা মাটিতে পুঁতে রেখেছে। মনে হ'ল, তারা পরীক্ষা করছে বিকীরণের প্রতিক্রিয়া...ডাঃ কিটানো-সান তাঁর সহকারীকে বলছিলেন আমেরিকানরা তাঁকে হুকুম করেছে সমস্ত তথ্য জানানোর জন্য। তারা রোগীদেরও পরীক্ষা ক'রে দেখবে।'

নার্স বলল: 'আমি শুনেছি একজন আমেরিকান মহিলা সংবাদ-দাতা নাকি একটুকরো অ্যাসফ্যাল্ট নিয়ে এসেছে...তাতে একজোড়া জুতোর গোড়ালির লোহার পাত শক্তভাবে এঁটে রয়েছে...যখন বোমা ফাটে তখন ঐ অ্যাসফ্যাল্ট টুকরো একেবারে গলে যায় আর ওর ওপর দাঁড়িয়েছিল যে মানুষটি সে একদম পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়: জুতোর গোড়ালির লোহাটার পাতটুকু ছাড়া তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। পাত দুটোও খুবই ছোট, তার মানে নিশ্চয়ই কোন স্কুলের ছোট ছেলে ছিল। মহিলাটি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ওটা সঙ্গে ক'রে দেশে নিয়ে যাবেন। বোধ হয় বৈঠকখানায় সাজিয়ে রাখবেন।'

কিছুক্ষণের জন্য তারা দুজনেই চুপ ক'রে রইল। কুকুরের ডাক তাদেরও কানে আসে।

'গতরাত্রে একটা কুকুর পাশের তাঁবুতে ঢুকে একটা শিশুকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল... আর,' আয়া বলে: 'কুকুরগুলো খিদের জ্বালায় হিংস্র হয়ে উঠেছে।'

'ডাঃ কিটানো-সান বলেছিলেন, ৩০৬ নম্বরের তীব্র লিউকোমা হয়েছে।' আয়া বলতে থাকে: 'কিন্তু গতকাল যখন তার রক্ত পরীক্ষার ফলাফল দেখা হ'ল তখন নাকি এসব কিছুই পাওয়া যায় নি...,

নার্স মাথা নাড়ল: 'ওকে বাঁচানো যাবে কিনা সন্দেহ। ওর দেহে এক্ষুনি রক্ত দেওয়া দরকার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আয়া আবার বলে: 'ডাঃ কিটানো-সান বলছিলেন ১৭৭ নম্বরের খুব শিগগীরই ওই রকম হতে শুরু হবে। সহরের কেন্দ্র থেকে যাদের দগ্ধ অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে তাদের কেউ বাঁচলো না। ডা: কিটানো-সান বলেন যে গামা রশ্মি—'

আয়া মুখ ফিরিয়ে দেখে সুমিকো চোখ খুলে শুয়ে গলার কাছে খুঁটছে। আয়া ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে নার্সকে ইসারা করে। তাদের কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়।

'আমি কি খুব শিগ্‌গীরই মরে যাব, আয়া?' সুমিকো জিজ্ঞাসা করে।

আয়া উঠে গিয়ে ওকে বাতাস করতে শুরু করে: 'না, তুমি তো ভাল হয়ে উঠছ। আমরা তোমার কথা বলছিলাম না। এখন ঘুমোও তো, লক্ষ্মী মেয়ে।'

'হ্যাঁ, তোমরা তো বলছিলে...১৭৭ নম্বর তো আমি, নার্স। গামা রশ্মি কাকে বলে?'

'ঘুমোও তো, ঘুমিয়ে পড়। তোমাকে ওসব চিন্তা করতে হবে না।'

সুমিকো চোখ বন্ধ ক'রে আবার ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে। কিন্তু আয়া আর নার্স—কেউ আর কোন কথা বলে না। মাঝে মাঝে ওরা কাগজে কি যেন লিখে পরস্পর পরস্পরকে দেখায়।

চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মেয়েটি নিঃশব্দে কাঁদছে। কিছুক্ষণ পরে সে প্রলাপ বকতে শুরু করে: সাদা রুমাল আর সাদা সাদা পাখীর কথা। যখন সে চুপ করে নার্স ফিসফিস করে বলে: 'কি জানি কেন, বিকারের ঘোরে ওরা সব সাদা জিনিষ সম্বন্ধে প্রলাপ বকতে শুরু করে।'

আয়া বলে ওঠে: 'আমিও তাই লক্ষ্য করেছি—সব সময়ই সাদা একটা কিছু নিয়েই...'

সুমিকো মাথা উঁচু করে। 'আমিও কি?' নার্স হেসে ফেলে—

'না, সুমিকো সব সময় কেবল ঘুসি মারে...আর কী একটা পুতুল নিয়ে চিৎকার করে...।'

সকাল থেকে নার্স আর আয়া দুজনে তাঁবুটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, ছাদের ফুটোটা সেলাই করা হ'য়ে গেছে, মাদুরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে নতুন খড় দেওয়া হ'য়েছে। আজ নার্সও সেজেগুজে মুখে পাউডার মেখে নতুন একটা টুপি পরে এসেছে।

ডাঃ কিটানো আজ সকালে রাউণ্ড দিতে এলেন না। এল তাঁর সহকারী অল্পবয়সী ডাক্তারটি, তার সঙ্গে এল একজন লম্বা মত গোল মুখো ফৌজি পোষাক পরা বিদেশী লোক; আর একজন জাপানী, তারও পরনে বিজাতীয় সামরিক পোষাক। আলখাল্লা না পরলেও দুজনে মুখোস এঁটে এসেছিল— সাদা মুখোস আর টুপি। পিপের উপর থেকে টিউব ও ফুলদানীটা তুলে নিয়ে আয়া দাঁড়িয়ে রইল সেই মেয়েটির পাশে যার ডান দিকের গালটা জুড়ে লাল দগ্‌দগে হয়ে গেছে।

গোলমুখো বিদেশীটা পিপেটার উপর বসল; মেয়েটার মুখের দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ না ক'রে সে তার দস্তানা পরা হাত দিয়ে ওর মাথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে চুলগুলো ধ'রে টানতে লাগল। তারপর উচ্চকণ্ঠে ইউনিফর্ম না-পরা আর একজন জাপানীকে কী বলল। জাপানী লোকটি সেটা অনুবাদ করে দিল:

'এই কেসটিকে খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করতে হবে। রোগের পরবর্তী বিকাশের বিস্তারিত বিবরণী লিখে রাখতে হবে। এর যন্ত্রণা শুরু হওয়া মাত্রই যেন আমি জানতে পারি।'

সহকারী ডাক্তার নিচু গলায় দোভাষীকে একটা প্রশ্ন ক'রল। সে আবার বিদেশীকে সেটা বলল, দোভাষী তার উত্তরের অনুবাদ ক'রে বলল:

'না, কোন ওষুধ দেওয়ার দরকার নেই। কিছুতেই কিছু হবে না। কার্বোহাইড্রেট্ কী ভাবে গ্রহণ করে—সে-বিষয় লক্ষ্য রাখবে। খুব খারাপ কেসগুলোর কতকগুলো বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জানার খুব আগ্রহ আছে। ব্লাড প্রেসারের চার্ট যেন রাখা হয়।'

নার্স ফিপেটা সুমিকোর কাছে এনে তার ঢিলে জামাটা কাঁধের উপর থেকে সরিয়ে দিল। বিদেশী লোকটি বসে বসে দোভাষী যে চার্ট'টি ওকে দিল, সেটা পরীক্ষা করতে লাগল।

'লক্ষ্যস্থলের খুবই কাছে—বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দুতে, না?' জিজ্ঞাসা করে দোভাষী।

সহকারী ডাক্তার মৃদুকণ্ঠে উত্তর দেয়। দোভাষীর কথা শুনে বিদেশী লোকটি একটু মাথা নাড়ে, তারপর সুমিকোকে দেখতে থাকে। নিচু হ'য়ে ওর পিঠের পোড়া জায়গাটা খুব জোরে টিপে ধরে। সুমিকো কেঁদে ওঠে। দোভাষী দু'হাত দিয়ে ওর মাথাটা তুলে ধরে, বিদেশীটি তখন ওর চুল ধ'রে টানে, মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরে মাড়িগুলো তাড়াতাড়ি ঘ'ষে দেখে, তারপর তার চোখ দুটো দেখে। রবারের দস্তানা দিয়ে এমন একটা ঝাঁঝ বেরুচ্ছে যে ওর চোখদুটো জ্বালা ক'রে ওঠে। দোভাষী বিদেশীর নির্দেশ সহকারীকে জানায়:

'এই কেসটি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। এ ছিল লক্ষ্যস্থলের খুবই কাছে। সুতরাং বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় রশ্মি এর গায়ে লেগেছে তা নিঃসন্দেহে মারাত্মক হবে। প্রোটিন রক্রিয়াশীলতা কী পরিমানে ব্যাহত হয়েছে তা নির্ণয় ক'রতে হবে। এই কেস আমাদের সাহায্য করবে রক্তচলাচলের প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলার ধার কী ভাবে ঘটেছে তা অনুধাবন ক'রতে। চমৎকার কেস্!'

বিদেশী লোকটি মুখোসটা তুলে ঠোঁটের মধ্যে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে সেটা ধরিয়ে নিল। দোভাষীও ঠিক তাই ক'রল। সহকারী-ডাক্তার দোভাষীকে রক্ত-সঞ্চালনের বিষয় নিয়ে একটা প্রশ্ন করে। বিদেশী সিগারেট শেষ ক'রে মুখোসটা আবার নামিয়ে দেয়। সিগারেটের শেষ অংশটুকু ছুঁড়ে ফেলে দেয় তাঁবুর এক কোণে।

'কিছু করতে হবে না,' দোভাষীর মারফৎ তার উত্তর আসে: 'যা হবার হ'তে দাও। এখন যা করছ তাতো শুধু নিজের বিবেকের সন্তুষ্টির জন্য। শুনলাম, তোমরা নানটেন পাতা দিয়ে একটা পানীয় তৈরী ক'রে রোগীদের খাইয়েছিলে, কিন্তু কোন ফল তো পাওনি। দেখ, এই ধরণের জিনিষ খেলে অসুখের সত্যিকারের চেহারা শুধু বিকৃতই ক'রে দেবে।'

সহকারী প্রশ্ন করে: 'কতকগুলো কেসে পোড়া ভাল হ'য়ে যাবার পর সেখানে খুব যন্ত্রনাদায়ক ফোঁড়ার মত কেলয়েড্ টিউমার হ'চ্ছে...রোগীদের কষ্ট বেড়েই যাচ্ছে। আমরা সালফামাইড পাউডার দিয়ে দ্রুত ফল পাচ্ছি...'

বিদেশীটি দোভাষীকে শেষ করতেই দিল না। সজোরে মাথা নেড়ে দ্রুত বলে গেল।

'উঁহু, উঁহু, মারাত্মক ভুল করা হয়েছে, কেলয়েড্ টিউমার কী ভাবে বেড়ে ওঠে সেটা লক্ষ্য না করার ফলে রিসার্চের একটা মূল্যবান বস্তু নষ্ট ক'রে ফেলা হ'য়েছে। কিছু করবে না—শুধু লক্ষ্য করবে আর নোট রাখবে, ব্যস! তারপর সেইসব কাগজপত্র আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে।'

সহকারী ডাক্তার, নার্স আর আয়াকে বাইরে যেতে ব'লে দোভাষীর সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা আরম্ভ করে বিদেশী। অনেকক্ষণ ধ'রে কথা চলে। মনে হয় সহকারীটি যেন খুব উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছে; সে বুক ঠুকে হাত পা নেড়ে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী ক'রতে থাকে, ভাবাবেগে তার মুখগুল কুঞ্চিত হ'য়ে যায়।

বিদেশী লোকটি আর একটা সিগারেট ধ'রিয়ে দোভাষী মারফৎ উত্তর দেয়:

'প্যানপেনে বৃদ্ধার মত তর্ক করা একজন ডাক্তারের শোভা পায় না। ডাক্তারের একমাত্র কর্তব্য হলো বিজ্ঞানের সাধনা...ডাক্তারী ব্যবসা-নীতি-শাস্ত্রেও এই কথাই বলে। মানবসমাজের হিতার্থে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য যে সম্ভাবনা ইতিহাস আজ আমাদের সামনে উপস্থিত ক'রে দিয়েছে, তার পরিপূর্ণ সুযোগ নিতেই হবে। দেহযন্ত্রের বিশিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির উপর, প্রধানতঃ রক্তের উপর বিকিরণের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধীয় যত বেশী তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব তা আমাদের ক'রতেই হবে। আমাদের ভুললে চ'লবে না যে আমরা কাজ করছি সমগ্র মানব সমাজের হিতার্থে—বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য। এই মুহূর্তে এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য, অন্য সব কিছুকে মনে ক'রতে হবে এর কাছে গৌণ।'

বিদেশী লোকটি চোখ দুটো সঙ্কুচিত ক'রে সহকারীর পিঠ চাপড়ায়। সহকারী মাথা নিচু করে অন্যান্য রোগীদের দেখার পর বিদেশী লোকটি দোভাষী ও সহকারী ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ওরা চলে যাওয়ার পর তাঁবুর সামনের পর্দাটা তুলে দিয়ে নার্স আর আয়া দুজনে মিলে পাখা দিয়ে বাতাস ক'রে ক'রে সিগারেটের ধোঁয়া বের করে দিতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর স্ট্রেচারবাহীরা এসে তিনটি মেয়েকে নিয়ে গেল। গাল পোড়া মেয়েটি, তাকেও নিয়ে গেল। নার্স তাদের সঙ্গে গেল বিদায় দিতে, তারা যেন না কাঁদে। তারা আর ফিরে এল না।

কয়েকদিন পরে নার্স বোর্ড থেকে তাদের নাম মুছে দিল।

সহকারী ডাক্তার প্রতিদিনই আসে। আরও কতবার রক্ত পরীক্ষা হ'ল সুমিকোর, রক্ত নেওয়া হ'ল আঙুল থেকে, হাতের কাঁজ থেকে। আরও তিনটি মেয়েকে তাঁবু থেকে নিয়ে গেল। বিকেলে দুজন ফিরল, তৃতীয় জন আর ফিরল না। তারপর একসময় বোর্ড থেকে ওর নাম মুছে ফেলা হ'ল। সুমিকো বুঝলো ওদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল আমেরিকান ডাক্তারদের তাঁবুতে।

সবশেষে এল সুমিকোর পালা। তাকে একটা স্ট্রেচারে শুইয়ে মাথার নীচে গুঁজে দেওয়া হ'ল নম্বরের প্লেটটা। তারপর তাকে নিয়ে চলল মস্ত বড় একটা মাঠের ভেতর দিয়ে যেখানে সব গাছগুলো কেটে ফেলে বড় বড় পাথরের মাঝখানে নতুন এক সারি তাঁবুর ছাউনি ফেলা হয়েছে।

স্ট্রেচারবাহীরা তাকে নিয়ে গিয়ে নামাল একটা হলদে তাঁবুর প্রবেশ-পথের সামনে। সেখানে দাঁড়িয়েছিল হেলমেট পরা দুজন আমেরিকান শাস্ত্রী। সাদা আলখাল্লা আর মুখোস পরা দু'জন আমেরিকান বেরিয়ে এসে সুমিকোকে নিয়ে গেল তাঁবুর ভেতর।

মুখোস পরা অনেকগুলো আমেরিকান...তাদের দু'একজনের গায়ে সাদা কোট.... সুমিকোদের তাঁবুতে গিয়েছিল সেই যে গোলমুখো বিদেশী লোকটি—সে-ও আছে তাদের মধ্যে। সুমিকোকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ ক'রে একটা কালো চামড়ার চেয়ারে বসানো হ'ল। চেয়ারের পাশে ছিল চাকাওয়ালা একটা খুব বড় বাক্স আর রঙিন কাঁটাওয়ালা একটা বড় ঘড়ি। সুমিকোর মাথার উপর ঠং ক'রে একটা শব্দ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে একটা উজ্জ্বল সাদা আলোকময় কাঁচের গোলক ঝলক্ দিয়ে জ্বলে উঠল। সুমিকো চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল কিন্তু তারা ওকে চেপে বসিয়ে রাখে। সে আরো জোরে চেঁচাতে থাকে, হাত পা ছোঁড়ে কিন্তু ওদিকে তারা ওর হাত পা বেঁধে ফেলেছে.. ওর আর নড়ার উপায় নেই।

সাদাটুপি আর কালো চামড়া পরা একজন আমেরিকান ওর কাছে এসে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। একটা নীল কাঁচের চশমা ওকে পরিয়ে ঘরের আলো সবুজ করে দেওয়া হ'ল। পরীক্ষার আর শেষ নেই...যে আসে সেই একবার ক'রে ওর ঘাড়ের ক্ষতস্থানটা আঙুল দিয়ে খোঁচায়। ওর পেটে একটা কালো টিউব চেপে ধরে...টিউবের মধ্যে কেমন শব্দ হতে থাকে। তারপর তারা ওকে খুলে দেয়। আবার একটা বড় ম্যাজিক্ লণ্ঠনের মত বাক্সের সামনে ওকে দাঁড় করিয়ে আলো নিভিয়ে দিল। তখন আর একজন আমেরিকান খুব চক্‌চকে লোহার পাত ওর কপালের উপর রেখে ওর চোখ পরীক্ষা করতে শুরু ক'রে দিল।

পরীক্ষা শেষ হ'লে, আমেরিকানরা মুখোস খুলে সিগারেট ধরিয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প শুরু করে দিল। ঐ লম্বা গোলমুখোটা 'কেলয়েড্' কথাটা কতবার যে ব'লছে..! সুমিকো তার কিমোনোটা পরতে যাচ্ছিল কিন্তু ফ্রেঞ্চ ক্যাপ মাথায় হাফপ্যাণ্ট পরা জনৈক আমেরিকান এসে সেটা টেনে খুলে দিয়ে ওর একটা ফটো নিল। ক্যামেরার উজ্জ্বল আলো জ্ব'লে উঠতেই সুমিকো চিৎকার ক'রে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে। আমেরিকানটি একেবারে ওর কাঁধের উপর ক্যামেরাটা নিয়ে যায়—উজ্জ্বল আলোটা আর একবার জ্বলে ওঠে।

তারপর ওকে নিয়ে আসা হ'ল একটা ডেস্কের সামনে। সেখানে সামরিক পোষাকপরা

একজন আমেরিকান ওর আঙুলগুলো কালির প্যাডে মাখিয়ে নিয়ে কাগজের উপর ছাপ দিয়ে দিল। দশটা আঙুলের ছাপই কাগজে প'ড়ল। তারপর আমেরিকান হাসপাতালের নার্স সিগারেট খেতে খেতে এসে ওর হাতে বেঁধে দিল পিতলের একটা তাগা... তাতে খোদাই রয়েছে: 'এস-এস-কে ২২৭৯'। এর পরে ওকে তাঁবুতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

সুমিকোকে আর আমেরিকানদের তাঁবুতে যেতে হয়নি। পরে একদিন নার্স বলেছিল যে বোমায় আহতদের মধ্যে বাছাই ক'রে তারা যে গবেষণার কাজ শুরু করেছে তার জন্য তারা অন্যত্র চ'লে গেছে।

একরাত্রে একজন তরুণ আমেরিকান সৈনিক তাঁবুতে এসে উপস্থিত। মেয়েদের মত চকচকে সিল্কের স্কার্ফ তার গলায় জড়ানো। তার পা দু'টো টলছে। কুৎসিৎভাবে একজন নার্সের দিকে ইঙ্গিত ক'রতে ক'রতে তার দিকে সে এগিয়ে যায়।

নার্স তাকে দূর হ'য়ে যেতে বলে।

কড়া ভাষায় তাকে শুনিয়ে বলে: 'আপনি চ'লে যান এখান থেকে...ছোট শিশুদের অহেতুক ভয় দেখাচ্ছেন।'

আমেরিকানটি যেন কথা শুনল—টলতে টলতে সে চ'লে গেল। তার উচ্চকণ্ঠের গান সবাই শুনতে পায়:

'চুংকিং—চুংকিং
চিংচুং—কিনা-কিনা
হিরোশিমা—নাগাসাকি
বু-উ-উ-ম।'

ছোট মেয়েরা সবাই উঠে ব'সেছে, সবাই শুনছে। মাতালটার গলার স্বর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। দূর থেকে ভেসে আসে এরোপ্লেনের মৃদু গুঞ্জণ...সে গুঞ্জণ পরিণত হয় গভীর গর্জনে, আবার মিলিয়ে যায়। সারারাত্রি ধরে একটার পর একটা প্লেন আসছে আর আসছে।



মাদুরে বসে খবরের কাগজ থেকে পাখি কাটছিল সুমিকো। হঠাৎ শুনতে পেল পেছনে কারা ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে কথা বলছে।

'ঐ মেয়েটি?' কে যেন মোটা গলায় জিজ্ঞাসা করে।

মুখ ফিরিয়ে সে দেখতে পায় অস্থিচর্মসার একটি ছোট মানুষ,...দিনের পর দিন প্রখর সূর্যকিরণে তার মুখ কুঁচকে গেছে, গায়ে ময়লা সার্জের জামা আর পায়ে খড়ের চটি। হাতে একটা বোঁচকা, আর একটা রয়েছে গলায় ঝুলনো। 'সুমিকো' ব'লে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে মাটিতে ব'সে পড়ে: 'তুই বেঁচে আছিস, মা—?'

'মামা—' ব'লে সুমিকো চিৎকার ক'রে লাফিয়ে ওঠে। পরক্ষণেই নিজের অবস্থা মনে হওয়ায় বসে পড়ে, তারপর পা দু'টো একত্র ক'রে মাদুরের উপর দু'হাত নিচু ক'রে প্রণাম করে।

'সব জায়গায় আমি তোকে খুঁজেছি···কেউ ব'লতে পারেনি কোথায় তোকে পাব। কেবল মনে হতো, তোকে বুঝি আর কোনদিনই পাব না। তুই এখানে যাহোক বেঁচে তো আছিস—'

আয়া আর নার্সের দিকে ফিরে বিনয়াবনত কণ্ঠে প্রৌঢ় বলে:

'আমার ভাগ্নীর জন্য আপনারা যা ক'রছেন তার জন্য আমি চির-কৃতজ্ঞ।'

আয়া অভিবাদনে হেসে নুয়ে প'ড়ে বলে: 'আমরা জানতাম আপনি আসবেন... সুমি-চান আপনার ঠিকানা ভুলে গেছলো...তাইতো আমরা আপনাকে জানাতে পারিনি।'

'প্রথমে ভেবেছিলাম, ওর খোঁজ ক'রে কোন লাভ হবে না...পরে বিচার ক'রে দেখলাম...চেষ্টা ক'রে একবার দেখি না।' তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে আবার প্রায় ভগ্নকণ্ঠে বলে:

'আমার তো আর কেউ নেই। বউ মারা গেছে অনেকদিন, ছেলেটার আমার মৃত্যু হ'ল বর্মায়—আর আমার মেয়েটাও ওকাসাকায় বিমান আক্রমণের সময় পুড়ে ম'রে গেল। একটা শেষ অবলম্বন তো চাই।' সুমিকোর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলোতে থাকে তার মামা।

'আমায় চিনতে পারছিস তো? সেই যে যুদ্ধের আগে তোদের দেখতে এসেছিলাম—মনে প'ড়ছে? তোর মা বলতো, তোর মত দস্যি মেয়ে নাকি আর দ্বিতীয়টি নেই,'... আর ব'লতে পারে না—স্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। নাক ঝেড়ে ফেলে কোমর থেকে পাইপ আর তামাকের কৌটোটা বের ক'রে আবার তা তক্ষুণি রেখে দেয়।

সুমিকো জামার গলা খুলে তার মামাকে কাঁধটা দেখায়। 'দেখতে পাচ্ছ মামা, যা কিছু সব এখানেই।'

ওর মামা পোড়া জায়গাটা দেখে আর মাথা নাড়ে। নার্স ওর কাছে এসে কানে কানে কী যেন বলে। তারপর দু'জনে চলে যায় তাঁবুর আর এক কোণে—অনেকক্ষণ ধ'রে ফিস্‌ফিস্ ক'রে তাদের কথাবার্তা চলে। তারপর নার্স বেরিয়ে যায়।

সুমিকোর পাশের ছোট মেয়েটি, কপালে যার লম্বা কাটার দাগ, জিজ্ঞাসা করে: 'সুমি দিদি, বাড়ী চ'ললে বুঝি?' সুমিকো উত্তর দেয় না। কাগজের পাখীটা কাটা

শেষ ক'রে ওটা সেই ছোট্ট মেয়েটিকে সযত্নে উপহার দেয়। মেয়েটির চোখে-মুখে খুশী ভাব উপচে পড়ে।

'আমাকে নিতে কোনদিন কেউ আসবে না—' বুকভরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছোট্ট মেয়েটি বলে।

'নিশ্চয়ই আসবে। তোমাকে এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে।' নার্সের মত মাথাটা ঝুঁকিয়ে সুমিকো বলে।

সহকারী ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে নার্স ফিরে আসে। সাদা কোট আর মুখোস না চাপিয়েই তিনি চ'লে এসেছেন।

সুমিকোর মামাকে জিজ্ঞাসা করেন: 'এখনই কি একে নিয়ে যাবেন?'

নমস্কার ক'রে মামা মৃদুস্বরে বলে: 'যদি আপনারা বলেন...আমি তো এ জন্যেই এসেছি।'

'বেশ, নিয়ে যান। ক'দিন পর সমস্ত রোগীদের দিয়ে দিতে হবে আমেরিকান ডাক্তারদের হাতে—তখন আর ওরা নিয়ে যেতে দেবে না।'

আস্তে আস্তে মামা সহকারীকে কী যেন বলে। সহকারী উত্তর দেন: 'আমাদের মনে হয় দিন দিন ও বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠছে—তবে পরে যে কী হবে তা বলা অবশ্য খুব কঠিন। তবু বলছি, আপনি ওকে নিয়েই যান। আপনাদের বাড়ীর ও অঞ্চলে কি কোন হাসপাতাল আছে?'

'সহরে একটা আছে—আমাদের গ্রাম থেকে খুব দূর হবে না।'

'মাঝে মাঝে ঐ পোড়া জায়গাটায় ব্যথা হবে। ব্যথা যদি বাড়ে আর জ্বর হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন। বিদেশীদের কাছে যাবেন না কিন্তু। মিশন হাসপাতালগুলোও এড়িয়ে যাবেন।'

সহকারী ডাক্তার সুমিকোর দিকে ফিরে একটু হাসলেন। সুমিকোও মাদুরের উপর হাতদুটো রেখে প্রণাম করল।

'তোমাকে কিছু জামা কাপড় দিতে হবে,' ব'লে সহকারী ডাক্তার নার্সকে নিয়ে বেরিয়ে যান···। নার্স কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল কিমোনো, পায়জামা আর মোজা নিয়ে—সবগুলিতেই কার্বলিকের গন্ধ।

'ঠিক তোমার মাপের জুতো একটাও পেলাম না। কাঠের স্যাণ্ডেল আছে, তবে সেগুলো খুব ছোট। এটা কিন্তু ছেলেদের কিমোনো...তা হোক, এতে চলে যাবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক এমনিটিরই দরকার। আমার ছোট্ট ভাগ্নীটি যা দস্যি মেয়ে!' ব'লে হেসে ওঠে মামা।

সুমিকোর পোষাক পরা হয়ে গেছে, তখন মামা তার কাঁধে ঝুলোনো বোঁচকা থেকে একটা মাটির ভাঁড় বের করেন, সেটা বেশ ক'রে মুছে নিয়ে পিপের উপর রাখে। তারপর খড়ের উপর ব'সে গম্ভীর গলায় সুমিকোকে বলে: 'ঠিক হয়ে বস। ওই রাস্তা থেকে এই ভস্মাবশেষটুকু কুড়িয়ে এনেছি...আর প্রার্থনা কর।'

দু'হাত জোড় ক'রে মাথা নত করে মামা। সুমিকোও তাই করে। আয়া ও নার্স মাথা নোয়ায়।

মামা ভাঁড়টি ন্যাকড়ায় জড়িয়ে কোমরে বেঁধে নেয়, সুমিকো কাগজের পাখিগুলো মেয়েদের বিলিয়ে দেয়...। নার্স আর আয়াকে সে জানায় বিদায় অভিনন্দন।

মামা সকলকে একসঙ্গে বিদায় জানিয়ে ব'লে ওঠেঃ 'খুব শিগ্‌গীরই তোমরা সবাই বাড়ীতে ফিরে যাবে।'

হিজি পাহাড় দিয়ে তারা ফিরছে...সামনে প্রসারিত ধ্বংসাবশেষের ধূসর মরুভূমি। সুমিকো তার মামার জামার হাতায় টান দিয়ে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেঃ 'আমরা কি ওখানে যাব? ঐ নদীর ধারে?'

'না, ওখানে আর কিছুই নেই।'

'মিনামি-তাকেয়া অঞ্চল...যেখানে কারখানাটা ছিল, সেখানে?'

মামা নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। সুমিকো কব্‌জী থেকে আমেরিকানদের দেওয়া তাগাটা খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। একটা ভাঙ্গা টাইলের উপর ওটা ঠুন ক'রে প'ড়ে তীব্র আওয়াজ তোলে।

'ওটা কী ফেললি?' মামা তাগাটা কুড়িয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে।

'হাসপাতালে এটা আমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিল।'

'তবে ডাক্তারকে ফেরত দিয়ে এলি না কেন?'

'ডাক্তারবাবু তো এটা পরিয়ে দেননি—অন্যেরা...ঐ যে ঐ য়্যামি—রা।'

মামা তাগাটা জামার হাতা দিয়ে রগড়িয়ে নিয়ে দেখতে থাকে এতে কী লেখা আছে। এটা বোধ হয় ওদের মাদুলি? পকেট থেকে একটা কাগজ নিয়ে তাগাটা মুড়ে রেখে দেয়। 'এটা রেখে দেওয়াই ভাল—ভবিষ্যতে কোন দিন হয়তো এটা কাজেও আসতে পারে।'



দু'দিন পরে তারা ওসাকাগামী ট্রেনে উঠে বসল। ওখানে তাদের গাড়ী বদল করতে হবে উত্তর-পূর্ব সমুদ্রোপকূলে যাওয়ার জন্য। গাড়ীতে ভীষণ ভীড়, ঠেলাঠেলি ক'রে উঠতে হ'ল।

গাড়ী একেবারে ভর্তি। কালো ওড়না মাথায় জনৈকা তরুণী বেঞ্চির মাঝখানে একটা বস্তার উপর বসেছিল। তার পাশে মেঝেতে একটু জায়গা ক'রে সুমিকো বসল।

তরুণীটির হাতের পোঁটলার ভিতর দিয়ে একটা মাটির ভাঁড়ের গলা বেরিয়েছিল—সুমিকোর মামা তা দেখে জিজ্ঞাসা করল : 'কবে ঘটেছিল, ঐ দিনই ? এখানে ?'

'না'—মেয়েটি করুণ স্বরে বলে : 'নাগাসাকি।'

'তোমার মা বাবা ?'

'না, আমার দুই ছেলে।'

তরুণী ভাঁড়ের গলাটা লুকিয়ে ফেলে, কেউ যেন আর না দেখে।

মামা সহানুভূতির সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার ভাগ্নীর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে : 'এও পড়েছিল এরই মধ্যে। বিস্ফোরণের সময় একেবারে সহরের মাঝখানটিতে ও ছিল।'

ফুলতোলা কিমোনো গায়ে জনৈকা বর্ষিয়সী মহিলা তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে নাক চেপে ধ'রে ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে : 'কোনো আঘাত পেয়েছে ?'

মামা সুমিকোর কাঁধটা আঙুল দিয়ে দেখায়। 'ও জায়গাটা পুড়ে গেছে ; এখন শুধু ক্ষতচিহ্নটুকু আছে। খুব বড় দাগ—। ঠিক আচারের কুলের মত, রঙ্‌টাও অমনি।'

ছাত্রদের চৌকো টুপি পরা যে লোকটি বসেছিল জানালার ধারে, সে ব'লে ওঠে : 'এটম বোমার পোড়াকে বলে "কেলয়েড"।'

হাসপাতালের পোষাক আর সামরিক টুপি পরা লোকটি সুমিকোর দিকে ফিরে দাঁড়ায়। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সুমিকোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

'বোমা ফাটার সময় তুমি কোথায় ছিলে ?'

মামা তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে : 'সাঙ্গো ব্রীজে, বোমা পড়ার জায়গা থেকে একটু দূরে। রেস স্টেশনের কাছে মিকাওয়া অঞ্চলে ও ছিল। শত্রু-বিমান থেকে প্যারাসুটের মত কী একটা পড়তে দেখেই রাস্তা দিয়ে ছুটে গিয়ে একটা গর্তে লাফিয়ে পড়েছিল ও।'

সুমিকো মামার জামা ধ'রে টানে।

মামা ব'লতে থাকে : 'ঠিক ওর মাথার উপর বোমাটা ফেটে যায়—ব্রীজ, মানুষ, বাড়ীঘর সমস্ত ওর চারদিকে উড়ে উড়ে আসতে থাকে...ও কিন্তু চুপটি ক'রে প'ড়ে থাকে .. ওর মাথার ওপরে উড়ে এসে পড়ে শহরের আর এক প্রান্ত থেকে একটা মন্দিরের ছাদ—সেটাই ওকে ঢেকে রাখে। মিকাওয়া অঞ্চলে সেই সময় আর যারা ছিল...তারা' এই ব'লে সে অসহায়ের মত একটা ভঙ্গী করে। 'কিন্তু এই ছোট্ট মেয়ে তার মাথা ঠিক রেখেছিল—একটুও ভয় পায়নি!'

'পিকাডনের বিস্ফোরণ...তাতেও ভয় পেল না!' হাসপাতালের পোষাকপরা লোকটা হেসে ফেলে। 'ভয় পাবার অবকাশই বোধ হয় ও পায় নি।'

মামার দিকে ভ্রূ কুঁচকিয়ে সুমিকো বলে : 'বারে! আমার ভীষণ ভয় করছিল—সবারই তো করে!'

ছোট্ট ছেলে কোলে নিয়ে বেঞ্চির উপর একটি মহিলা বসেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন: 'যাই হোক, এ যে বেঁচে আছে এটাই তো আশ্চর্য। নিশ্চয়ই ওর কোন কবচ-টবচ পরা ছিল...!'

মামা আবার কী ব'লতে যাচ্ছিল—সুমিকো জামা ধ'রে টানল।

ফুলতোলা কিমোনা পরা মহিলাটি জিজ্ঞাসা করে: 'সবাই বলে যে কোরিয়ার দিক থেকে প্লেনগুলো এসেছিল—এটা কি সত্যি?'

ছাত্রটি উত্তর দেয়: 'না, ওগুলো এসেছিল উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে—তিনটে বি-২৯ নম্বরের। আট হাজার মিটার উঁচুতে উড়ছিল...যে বিমান থেকে বোমা ফেলেছিল তার নাম হচ্ছে "এনোলা"।'

'ওটার মানে কী? বোধ হয় ওদের কোন সহরের নাম হবে!' একজন বর্ষীয়সী মহিলা জিজ্ঞাসা করেন।

ছাত্রটি বলে: 'না, কথাটি হ'চ্ছে যে-বিমান থেকে পিকাডন ফেলা হয় তার কমাণ্ডারের মায়ের নাম। ছেলে সঙ্কল্প ক'রেছিল—তার মায়ের নাম অবিস্মরণীয় ক'রে রাখবে!'

'কীর্তিমান ছেলে বটে!' পেছন থেকে কে একজন মন্তব্য করে।

পিকাডন নিয়ে কথা শুরু হ'য়ে গেছে। এই বোমা সম্বন্ধে কত অজস্র আজগুবি গল্পই না র'টেছে...যে যা পারছে বলে চ'লেছে। বিস্ফোরণের সময় যে সমস্ত লোক খতম হ'য়ে গিয়েছিল, তাদের ছায়া নাকি মুদ্রিত হ'য়ে রয়েছে টোকিওয়া ব্রীজের কাছে পাথরের বাড়ীগুলোর দেওয়ালের গায়ে; হিরোশিমার ঠিক মাঝখানে ওসাকা ব্যাঙ্কের যে শাখা ছিল, সেখানে আকাশ থেকে নাকি হাজার হাজার টাকার নোটের বর্ষণ হয়েছিল নদীর ধারে একটা গ্রামের ওপর। ইয়াগা জেলায় একটি স্কুলের কাছে দুটো ষাঁড় নাকি উড়ে গিয়ে পড়েছিল; তাকা জেলায় নাকি রাত্তির বেলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় পোড়া ন্যাকড়া পরা ছোট ছোট ছেলেদের ভূত - সব কবন্ধ।

সুমিকো হাঁ ক'রে এই সব গল্প শোনে আর মামার জামা ধ'রে বারবার টানে। সে ওর দিকে ফিরে তাকায়, মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন।

'কী হয়েছে? আমি তো কিছু বলছি না...'

'সবাই একে পিকাডন বলে কেন?'

'পিকা মানে হঠাৎ-জ্বলে-ওঠা বিরাট উজ্জ্বল আলো যাতে চোখ একেবারে অন্ধ হ'য়ে যায় আর' এই ব'লে দুহাত উপরের দিকে ছুঁড়ে দেয়: 'ডন! সে তো ওই বিস্ফোরণ। পিকাডন!'

সামরিক পোষাক পরা মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটা লোক বলে: 'সবাই ব'লছে আমেরিকান ডাক্তারেরা বোমায় আহতদের বিবয় নিয়ে খুব গবেষণার কাজ করছে। বিশেষ

ক'রে রক্তের ওপর এর প্রতিক্রিয়া কী হ'ল সে বিষয়ে ওদের খুব আগ্রহ। ছোট মেয়েটির রক্তে কি কিছু হয়েছে ?'

'না, ডাক্তার তো এ বিষয়ে কিছু বলেনি,' সুমিকোর মামা জবাব দেয় : 'ওর কেবল ঐ পোড়া জায়গাটা, আর মাঝে মাঝে চোখে ব্যথা হয়...'

ছাত্রটি মন্তব্য করে : 'ওটা হ'চ্ছে ঐ রশ্মি থেকে বিকীরণের প্রতিক্রিয়া।'

নীচু গলায় সে হাসপাতালের পোষাক পরা লোকটিকে কীসব বোঝাতে আরম্ভ করে। সবাই চুপ হ'য়ে শোনে।

ছাত্রটি বলছে : 'হ্যাঁ, ওরা বে'চে গেছে বটে, কিন্তু এই রশ্মি বিকীরণ একটা ভয়ঙ্কর জিনিষ। প্রফেসার আসানো এবং প্রফেসার ওয়াতানেব মনে করেন যে যাদের পোড়া ক্ষত রয়েছে তারা যে কোন সময়ে মারাত্মক রক্তাল্পতা রোগে আক্রান্ত হতে পারে...এমন কি আজ থেকে দশ বছর পরেও।'

'তা হ'লে ওদের সবারই ভাগ্যে মৃত্যু,' হাসপাতালের পোষাক পরা লোকটি এই মন্তব্য করতে গিয়েই লক্ষ্য করল সুমিকো কান পেতে ওদের কথা গিলছে। তক্ষুনি জানলার দিকে তাকিয়ে খুব জোরে হেসে ব'লে ওঠে : 'দেখ দেখ, সন্ন্যাসীগুলো কী বিরাট বিরাট বস্তা কাঁধে নিয়ে সব চলেছে। ভিক্ষে ক'রে বোধ হয় ওরা ফিরছে! ওই যে মেয়েদের পাজামা পরা—ওকে কেমন দেখতে হয়েছে!'

বর্ষীয়সী মহিলাটি সুমিকোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন,—মাথা নাড়ছেন আর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন। তিনি কয়েকটি শুকনো পিচ্‌ফল তাঁর থলে থেকে বের ক'রে ওর হাতে দিলেন।

'তোমাকে কি আমেরিকান ডাক্তাররা চিকিৎসা করেছিল, মা ?' জিজ্ঞাসা করে সেই কালো ওড়না পরা মহিলাটি।

সুমিকো খুব জোরে মাথা নেড়ে বলে :

'না, আমেরিকানরা কেবল একবার আমার হাতটা ফুঁড়েছিল! ছবি তুলেছিল আর রক্ত পরীক্ষা করেছিল...কিন্তু কোন ওষুধ ওরা আমাকে দেয়নি। আর ওরা আমাদের দেশী ডাক্তারবাবুদেরও ব'লে দিয়েছিল আমাকে কোন ওষুধ না দিতে।'

এবার মামা ওর জামা ধ'রে টান দেয়, ও চুপ ক'রে যায়।

গোল হ্যাট মাথায়, ঢিলে জামা পরা একটা লোক বলল : 'সবাই বলে হঠাৎ নাকি নাক দিয়ে খুব রক্ত পড়া শুরু হয়। আবার সারা গায়ে কালো চাকা চাকা হ'য়ে ওঠে। তারপর নাকি জ্বর শুরু হয়।'

সামরিক পোষাক পরা লোকটি চেঁচিয়ে বলেন : 'অনেক তো হ'ল! এবার অন্য কথা হোক।' তারপর ছাত্রটির দিকে ফিরে তাঁর চোখের চিকিৎসা করেছিলেন যে প্রফেসার তার কথা ব'লতে শুরু করলেন।

রাত্তির বেলা গাড়ীর ভিতর দম বন্ধ হ'য়ে আসে। স্নমিকোর ভাল ঘুম হয় না, কাঁধের কাছে বারে বারে চুলকোয় আর ঘুম ভেঙ্গে যায়। খুব ভোরে মামা ওকে জাগিয়ে দেয়। স্নমিকোর দিকে ভাল ক'রে নজর দিয়ে দেখতে থাকে। তার চোখে উদ্বেগের চিহ্ন।

'আলোর দিকে ফিরে দাঁড়া তো—'

স্নমিকো তাই দাঁড়াল আর মামা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর ক্ষতের কাছটা দেখতে লাগল।

'দুটো লাল লাল দাগ...না, কাল তো এগুলো ছিল না! ব্যথা করছে?'

স্নমিকো ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখে।

'না, তবে চুলকোচ্ছে...। মশার কামড়ই হবে।'

ওড়না পরা মহিলাটিও ভাল ক'রে দে'খে বলে: 'তাই হবে। রাত্তির বেলা আমাকেও মনে হয় পোকা কামড়েছে।'

'ওঃ, পোকা—তবে তো ঠিকই আছে।' ওর মামা থুথু দিয়ে আঙুলটা ভিজিয়ে জানলার ময়লা ঘষে নিয়ে ওই দাগ দু'টোর উপর বুলিয়ে দেয়। 'এগুলোতে চিহ্ন দিয়ে রাখলাম...এর পর যদি আরও ঐ রকম বের হয় তবে বোঝা যাবে, এগুলোর সঙ্গে গোলমাল হয়ে যাবে না...'

'আমার মুখে হাত ঠেকিও না কিন্তু,' স্নমিকো কেঁদে ফেলে: 'মুখটা বিশ্রী হ'য়ে যাবে—।'

সবাই হেসে ওঠে।

পাহাড়ের স্নড়ঙ্গ পথে গাড়ী প্রবেশ করল—গতি খুব ধীর হ'য়ে আসে। স্নড়ঙ্গ পথের অপর প্রান্তে এসে গাড়ী থামে। একটা প্লেন পাহাড়ের পেছন থেকে ডুব দিয়ে উঠে এল...পাহাড়ের ওপর পাইন গাছের ভেতর দিয়ে যে প্যাগোডার চূড়াটি দেখা যায় তার ওপরে প্লেনটি গোল হ'য়ে ঘুরতে থাকে। প্লেনটির পুচ্ছভাগে দুইধারে কালো রঙের বৃত্তের মধ্যে একটি সাদা তারকা চিহ্ন...আর সেই সঙ্গে সাদা ডোরা ডোরা দাগ। স্নমিকো দেখেই চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢাকে।

'কাঁধে হাত দিস না...চিহ্নগুলো মুছে যাবে যে,' ওর মামা চিৎকার ক'রে ওঠে: 'ভয় পাবার কী আছে...ওরা তো আর বোমা ফেলছে না! যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে!'

'হ্যাঁ,—যুদ্ধ শেষ হ'য়েছে—আর বোমা নয়,' ব'লে ওঠে হাসপাতালের পোষাক পরা মানুষটি: 'অনেক হ'য়েছে। পিকাডনও নয়, আর কিছুই নয়।'

সাড়ে সাত বছর পরে



তারা চলেছে পার্বত্য পথ দিয়ে; সাঁপিল পথ...গোলাকার প্রস্তরখণ্ড বেষ্টন ক'রে, তৃণগুচ্ছের ভিতর দিয়ে...পুষ্পহীন বন্য এজেলিয়া ঝোপের পাশ দিয়ে। পাথরের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলে স্যুমিকো...লঘু ক্ষিপ্র তার গতি। অনেকটা এগিয়ে গেছে সে, অসহিষ্ণু হ'য়ে বারবার সে পিছন ফিরে তাকায়।

'বড় আস্তে হাঁটো তুমি বাপু, ইয়েচান ..একেবারে যেন শামুকের মত।'

পথটি সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসে। খাড়া পাহাড়ের কিনারা বেয়ে একফালি পায়ে-হাঁটা পথ। অনেক নিচে ঘন কুয়াশাবৃত উপত্যকাভূমি ভেদ ক'রে উঁচু হ'য়ে উঠেছে সাইপ্রেস আর দেবদারু গাছের চূড়া।

ভিজে মাটি...ফাটলগুলিতে এখনও বরফ লেগে র'য়েছে। বাদাম পাহাড়ের উপর দিয়ে এই সবচেয়ে সোজা পথটি বেছে নিয়েছে স্যুমিকো—নতুন পাড়া থেকে পুরোনো পাড়ায় যাওয়ার জন্য। একমাত্র কাঠকয়লা সংগ্রহকারী আর কাঠুরিয়ার দল এই পথ দিয়ে যাওয়া আসা করে। সংকীর্ণ গিরিপথ, ফাটল কিম্বা ঢালু পথকে ভয় ক'রলে তো আর তাদের চলে না। ঘন শৈবালে আবৃত পর্বত শৃঙ্গের পাশ দিয়ে চলতে চলতে ইয়েকো ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে ঃ

'আমাদের ঠিক ওপাশেই একটা গুহা আছে। তার প্রবেশ-পথে দাঁড়িয়ে যদি চীৎকার ক'রে বল ঃ হান্‌জিমন্-সান্—নমস্কার—, শুনবে, একটি বৃদ্ধ তোমার নাম ধ'রে ব'লে উঠবে ঃ 'নমস্কার।' তারপর শুনতে পাবে কত গান বাজনা...হান্‌জিমনের অনুচর সব... কেউ বাঁশী বাজাচ্ছে, কেউ বা গান ধ'রেছে!'

'যারা এদেশে জন্মেছে তাদেরকেই ও চেনে, আমার মত অনেক দূর থেকে যারা এসেছে, তাদের তোমার হান্‌জিমন কক্ষণো চিনতে পারবে না।' স্যুমিকো বলে।

প্রসারিত ওক গাছের নীচে ভেঙে-পড়া পর্ণ কুটিরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ইয়েকো বলে ঃ 'ওই যে, ওই সমতল-ভূমি...ওখানে গত যুদ্ধের সময় টোকিওর একজন সিনেমা অভিনেতা বন্দুক দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল...সবাই বলে এখনও ওই লোকটি কেঁদে কেঁদে ওখানে ঘুরে বেড়ায়।'

স্যুমিকো যেন ভয় পায়, বলে ঃ 'রাত্রিবেলা এখানে গা ছমছম ক'রে ওঠে না? অন্ধকারে এ পথে একা একা আসতে হ'লে আমি ভয়ে মরেই যাব বাপু।'

'ভূতের মন্তর আমি জানি! শুনবে?' শক্ত ক'রে বাঁ হাত মুঠো করে ডান হাত দিয়ে চেপে ধ'রে ইয়েকো বলে: 'ঠাকুর্দার কাছে শুনেছি, সব রকম বিপদ-আপদ থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য সেকালের পুরোহিতরা হাত দু'টো এমনি ক'রে মন্তর বলত: "মারশিতেন মঞ্জুবোসাৎসু" !'

'এতে কিছু হ'তো?'

'ওরা তো বলে হ'তো।'

এতক্ষণে তারা সাঁকোর কাছে পৌঁছেছে। এ এক নতুন ধরণের পুল; দুজোড়া দড়ি....এক জোড়া উপরে, অপরটি নিচে ঝোলানো র'য়েছে। নিচেরটিতে তক্তা পেতে দেওয়া হ'য়েছে—আর উপরের দুটো ধ'রে চলতে হবে। ইয়েকো স্যাণ্ডেল দুটো খুলে কিমোনোতে পুরে নেয়, আর জিভেতে আঙ্গুলটা ঠেকিয়ে নিয়ে ভুরু দুটো ভিজিয়ে নিয়ে তরতর ক'রে ছোটে সাঁকোর ওপর দিয়ে...তার প্রতি পদক্ষেপে দুলে দুলে ওঠে সাঁকোটি। অপর প্রান্তে পৌঁছে বন্ধুকে ডাক দেয়:

'নিচের দিকে খবরদার তাকিও না...তা হলে কিন্তু—' চোখের সামনে আঙ্গুলটা তার নড়তে থাকে।

সুমিকো কোনরকমে সাঁকোটা পার হ'য়ে শ্যাওলার উপর ধপাস ক'রে ব'সে পড়ে।

'ওরে বাবা! ভাগ্যিস মন্তরটা ব'লতে ব'লতে এসেছি,—নইলে নিশ্চয়ই প'ড়ে যেতাম!'

ইয়েকো হেসে ফেলে। 'দেখলে তো! এতে সব বিপদ দূর হ'য়ে যায়।'

খাড়াই-এর কিনারায় গিয়ে সে দাঁড়ায়।

সামনে প্রসারিত গ্রাম। সে দৃশ্যের দিকে লক্ষ্য ক'রে বলে: 'দেখবে এস, এখান থেকে সব দেখা যাচ্ছে....ঐ যে...ওটা জেলেদের পাড়া। আর ঐখানে নদীটা কেমন এঁকেবেঁকে উপত্যকাভূমির পাশ দিয়ে সমুদ্রে পড়েছে! ডানদিকে ওটা হ'চ্ছে চাঁদমারী। ঐ ছোট গোল গোল ঘরগুলো...যেন ঠিক উল্টানো বাটি ব'লে মনে হ'চ্ছে.. ওগুলো ব্যারাক। ঐ যে একটা মার্কিনী পতাকা উড়ছে...তার পাশেই বিমানঘাঁটি, দেখেছো কত এরোপ্লেন!'

দুচোখ কুঁচকিয়ে সুমিকো বলে: 'ভাল ক'রে দেখতেই পাচ্ছি না। আর বছরের মতো চোখ দুটোয় আবার যন্ত্রণা হয়েছে। এবার নিশ্চয়ই...'

ওকে কথা শেষ ক'রতে না দিয়ে ইয়েকো ব'লে ওঠে: 'বাজে ব'কো না—মোটেই তা নয়। তোমার সেই জোর ক'রে প্রদীপের আলোতে ব'সে সেলাই করা—নির্ঘাৎ এ তারই ফল!'

কিনারার দিকে এগিয়ে গিয়ে সুমিকো নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'দেখ, পাথরের ভেতর থেকে কেমন সুন্দর একটা কুলগাছ উঠেছে—! শিগ্‌গীরই গাছটিতে ফল ধরবে।'

পর্বতের পেছনে বিদায়োন্মুখ সূর্যরশ্মি দূরস্থিত শিখরগুলির তুষারের পরতে পরতে

হলুদ আর গাঢ় নীল রঙ ছড়িয়ে দেয়। নীচের উপত্যকাভূমি থেকে বাতাসে ভেসে আসে উৎসবের আনন্দধ্বনি।

'অন্ধকার হ'য়ে আসছে...একটু জোরে হাঁটো...ওরা হয়ত শুরুই ক'রে দিয়েছে এতক্ষণ।' ইয়েকো বলে।

পাহাড়ের ধারে পথটা একেবারে খাড়া বেঁকে গেছে। মাঝে মাঝে এত পিছল যে গাছের ডাল কিম্বা ঝোপঝাড় না ধ'রে কিছুতেই চলার উপায় নেই। এতক্ষণে ওরা বড় রাস্তায় এসে পৌঁছোয়।

মোড়ের মাথায় ওরা দেখে একটা লোক চলেছে, তার মাথায় একটা বোনা টুপি, গায়ে ঢিলে জামা। তার সঙ্গে চলেছে বছর দশেকের দুটো মেয়ে—হাতে তাদের পোঁটলা-পুটুলি। সুমিকোর সামনে এসে লোকটা সোনা বাঁধানো দাঁতপাটি বের ক'রে একগাল হেসে দাঁড়ায়।

মেয়ে দুটোও দাঁড়িয়ে পড়ে। ওদের এগিয়ে যেতে ইসারা ক'রে একমুখ হাসি নিয়ে সুমিকোর দিকে লোকটা চেয়েই থাকে...দৃষ্টি দিয়ে যেন ওকে পরখ ক'রছে সে।

ইয়েকোর পেছন পেছন ও চলে যেতে চায়, কিন্তু লোকটির দৃষ্টি যেন ওর পথ অবরোধ ক'রে দাঁড়ায়...তার হাসি যেন উপচিয়ে পড়ছে।

'যুদ্ধের পরেই তো তুমি এসেছ এখানে—ওমা, এরই মধ্যে কত বড় হ'য়ে উঠেছ! শহরে গিয়ে যদি থাকতে মেয়ে, কী আরামেই না থাকতে! কত ভাল জামাকাপড় পরতে পারতে—মাসে মাসে তোমার কত টাকা জমতো! ভারী সুখের জীবন। দেখেছ—এই বিজ্ঞাপনগুলো...' ব'লেই পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ বের ক'রে সামনে ধরে। কিন্তু সুমিকো চট্ ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়ে বন্ধু ইয়েকোর দিকে ছুটে যায়।

সুমিকোর হাত চেপে ধ'রে ইয়েকো ব'লে ওঠে: 'পিছন দিকে তাকিও না।'

'ও-লোকটা আমার সব জানে দেখছি!'

'ওই শয়তান, ওই পিশাচটা সব মেয়ের খবর রাখে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে মেয়ে জোগাড় ক'রে বিক্রি করা হ'লো ওর পেশা। য়্যামিদের সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঘুরে বেড়ায়। ওদের দিকে কক্ষনো তাকাবে না।'

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ইনারি মন্দির সংলগ্ন সাইপ্রেস্ কুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে কম্পিত দীপশিখা দেখা যায় বহুদূর থেকে। বাতাসে ভেসে আসে ঢাকের শব্দ। তারা আরও জোরে হাঁটতে থাকে।

দুপাশের বড় বড় পাথর সাজিয়ে রাস্তাটা যেখানে ঘিরে ফেলা হয়েছে তার সামনে উজ্জ্বল হলুদ রঙের বড় বড় অক্ষরে 'ধীরে চল' পথ-নির্দেশ ঝুলানো রয়েছে।

অল্পদূরেই তাদের চোখে পড়ে প্রশস্ত পাথরের গায়ে লাগানো একটা রঙীন পোস্টার: ক্রীড়ারত শিশুর দল;—উঁচুতে আকাশের গায়ে তিনটি বিমান...একটির নাম 'এনোলা'...

তারই এক কোণে জাপানী হরফে লেখা ঃ 'যুদ্ধ চাই না—শান্তি চাই। মার্কিনরা ফিরে যাও।' ইয়েকো পড়ে ঃ 'এনোলা। ঐ বিমানটিই তো পিকাডন ফেলেছিল।'

সুমিকো ছবির নিচে লেখা নামটি প'ড়ে বলে ঃ 'ক্যাৎসু গেন্জো।—নিশ্চয়ই খুব নাম-করা শিল্পী...। তবে ছেলেমেয়েগুলো দেখতে যেন কেমন হ'য়েছে। মনে হচ্ছে ব্যাঙাচি। আমি এর চেয়ে ভাল আঁকতে পারি।'



'চল চল, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে—' ইয়েকো বলে।

স্কুল-প্রাঙ্গনে সমবেত হয়েছে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে আর পিঠে শিশু সন্তানদের বে'ধে নিয়ে এসেছেন মহিলারা। কাগজের লণ্ঠনে আর সবুজ পল্লবশাখায় প্রাঙ্গনটি সুসজ্জিত।

একদল যুবক কাঁধের কাছে কিমোনো শিথিল ক'রে বেল্টে স্কার্ট গু'জে লরীর চারধারে ঘিরে দ'াড়িয়ে উঁচু গলায় কথাবার্তা বলছে, হাসছে আর উল্কিপরা হাত চাপড়াচ্ছে। কুস্তির বেষ্টনীর ধারে জালাভর্তি দেশীমদ। তারই পাশে ওরা সারি বে'ধে দ'াড়িয়েছে আর কাঠের চামচ দিয়ে একের পর এক তুলে তুলে তাই পান করছে।

সুমিকোকে কনুই দিয়ে গু'তো দিয়ে ইয়েকো বলে ঃ 'ঐ অদ্ভুত লোকটিও দেখছি এখানে এসেছে।'

মাঠের এক কোণে দোলনাগুলোর পাশে জনৈক যুবক দ'াড়িয়ে আছে। প্রশস্ত বক্ষ তার, মাথায় উঁচু টুপি, কাঁধের উপর ঝুলনো কোট, আর চোখে কাল চশমা।

ইয়েকো হেসে ওঠে ঃ 'কি অদ্ভুত লোকটি! নববর্ষের পর এখানে এসেছে, প্রায় একমাস হ'তে চলল অথচ কারুর সঙ্গে একটি কথাও বলে না। প্রথম প্রথম ভাবতাম, ও বুঝি অন্ধ!'

'ঐ ছেলেই তো সেদিন আমাদের বাড়ীর দরজায় দেখি দ'াড়িয়ে দ'াড়িয়ে অনেকক্ষণ সিগারেট টানল। মামা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তাকামি-সান প্রায়ই আমাদের বাড়ীর চারপাশে ঘোরে কেন বলতো?" '

ইয়েকো হেসে ওঠে ঃ 'সুমি-চানের মামার ওকে তাড়াবার সাহসই নেই। গ'ায়ের জমিদার সাকুমার স্ত্রীর খুড়তুতো ভাই কিনা! ছেলেটি নিশ্চয়ই জানে সুমি-চানও পিকাডনে আহত হ'য়েছিল, তাই আলাপ করতে চায়।'

'মামার কাছে শুনলাম ও নাকি পিকাডনের পর অনেকদিন নাগাসাকির হাসপাতালে ছিল।'

বন্ধুর দিকে কড়া দৃষ্টি হেনে ইয়েকো বলে : 'ওর কিন্তু মাথার ঠিক নেই, ওর সঙ্গে বেশী কথা ব'লতে যেও না।'

স্কুলের খোলা জানলা দিয়ে ভেসে আসে কার কণ্ঠস্বর : 'শয়তানের দল ফিরে যাও—দেশ আমার জিন্দাবাদ !'

একজন সুবিন্যস্ত-কেশ বলিষ্ঠকায় কুস্তিগীর এসে দাঁড়ায় স্কুলঘরের সোপানে। তার হাতে কাঠের তৈরি ট্রের উপর সাজানো একটি সুন্দর কৌটো। কৌটোর গায়ে খোদাই করা র'য়েছে কয়েকটি অক্ষর যার অর্থ হলো 'শুভ কামনা।' তার পাশে এসে দাঁড়ায় সুসজ্জিত ছোট ছোট ছেলে মেয়ের দল...তাদের মুখমণ্ডল পাউডার রঞ্জিত, ভ্রূ অঙ্কিত, আর কপালে কালো টিপ। তাদের গলায় ঝুলোনো কাস্কেটগুলিতে আর মাথায় রঙীন কাগজের টুপির গায়ে মুদ্রিত ছিল ঐরকম শুভকামনাসূচক কয়েকটি অক্ষর।

লরীগুলির পাশে সমবেত তরুণদলের উল্লাসধ্বনি বন্ধ হ'য়ে যায়। পূর্ণ নীরবতা ভঙ্গ ক'রে ধ্বনিত হয় সেই বলিষ্ঠকায় যুবকের কণ্ঠস্বর : 'শয়তানরা দূর হ'য়ে যাও...দেশ আমার জিন্দাবাদ !' সে অদ্ভুত ভঙ্গী ক'রে শুভ পর্বের অঙ্গ হিসেবে জনতার দিকে একমুঠো মটর দানা ছুঁড়ে দেয়। শুভকামনার প্রতীক সেই শস্যকণাগুলো কুড়োনোর জন্য কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায়। তারপর ধীর পদক্ষেপে সে গিয়ে ওঠে অপেক্ষমাণ একটি গাড়ীতে। গাড়ীটি মন্দির সংলগ্ন পাইন কুঞ্জের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। জনতাকে উদ্দেশ্য ক'রে একজন ব'লে ওঠে : 'ইনারি মন্দিরের দিকে চলো সব...ওখানে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে...একটি আমেরিকান চলচ্চিত্র, দড়ির উপর হেঁটে যাওয়া এবং আরও নানারকমের খেলা দেখান হবে।'

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে বহু মহিলা লরীর পিছন পিছন চলতে থাকে। তাকামিও যায় ওদের সঙ্গে।

'না, আর ওদিকে যাব না,'—এই ব'লে ইয়েকো সিঁড়ির উপর ব'সে প'ড়ে পা ঘসতে থাকে।

'কান্-চান্ এখানে আসবে না ?' সুমিকো জিজ্ঞাসা করে কিন্তু ইয়েকো কোন উত্তর দেয় না।

স্কুলগৃহের সামনের পথ এখন জনশূন্য হ'য়ে গিয়েছে। স্কুলের বুড়ি ঝি ওতোয়া একটা বড় লাঠি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে বলে : 'পর্বের দিনে তোমরা দু'জনে চুপচাপ বসে রইলে যে মেয়ে—, ওখানে গেলে না ?' ওতোয়োর মুখে দেশী মদের গন্ধ।

'আমরা আর পারছি না—। তাছাড়া ওসব কি আর আমাদের শোভা পায়—বয়স তো আর কম হ'ল না !' সুমিকোর কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি ফুটে ওঠে।

'উৎসবের দিনে ফুর্তি করবে না—এ কেমন কথা গো দিদিমণি ! মটরদানা ক'টা খেলে ?'

'মাসী, তুমি ক'টা খেয়েছ ? তিরিশটা, না—?' দুষ্টুমির হাসি ফুটে ওঠে সুমিকোর মুখে।

সোজা হ'য়ে দ'াড়িয়ে ওতোয়া বলে: 'তিরিশটা খেয়েছিলাম...যখন বয়স ছিল তিরিশ— !'

'ও ! তাই মটর না খেয়ে আজ বুঝি একটু মদ খেয়েছ মাসী !'

জামার হাতায় মুখ মুছে ওতোয়া বলেঃ 'হ্যাঁ, খেয়েছি দিদিমণি ! জমিদার সাকুমা হাত দেখার জন্য ডেকেছিলেন আজ, কার ভাগ্যে কী আছে ব'লতে হবে। গুণে বললাম যে সবারই খুব ভাল হবে.. কত ধনরত্ন হবে ! তাদের সৌভাগ্যের কথা বলায় তারা খুশি হ'য়ে আমাকে মদ খেতে দিল। কিন্তু যুদ্ধের আগে যেমন মদ তৈরী হ'তো আজকাল আর তেমন পাওয়া যায় না, কী বল—! আর পাওয়া যাবেই বা কেমন ক'রে—এখন সব ভাল চাল তো শুনছি জাহাজে ক'রে কোন্ বিদেশে চালান হ'য়ে যাচ্ছে।'

'কি ক'রে তাদের ভাগ গুণলে মাসী ?'

'মটর দিয়ে। একটু নেশা হয়েছে তাই, নইলে তোমাদেরও গুণে ব'লে দিতাম—আচ্ছা আর একদিন হবে—'

সুমিকো কতগুলো মটর ওর হাতে দেয়।

'তুমি আজ ক'টা খেয়েছ ?' জিজ্ঞাসা করে ওতোয়ো।

'খেলে সতেরটা খেতাম, খেয়ে কী হবে, আমি তো আর ব'াচব না !' উদ্বেগে কেঁপে ওঠে সুমিকোর কণ্ঠস্বর।

'কী বাজে বকছ !' ইয়েকো রেগে ওঠে।

কাগজের লণ্ঠনগুলো নামিয়ে নিয়ে ওতোয়ো ভিতরে চলে যায়।

শুষ্ক কণ্ঠে ইয়েকো বলে: 'চল, বাড়ী ফিরি এবার।'

পাইন কুঞ্জের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সুমিকো বলে: 'কান-চান বোধ হয় ওদিকেই গেছে। উৎসব এতক্ষণ শুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।'

ইয়েকো মাথা নাড়ে।

'না, হয়তো খুব কাজ প'ড়ে গেছে, তাই বোধ হয় আসতে পারে নি। চল, বাড়ী যাই। এবার কিন্তু অন্য পথ দিয়ে যাব।'



গোল টিলার উপর বিরাট বাড়ীটার সম্মুখভাগ তারা ছেড়ে গেছে—এমন সময় দেখে

ব'াশবনের পাশে স'াকোটার উপরে কিসের যেন আলো....এক একবার জলছে আর নিভছে। ইয়েকো সুমিকোর হাত চেপে ধরে।

'আমেরিকানরা আসছে, চল ফিরে যাই।'

সুমিকো মাথা নাড়ে ঃ 'না, পাশ কাটিয়ে দৌড়ে চ'লে যাব।'

'উহু', ওরা দু'জনকেই ধ'রে ওই ব'াশবনে টেনে নিয়ে যাবে। চল ফিরে যাই।'

সাঁকোর ওপর দুটো আলো জ্ব'লে ওঠে।

'না, ওরা আমেরিকান নয়। আমেরিকান হ'লে অন্ধকারে চুপচাপ দ'াড়িয়ে থাকতো, চ'লে এস।' সুমিকো বলে।

'ওরা কিছু ক'রতে এলেই আমরা ছুটব, বুঝলে।' দু'জনেই স্যাণ্ডেল খুলে হাতে নেয়। সাঁকোর কাছে ওরা থেমে যায়। আলো যে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে! 'এবার দৌড়োও!' সুমিকো ফিস ফিস ক'রে বলে। আলোর দিকে পাথর ছু'ড়তে যাবে এমন সময় ইয়েকো থামিয়ে দিয়ে বলে ঃ 'দ'াড়াও, ওগুলো কাগজের লণ্ঠন। উহু', আমেরিকান হ'তে পারে না, ওরা তো ইলেকট্রিক টর্চ ব্যবহার করে।'

একজন তাদের কাছে এসে ল'ঠনটি উঁচু ক'রে ধরে। অন্যজনের বেশ লম্বা গড়ন, কিন্তু একটু খোঁড়া। সে তাদের দিকে এগিয়ে আসে।

'ইয়েকো, বাড়ী ফিরছ?' সে জিজ্ঞাসা করে।

ইয়েকো উত্তর দেয় না। স্যাণ্ডেল দুটো তাড়াতাড়ি প'রে নিয়ে দু'জনে মুখোমুখি দ'াড়ায়। এতক্ষণ ইয়েকো অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলছিল; লণ্ঠন হাতে অন্য যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে সুমিকোর পাশে। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে পরম বিস্ময়। ল'ঠনটি নিচু ক'রতেই আলো পড়ে সুমিকোর মুখে। সুমিকো চোখ তুলতেই ওদের চারচোখের মিলন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি চোখ ফিরিয়ে নেয় আর সুমিকো তার বিস্ময়ভরা চোখ দুটি ঘুরিয়ে সাঁকোর দিকে এগিয়ে যায়। সাঁকোর রেলিং-এ দ'াড়িয়ে আছে জনকয়েক লোক। একজন সাইকেল মেরামত ক'রছে...মাথায় তার টুপি, কাঁধে ঝুলোনো একটা থলে...আর একজন অল্পবয়সী সাইকেল আরোহী, ছাত্র ব'লেই মনে হয়, তার পাশে দ'াড়িয়ে বার বার দেশলাই জ্বালছে। সাইকেল নিয়ে আরও দু'জন যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। সুমিকো চলেছে সাঁকোর উপর দিয়ে...তাদের সকলের দৃষ্টি নীরবে তাকে অনুসরণ করে।

দ্রুত পদধ্বনি কানে আসতেই সুমিকো পিছন ফিরে দেখে ইয়েকো হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উল্লাসের সঙ্গে বলছে ঃ 'কানু-চানের খুব জরুরী কাজ ছিল কিনা, তাই ও আসতে পারে নি।'

'সাইকেল হাতে ওরা সব কারা?'

ইয়েকো প্রথমে উত্তর দেয় না, এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। একটু দেরী ক'রেই বলে ঃ 'ওরা এসেছে অনেক দূর থেকে, ওদের একটা সাইকেল ভেঙ্গে গেছে।'

'আর বছরের মত বুঝি আবার সই সংগ্রহ করছে ?'

ইয়েকো থেমে দাঁড়ায়, অন্ধকারের ভিতর কী যেন খোঁজে। 'একটু আস্তে হাঁটো সুমি। তুমি তো আমার থেকে জোরে দৌড়োতে পার, যেই তোমাকে আমি কনুই দিয়ে গুঁতো মারব, তক্ষুনি তুমি ডান দিকে সোজা দৌড়ে সাঁকোর উপর গিয়ে খুব জোরে জোরে শিষ দেবে !'

'কেন, কী হয়েছে ?'

ইয়েকো অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে থাকে।

'ধুব-লীগের যুকিয়ো-সানের কথা মনে পড়ে ? সেই যে হোকাডোর ধর্মঘটীদের জন্য টাকা তুলতে এসেছিল আমাদের গাঁয়ে—'

'ওই যে, যে বই বিলি করেছিল...আর সুন্দর বেহালা বাজিয়েছিল, না...!'

হাঁ—সে-ই। ওকে আজ পুলিশ পুবের গাঁয়ে ধরেছে। এ জায়গাটার উপর এখন থেকে নাকি খুব কড়া নজর রাখা হবে...আমেরিকানরা এখানে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করবে। শুনছি ওরা এ জায়গাটার নাম দেবে এনোলা !'

'ঐ এরোপ্লেনটার নাম ?'

'চুপ !' ইয়েকো উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। 'মনে আছে তো, যেই গুঁতো মারবো সঙ্গে সঙ্গে দৌড়বে—'

নীরবে হাঁটছে তারা। পথটি এসে মিশেছে বড় রাস্তার সঙ্গে। গোলাকার মসৃণ প্রস্তরবেদীর পাশে সমুন্নত ওক বৃক্ষের নিচে অন্ধকারেও আবছা দেখা যায় বোধিসত্ত্বের মর্মরমূর্তি। ইয়েকো রাস্তার উপর এসে দাঁড়ায়, চতুর্দিকে তার ব্যস্ত-সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। তারপর দুটো আঙুল মুখের ভিতর পুরে দিয়ে একটা সুতীব্র শিষ দেয়। সুমিকো মর্মরমূর্তির সামনে গিয়ে প্রণাম করে।

'দেখ, এর নীচে কী একটা এঁটে দিয়েছে...ওর আঁকা ছবি...ওই...কী ওর নাম—ক্যাৎসু গেঙ্গো, না !'

ইয়েকোর মুখে মৃদু হাসি।

'লণ্ঠন হাতে ছেলেটি যে সুমিকোর দিক থেকে চোখ আর ফেরাতে পারে না...লণ্ঠনটা উঁচু ক'রে ধ'রে কেবল চেয়েই থাকে...'

সুমিকোর হাসি আর ধরে না।

'ওরও বোধহয় মাথা খারাপ হয়েছে তাকামি-সানের মতো—আর কী খোঁচা খোঁচা চুল...!'

'ওর নাম রিউকিচি। পাহাড়ে কাঠকয়লা সংগ্রহকারীদের যে সমবায় সমিতি আছে ওখানে ও কাজ করে। কান-চানের বন্ধু ; গত বছরে একটা পাথরের খনিতে ওরা এক সঙ্গে কাজ করতো, তারপর কান্-চান্ চলে যায় সুরঙ্গ পাহাড়ে—আর ও চাকরী পেল সমবায়

সমিতিতে।' ইয়েকো বন্ধুর কাছে এগিয়ে ওর গলা ধ'রে কৌতুকভরে ব'লে ওঠে : 'রিউ-চান তোমার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত একদৃষ্টে চেয়েছিল—ভাগ্যিস ওর চোখদুটো ঠিকরে প'ড়ে যায় নি…!'

'আঃ, পাজী মেয়ে—'

সুমিকো ওকে সরিয়ে দেয়। ওর জামা থেকে একটা নুড়ি গড়িয়ে প'ড়ে যায়। নুড়িটাকে তুলে নিয়ে সবগুলি একসঙ্গে নালার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ও ব'লে ওঠে : 'শয়তানরা দূর হয়ে যাও। দেশ আমার জিন্দাবাদ্!' নিচে অন্ধকার থেকে ভেসে আসে ক্ষীণ শব্দ...কার যেন দ্রুত ধাবমান পদধ্বনি। বন্ধুর সুরে সুর মিলিয়ে ইয়েকো বলে : 'আমেরিকানরা দূর হয়ে যাও—'



বাঁশের চোঙা দিয়ে সুমিকো খুব জোরে ফুঁ দিতে থাকে। কিন্তু জ্বালানিগুলো এত ভিজে যে কিছুতেই জ্বলতে চায় না। না পেরে উনুন থেকে কড়াটা তুলে নিয়ে হুকে ঝুলিয়ে রাখল সে।

বাইরে যেখানে ছেলেরা খেলা করছে সেখানে হঠাৎ কিসের গণ্ডগোল। একজন চিৎকার ক'রে কাঁদছে। সুমিকো দৌড়ে জানলার কাছে গিয়ে পর্দা তুলে দেখে। ধান খেতের পাশে খালের ধারে অনেকগুলো ছেলে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করেছে : খালের নিচে কাদায় ছোট ছোট মাছ ধরেছে ওরা, তাই নিয়ে লেগেছে মারামারি। 'মারামারি করো না,' সুমিকো চিৎকার ক'রে ওঠে। দরজার কাছে দৌড়ে যায়—একি, তার জুতো জোড়া? দোরের পাশে জুতো রাখার জায়গায় খোঁজে। এখানেই তো রেখেছিল! কাঠের ঝুড়ির মধ্যে দেখে, কাঠকয়লার বাক্সের ভিতরে খোঁজে, পিপের মধ্যে হাত পুরে দেয়,—কুলুঙ্গীতে, তাকের উপর, সব জায়গায় খুঁজে খুঁজে দেখে। ক্যানভাসের থলির মধ্যে,—চালে ঝুলোনো খালি কেরোসিনের টিনের মধ্যেও সে খুঁজে দেখে, কিন্তু জুতো কি স্যাণ্ডেলের চিহ্নও তার চোখে পড়ে না।

কড়াইয়ে খুদগুলো অল্প অল্প ফুটে ওঠে। সুমিকো আগুনটা খুঁচিয়ে দিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখে। ছেলেদের মারামারি সমানে চলেছে। প্রতিবেশী কিউহেই-এর জমির পাশে খালের ধারে তারা ব'সে পড়েছে। খুব ব্যস্ত ভাব তাদের ; কিউহেই দেখে ফেলতে পারে—নিড়োতে নিড়োতে তখন সে মাঠের মাঝখানে এসে পড়েছে।

আলের ওপর নুয়ে পড়ছে শিয়ালকাঁটার হলুদবর্ণ ফুল। পাহাড়ের গায়ে বিস্তীর্ণ জমি...গ্রামবাসী কেউ কেউ বাঁশের সেচযন্ত্র মেরামতের কাজে ব্যস্ত, কেউ চোঙ পরিষ্কার করছে—কেউ বা খুঁটি বদলাচ্ছে। কয়েকজন মেয়েছেলেও কাজে যোগ দিয়েছে। জমিদার

সাকুমার একটা বড় পুকুরের সঞ্চিত জল বাঁশের চোঙের সাহায্যে প্রজাদের জমিতে প্রবাহিত করা হচ্ছে। নিচের উপত্যকা থেকে ঐ পুকুরে জল পাম্প ক'রে জমিয়ে রাখা হয়। সুমিকো দেখে জমিদার সাকুমার উঠোনে কাঁচা ইঁটের তৈরি একটা গোলার ছাদ পাল্টান হচ্ছে। তার মামা গোলার গায়ে লাগানো একটা মইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে কাজ করছে। জিনাজাকুর মেয়ে হারুয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল জলের বাঁক কাঁধে করে। নদীর ঘাটের দিকে চলেছে সে। সুমিকো দেখতে পায়, তুঁতে গাছের ঝোপের ভিতর কে একজন যুবক—তার পরনে সামরিক পোষাক, খাকির শার্ট—সহজ সাবলীল গতিতে এগিয়ে আসছে। তার পিঠে ঝোলানো একটা ঝুড়ি, ঝুড়ির উপর একটি পল্লব। সুমিকোদের বাড়ীর কাছে এসে তার গতি মন্থর হয়ে যায়। আলুথালু চুলগুলো হাত দিয়ে গুছিয়ে নেয়…মুখ ঘ'সে মুছে ফেলে। হ্যাঁ, সুমিকোর বাড়ীর দিকেই তো চেয়ে রয়েছে ছেলেটি।

সুমিকো জানলার পাশ থেকে সরে যায়। মাথা থেকে খড়কুটোগুলো ঝেড়ে ফেলে, চুলগুলো পাট ক'রে নেয়। ছেলেটি তখন একেবারে কাছে এসে পড়েছে—সুমিকো খড়খাড় নামিয়ে দিয়ে জানলার পাশে এসে বসে। অনেকগুলো ছোট ছোট খবরের কাগজের পট্টি জানলায় এঁটে দেওয়া হয়েছে, তবুও নিচের কোণের কাছে একটা ছোট্ট ছেঁদা রয়ে গেছে। জানলায় বসলে এই ফুটোটি ঠিক চোখ বরাবর পড়ে।

সুমিকো দেখে, বেড়ার পাশ দিয়ে অতি ধীরে সে হেঁটে চলেছে। একএকবার ফিরে তাকায়…কৃষ্ণ ভ্রূযুগল তার কুঞ্চিত…আর দেখা যায় না…। ছেঁদা পথটি দিয়ে বেড়ার প্রান্তভাগ থেকে ফটকের পাশের খেজুর গাছ পর্যন্ত জায়গাটুকুই তো কেবল দেখা যায়। এবারে কিন্তু সুমিকো ওকে ভাল করেই দেখতে পায়। সেদিন রাত্রে লণ্ঠন হাতে ও যখন ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল, ও-তো ওর গায়ের কালো জামাটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি। ছেলেটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশী হবে না, কান্‌-জির থেকে তো ছোটই মনে হয়। ঝুড়িতে কাঠকয়লা ছাড়া আর কীই-বা থাকবে। ইয়েকো তো বলেছিল ওর নাম রিউকিচি। কাঠকয়লার সমবায় সমিতিতে কাজ করে, কিন্তু ঐ মঞ্জরিত পল্লব শাখাটা ওর ঝুড়িতে কেন ?

জানলা থেকে উঠে সুমিকো আবার দোরগোড়ায় গিয়ে বসে। ব'সে খড় পাকিয়ে পাকিয়ে দড়ি তৈরি শুরু করে।

জানলার পিছনে আবার কার পদধ্বনি শোনা যায়…একটা চঞ্চল ছায়ামূর্তি জানলায় এসে পড়ে। 'বলতে পারো স্কুলের শিক্ষক আকাগি কোন বাড়ীটায় থাকেন ?'

'পাহাড়ের পাশ দিয়ে ডান দিকে গেলে যে রাস্তা পড়বে তার ডান হাতে তৃতীয় বাড়ীটি।' ধীর কণ্ঠে সুমিকো উত্তর দেয়।

উত্তর শোনার পর কই কারোর চলে যাওয়ার পদধ্বনি তো শোনা যায় না। বেড়ার ওপাশ থেকে ক্ষীণ মর্মরধ্বনি ভেসে আসছে, উদগ্রীব সুমিকো কাজ করেই চলেছে। জানলার ফুটোর মধ্য দিয়ে তার নজর রয়েছে বাইরে। রিউকিচি বেড়াতে ঠেস্‌ দিয়ে একটা ছোট্ট বই-এর পাতা উল্টে চলেছে। সুমিকো জানলাটা একটু ফাঁক ক'রে জমিদারের

গোলাবাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখে। এ বাড়ীর দিকে পিছন ফিরে মামা এখনও ব'সে কাজ করছে সেই মইটার ওপর।

রিউকিচির ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, সে পড়ছে, ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে। জিবে আঙ্গুল ঠেকিয়ে নিয়ে বই-এর পাতা উল্‌টোচ্ছে, হঠাৎ কতকগুলি কাগজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মাত্র দুখানা সে ধরতে পেরেছে আর সবই মাটিতে প'ড়ে গিয়েছে। একখানা একেবারে উড়ে বেড়ার এ পাশে এসে পড়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মামা মই বেয়ে গোলাঘরের ছাতের উপর উঠেছে। যে কোন মুহূর্তে তার দৃষ্টি এদিকে পড়তে পারে। সুমিকো চঞ্চল হয়ে ওঠে, নিদারুণ অস্বস্তিবোধে সে নিজের কাঁধ নিজেই চুলকোয়। রিউকিচি পিঠ থেকে ঝুড়িটা নামিয়ে বেড়ার উপর নুয়ে প'ড়ে কাগজটা আনার জন্য হাত বাড়ায়, কিন্তু নাগাল পায় না। তারপর মাটিতে উবু হয়ে ব'সে বেড়ার ফুটো দিয়ে হাতটা যেই বাড়িয়ে দেয় আর ঠিক সেই মুহূর্তে সুমিকোর মামা মই বেয়ে নেমে আসে।

জানলার ছেঁদায় মুখ রেখে সুমিকো ফিস্‌ফিস্ ক'রে ব'লে ওঠে: 'শিগ্‌গীর যাও, দেখছ না কে আসছে!' রিউকিচি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে দাঁড়ায়, পরমুহূর্তে বলে:

'ওটা হাতে পেলাম না...ঐ কাগজটা পুড়িয়ে ফেলো কিন্তু।'

রুমালে বইটা জড়িয়ে পকেটে পুরে দ্রুতপায়ে সে চলে যায়। জানলাটা বন্ধ ক'রে সুমিকোও একছুটে বেড়ার কাছ থেকে কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে চলে আসে। দড়ির গাদায় কাগজটা লুকিয়ে রাখে। ওতেও মন ওঠে না, আবার টেনে বের ক'রে নিয়ে দৌড়োয় ছোট ডেস্কটার কাছে, নিচের ড্রয়ার টেনে দেখে এক গাদা কবরেজী গাছ-গাছড়া... তার পেছনে একগাদা ছোট ছোট মাদুলি, তার তলা থেকে উঁকি মারছে লাল ফিতেওলা ওর এক-পাটি স্যাণ্ডেল। আর একটা গেল কোথায়? বাইরের পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে, ড্রয়ারটা বন্ধ ক'রে সুমিকো জামার বুকের মধ্যে কাগজের টুকরোটি লুকিয়ে ফেলে।



রবার-সোল ক্যানভাসের জুতো জোড়া খুলে দোরের বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে গলার চাদরটা টেনে মুখ মুছতে মুছতে মামা জিজ্ঞাসা করে:

'একটু আগে কার সঙ্গে কথা বলছিলে? জানলার ধারে কে দাঁড়িয়েছিল?

সুমিকো মামার রক্তচক্ষু দেখে ভয় পায় না। শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়: 'জানলা তো বন্ধ ছিল।'

একবার জানলার দিকে আর একবার সুমিকোর দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি হেনে মামা ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে ওঠে:

'খবরদার বলছি, অচেনা লোকের সঙ্গে কোন কথা বলবে না। যদি কেউ কোন দিন কোন মিটিং কি ওই রকম আজেবাজে কিছুর জন্য ডাকে, গিয়েছ তো মজা বুঝবে...। আর বছরে ওই যে যুব-সংঘ না কি ছাই—ওর সব পাণ্ডাদের পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেল। পুরোনো পাড়ায় ওরা মিটিং করছিল—সই সংগ্রহ, ইস্তাহার বিলি, কত কি সব ছাই-প'াশ! পরে নাকি ওদের দুজন মারাই যায়।'

'ফ'াসি হয়েছিল ?'

'ফ'াসি আবার কোথায়? আমেরিকানদের হাতে ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, বিচারের আগেই তো ম'রে গেল।'

সুমিকো মামার সামনে রান্না করা খুদের জাওভর্তি থালাটা এনে ধ'রে দেয়, আর দেয় খাওয়ার কাঠি। খাওয়া শেষ ক'রে কোমর থেকে তামাকের পাইপটা বের ক'রে মামা ধরিয়ে নেয়।

'ওই যে ওরা বলে এম-পি—ওই আমেরিকান-মিলিটারী পুলিশ—ওদের হাতে যদি একবার কেউ পড়ে তবে আর রক্ষে নেই। মামা পাইপের ছাই ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে ব'লে চলেঃ 'বুঝলে তো, আমাকে জিজ্ঞেস না ক'রে কোথাও যাবে না। কখন যে আজকাল কী হয় কেউ বলতে পারে না।'

মামা লম্বা হয়ে মাদুরের উপর শুয়ে পড়ে। কিসের একটা অসহ্য ব্যথায় শুতে কষ্ট হয়, আবার উঠে বসে। সুমিকো পাশে ব'সে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। ভালই লাগে মামার। হাত বুলোয় আর ওর জামার মধ্যে খস খস করে চ্যাপটা লম্বামত কাগজটা।

'আমার স্যাণ্ডেল জোড়া যে কোথায় গেছে, জুতোটাও খু'জে পাচ্ছি না—' জড়িয়ে জড়িয়ে বলে সুমিকো।

মামা শুধু একটু কাশে।

'আমার অনুমতি ছাড়া কোথাও যাবে না। নইলে বিপদে পড়তে হবে।' চোখ বু'জে মামা বলে।

জুতোর কাদাগুলো ধুয়ে মুছে রেখে, সব শুকনো খড় একজায়গায় ক'রে আবার কাজে এসে বসে সুমিকো। মামার নাক ডাকার শব্দ শুনে সে পিছন ফিরে কাগজটা টেনে বের ক'রে ভয়ে ভয়ে চোখের সামনে মেলে ধরে।

আয়নার দিকে একবার তাকিয়ে চুলটা ঠিক ক'রে নিয়ে ও পড়তে শুরু করে। অক্ষরগুলো পড়তে বেশ কষ্ট হয়, পেনসিল দিয়ে তাড়াতাড়ি লেখা। বেঁকে বেঁকে গেছে—

"মাষ্টারকে জানাতে হবেঃ (১) ক্যাৎসু গেঙ্গোর জন্য সংবাদ সংগ্রহ করা গেছে, (২) ঠাকুর্দা শুক্রবারে আসছেন, (৩) দুনম্বর অঞ্চলে সব ঠিক আছে।"

এ আবার কেমন ধারা চিঠি! ভ'াজ ক'রে আবার জামার মধ্যে পুরে রাখে।

বিকেলবেলা ইয়েকোর বাবা আর হারুয়ের বাবা ওদের বাড়ীতে বেড়াতে এলেন। ওরা চ'লে যাওয়ার পর এল ইয়েকো। ইয়েকোকে সব কথা বলে সুমিকোঃ রিউকিচির বেড়ার পাশ দিয়ে যাওয়া...চিঠি ফেলা সব...

বিজ্ঞের মত ইয়েকো বলে : 'ইচ্ছে করেই ফেলে গেছে ! পড়েছো চিঠিটা।'

কোন কথা না ব'লে সুমিকো চিঠিটা বের ক'রে বন্ধুর হাতে দেয়।

'ভেবেছিলাম, তোমাকেই লিখেছে রিউকিচি—'

'ওর চিঠি কুড়িয়ে বেড়ান ছাড়া আমার তো আর কাজ নেই... !' মাথাটা ঝেঁকে সুমিকো বলে !

'মাস্টারমশাইকে তাহলে বলতে যেতে হয়—'

'মামা আমাকে বাড়ী থেকে বেরুতে নিষেধ করেছে। আমার স্যাণ্ডেল জোড়া লুকিয়ে রেখেছে।'

'বেশ, তবে আমি একাই ঘুরে আসি—' ব'লে জামার ভিতর কাগজটা পুরে বেরিয়ে পড়ে।

ইয়েকো ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে সুমিকোকে ডেকে দেখায় বেড়ার ফাঁকে গুঁজে দেওয়া একটি মঞ্জরিত পল্লব শাখা—

'তুমি গুঁজে দিয়েছিলে ?'

ওদিকে নজর পড়তেই লজ্জায় আরক্তিম হয়ে ওঠে সুমিকোর মুখ, ঘাড় নেড়ে শুধু বলে : 'না তো !'

'কোত্থেকে এল তবে ..আমাদের এদিককার মুকুল সবই তো ঝ'রে গেছে, পাহাড়ের ওপরে ঐ দিকটায় সবে ফুটতে শুরু করেছে !'

হারুয়ে এসে দাঁড়ায়...মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা, গায়ে একটা হাতকাটা ছোট জ্যাকেট আর কালো পাজামার উপর উজ্জ্বল লাল রঙের এ্যাপ্রন জড়ানো। সাজগোজ ওর সব সময়ই বেশ আকর্ষণীয়।

'হারুয়ে বুঝি সহরে গিয়েছিলি ?' ইয়েকো জিজ্ঞেস করে। হারুয়ে হেসে ফেলে।

'ওষুধ কিনতে গিয়েছিলাম। আসবার সময় পাহাড়টার ওপাশে একদল আমেরিকানের সঙ্গে দেখা...ওরা ওখানে কাজ করছিল। আমাকে ডেকে কতগুলো মিষ্টি হাতে দিল। কী যে সব আজে বাজে কথা বলছিল !...আমি তো মিষ্টি নিয়ে এক দৌড় !'

ইয়েকো মাথা নেড়ে বলে : 'ভাল কাজ করিসনি।' হারুয়ে ওর কানে আরও কী সব বলে : বলে আর খিল খিল করে হাসতে থাকে !

তারপরে দুজনে ধীরে ধীরে চলে যায়। সুমিকো বলে : 'তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু— আমি ব'সে থাকব।'

ঘনায়মান অন্ধকারে জানলার পাশে ব'সে আনমনে চেয়ে রয়েছে সুমিকো। প্রদীপ জ্বালা তার এখনও হয়নি। দূরে একটানা ডেকে চলেছে ব্যাঙের দল। জমিদার বাড়ীর ফটকের উপর জ্বলে উঠেছে উজ্জ্বল বিজলী বাতি। গাছের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়েছে তার সোনালী আভা। সুমিকোর কানে আসে জমিদার বাড়ির দড়ি তৈরি কলের একটানা ঘর্ঘর

শব্দ। মামার স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে অতি সঙ্গোপনে বেড়ার পাশে এসে দাঁড়ায় সুমিকো। মঞ্জরিত পল্লব শাখাটি একবার মাত্র আঘ্রাণ নিয়েই ফিরে আসে।

জানলার পাশে আবার সে এসে বসে। ও জানতেই পারে নি নীরবে কখন তাকামি এসে দাঁড়িয়েছে বেড়ার পাশে। আজ আর তার চোখে কালো চশমা নেই, গায়ে শুধু কিমোনো আর মাথায় টুপি। তাকামি জানলার দিকে এগিয়ে আসে।

'ক'দিন থেকেই ভাবছি তোমার সঙ্গে কথা বলব। আমার কথা নিশ্চয়ই শুনেছ—' ছেলেটির কণ্ঠস্বর অদ্ভুত চাপা। মনে হয় তা যেন মুখোসের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। আরো একটু ঝুঁকে প'ড়ে বলে: 'আমি তোমার কথা শুনেছি । একটা কথা বলতো, তুমি কি সাদা তুষার, মেঘ, কিংবা সাদা হাঁস, এই রকম কিছু স্বপ্নে দেখতে পাও?'

সুমিকো জানলা থেকে একটু স'রে এসে মাথা নেড়ে জানায়: 'না—।'

ছেলেটি একটা চুরুট বের ক'রে জ্বালতে জ্বালতে বলে: 'আমি কিন্তু দেখি। আমার কথাগুলি অদ্ভুত শোনালেও, আমি কিন্তু পাগল নই। ভয় পেও না, আজ বোধ হয় আমি একটু বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। একটু আগেই খবর পেলাম...ওই মেয়েটির মৃত্যু-সংবাদ...সেও ছিল নাগাসাকিতে—মেডিকেল ইন্‌স্টিটিউটের খুবই কাছে.. আমার মত সেও অদ্ভুতভাবে সেদিন বেঁচে গিয়েছিল—। গতমাসে ও মারা গেল...এক বছর ভালই ছিল... শুধুমাত্র রক্তাল্পতা! হঠাৎ শুরু হল প্রবল জ্বর, আর সেই সঙ্গে প্রলাপ: শ্বেত পদ্ম...শুভ্র তুষারাচ্ছন্ন পর্বতমালা...এই ব'লে কেবল চিৎকার করতো। তার ক'দিনের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল...।'

জানলার কাছে চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে সুমিকো প্রশ্ন করে: 'ওর কি কোন পোড়া ক্ষত ছিল?'

'ছিল, কেলয়েড্...ঠিক বুকের ওপর···ছোট্ট একটা প্রজাপতির মত। নাগাসাকি হাসপাতালে সবাই ওকে প্রজাপতি কুমারী ব'লে ডাকতো...আর এখন···স্বপ্নে সাদা সাদা সব জিনিস আমিও দেখতে শুরু করেছি ..নিশ্চিত ভবিতব্যের ইঙ্গিত...'

'ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

তাকামির রুগ্ন সুন্দর মুখে ফুটে ওঠে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা।

'কোন লাভ নেই। আমাদের ডাক্তারেরা এই সব রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি শেখেন নি। আমেরিকান ডাক্তারদের সব কিছু তথ্য জানা আছে। হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে তারা অনেক রোগীকে নিয়ে গবেষণার কাজ চালাচ্ছে; জাপানী ডাক্তারদের কাছ থেকে রোগের সব বিবরণী নিয়ে তারা আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। আর 'আণবিক জ্বর' সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য গোপনীয় ব'লে হুকুম জারী করেছে তারা। বেশ বুঝতে পারছি, ঐ প্রজাপতি কুমারীর মত আমরা সবাই নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রী।'

'ওর কি কোন চিকিৎসা হয়নি?'

তাকামি হাত নেড়ে বলে: 'না। মেয়েটিও বুঝেছিল ওতে কোন লাভ হবে না।

রক্ত...সঞ্চালন আরও ঐ রকমের কী সব চিকিৎসার কথা ওকে বলা হয়েছিল। ও কিন্তু তার কিছুই করে নি, করতে পারেনি, রক্ত কেনা তো সহজ ব্যাপার নয়—যা দাম!'

'আরও অনেকে তো এখনও বেঁচে আছে, কাজকর্মও বেশ করছে, ওর হয়ত অন্য কিছু হয়েছিল—'

তাকামি চোখ বুজে মাথা নাড়ে।

'ওর মৃত্যুর একমাত্র কারণ—ওর দেহে পিকাডনের পোড়া দাগ। আমাদের ভাগ্য যেন বোমা ফাটার মুহূর্ত থেকে নির্ধারিত হয়ে গেছে! কারুর ভাগ্যে ঘটেছে সেই মুহূর্তেই মৃত্যু—আর কেউবা পেল ক্ষণিকের অব্যাহতি!'

নিভন্ত চুরুট্‌টা সামনে উঁচু ক'রে ধ'রে বলে: 'বোমা ফাটবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভেতরের যা কিছু সব গেল পুড়ে, থেকে গেল শুধু এই বাইরের আবরণটুকু। যেমন ধর: যদি এই চুরুট্‌টা শেষ পর্যন্ত টেনে যাই...ছাই না ঝেড়ে ফেলি...সবটা আস্তে আস্তে পুড়ে যাবে। কি থাকবে? শুধু ছাই—শুধু এর আকৃতিটা...চুরুট পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। আমাদের বেলায়ও তাই ঘটেছে। তুমি আমি...আমরা সব কবে ম'রে গেছি। আমাদের বাইরেটা দেখে মনে হবে আমরা সব জীবন্ত। কিন্তু আসলে কি জান, অমরা হচ্ছি সব ছাই-এর পুতুল...। তুমি ভগবানকে ডাক? নিশ্চয়ই ডাক না। কেন ডাকবে? আজ আর ভগবান নেই...স্বর্গ নেই...আজ চারিদিক ঘিরে রয়েছে নরমাংসক্ষুধিত ঐসব উড়ন্ত শকুনির পাখা। আজকের একমাত্র দেবতা পিকাডন! পিকাডন-ডাইমায়োজিন!'

অর্ধদগ্ধ চুরুট্‌টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাথা নিচু ক'রে বিদায় নিল ছেলেটি, ধীরে ধীরে জানলা থেকে স'রে গেল। খড়খড়ি বন্ধ ক'রে সুমিকো দেওয়ালে মাথা রেখে নিঃস্পন্দ হয়ে ব'সে রইল। কাঁধের চুলকোনিটা বাড়তে থাকে, বাড়তে বাড়তে একটা ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে ঐ স্থানটিতে। ব'সে ব'সে ও কেবল চুলকোতে থাকে ওর ঘাড়ের ক্ষত স্থানটি।

রক্ত দাগ

❀ ১ ❀

প্রচণ্ড কোলাহলের শব্দে খুব ভোরে তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। মোটর গাড়ীর হর্ণ, মোটর সাইকেলের গর্জন, কুকুরের চিৎকার, শিশু ও নারীর উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি—চারিদিকে হৈ চৈ প'ড়ে গেছে—যে যেদিকে পারছে—দৌড়ে পালাচ্ছে।

সুমিকোর মামা হন্তদন্ত হয়ে খড়খড়িগুলো এমন জোরে টান দেয় যে ওগুলো কব্জা থেকে খুলে প'ড়ে যায়। খুব দ্রুত-ধাবমান একজন মোটর সাইকেল-আরোহী পুলিশের পিছন পিছন আসে একটি সিন্দুকের মত বাদামী রঙের মোটরগাড়ী। খোলা চুলে মেয়েরা দৌড়ে চলেছে রাস্তা দিয়ে।

'বকেয়া ধানীখাজনা আদায় করতে ওরা আবার এসেছে। এই নিয়ে তিন তিনবার হল—' মনের দুঃখে ব'লে ওঠে মামা।

পরমুহূর্তে তার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কুইহের স্ত্রী—তার পিঠে একটা বিরাট বস্তা। মেঝের উপর ব'সে প'ড়ে বস্তাটা সামনে রেখে কাতর কণ্ঠে অনুনয় ক'রে বলে : 'এটা লুকনোর একটা ব্যবস্থা তোমাকে ক'রে দিতেই হবে,—এই আমাদের শেষ সম্বল। আমাদের বাড়ী তো এক্ষুণি তল্লাসী হবে...আর এই বস্তাটা ওরা দেখতে পেলে কি আর রক্ষা আছে,—আমাদের সকলকে না খেয়ে মরতে হবে!'

মাটিতে গড় হয়ে প'ড়ে বলতে থাকে : 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি কুনি-সান, আমার একটা ব্যবস্থা কর—। তোমার বাড়ী তো আর তল্লাসী হবে না!'

সুমিকোর মামা আড়চোখে বস্তাটার দিকে তাকিয়ে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলে : 'আর বছর... তখনও জমিটুকু হারাইনি...ধানের জন্যে যখন আমার বাড়ীতে ওরা হামলা করলো, কুইহে আমার বস্তাটা কিছুতেই রাখতে রাজী হয় নি, মনে আছে?'

নিদারুণ হতাশায় হাউমাউ ক'রে কেঁদে ওঠে কুইহের স্ত্রী; বারে বারে মেঝের উপর মাথা ঠুকতে থাকে। সুমিকো বস্তাটা টানতে টানতে ঘরের কোণে যেখানে পাকানো দড়িগুলো গাদা করা ছিল সেখানে রেখে দিল। মামা তখনও বকেই চলেছে—কিন্তু সুমিকোকে বাধা দেয় না।

ঠিক সেই সময়ে রাস্তা দিয়ে কিসের এক বাজনা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। হঠাৎ সে বাজনা থেমে যায়—পরমুহূর্তে নারীকণ্ঠে কে বলতে থাকে :

'রেডক্রশ-সাহায্য-সমিতি ও মহিলা দাতব্য-প্রতিষ্ঠান—মানবতার নামে আপনাদের সকলের নিকট আবেদন জানাচ্ছে, সমগ্র মানব সমাজ ও সভ্যতার আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কোরিয়ার ন্যায়যুদ্ধে জাতিসঙ্ঘের আহত সৈনিকদের সাহায্যে আপনারা এগিয়ে আসুন! গ্রামবাসীদের নিকট আমাদের অনুরোধ, এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আপনারা যথাশক্তি দান করুন!'

সুমিকো খড়খড়ি তুলে দেখছে। বাড়ীর সামনে একটি লাল রঙের গাড়ী, উপরে মেগাফোন বসানো, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে জমিদার বাড়ীর সামনের খোলা জায়গাটার দিকে। সেখানে আরও কতকগুলি গাড়ী ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে একটি ক্ষুদ্র জনতা। রেডক্রশের গাড়ী থেকে কয়েকজন সাদা কোট পরা লোক নেমে আসে।

সুমিকোর পিছনে দাঁড়িয়ে কুইহের স্ত্রী ব'লে ওঠে:

'ওরা তো দেখছি ধান নিতে আসেনি! তাহলে ব্যাপারখানা কি?'

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একজন বৃদ্ধা খোলা জায়গাটির দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে উত্তর দেয়: 'সহর থেকে সব হোমরা চোমরা লোকেরা এসেছে...'

'কুনি-সান কিছু মনে করো না, তোমাকে মিছিমিছি কষ্ট দিলাম।'

কুইহের স্ত্রী দ্রুতপদে বেরিয়ে যায়। 'ব্যাপারটা কি, একবার দেখে আসি' ব'লে সুমিকোর মামাও বেরিয়ে পড়ে। একটু পরেই ফিরে আসে, সঙ্গে একজন বর্ষীয়সী মহিলা—মুখে উগ্র প্রসাধনের প্রলেপ, মাথায় সুন্দর একটি টুপি, লালরঙের কোট গায়ে, পায়ে সবুজ জুতো। মহিলাটি বলতে বলতে ঢুকছেন:

'...সব চাইতে প্রথম জানা দরকার ওর রক্ত কোন গ্রুপের। এখানে আসার পর ওর কি রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে?'

সুমিকোর মামা আলমারির নিচের ড্রয়ার থেকে মাদুলির গোছা বের করে, তার সঙ্গে রয়েছে তাগাটা—হিরোশিমায় আমেরিকান ডাক্তাররা যেটা সুমিকোকে দিয়েছিল। খুব মনোযোগ দিয়ে মহিলা তাগাটি পরীক্ষা করতে থাকেন। তাঁর পাউডার চর্চিত লম্বা নাক কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, যেন তাগাটার গন্ধ শুঁকে দেখছেন।

'দেরী না ক'রে ওকে এখুনি ডাক্তার দেখান উচিত; নইলে যে কোন মুহূর্তে অসুস্থ হতে পারে। অবিলম্বে ওকে আমেরিকান সৈন্যদের হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাও...ওখানে ওদের একটা হাসপাতাল আছে।'

সুমিকো মাথা নেড়ে ব'লে ওঠে: 'না, আমি আমেরিকানদের কাছে যাব না, আমার ভয় করে।'

তিরস্কারের ভঙ্গীতে ঠোঁট দুটো উল্টে মহিলা একটু হেসে বলেন: 'কিন্তু ডাক্তারতো দেখাতেই হবে। আমেরিকানদের যদি পছন্দ না হয় তবে যাও দেশী ডাক্তারের কাছে।'

মহিলা লাল চামড়ার হাত ব্যাগ খুলে তার ভেতর থেকে একটা নোটবুক বের করলেন।

একটা পাতা ছিঁড়ে, ফাউণ্টেন পেন্ দিয়ে কী লিখে কাগজখানা সুমিকোর মামার হাতে দিলেন।

'ডাক্তার আরিমিৎসুর কাছে নিয়ে যেও...ঠিকানা কাগজে লেখা রইল। মুখে আমিও ব'লে দেব'খন—উনি ওকে দেখে বিনা পয়সায় ওষুধ দেবেন। তারপর ওর একটা কাজের ব্যবস্থা ক'রে দেব আমি।'

ঘরের ঝুল ভর্তি ছাদ আর মেঝের ছেঁড়া মাদুরের ওপর তাঁর চোখ পড়তেই নাকে রুমাল দিয়ে মন্তব্য করেন: 'দিনকাল বড় খারাপ যাচ্ছে, না?'

সুমিকোর মামা মাথা নেড়ে বলে: 'যা বলেছেন। গতবারে খাজনা দিতে পারিনি, জমিটুকু ছেড়ে দিতে হল। এখন আর কী করি—এটা সেটা ক'রে কোন রকমে...' বোকার মত হেসে ফেলে ঘাড়টা চুলকোতে চুলকোতে শেষ করে: 'সত্যিই বড় দুর্দিন পড়েছে।'

মহিলা সুমিকোকে বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে লক্ষ্য করে। তারপর চাপা হাসি হেসে বলে: 'সহরে কাজ পেলে ভাল রোজগারই করবে তুমি মেয়ে, কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে—ধর বিদেশী কারুর বাড়ীতে। আমাদের শিশুরক্ষা-সমিতি থেকে প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্রও যোগাড় ক'রে দেবো তোমাকে।' সুমিকোর মামার দিকে ফিরে বলেন: 'ডাক্তার আরিমিৎসুকে দেখাবার পর আমার কাছে ও যেন যায়, বুঝলে।'

উঁচু গোড়ালিওলা জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ তুলে মহিলা বেরিয়ে গেলেন। সুমিকোর মামা তাকে দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল।

পাশের বাড়ীর বেড়ার পাশ দিয়ে উঁচু হয়ে দেখা যায় ইনেকোর চাঁদপানা গোল মুখটা।

ঐ পাউডার মাখা মহিলার ভঙ্গীতে ঠোঁট দুটো উল্‌টিয়ে ইনেকো বলে: 'উনি আমাদের বাড়ীতেও এসেছিলেন। ও'রা সব বাড়ী বাড়ী ঘুরছেন আর বলছেন, সবাইকে রক্ত দিতে হবে। মাঠের দিকে তো সকলেই যাচ্ছে...মা আমায় যেতে দিচ্ছে না...কাল রাত্রে ইয়েচান আর আমি এক জায়গায় গিয়েছিলুম...ফিরে আসতে দেরী হওয়ায় মার কাছে কি বকুনিটাই না খেতে হল...'

বেড়ার অপর প্রান্তে সুমিকোর মামার কণ্ঠস্বর শুনে ইনেকো স'রে যায়। সুমিকো শুনতে পায় ওর মামা ইয়েকোর মাকে বলছে: 'সহর থেকে রেডক্রশের লোকেরা এসেছিল রক্ত নিতে কিন্তু কেউ দেয় না দেখে টুপিতে সোনালী পাখা গোঁজা মোটাসোটা একজন মহিলা উঠে বললেন যে, রক্ত দিলে দাম দেওয়া হবে। এবারে শুধু দু এক ফোঁটা রক্ত দিলেই চলবে, তারপর পরীক্ষা ক'রে যাদের রক্ত ভাল হবে, কয়েকদিন পরে এসে তাদের রক্ত দাম দিয়ে কেনা হবে। গাঁয়ের দু একজন পরীক্ষার জন্য রক্ত দিয়েছে।'

মামা ফিরে এলে সুমিকো বলে: 'আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি না কিন্তু মামা, আমার ভয় করে।'

'না কেন? ডাক্তার আরিমিৎসুর কাছে যাবি। ভদ্রমহিলা তো ব'লে গেলেন যে তিনি টাকা পয়সা কিচ্ছু নেবেন না। আমি যাব'খন তোর সঙ্গে। তবে ঐ মহিলার কাছে যাচ্ছি না—ওর মুখ দেখেই কেন যেন মনে হয়, লোকটি খুব সুবিধের নয়।'

সুমিকো মৃদু হাসে।

কোমর থেকে কাগজের টুকরোটা বের ক'রে মামা বলে : 'ডাক্তার আরিমিৎসুর ডাক্তারখানার ঠিকানাটা এতেই লেখা রয়েছে।' তারপর ড্রয়ারের ভিতর পিতলের তাগাটা রেখে দেয়।



পাহাড়ের দক্ষিণদিকের উপত্যকা-ভূমিতে ঝোপ জঙ্গল সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই অঞ্চলের তিনটি গ্রামের লোক চিরকাল এখান থেকেই জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ ক'রে এসেছে। এখন বেলেমাটি খুঁড়ে দুটো একটা পচা ডালপালা ছাড়া কিছুই মেলে না। পাহাড়ের উপরের বনে তো আর এখন হাত দেওয়া চলে না—সেটার মালিক হয়েছে জমিদার সাকুমা। বর্তমানে জ্বালানি সংগ্রহ করতে হলে যেতে হবে স্কুলগৃহের পিছনের বনে। বহু আগে ঐ বনে অনেক বাঁদর থাকতো ব'লে লোকে বলে ওটাকে 'বাঁদুরে বন'। গত বছর পর্যন্ত ওটা ছিল সরকারী বন—সর্বসাধারণের ব্যবহারের যোগ্য। কিন্তু তারপর একজন কনট্রাক্টার ওটা কিনে নিয়ে চারদিকে ঘিরে দিয়েছে। এখনও পাহারা বসেনি, গ্রামবাসীরা তাই এখনও ওখান থেকে জ্বালানি নিয়ে আসতে পারছে।

সুমিকো মামার পিছনে ধীরে ধীরে আসছে। মামার পিঠে কাঠের বোঝা, আর সুমিকো বোঝাটা নিয়েছে মাথার উপর বসিয়ে। জমিদার সাকুমার বাড়ীর কাছে এসে মামা বলে : 'আমার এখানে একটু দেরী হবে, তুই সোজা বাড়ী চ'লে যা।'

ইয়েকোর বাবার ক্ষেতের পাশে তাকামিকে ঘিরে একদল ছোট ছেলেমেয়ে বসে আছে। তাকামি ছুরি দিয়ে নল কেটে ওদের বাঁশী বানিয়ে দিচ্ছে।

নতুন তৈরী বাঁশী একটা ছেলে কিছুতেই বাজাতে পারছে না। ওর কাছ থেকে সেটা নিয়ে নিজের মুখে পুরে তাকামি ওকে বলছে : 'তুমি ঠিক ক'রে ধরতে পারছ না খোকা। এই দেখ, এমনি ক'রে ধরতে হয়।' একটু বাজিয়ে ছেলেটিকে বাঁশীটা ফিরিয়ে দেয় তাকামি। তারপর সুমিকোকে দেখতে পেয়ে উঠে গিয়ে বলে : 'তোমার সাথে সেদিন আমার ওভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি, কিছু মনে ক'রো না। তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?'

'না—' ব'লে সুমিকো মামার দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখে। মামা সোজা জমিদার বাড়ীর ফটকের ভিতর চ'লে গেছে। সুমিকো বলে :

'গাঁয়ের বাচ্চাদের সঙ্গে আপনার তো বেশ ভাব দেখছি!'

তাকামি মৃদু হেসে বলে : 'ওরা প্রথম প্রথম আমাকে খুব বিরক্ত করতো, দেখলেই ঢিল ছুঁড়তো। ভাবতো, আমি বুঝি পাগল। এখন খুব ভাব হয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে

যখন থাকি তখন খুব ভাল লাগে। আমার প্রিয় কবি ইশিকাওয়া তাকুবকু একজায়গায় লিখেছেন, যখনই তাঁর খারাপ লাগতো তিনি সমুদ্রতীরে গিয়ে ছোট ছোট কাঁকড়া-শিশু নিয়ে খেলা করতেন। আমারও ছোট ছোট বাচ্চাদের বাঁশী বানিয়ে দিতে খুব ভাল লাগে।'

সুমিকোদের বাড়ীর দরজায় এসে তারা পৌঁছেছে।

সুমিকো অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে: 'আপনি কি কোথাও পড়েছেন?'

'কীওতো বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ক্লাশে ছাত্র ছিলাম।' বলেই হেসে ওঠে। 'কিন্তু আইন পড়ার কি এখন কোন অর্থ আছে? কিছু না। যখন সবাই আবার বন্য পশুর পর্যায়ে নেমে এসেছে তখন কেন লেখাপড়া করবে? হিরোশিমাকে উপলক্ষ্য ক'রে একজন ফরাসী সাহিত্যিক লিখেছেন: "যন্ত্রযুগের সভ্যতা তার অন্তিম স্তরে, বর্বরতার স্তরে, উপনীত হয়েছে।" দর্শনের হাজার হাজার বই প'ড়ে আমি যা শিখতে পারতাম, এক সেকেণ্ডে পিকাডন আমাকে তার চেয়ে ঢের বেশী শিক্ষা দিয়েছে। কেন আমরা বেঁচে থাকি, জীবনের মূল্য কী, এই প্রশ্নের সদুত্তর পেয়েছি পিকাডনের কাছে। সেদিন সকাল-বেলায় এমন একটি ঘটনা ঘ'টে গেল যার তুলনায় লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর বিভীষিকা তো নিতান্তই তুচ্ছ। সেই প্রভাতে মানব জাতির বিবেক, নীতিজ্ঞান সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সমগ্র মানবজাতি তার বেঁচে থাকার অধিকার থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে—'

চোখ-ওঠা একটা মেয়ে দৌড়ে এসে ওর হাত ধ'রে টেনে বলে: 'আমায় একতা বানিয়ে দাও তো'।

'আচ্ছা দেব। এখন যাও তো খুকু—' ব'লে মেয়েটিকে একটু আদর ক'রে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় তাকামি।

'মানুষ আবিষ্কার করেছে পিকাডন, সমগ্র মানবসমাজ এর জন্য দায়ী—'

'কিন্তু পিকাডন তো ফেলেছে আমেরিকানরা—' সুমিকো বলে।

'আমেরিকান, কি পর্তুগীজ—কে ফেলেছে সেটা বিচার্য নয়। বিচার ক'রে দেখতে হবে পৃথিবীর কোন্ প্রাণী তৈরি করেছে এটা। অন্য কোন জীব, না, মানুষ,—মানুষই একে তৈরি করেছে। একমাত্র মানবসমাজ এর জন্য দোষী। একথা চিন্তা করলেই সমস্ত মানবজাতির প্রতি ঘৃণায় সমস্ত শরীর রী রী ক'রে ওঠে আমার। সেই জন্যই তো—'

সুমিকো বাধা দিয়ে ব'লে ওঠে: 'ওরা তো আর বোমা ফেলবে না।'

'ফেলবে, আবার ফেলবে। হিরোশিমার উপর বোমাবর্ষণের প্রতিক্রিয়া যে-আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা সহজে শেষ হবে না। একটার পর একটা বিস্ফোরণ হতেই থাকবে! ভূমিকম্পের মত, ঘূর্ণীবাত্যার মত, বারবার ঘটতে থাকবে পিকাডনের পুনরাবৃত্তি। একটা বিরাট তেজস্ক্রিয় মেঘ হবে মানবজাতির শেষ পরিণতি। আর সেই মেঘে লুপ্ত হয়ে যাবে আমাদের এই অভিশপ্ত পৃথিবী!'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে একটা অর্ধদগ্ধ চুরুট পকেট থেকে বের ক'রে মুখে দেয়। সুমিকো

ফটক খুলে বিদায় নেবার জন্যে তাকে নমস্কার করে। দরজার উপর হাত রেখে তাকামি বলতে থাকে ঃ 'আমার কথায় তুমি হয়ত আবার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলে, আমি সত্যিই দুঃখিত—। কিন্তু কী করবো, তোমাকে ছাড়া এসব কথা অন্য আর কাকেই বা বলতে পারি! আমরা ছাড়া এ অভিজ্ঞতা কারই বা আছে, বল? আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারি। ভাগ্যদেবী আমাদের একই পথে নিয়ে চলেছে...নিশ্চত মৃত্যুর পথে। আর তাই এর মধ্যে যতটুকু...'

'মৃত্যু আমি চাই না।' সুমিকো বলে ওঠে।

'আমাদের বেঁচে থাকবার জন্য চিকিৎসা—সে তো ফুটো ফুটবলকে ফুলিয়ে তোলার চেষ্টার মতই নিরর্থক। আমাদের দেহে যে রয়েছে পিকাডনের চিহ্ন···!'

তাকে শেষ করার অবকাশ না দিয়েই সুমিকো নমস্কার ক'রে বাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

একটি ছোট্ট মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে আসে তাকামির কাছে। মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে তাকামি ফিরে যায়।



ইয়েকো আসে। গেট বন্ধ ক'রে দিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বন্ধুকে প্রশ্ন করে ঃ 'ও তোমাকে কী এত বলছিল? হাত মুখ নাড়া দেখে তো মনে হচ্ছিল যেন বিরাট বক্তৃতা দিচ্ছে।'

'ও বলছিল পিকাডনের জন্য সকলেই দায়ী। কারও কিছু করবার নেই···ভূমিকম্পের মত একটার পর একটা পিকাডন আসতেই থাকবে· আর সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমাদের যাদের দেহে পিকাডনের ক্ষতচিহ্ন রয়েছে, তাদের তো মৃত্যু সুনিশ্চিত। চিকিৎসা নিরর্থক, ফুটো ফুটবলকে ফুলিয়ে তোলার মত...।'

বিরক্তিতে ইয়েকো ঝাঁঝিয়ে ওঠে ঃ 'তোমাকে না বলেছি ওর কথায় কান দেবে না। ওর মাথা খারাপ, আর সকলের মাথা খারাপ না ক'রে ও ছাড়বে না। বদ্ধ পাগল ছাড়া কি কেউ বলতে পারে যে পিকাডনের জন্য দুনিয়ার সব মানুষ দায়ী! একমাত্র আমেরিকানরাই ওর জন্য দায়ী; তারাই পিকাডন বানিয়েছে, জাপানের বুকের উপর তারাই তো ফেলেছে পিকাডন। সমস্ত দুনিয়ার মানুষ আজ নতুন সংগ্রামে নেমেছে, হিরোশিমার পুনরাবৃত্তি তারাই ঘটতে দেবে না। তারা পারবে। পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে না। সুমি-চানও চিকিৎসা করলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে, এ আমি হলফ ক'রে বলতে পারি। খবরদার বলছি কোনদিন আর ওই গণ্ডমূর্খটার সঙ্গে কথা বলবে না! এর পর দেখো একদিন এসে বলবে, "সুমিচান এস আমরা দুজনে একই সঙ্গে মরি!" '

ইয়েকো দোর গোড়ায় উবু হয়ে বসে প'ড়ে মাথার স্কার্ফটা খুলে বাতাস খেতে থাকে।

'মাস্টারমশাইকে ওই চিঠিটা দিয়েছিলে ? ভেবেছিলাম, ফেরার পথে তুমি সোজা এখানেই আসবে, তুমি তো তাই বলেছিলে।' সুমিকোর কণ্ঠে অভিমানের সুর।

গলা নিচু করে ইয়েকো উত্তর দেয়ঃ 'খুব কাজ প'ড়ে গিয়েছিল। সহরে যুব সঙ্ঘের ওখানে যেতে হল। ওখানে স্মৃতিসভায় যোগদান করলাম। স্তালিন-সানের মৃত্যু হয়েছে—' গত বছর স্কুলের গায়ে লাগানো পোস্টারগুলো মনে পড়ছে। ও-গুলোতে ছিল জাপান-বাসীর উদ্দেশ্যে স্তালিন-সানের নববর্ষের বাণী। তিনি ছিলেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে, পিকাডনের বিরুদ্ধে . ।'

'মাস্টারমশাই আমাদের পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, তার জন্যই তো তাঁর চাকরি গেল। মস্কোতে যেদিন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হল সেই দিনই হল আমাদের সভা। ওখানে যখন দুপুর. আমাদের এখানে তখন বিকেল ছ'টা। ঠিক যখন ছ'টা বাজল আমরা সকলে তাঁর প্রতিকৃতির সামনে মাথা নিচু ক'রে পাঁচ মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। জাপানী জাতির উদ্দেশ্যে স্তালিনের বাণী প'ড়ে শোনান হল। তারপর প্রতিকৃতির সামনে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে আমরা সারি বেঁধে দাঁড়ালাম। সেদিন একই সময়ে বহু জায়গায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে...' ইয়েকো আর বলতে পারে না।

একটু পরে বেড়ার কাছে উঠে গিয়ে দেখে কেউ আসছে কিনা। তারপর সুমিকোর পাশে ব'সে কানে কানে বলেঃ 'কান-চানদের সঙ্গে সেদিন যে স'াকোর ওপর দেখা হয়েছিল সে কথা কারুর কাছে বলেছ ?'

'না, বলিনি তো, কেন ?'

'পুলিশ এখন কমিউনিস্টদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভদ্রলোকের মত সেজেগুজে তার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—। খুব সাবধান, কাউকে কিছু বলবে না।'

'তাকেদো যুকিয়ো, ঐ যে সেই উৎসবের দিন যে ধরা পড়েছিল, তার কী হল ? সেও কি কমিউনিস্ট ?'

'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যারা, তাদের সবাইকে ওরা মনে করে কমিউনিস্ট।'

'যারা পিকাডনের বিরুদ্ধে—তাদেরও ?'

'হ্যাঁ। পিকাডনের বিরুদ্ধে কিংবা দেশে বিদেশে যুদ্ধ-ঘাঁটি তৈরির বিরুদ্ধে যারা, সকলকেই।'

'বেচারা যুকিয়ো ! যদি আমেরিকানদের হাতে পড়ে ! তাহলে পুরোনো পাড়ার ঐ দুজনের মত মারাই যাবে।'

'যাশুজি আর তোশিয়োকে স'পে দেওয়া হয়েছিল আমেরিকান গোয়েন্দা পুলিশ সি-আই-সির হাতে। ওখানেই ওদের মৃত্যু হয়। কিন্তু এবার জাপানী পুলিশ আমেরিকানদের হাতে বন্দীদের আর তুলে দিচ্ছে না। তবে এখনও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সি-আই-সির কাছে পাঠায়।'

সুমিকো ভয়ে কেঁপে ওঠে। 'খুকিয়ো তাহলে আর কোনদিনই ফিরবে না! ওদের দুজনকে কেন মারা হল?'

ইয়েকো নিষ্পলক চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে ঃ

'চল, আকাগির ওখানে যাই। তোমার কথা তাঁকে বলেছি।'

দেয়ালে পেরেকে ঝুলোনো তার জুতো আর স্যাণ্ডেল দেখিয়ে সুমিকো বলে ঃ 'মামা যেতে দেবে না। তার অনুমতি ছাড়া ওগুলো নামান চলবে না। আমার মিটিং-এ যাওয়াকে মামা খুব ভয় করে।'

'সুমি-চানের নিজের ভয় করে না তো?' কপাল কুঁচকিয়ে ইয়েকো প্রশ্ন করে।

'না, আমার কোন ভয় নেই, তবে খালি পায়ে কেমন ক'রে যাব বলতো!'

'তবে একটু বুদ্ধি খরচ কর। মামাকে বলবে আমাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছ। আমার সঙ্গে যেতে দেবে নিশ্চয়ই! পরে এসে তোমার মামার কাছে আমরা দুজনে যাওয়ার কথা বলব। সহর থেকে ফেরার পথে তুমি সোজা আমাদের বাড়ীতে উঠবে, তারপর একসঙ্গে যাওয়া যাবে মাষ্টারমশাইর ওখানে।'

'রক্ত পরীক্ষা ক'রে যদি ডাক্তার বলে আমার রক্তে কোন দোষ নেই—তবে রক্ত বিক্রি করব। চারশো ইয়েন দাম দেবে। ওই টাকা দিয়ে কত কিছু কেনা যাবে। এক জোড়া স্যাণ্ডেল কিনে লুকিয়ে রাখব, মামাকে দেখাব না।'

'মাত্র চার শো ইয়েন দিয়ে কিনতে চায় পুরো এক কাপ রক্ত! কী সস্তা! না না, ওসব কথা মনের কোণে স্থানও দেবে না।'

বিদায় নিয়ে ইয়েকো দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কে একজনকে আসতে দেখে সে ঠোঁটের উপর আঙুল চেপে কথা না বলার ইঙ্গিত করে। তারপর শিকল খুলে দ্রুতপদে বেরিয়ে যায়।



খুব ভোরে দুজনে বেরিয়ে পড়ে। নদীর ওপারে পর্বতচূড়ায় প্রভাতী সূর্যকিরণ... ধানক্ষেতগুলোর উপর কুয়াশার অস্পষ্ট আবরণ...

ক্ষেতের মাঝখানে ছেঁড়া টুপি মাথায় আর চটা দিয়ে বোনা বর্ষাতি গায়ে বাঁশের এক মূর্তি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, কাকপক্ষীরা যাতে ভয় পায়। তার একদিকে আবার ঝুলিয়ে দিয়েছে তীর ধনুক—। আর গায়ের জামাটা অদ্ভুতভাবে ঝুলে রয়েছে গায়ে।

ওরা দেখে আর হাসে।

একটা নিচু পাহাড়ের গায়ে পাশাপাশি অনেকগুলো সমাধি স্তম্ভ। এখান থেকে ইয়েকো বন্ধুর কাছে বিদায় নেয়। বলেঃ 'বিকেলে তোমার জন্য বসে থাকব। ডাক্তারের কাছ থেকে সোজা আমাদের বাড়ী চ'লে আসবে।' রক্ত বিক্রির ব্যবস্থা খবরদার করবে না।'

পাহাড়ের গা বেয়ে যে পথটি গিয়েছে সুমিকো চলেছে সেই পথ দিয়ে। খানিকটা দূরে গিয়ে যেখান থেকে জেলে পাড়ার রাস্তাটি বেরিয়েছে—সেখানে দেখে কালো জামা গায়ে জনৈক যুবক রাস্তার পাশে ব'সে রয়েছে। তার দিকে চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুতপদে সুমিকো চলতে থাকে। রিউকিচি ব'সে একমনে তার পায়ের পট্টি ঠিক করছে।

ছোট সাঁকোটার কাছে যখন ও এসেছে, ও শুনতে পায় পেছনে কার পায়ের শব্দ।

'সেদিন আমার ঐ কাগজটুকুর জন্য আপনাকে খুব মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল—না? ওটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

পিছন দিকে মুখ না ফিরিয়ে সুমিকো শুধু ঘাড় নেড়ে উত্তর দেয়। বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে সে তার পিছু পিছু হাঁটতে থাকে। দক্ষিণে বহু দূর ব্যাপ্ত নীল অরণ্যেঢাকা গিরিশ্রেণী। পথের পাশে সুউচ্চ লাল পাইন গাছের ছায়ায় মুকুলিত হর্ণবিমের সারি। পাহাড়ের গায়ে অগণিত চেরীশাখায় মুকুলের সমারোহ—গোলাপী বর্ণ বিচিত্র ভঙ্গীমায় উচ্ছ্বসিত। আর বাঁ দিকে উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা একসারি নতুন বাড়ী.. কোনটা বৃত্তাকার, কোনটা চতুষ্কোণ। জানলাগুলো অদ্ভুত, যেন কামান ছোঁড়বার জন্য দেওয়ালের গায়ে বড় বড় ফুটো।

দুটো মিনারের মাঝখানে একটি দণ্ডের উপর ডোরাকাটা তারকাখচিত পতাকা উড়ছে।

রিউকিচি আর সুমিকো পাশাপাশি হাঁটছে। রিউকিচি গুনগুন করে একটা গান ধরেছে, অদ্ভুত তার গানের ধুয়ো—

'টোকিও বুগী-উ-গী
রিজুমি য়ূকি-য়ূকি
কোকোরো য়ূকি-য়ূকি
ওয়াকু ওয়াকু—'

'রেডিওতে এ গানটা একদিন শুনেছিলাম—টোকিও রেডিওতে। কোন অর্থ হয় না, বোকার মত আমেরিকানদের নকল করতে যাওয়া!'

'ভীষণ বোকামী—'সুমিকোও ওর সাথে একমত।

গোলাপী ফুল ফোটা একটি হর্ণবিমের শাখা সে ভেঙেছে, সুমিকোকে উপহার দেবে। দেবার জন্য হাত বাড়িয়েছে—মোড়ের পেছন থেকে হঠাৎ ছুটে এল একটা মটরসাইকেল। রাস্তার উপর থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সুমিকোকে কাঁধ দিয়ে ঠেলে দেয় রিউকিচি। আচমকা ধাক্কা সুমিকো সামলাতে না পেরে পা পিছলে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঘাসের উপর। তার একপাটি স্যাণ্ডেল গড়িয়ে গড়িয়ে অনেক নিচে প'ড়ে যায়। রিউকিচি সেটাকে আনার জন্য নিচে নামে। মটরসাইকেলটা থেমে গেছে। আশ্চর্য হয়ে সুমিকো দেখে—সাইকেল আরোহী আমেরিকান নয়, একজন তরুণ জাপানী। মাথায় নীল

রঙের টুপি, গায়ে হলুদ রঙের জামা, পরণে লাল রঙের ট্রাউজার। লোকটার হাত দুটো ছোট, ট্রাউজারের পকেট পর্যন্ত পৌঁছয় না। ঠোঁটে মৃদু হাসি। সুমিকোর দিকে চেয়ে নম্রকণ্ঠে বলে ঃ

'লাগেনি তো? খুব ভয় পেয়েছিলেন, না! কিছু মনে করবেন না—' দুটো আঙুল কপালে ঠেকিয়ে সে আবার সাইকেলে চ'ড়ে রওনা হয়। সুমিকো ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

'বোধ হয় বিদেশ থেকে এসেছে।'

'ও হচ্ছে নিসী—অর্থাৎ মার্কিন-জাপানী। যে সব জাপানী আমেরিকায় জন্মেছে, সেখানে মানুষ হয়েছে, আমেরিকার নাগরিক হয়েছে—তাদেরই বলে নিসী। দোভাষীর কাজের জন্য আর খবর আনা-নেয়ার জন্য আমেরিকানরা ওদের অনেককে নিয়ে এসেছে। এ লোকটা বোধ হয় ওদের প্রধান ঘাঁটিতে কাজ করে। সাজ দেখলেন, বোকার মত কী অন্ধ অনুকরণ!'

'যা বলছেন, ঠিক আপনার ঐ—বুগী-উ-গী!'

দুজনেই হেসে ওঠে। রিউকিচি চলেছে আগে আগে...কিছুক্ষণ দুজনের মুখে কোন কথা নেই। তারপর রিউকিচি গল্প শুরু করে ঃ একদিন ও আর কানজি অনেক রাতে শহর থেকে ফিরছে, পথে দেখে একটা শিয়ালের বাচ্চা, একটু হলেই ওরা ধ'রে ফেলত—

'আপনি কি কান-চানের মত কমিউনিস্ট?'

'কী যে বলেন! ওর সঙ্গে আমার তুলনা!' উদ্দীপ্ত কণ্ঠে রিউকিচি ব'লে যায় ঃ 'কানজি যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্টিতে যোগ দিয়েছে। ও তখন রেলে চাকরী করে। কমিউনিস্ট ব'লে চাকরীটা গেল। তারপর পার্টির জেলা কমিটির ক্লাশে যোগ দেয়—ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে!'

'কান-চান আর ইয়েচান—দুজনের খুব ভাব। কান-চান যে এত ভাল—'

'ওরা দুজন তো বিয়ে করতে চায়—কিন্তু ইয়েচানের বাবা কিছুতেই মত দিচ্ছেন না।' রিউকিচি মাথা নেড়ে বলে ঃ 'ইয়েচান এমনিতে বেশ সাহসী, কিন্তু বাড়ীতে একেবারে ভয়ে জড়সড়। বাবার অবাধ্য হওয়া তার পক্ষে খুব কঠিন।'

দূরে পাহাড়ের উপর কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা লম্বা একসারি সাদা সবুজ বাদামী রঙের ছোট ছোট ঘর—ফাঁকে ফাঁকে মরচে ধরা টিন ও প্লাইউডের টুকরো আর পুরোনো তক্তা দিয়ে তৈরী কতকগুলো চালা।

কিছুক্ষণ পরে সুমিকো তার গলায় ঝুলনো বাণ্ডিল থেকে একটা আটার রুটি নিয়ে রিউকিচিকে দেয়। সে ওটা না নিয়ে পকেট থেকে একটা গোল শক্ত পাঁউরুটি বের ক'রে চিবুতে শুরু করে।

'খাচ্ছেন কী ক'রে, দাঁত ভেঙ্গে যাবে যে !'

'কেমন ক'রে ওগুলো বানায় জানেন ? পাঁউরুটির গুঁড়ো আর উপরের শক্ত ছিল্‌কে-গুলো শুয়োরকে খেতে না দিয়ে, সেগুলোকে এক জায়গায় ক'রে ভিজিয়ে নিয়ে গোল গোল ক'রে আবার সেঁকে নেয়। ওরা মনে করে আমাদের মত গরীবদের যা মিলবে তাতেই চলে যাবে।'

'ওগুলো আগে গরম জলে ভিজিয়ে নেওয়া উচিত—'

রিউকিচি হেসে উত্তর দেয়ঃ 'অত বড়লোকী কি আর আমাদের পোষায়—মুখের লালাতেই ভিজে যায় !'



সহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে মাঠটি পার হয়ে তারা বাসস্টপে পৌঁছোয়। পাশের মাঠে আমেরিকানরা হলদে পোষাক প'রে বেস্ বল খেলছে। লাল সোয়েটার গায়ে, বেস্ বলের টুপি মাথায় বিশাল বপু একটি নিগ্রো বল ছুঁড়ছে।

জুতোয় কালিলাগানো ছেলের দল পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ব্রুশ দিয়ে বাক্সের উপর ঠক্ ঠক্ আওয়াজ করছে আর মাঝে মাঝে 'জুতো বুরুশ' ব'লে চিৎকার ক'রে উঠছে।

হরেকরকম মনোহারী পণ্য বিক্রেতারা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে খদ্দেরদের ডাকছে—'আসুন—আসুন—ভিতরে আসুন'। ওদের লক্ষ্য পথচারী বিদেশী সৈন্য। আমেরিকান ছাড়াও অন্যান্য দেশের সৈন্যরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সহরের কেন্দ্রস্থলে যে রাস্তাটি গেছে, সেই রাস্তা ধ'রে সুমিকো ও রিউকিচি চলেছে। দুপাশে প্রচণ্ড ভিড়। ডানদিকে বেশ উঁচু সাদা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আমেরিকানদের বাসগৃহ—হলুদ আর লাল রঙের ছাদ। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে হলুদ ডোরা-কাটা অনেকগুলো জীপ গাড়ী। রাস্তার উপর পায়চারী করছে নীল হেলমেট মাথায় মিলিটারী পুলিশ। রাস্তার ধারে গাছের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে রং-মাখা মুখ নিয়ে জাপানী মেয়েরা, পরণে তাদের ইউরোপীয় পোষাক, কিন্তু পায়ে জাপানী কাঠের স্যাণ্ডেল।

রাস্তার একধার থেকে অন্য ধার পর্যন্ত লম্বা ক'রে টাঙানো রয়েছে একটি বিরাট ফেস্টুন...হলুদ রঙের বড় হরফে লেখাঃ

'জাতিসঙ্ঘের বীর যোদ্ধাদের জন্য রক্তদান করুন !'

ফুজি হোটেলের ফটকের সামনে ঝুলনো রয়েছে আর একটি খুব বড় প্রাচীরপত্র...

হেলমেট্ মাথায় জনৈক সৈনিকের হাতে পত্রশোভিত তরবারী...নিচে লেখা : 'এশিয়ার শান্তির জন্য যুদ্ধরত জাতিসঙ্ঘের বীর সৈন্যবাহিনী আপনার সাহায্য কামনা করে, আপনার রক্ত দান করুন !'

সুমিকো আর রিউকিচি একটা দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

'রেডক্রশের গাড়ী ক'রে ওরা যখন গ্রামে এসেছিল ওদের পরীক্ষার জন্য কি আপনি রক্ত দিয়েছিলেন ?' সুমিকো প্রশ্ন করে।

'আমার রক্ত ? আমি রক্ত দেব ?'

'ওরা তো দাম দেবে...এক এক কাপের জন্য চারশো ইয়েন। আমি ভাবছি বিক্রি করবো।' শো-কেসে সাজানো জিনিষের ওপর দিয়ে সুমিকো চোখ বুলিয়ে নেয়।

'কক্ষণো না—আমরা ঐ আমেরিকানদের কোন মতেই সাহায্য করবো না।'

শো-কেসের প্রত্যেকটি জিনিসের দামের উল্লেখ ছিল। এক শিশি ইয়ানাজিয়া কেশ তৈল, দাম—২০০ ইয়েন। এক কৌটো কিউরাবু ফেস্ পাউডার, দাম—৩০০ ইয়েন। এক টিউব নেল-পালিশ—৩৭৫ ইয়েন।

সুমিকো লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে একটা সবুজ সিল্কের ছাতার দিকে—দাম ৮০০ ইয়েন। দু কাপ রক্ত !

শো-কেসের এক কোণে জাপানী কিমোনোয় সজ্জিত একটি পুতুল। পুতুলটির ডান হাতে একটি ছুঁচ ফোটানো... সিরিঞ্জটার অপর প্রান্তে লাগানো রবারের নলটি গিয়ে পড়েছে একটা কাঁচের বোতলের ভেতর। চিত্রিত বোতলটার গায়ে অাঁকা রয়েছে ফিকে নীল রঙের একটি পতাকা আর বৃক্ষশাখা দিয়ে ঘেরা পৃথিবীর গোল মানচিত্র। পুতুলটির পাশে লেখা : 'জাতিসঙ্ঘের যোদ্ধার জন্য আমি রক্ত দান করিয়াছি। আপনি কি আপনার কর্তব্য করিয়াছেন ?'

পুতুলটির বাঁ হাতে "কিস্-মি" এসেন্সের খুব ছোট একটি শিশি....দাম ৬০০ ইয়েন। কড়ে আঙুলের চেয়ে ছোট ঐ শিশিটুকুর জন্য দেড় কাপ রক্ত ! আর ঐ লাল রঙের পার্সটির জন্য লাগবে সাড়ে তিন কাপ রক্ত !

সুমিকো দোকানের সামনে দাঁড়ায়। আনারসের একটি টিন—আড়াই কাপ রক্ত ; এক বাক্স কোরানবান বিস্কুট—তিন কাপ ; এক বোতল হোয়াইট হর্স হুইস্কি—দশ কাপ মানুষের রক্ত !

পিকাডেলি পিক্‌চার প্যালেসের সামনে ঝুলছে বিরাট একটি পোস্টার...অর্ধনগ্ন সুন্দরীকে চুম্বনরত একটি গরিলা। টিকিট ঘরের উপরে ঝুলোন রয়েছে প্রবেশ মূল্যের তালিকাটি। একটি সীটের জন্য দিতে হবে আধ কাপ রক্ত। সুমিকো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একটি ছোট রেস্টুরেন্টের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখে সামনে ঝুলোন পর্দার পাশে কালো বোর্ডের উপর সোনালী হরফে লেখা রয়েছে খাদ্যতালিকা। একখণ্ড ভাজা বানমাছের দাম এক কাপ রক্ত ! সুমিকো ঢোক গিলে দ্রুতপদে চলতে থাকে।

একটা বড় দোকানের সামনে বিজ্ঞাপন ঃ সেল্! সেল্! অভূতপূর্ব মূল্য হ্রাস!!

সামনের দরজায় লাউড্স্পীকারের নাকি সুর চেঁচাচ্ছে ঃ 'নতুন' পেন ঃ পার্কার-৫১—দুহাজার চারশো ইয়েন!' —ষোল কাপ রক্ত! 'নব বিবাহিতাদের জন্য এম্ব্রয়ডারী করা বিছানার চাদর!'—নব্বুই কাপ রক্ত! অস্থির হয়ে ওঠে সুমিকো। বারবার কপালের ঘাম মুছে ফেলে।

মূল্যতালিকা, পোস্টার, বিজ্ঞপ্তি—নানান রঙ্ ধ'রে তার চোখের সামনে ভূতের নৃত্য ক'রে চলেছে—! এইসব দোকানে, বাড়ীঘরে, রাস্তায়, সমগ্র সহর জুড়ে, সব কিছুর লেনদেন চলেছে রক্তের বিনিময়ে। লোকেরা চলেছে—হাজার হাজার লোক—হাতে রক্তের কাপ—মাথায়, কাঁধের উপর তাদের ঐ রক্তপূর্ণ কাপ। সাইকেলে চলেছে—হাতে ট্রে ভর্তি রক্তের কাপ—তীর বেগে ছুটে চলেছে লরী—কাপে কাপে ঠাসা—সব কাপে রক্ত।

'কী হল? অসুস্থ হয়ে পড়লেন নাকি?' রিউকিচি তার হাত ধ'রে উদ্বিগ্নভাবে চেয়ে থাকে সুমিকোর মুখের দিকে।

চোখ দুটো হাত দিয়ে চেপে ধ'রে সুমিকো বলে ঃ 'না, এখুনি ভাল হয়ে যাব।'

একটা পার্কের মধ্যে দিয়ে তারা চলেছে...পার্কের কেন্দ্রস্থলে একটি স্মৃতিস্তম্ভ। তারপরই নির্জন গলি একটা। আরিমিৎসুর ডাক্তার খানা। দোরের উপরে লেখা—'জাতিসংঘবাহিনীর জন্য এখানে রক্ত গ্রহণ করা হয়।' তার পাশেই দেওয়ালে কে যেন লিখে দিয়েছে ঃ 'আক্রমণকারীর জন্য একবিন্দু রক্ত নয়! কোরিয়ার যুদ্ধ নিপাত যাক্! আর হিরোশিমার ধ্বংস চাই না।'

সুমিকো ফটকের ভিতর প্রবেশ করে। পাথরের নুড়ি বিছানো পথ দিয়ে ডাঃ আরিমিৎসুর ডাক্তারখানার দিকে হেঁটে যায়।



টেবিল সাজিয়ে ব'সে আছে জনৈক কেরাণী...মুখে ব্রণের দাগ, ছাত্রদের মত পোষাক পরা, যুবক নাম ঠিকানা লিখে নিচ্ছে। সুমিকোকে দেখে সে বলে ঃ 'আপনি আসবেন একথা ডাক্তার আগেই জানেন।' কেরাণীর টেবিলের কোণে একটা নোটিশ টাঙানো রয়েছে ঃ 'রক্তদাতাদের প্রতি ঃ এ, বি গ্রুপের প্রয়োজন নেই।'

নিভন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে তিনজন মহিলা নিচুগলায় কথাবার্তা বলছেন।

একজন নার্স দোর গোড়ায় এসে সুমিকোকে ইসারা করে ভেতরে আসতে।

অফিস ঘরের মাঝখানে একটা সাদা টুলের উপর বসতে নির্দেশ ক'রে ডাঃ আরিমিৎসু বলেন ঃ 'টেলিফোনে তোমার কথা আমি শুনেছি।'

ভালমানুষটির মত গোলগাল মুখ ডাক্তারের, ঠোঁটের উপর পাতলা গোঁফ। সুমিকোর চোখ ও কাঁধ ভাল ক'রে দেখে পিঠে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে খুব যত্ন ক'রে শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করেন, তারপর ধীরকণ্ঠে বলেন ঃ

'একবার রক্ত পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার—তা না হলে কিছুই বলা সম্ভব নয়। তোমার কি আগে কোথাও রক্ত পরীক্ষা হয়েছিল ?'

'হিরোশিমায় ..আমেরিকানরা করেছিল, পরীক্ষার পর ওরা একটা পিতলের তাগা দিয়েছিল আমায় !'

'তাগা ?' ডাক্তারবাবু অবাক। 'আমেরিকান ডাক্তার তোমাকে পরীক্ষা করেছিলেন ?' বিভ্রান্তভাবে তিনি মাথা নাড়তে থাকেন ঃ 'আগে বলনি কেন ? তাগা দেখে মনে হচ্ছে তোমার নাম আ-বো-আ-ক-তে তালিকাভুক্ত।' ['আ-বো-আ-ক' হচ্ছে আণবিক বোমায় আহতদের জন্য নিযুক্ত কমিশন।] তোমাকে প্রথমে যেতে হবে আমেরিকান ডাক্তারদের কাছে। ওদের মূল ঘাঁটিতে যে চিকিৎসা বিভাগ রয়েছে সেখানে যাও। ওরা যদি বলে তাগার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে, ওদের তালিকায় তোমার নাম আর নেই, তবে আমার কাছে আসতে পার। নইলে বিপদ হবে।'

'আমেরিকানদের কাছে আমি যাব না।'

'ওখানে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। ওরা তোমাকে ঐ তাগাটা দিয়েছিল—।'

উঠে গিয়ে ডাক্তার সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আসেন। আঙুল দিয়ে বাঁ কাঁধের উপরটা দেখিয়ে সুমিকো বলে ঃ 'এই জায়গায় ব্যথা করে। সব সময়ই মাথা ধ'রে আছে। বোধ, হয় আণবিক জ্বর হতে শুরু করেছে।'

'খুবই দুঃখিত। আমি তোমার জন্য কোন কিছুই এখন আর করতে পারব না।' ডাক্তার নার্সকে ডেকে বলেন ঃ 'পরের জন।'

'লক্ষ্মী-মেয়ের মত আমেরিকান ডাক্তারদের কাছে একবারটি যাও। তাগার ব্যাপারটা জেনে এস। যাবে কিন্তু, নইলে আমাদের দুজনেরই বিপদ হবে।'

'কিন্তু আমার যে ওষুধের দরকার, একটা মলম জাতীয় কিছু দিন। রাত্তিরবেলা এত ব্যথা করে যে ঘুমুতে পারি না।'

এম্ব্রয়ডারী করা কিমোনো প'রে একজন বর্ষিয়সী মহিলা ঢুকলেন ডাক্তারের কক্ষে। তাঁকে চেয়ারে বসতে ব'লে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি। নার্স ভদ্রভাবে সুমিকোর হাত ধ'রে ঘরের বাইরে নিয়ে এল।

গেটের বাইরে এসে সুমিকো এদিক ওদিক তাকায়। দেখে, রিউকিচি জলের ট্যাঙ্কের নিচে ব'সে আছে।

'কি, ওরা কোন ওষুধ দিল ?' জিজ্ঞেস করে রিউকিচি।

সুমিকো ডাক্তারের সঙ্গে ওর যা যা কথা হয়েছিল সব বলে।

রিউকিচি জিভ দিয়ে একরকম শব্দ ক'রে ব'লে ওঠে :

'শালা ডাক্তার,—আমেরিকানদের একেবারে যমের মত ভয় করে! ...আচ্ছা কিছুদিন অপেক্ষা কর বাছাধন!...আরও ডাক্তার আছে,—সবাই তো আর ঐ আরিমিৎসুর মত নয়।'

সহরের উপকণ্ঠে সেই বাসস্ট্যাণ্ডে ওরা ফিরে আসে। রাস্তার পাশে একটি লরী দাঁড়িয়ে। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা ব'লে রিউকিচি সুমিকোকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে বলে : 'এরা যাবে বাঁধ পর্যন্ত। আমরা ঐ গোল পাথরের ওখানে নেমে যাব।'

ড্রাইভার অনেকক্ষণ ধ'রে একটানা হর্ণ বাজাতে থাকে। শব্দ শুনে একটি নিচু কাঠের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বাণ্ডিল হাতে কয়েকজন শ্রমিক। তারা লরীতে উঠে বসে। সবশেষে এসে ওঠে একটি রোগামত ছেলে, মাথায় তার টুপি, গালে একটা বড় কাটার দাগ। গলায় স্কার্ফ জড়ানো, মাথায় ময়লা হ্যাট পরা একজন বৃদ্ধ ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে গাড়ীর পিছনে বসে। ছেলেটি রিউকিচিকে ডাকে। সুমিকোকে লক্ষ্য ক'রে কী যেন বলে। রিউকিচির কথা শুনতে শুনতে কেমন একটা ক্রোধভাব ফুটে ওঠে তার চোখে।

বনের পাশ দিয়ে গাড়ীটা সোজা রাস্তায় এসে পড়েছে। বৃদ্ধ হঠাৎ গাড়ীর ছাদে হাত দিয়ে শব্দ করতে থাকে। গাড়ীর গতি মন্থর হয়ে আসে। সামনের পথটা যেখানে মিলিটারী ঘাঁটির দিকে বেঁকে গিয়েছে, সেখানে একদল ফৌজি পোষাক পরা আমেরিকান দাঁড়িয়ে।

বৃদ্ধ ছেলেটিকে বলে : 'দেখছ সুমোতো, ওদের ওই তল্লাশি করার যন্ত্রগুলো। আমাদের ওরা তল্লাশি করবে।'

'আমাদের তল্লাশি করার কোন অধিকার ওদের নেই, জোরে গাড়ী চালিয়ে ওদের পাশ দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাব।' ছেলেটি উত্তর দেয়।

বৃদ্ধ মাথা নাড়ে। 'আমেরিকানদের বেলায় কোন আইন-টাইন নেই বাপু। থামতে বললে আমাদের থামতেই হবে। ঝুঁকি নিয়ে কোন লাভ নেই।' সুমোতোকে লরীর ধারে ঠেলে দিয়ে বলে : 'তার চেয়ে এখানে তুমি নেমে পড়। হাঁটাপথ দিয়ে কিউরোতানিতে চ'লে যাও।' রিউকিচি জামার ভিতর থেকে একটা ছাই রঙের প্যাকেট্ বের ক'রে সুমোতোর হাতে দেয়। ক্ষীণাঙ্গ ছেলেটি রাস্তার ধারে ঝোপের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। চৌরাস্তার মোড়ে লরী থামাতে হল। একজন আমেরিকান মিলিটারি পুলিশ এসে সবাইকে হুকুম দিল গাড়ী থেকে নামতে।

দুজন সৈনিক মাথায় পিতলের-চাকতি বসানো লম্বা লাঠি দিয়ে এক এক ক'রে সবাইকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখতে থাকে। সুমিকোর পাশের লোকটিকে অমনি ক'রে পরীক্ষা করছিল যে সৈনিকটি, সে হঠাৎ চিৎকার ক'রে ওঠে। মজুরটি তার পকেট থেকে পিতলের নল-ওয়ালা একটা পাইপ আর তামাকের বাক্স বের করে। বৃদ্ধের কাছ থেকে 'আবিষ্কৃত' হল একটি ঘড়ি আর তার নিকেলের চশমা, আর ড্রাইভারের কাছ থেকে বেরুলো একগোছা

চাবি। আমেরিকান পুলিশ এগুলি পরীক্ষা ক'রেও দেখল না। গাড়ীর ভিতর একবার দেখে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো: 'ঠিক আছে!'

লরী চলেছে। একজন শ্রমিক রিউকিচিকে জিজ্ঞেস করে: 'এসব ব্যাপার শুরু হয়েছে কতদিন থেকে?'

'খুব বেশি দিন না। ওই তল্লাশি করার যন্ত্রগুলো বেশ সহজে হাতে ক'রে নিয়ে যাওয়া যায়। এদের লক্ষ্য অস্ত্রশস্ত্র। ধাতুর তৈরি যে কোন জিনিষের সংস্পর্শে আসা মাত্র ওই চাকতিগুলোর উপরে কালো কালো দাগ দেখা যায়।'

সুমিকোর দিকে তাকিয়ে মাথার পিছন দিকে টুপি নামিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ মন্তব্য করে: 'ওদের এমন একটা যন্ত্র বের করা দরকার যা দিয়ে আমাদের মাথার মধ্যে কি ঘটছে সেটাও যেন পেতে পারে! বুরবক ব্যাটারা সব!'

প্রস্তর মূর্তির নিকটে সুমিকো নেমে পড়ে! সেই রসিক বৃদ্ধ লোকটিকে নমস্কার ক'রে সে বিদায় নেয়।

'সোজা ইয়ে-চানের ওখানে যাবেন। আমি পরে দেখা করছি।' রিউকিচি বলে।

সুমিকো ঘাড় নাড়ে। লরী এগিয়ে যায় পুরোনো পাড়ার পথে।



অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সুমিকো আর ইয়েকো মাষ্টারমশাইর বাড়ী যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে। সুমিকো কাঁধের কাছে কেবলই চুলকোচ্ছে দেখে ইয়েকো হেসে বলে: 'বুঝতে পেরেছি, তোমার ভয় হচ্ছে। হারু-চানকে ডাকতে গিয়েছিলাম। সে বললে, তার যেতে নাকি ভয় করছে।'

'আমি ঠিক ভয় পাইনি। তবে কি জান—মিটিং-এ যে কী হয় আমার কোন ধারণা নেই।'

ইয়েকো ওর কানে কানে বলে: 'আজকের মিটিংএ কে আসবে জান? ক্যাৎসু গেঙ্গো নিজে!'

মাষ্টারমশাইর সেই দালানটিতে কাঠের স্যাণ্ডেল, খড়ের স্যাণ্ডেল আর রবারের জুতোর ছড়াছড়ি।

সুমিকো ব'লে ওঠে: 'ওরে বাবা, এযে দেখছি সবাই পুরুষ মানুষ, আমার ভেতরে যেতে লজ্জা করছে ভাই!'

'তবে বাড়ী ফিরে যাও। লাজুক লতা!'

স্যাণ্ডেল খুলে দালানের এক কোণে রেখে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়ে। বন্ধুর দিকে জিভ বের ক'রে একবার ভেঙ্চি কেটে তারা রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে যে ঘরটিতে মিটিং হবে তার দোর গোড়ায় এসে বসে।

কুলুঙ্গির পাশে একটা টেবিল, কেরাসিনের ল্যাম্প রয়েছে কুলুঙ্গিতে। টেবিলের পাশে ব'সে আছে আকাগি আর লরীর সেই টাক মাথা বৃদ্ধ লোকটি। মাষ্টারমশাই চিন্তান্বিত, হাতের উপর মাথা রেখে ব'সে আছেন। ঘরে এত ভিড় যে তিল ধারণেরও আর স্থান নেই। ভিতরের বারান্দায় অনেককে বসতে হয়েছে। মাষ্টারমশাইর পিছনে ব'সে আছে কানজি আর তার পিছনে সুমিকো দেখে রিউকিচিকে...একমাথা বিপর্যস্ত চুল। কানজির পাশে উবু হয়ে ব'সে আছে দুই হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে লরীর সেই সুমোতো। পুরোনো পাড়ার আর পূর্ব পাড়ার কয়েকজন চেনা অল্পবয়সী লোক, আর কাউকে সুমিকো চিনতে পারে না। ওরা বাঁধের দিকের এবং পাহাড়ী গ্রামের লোক। সহর থেকেও এসেছে একজন ছাত্র। বড় বড় চোখ, গাল দুটোয় গোলাপী আভা। একজন মোটাসোটা সাদাসিধে গড়নের তরুণী এসেছে, পরণে ইউরোপীয় পোষাক, চোখে বেশ মোটা কাঁচের চশমা।

মাষ্টারমশাইর পাশে ছোট টেবিলের উপর একগাদা বই। কয়েকটি বই ঘরের মধ্যে লোকের হাতে হাতে ঘুরছে।

দেওয়ালে টাঙানো একটি ব্ল্যাক-বোর্ড। বড় বড় হরফে বোর্ডের উপর লেখা 'পা-নি-আ'। এই তিনটি অক্ষরের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বৃদ্ধ ব'লে ওঠে:

'ওই তিনটি অক্ষর সকলের মনের ভিতর গেঁথে নিতে হবে। ঐ তিনটি অক্ষর হলো 'পারস্পরিক নিরাপত্তা আইনের' আদ্য অক্ষর। এই কুখ্যাত আইনের ভিত্তিতে জাপানকে এমন একটা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে যে এর ফলে আমাদের দেশের বুকে গ'ড়ে উঠবে আমেরিকানদের প্রধান যুদ্ধ ঘাঁটি।' তারপর টেবিলের উপর রক্ষিত পুস্তিকাগুলির দিকে বিশেষ ক'রে ছাত্রটির দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ব'লে ওঠে বৃদ্ধ: 'এই পুস্তিকাগুলিতে এই সব বিপদের সঙ্কেতধ্বনি ঘোষিত হয়েছে—কিন্তু তোমরা এ বিষয়ে এখনও যথেষ্ট অবহিত হতে পারনি বলেই মনে হয়।'

ছাত্রটির অস্বস্তিবোধ প্রকাশ পায়। সে ঘাড়ের কাছে চুলকোতে থাকে। তারপর একটু হেসে বলে: 'দাদুর বকুনি যে শুনতে হবে তা আমরা জানতাম...সত্যিই এ বিষয়ে আমরা পেছিয়ে আছি। কিন্তু সক্রিয় হতে আমাদের আর দেরী হবে না। সিমেণ্টের কারখানায়, আমাদের সাংস্কৃতিক ভবনে, আমরা বক্তৃতার আয়োজন ক'রে ফেলেছি।' চশমা পরা তরুণীটিকে দেখিয়ে বলে: 'মারিকো-সান টেলিগ্রাফ অপারেটারদের সভায় এ বিষয়ে বক্তৃতা করেছে।'

বৃদ্ধকে সবাই 'দাদু' ব'লেই ডাকতো। দাদু একটু খুশী হয়ে মারিকোর সঙ্গে আস্তে আস্তে কী যেন বলতে থাকে।

মিটিংএ ফার্ণ-চয়ন অভিযান নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। প্রতি বছর বসন্তে ধান

রোয়ার আগে যুবকেরা সব দল বেঁধে পাহাড়ের উপরে যায় ফার্ণ কুড়োতে। বহুদিনের প্রথা। যুদ্ধের কবছর এই অভিযানের অবকাশ ছিল না। তাছাড়া তখন সমস্ত পাহাড় জুড়ে বসান হয়েছিল বিমান ধ্বংসী কামান আর পর্যবেক্ষণের ঘাঁটি।

সুজিনো প্রস্তাব করে এ বছর ফার্ণ অভিযান আর মে দিবসের প্রস্তুতি এক সঙ্গে চলতে থাকুক ; ফার্ণ চয়নের পর 'বাঁদরে' বনের পাশে খোলা মাঠে সভা আর গান বাজনার ব্যবস্থা করতে হবে। দাদু জিজ্ঞেস করে : 'এত দেরীতে ফার্ণ সংগ্রহ ? আমাদের সময়ে তো হতো এর অনেক আগে। এতদিনে ফার্ণ শক্ত হয়ে গেছে, শুকিয়েও গেছে।'

সুজিনো হেসে বলে : 'না দাদু। ফার্ণের ব্যাপারে আমি কিছু জ্ঞান রাখি। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর ফার্ণ জন্মায় আমাদের দেশে ঐ পাহাড়ের উপর। আর তা তোলার উপযুক্ত সময় হচ্ছে এপ্রিলের শেষে কিংবা মে-র গোড়ায়।'

সুমোতো, কানজি দুজনেই সুজিনোর প্রস্তাব সমর্থন করে। কিন্তু তারা বলে : 'সভা ও গান-বাজনার প্রোগ্রামের পরিকল্পনাটি বেশ ভেবে-চিন্তে করতে হবে। আর তার জন্য কমিটি নির্বাচিত করা হোক। বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন সভার কার্যসূচী নির্ধারণের ব্যাপারে—বর্তমানের সমস্যাগুলো একটাও যেন বাদ না পড়ে।'

মাষ্টারমশাই ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন : 'সর্বপ্রথম আলোচ্য বিষয় হবে আমাদের পারস্পরিক নিরাপত্তা আইন। এই আইন যে সরাসরি আমাদের ঠেলে দিচ্ছে বিপদের মধ্যে, সেই কথা এই অঞ্চলের অধিবাসীদের খুব ভালভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। প্রথমে দেখলাম একটা পেট্রোলের ডিপো তৈরি হলো ; পরে এল এরোড্রম, তারপর চাঁদমারী—আর এখন দেখছি শুরু হয়েছে সৈন্যনিবাস তৈরি। 'এনোলা' ঘাঁটি দেখছি দ্রুত হাত পা ছড়িয়ে এগোচ্ছে। এরপর ক্ষেতখামার যদি ওরা গিলতে শুরু করে, তবে অনশন ছাড়া আমাদের সমস্ত গ্রামবাসীদের ভাগ্যে আর কী থাকবে ? তারপর, তারপর ? তারপর আমাদের সমস্ত যুবকদের নাম লেখাতে হবে সৈন্য-বাহিনীতে আর মেয়েরা...মেয়েরা আবার তাড়িত হবে গণিকার জীবনে—'

টেবিলের উপর মাষ্টারমশাইর কথার মধ্যেই উত্তেজিত বৃদ্ধ ঘুষি মেরে ব'লে ওঠে : 'আর সবাইকে পড়তে হবে সি-আই-সি-র, আমেরিকান গোয়েন্দা পুলিশের, মুঠোর মধ্যে। জাপানী পুলিশবাহিনীর উপর আমেরিকানরাই তো খবরদারী করছে। গত বছর আমাদের কমরেড ইয়াসুজি আর তোশিও আমেরিকানদের হাতে যেভাবে জীবন দিয়েছে—সেই ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কা আমাদের প্রত্যেকের মনে আজ উপস্থিত...'

ইয়াসাকু দুটো হাত উপরে তুলে সঙ্গে সঙ্গে ব'লে ওঠে : 'তাকেদা যুকিয়োর মুক্তির দাবী ক'রে অবিলম্বে এই সভা থেকেই আমাদের সই সংগ্রহ অভিযান চালিয়ে যেতে হবে। তাকেও হয়ত হত্যা করা হবে—না, কখনো না—আমরা তা হতে দেব না !'

আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, আরও কী যেন বলে, শোনা যায় না। তারপর উত্তেজিত অবস্থায় সে ব'সে পড়ে।

কমিটি নির্বাচনের প্রস্তাব ক'রে মাষ্টারমশাই নাম বলতে থাকেন : 'মনাস্টারি

হিলের কাঠ্‌রিয়া ও কাঠকয়লা সংগ্রহকারীদের প্রতিনিধি হিসাবে ফুক্‌ই কান্‌জি', তারপর ছাত্রটির দিকে লক্ষ্য ক'রে : 'ইকেতানি গণতান্ত্রিক যুবসঙ্ঘের পক্ষ থেকে পুরোনো পাড়ার সুজিনো। অন্য কোন নামের প্রস্তাব যদি কারও থাকে তাও জানাতে পার।' সকলে হাত তুলে ও'র প্রস্তাবেই সমর্থন জানায়।

ইনেকো উঠে এসে সুমিকোর পাশে বসে।

ছাত্রটির পাশে বেশ মোটা গড়নের একজন যুবক বসেছে। বেশ কষ্টসহিষ্ণু, পোড়-খাওয়া মুখ, গলার স্বরে কোমলতার লেশ নেই।

'আমেরিকানরা আমাদের সমস্ত দ্বীপটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। তাদের মাইন ধ্বংসী জাহাজ, পাহারারত বোট্‌গুলো সমুদ্রের পারে দিনরাত্রি ঘুর্‌ঘুর্‌ ক'রে বেড়াচ্ছে আর তাদের বন্দুককামানের শব্দে সব মাছ ভয় খেয়ে পালিয়েছে। এদের এইসব অন্যায় অবিচারের প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন সমস্ত যুবকশ্রেণীকে একতাবদ্ধ করা, সেই সঙ্গে একটা মুখপত্র বের করা। সাহিত্যচক্র গঠিত হয়েছে—একটা পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থাও আমরা করেছি। এর মধ্যে কবিতা—তা কমপক্ষে বিশ পঁচিশটা হবে—ওরা লিখে ফেলেছে; খুব উঁচুদরের হয়েছে তা বলছি না, তবে সময়োপযোগী যে হয়েছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।'

'ছাপার ব্যবস্থা কি হয়েছে ?' ছাত্রটি প্রশ্ন করে।

'এখনকার মত হাতেই লেখা হবে। পাঁচ ছ কপি করা হবে, লোকের হাতে হাতে বিলি করা হবে—একজন প'ড়ে অন্যজনকে দেবে, এইভাবে। কাগজের জন্য এখন টাকা সংগ্রহ হচ্ছে, তারপর...'

বাধা দিয়ে সুমোতো ব'লে ওঠে : 'না, তোমার ঐ হাতে লিখে পাঁচ ছ' কপি বিলি করা—ওতে কিছু হবে না।' তারপর ইকেতানির দিকে ফিরে বলে : 'ওদের জন্য একটা ডুপ্লিকেটার আর কাগজের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে, কী বলো !'

ইকেতান মাথা নাড়ে।

রাস্তায় অনেকগুলো গাড়ীর শব্দ শুনে সবাই উৎকর্ণ হয়ে সোজা হয়ে বসে।

সুজিনো বলে : 'আবার বোধ হয় রেডিয়োর ট্রান্সমিটার খোঁজার জন্য জিপগুলো বেরিয়েছে। এই ক'মাসে বাঁধের উপর পুলিশ তিন তিনবার হামলা করল।'

বৃদ্ধ হেসে ওঠে : 'ওরা লেমনেড বোমাও খুঁজে বেড়াচ্ছে !'

গোলমাল থেমে গেলে সুমোতো উঠে বক্তৃতা শুরু করে : 'লেমনেড্‌ বোমার কাহিনী রোজই বেরুচ্ছে সব কাগজে...কমিউনিষ্টরা নাকি এগুলো তৈরী ক'রে বেড়াচ্ছে ! কিন্তু তারা জানে না জাপানী যুবকদের হাতে রয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী হাতিয়ার, এ-বোমা কাগজ দিয়ে তৈরি ! আজ সারা জাপান জুড়ে হাজার হাজার ছোট ছোট পত্রিকার বোমা তৈরি হচ্ছে—সমস্ত সাচ্চালোকের হৃদয়ে আগুন জ্ব'লে উঠেছে। আমরা গণসাহিত্য প্রচারের আন্দোলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাক। জাতির মুক্তির জন্য, বিশ্বশান্তির জন্য আজ যে সংগ্রাম—সেই সংগ্রামের ময়দানে আমাদের প্রতিটি পত্রিকা এক একটি সৈন্যবাহিনী।

এই আন্দোলনের গতিবেগ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সহরে ও শিল্পাঞ্চলে। কিন্তু গ্রামগুলিতে এপর্যন্ত বিশেষ কিছু করা হয়ে ওঠেনি।'

দাদু চারদিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন।

'ঠিকই বলেছ—সহরে ক্যাৎসু গেঙ্গো বেশ কাজ করছে—সেখানে এখন তার সহকারীর প্রয়োজন। তোমরা সকলে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে।'

সকলে হাততালি দিয়ে ওঠে। কান্জি বলে: 'এখন পর্যন্ত আমাদের জেলায় দুটি কেন্দ্র রয়েছে। একটি 'আমার দেশ' আর একটি জেলেদের পত্রিকা। এতেই এখন চ'লে যাবে। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যাৎসু গেঙ্গোর জন্য নতুন নতুন সহকারী আমাদের শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে।'

নব নির্বাচিত কমিটির সভ্যদের অপেক্ষা করার জন্য ব'লে সভার কাজ শেষ ক'রে দেওয়া হল।



সবার শেষে সুমিকো আর ইনেকো বেরিয়ে আসে। সহরের সেই তরুণী মারিকোর সঙ্গে ইয়েকো আগেই বেরিয়ে গেছে। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। এত অন্ধকার যে পথ হারিয়ে ফেলার ভয়ে ওরা বেড়ার পাশ ঘেঁষে পথ চলতে থাকে। পেছন থেকে রিউকিচি আর ইয়াসাকু ওদের ধ'রে ফেলল। ইনেকো ইয়াসাকুর কানে কানে কী বলে, তারপর দুজনে জোরে জোরে হেঁটে যায়। অন্ধকারে তারা যেন মিশে গেছে, আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

রিউকিচি জিজ্ঞাসা করে: 'কী, ভয়ঙ্কর কিছু হল?'

'মাস্টার মশাই বড় বুড়িয়ে গেছেন। আর ওই টাকমাথা বুড়োটা কিন্তু ভারি ভাল-লোক—কি হাসিখুশী!'

'দাদু একজন খুব পুরোনো কমিউনিস্ট—হোক্কাইদো জেলে কাটিয়েছেন পনের বছর। ও'র একটা ফুসফুস নেই—এত মার খেয়েছিলেন! আমেরিকানদের মুখোস খুলে দেবার অপরাধে এই যুদ্ধের পর পরপর দুবার জেল খাটা হয়ে গেছে।'

'ঐ ছেলেটি আমাদের সঙ্গে লরীতে এসেছিল—সুমোতো...ও কিন্তু বেশ বলে...ও কি ছাত্র?'

'না। আগে শহরে ইলেকট্রিক স্টেশনে কাজ করত। কমিউনিস্ট ব'লে চাকরি গেছে। এখন একটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে কাজ করছে। যুব-লীগের সহর কমিটির ও একজন সভ্য।'

'আমাদের গ্রামের শুধু ইয়াসাকু আর হেইস্কি ছাড়া আর কাউকে তো চিনতে পারলাম না।'

একটু চুপ ক'রে থেকে রিউকিচি জিজ্ঞেস করে: 'তুমি আমাদের সাহায্য করবে ?'

'আমি আবার কী করতে পারব ?'

'তুমি লিথোর কাজ করবে। ইয়েচান বলছিল তুমি নাকি স্কুলে ভাল আঁকতে।'

'আমি আঁকতে পারি শুধু পাখী আর এরোপ্লেন।'

'আরে তাই তো আমাদের দরকার। তুমি তবে ছবিই আঁকবে।'

'আমার মামা কি আমাকে আসতে দেবে ?'

'কাজের পর বিকেলে আমরা একত্র হই। মামাকে বলবে একজন মেয়ে বন্ধুর ওখানে যাচ্ছ। ইয়ে-চান তোমার সঙ্গে আসবে।'

ওদের বাড়ীর গোড়ায় এসে সুমিকো একটু দাঁড়ায়। রিউকিচির জামার হাতাটা আলতোভাবে স্পর্শ ক'রে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে: 'একটু ভয় ভয় করে, তা হোক, আমি যাব 'খন।' তারপর ভিতরে ঢুকে প'ড়ে বলে: 'আর দাঁড়িও না, চলে যাও।' অপূর্ব কোমলতা ওর কন্ঠস্বরে।

দোর একটু ফাঁক করা ছিল। মামা অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্ধকারেই বিছানা ক'রে পোষাক ছেড়ে সুমিকো শুয়ে পড়ে। খুব জোরে বৃষ্টি নামল। ঘুমের মধ্যে মামা কাতরাচ্ছে। হঠাৎ অসহ্য ব্যথায় অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে ওঠে। সুমিকো তার কাছে উঠে গিয়ে তার কাঁধের কাছে মালিশ করতে থাকে।

তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে মামা জিজ্ঞেস করে: 'ফিরেছিস ? এত দেরী হল কেন ?'

'একটা মিটিং ছিল...' বলতে গিয়ে থেমে যায়, তারপর তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে: 'ডাক্তারের ওখানে এই রোগীদের নিয়ে একটা মিটিং। পত্রিকা দেখে অসুখ বিসুখের বিষয় নিয়ে লেখা সব পাঠ হল!'

'কোন ওষুধ দিয়েছে ?'

'না, শুধু দেখল। আবার যেতে হবে। কেবলমাত্র সন্ধ্যার পর, দিনে গেলে টাকা দিতে হয়, রাত্রে বিনা পয়সায় রোগী দেখেন ডাক্তারবাবু।'

মামা রাগের মাথায় কী যেন বিড়বিড় ক'রে বলতে বলতে পাশ ফিরে শোয়।

সুমিকোর আর ঘুম আসে না। কাঁধের ব্যথা বাড়তে থাকে। গলার কাছেও আবার খিমচুনির জন্য বেদনা করছে। উঠে পড়ে। কিছুটা জল খায়। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থেমে আসে। নিশুতি রাত্রি...চারিদিক স্থির নিস্তব্ধ। ব্যাঙের ডাকও থেমে গেছে... নীরব...চৌকিদারের পদশব্দও ব্যাহত করছে না এই অপরূপ নীরবতাকে।

ঘুম নেই। পরিপূর্ণ নীরবতায় তলিয়ে গেছে সুমিকো। তবু ওর কানে বেজে ওঠে দূর বাতাসে ভেসে-আসা মর্মর ধ্বনি, পল্লবে পল্লবে প্রজাপতির পক্ষধ্বনির মত। বর্ষণ

বুঝি আবার শুরু হয়েছে। সুমিকো পাশ ফিরে শোয়...মাথায় নিচে খড়ো বালিশের মৃদু আওয়াজও ওর ভাল লাগে।

এই মৃদু সুর-ঝঙ্কার শোনার ফাঁকে ফাঁকে তার মন কখন উধাও হয়ে গেছে সারা দেশময়···হোক্কাইদো থেকে কিওসু শহরে, গ্রামে, খনিতে, কারখানায়···সর্বত্র হাজার হাজার পত্রিকার প্রকাশনা হচ্ছে। সবাই মন দিয়ে পত্রিকা পড়ছে, পাতা উল্টোনোর খস্‌খস্‌ শব্দ যেন সে শুনছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ...খনি-মজুর, জেলে, রেলশ্রমিক, ছাত্র, চাষী, টেলিফোন অপারেটার, কাঠুরিয়া—সবাই লিখেছে পত্রিকার পাতায় পাতায় তাদের মনের কথা, দুঃখের কথা। তারা তো লিখবেই, তারা যে চায় সুন্দর মহত্তর জীবন নিজেদের জন্য, পৃথিবীর সব মানুষের জন্য, যেখান থেকে চিরতরে অবলুপ্ত হয়েছে যুদ্ধ, অবলুপ্ত হয়েছে পিকাডন।

ক্যাৎসু গেঙ্গো! এই মুহূর্তে সেও নিশ্চয় কর্মব্যস্ত.. লিখে চলেছে, ছবি আঁকছে, হয়তো বা লিথো মেসিনে ছাপার কাজে ব্যস্ত। ভেবে কূল পায় না কেমন দেখতে সে। কান্‌-চানের মত, সেই গোলাপী গাল ছাত্রটির মত? ইনেতানির মত দেখতে? না, সেই রক্তচক্ষু ছেলে সুমোতোর মত? পিকাডনের বিরুদ্ধে ক্যাৎসু গেঙ্গোর সংগ্রাম...নিশ্চয়ই সে খুব ভাল মানুষ। ঠিক বুড়ো দাদু কিম্বা মাষ্টারমশাই আকাগির মত।

সমস্ত সাচ্চা মানুষের এ এক অপূর্ব সংগ্রাম! হিরোশিমার পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না, এই তাদের দুর্জয় পণ।

তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রভাতী আকাশ, গাঢ় নীলবর্ণের অপরূপ প্রশান্তি। মহাসমুদ্রের বেলাভূমিতে বিস্তীর্ণ এক সহর। আকাশের গায়ে কোথা থেকে যেন হঠাৎ উড়ে আসে তিনটি এরোপ্লেন। ক্রীড়ারত শিশুর দল ঊর্দ্ধনয়নে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। এক মহিলার নাম লেখা এরোপ্লেনের গায়ে।...ঐ নামই তো—ঠিক ঐ নামেই আবার গ'ড়ে উঠছে এক নতুন সামরিক ঘাঁটি সমুদ্রতীরে জেলেদের গ্রামের পাশেই।

দূর ক'রে দাও ঐ বিষাক্ত এরোপ্লেন বাহিনীকে...

ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে ছুটছে শত শত কামানের গোলা, ছুটছে সস্তা কাগজে, মোটা ধূসর কাগজে ছাপা শত শত ক্ষুদ্র পত্রিকা। এই মারণাস্ত্র তৈরি করছে হাজার হাজার যুবক-যুবতী...রিউ-চানের ইনে-চানের মত, সুমিকোর মত। ওদের প্রয়োজন আরও সহযোগী। সুমিকো যাবে তাদের সঙ্গে, যাবেই সে।

ডুপ্লিকেটার

❋ ১ ❋

কতবার যে ইয়েকো আসে সুমিকোর কাছে, কিন্তু সুমিকোর অবকাশ নেই। মামার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হয়; গম গাছের ফাঁকে ফাঁকে সোয়াবীন পুঁততে হয়। মামার সঙ্গে যেতে হয় সাকুমা জমিদারবাবুর বাড়ীতে...বাগানের রাস্তা পরিষ্কার ক'রে চীনা ক্যামেলিয়া আর বেগুনি রঙের সুন্দর রডোডেনড্রন গাছগুলো কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দিতে।

ওদিকে আবার মামা স্যাণ্ডেল জোড়া লুকিয়ে রেখেছে—না ব'লে কোথাও যাতে সুমিকো বেরোতে না পারে। আর সেদিন যখন শোনে যে ঘাঁটির আশেপাশে মে-দিবসের সভা নিষিদ্ধ ক'রে পুলিশ হুকুম জারী করেছে, মামা বলে:

'এখন বোঝা যাচ্ছে কমিউনিস্টরা আমাদের গ্রামেও গোলমাল পাকাতে চেষ্টা করছে। মোড়লের কাছে শুনলাম ওদের মিটিং-এ যারা যায় তাদের নাকি কঠিন শপথ নিতে হয় রক্ত দিয়ে লিখে। তোকে কোথাও না যেতে দিয়ে ভালই হয়েছে, নইলে তুইও হয়ত ওদের পাল্লায় পড়তিস।'

মামা বার বার চেয়ে দেখে সুমিকোর আঙুলগুলোর দিকে, কোথাও কোন কাটার দাগ রয়েছে কিনা।

'আমি আমার চিকিৎসার ঝামেলা নিয়েই ম'রে যাচ্ছি মামা—আর ঐসব...'

সেই রাতেই সুমিকো বলে তার কাঁধের কাছে অসহ্য বেদনার কথা। দশদিন আগে থেকে শুরু হয়েছে ব্যথা, কিন্তু মুখ বুজে সহ্য করছিল, মামা যাতে আবার ব্যস্ত হয়ে না ওঠে। আবার চোখের সামনে দেখছে লাল সবুজ সব রং।

মামা রেগে ওঠেন। 'কেন আমাকে বলিসনি, কালই আবার যা ডাক্তারের কাছে। ধান রোয়া শুরু হলে তখন আর ডাক্তার দেখানোর সময়ই হবে না।

পরদিন বিকেলে ইয়েকোকে নিয়ে সুমিকো চলল সহরে। খালের দিকের পথ ধ'রে খাল পর্যন্ত না গিয়ে একেবারে নীচের দিকে নেমে গেল। যুদ্ধের সময় ওখানে একটা পরিখা খোঁড়া হয়েছিল। এখন পাথর দিয়ে মুখটা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে পথটা সোজা খাড়া হয়ে উঠে গেছে সেই পাহাড়-চূড়া পর্যন্ত। পাহাড়ের মাথায় তিনটে লাল পাইন গাছ। ঐ চূড়ার পাশ দিয়ে গেলে বাঁশের সাঁকোর সাহায্যে পার হতে হবে সরু পাহাড়ী নদীটি। তারপর থেকে আবার পাহাড়ের ঢালু দিয়ে চলল রাস্তাটা।

ইয়েকো বলে: 'দেখেছ ঐ পাহাড়টা, ঐ যে শুশুকের মত ল্যাজটা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে...মনে ক'রে রাখ। এরপর তো একলা যেতে হবে।'

'ধর, যদি পথ হারিয়ে ফেলি ? একটা চিহ্ন ক'রে রাখলে হয় না ?'

ইয়েকো ভুরূদুটো কুঞ্চিত ক'রে মাথা নাড়ে। 'আর পুলিশ সেটা দেখে ফেলুক। সুমিচানের প্রতি কী কৃতজ্ঞ যে তারা হবে পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য !'

ঝোপের ভেতর খস্ খস্ শব্দে কী যেন ন'ড়ে ওঠে, সুমিকো আঁতকে ওঠে, ইয়েকোও দাঁড়ায়, কান পেতে শোনে।

'সাপ ?' সুমিকো জিজ্ঞেস করে।

আবার ওই রকম শব্দ। তখনই শোনা যায় মৃদু শিস দেওয়ার আওয়াজ। ওর উত্তরে ইয়েকোও শিস দেয়। তারপর দুজনে এগিয়ে যায় দুটো কেটে ফেলা গাছের ভিতর একটা খড়ো ঘরের দিকে। ইয়েকো জিভ দিয়ে আবার এক পাখির ডাকের মত শব্দ করল... ঘরের ভেতর থেকে ওই রকম শব্দেই জবাব আসে। ওরা এগিয়ে যায় দোর গোড়ায়, দেখে স্কার্ফ মাথায় রিউকিচি। সুমিকো এক পাশে স'রে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে কপালের চুলগুলো গুছিয়ে নেয়।

মাষ্টারমশাইর বাড়ীতে সেদিনের দেখা ছেলেটি, সেই লালমুখো মৎস্যজীবী মাতায়ো, ঘরের মধ্যে খড় বিছানো মেঝের উপর ব'সে একটা পুরোনা লিথো মেসিন চালাচ্ছে।

রিউকিচি বলে : 'এই হলো আমাদের ছাপাখানা !'

বাক্সটার পাশে ব'সে সুমিকো ওটার দিকে সম্ভ্রমভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

ইয়েকো কিন্তু অন্যভাবে দেখে। প্লেটের উপর আঙুল বুলিয়ে নেয়—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। ঠোঁট উল্টে বলে : 'কী নোংরা। বার বার মুছে না নিলে কাগজগুলোর ময়লা দাগ লেগে যাবে যে। সেদিন যেটা আনা হল সেটা বুঝি এখনও ঠিক করা হয় নি ?'

রিউকিচি কোণের বাক্সের উপর ব'সে কলম দিয়ে দ্রুত লিখতে শুরু করে। পাশে একটা বাক্সের উপর বসানো লণ্ঠন জ্বলছে।

রিউকিচির পেছনে দাঁড়িয়ে ওরা লেখা দেখে। একটু কড়া সুরেই ব'লে ওঠে ইয়েকো : 'আবার সেই শেষ মুহূর্তের জন্য ফেলে রাখা ! আর হাতের লেখা অন্যরকম করার কোন চেষ্টাই তো হচ্ছে না ? কোণা কোণা লেখা হচ্ছে—যে দেখবে সেই বলবে তোমার হাতের লেখা। যাচ্ছেতাই কাণ্ডকারখানা। মাতায়ো কী করছে ?'

'ওদের পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা এনেছে। ইকেতানি ওদের একটা মেসিন দেবে বলেছে কিন্তু ওরা প্রথম সংখ্যাটি এক্ষুণি করতে চায়।'

ইয়েকোর ঠোঁট আবার কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

'এটা গোপন ছাপাখানা। সবাই যদি এটা ব্যবহার করতে শুরু করে, এর গোপনীয়তা কতদিন থাকবে, শুনি ? এইভাবে কাজকর্ম চলতে পারে না।'

'মাত্র একবার...এরপর থেকে...'

মাতায়ো ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে ওঠে : 'মেয়েমানুষের এত মাতব্বরি কেন ? নিজের ওজন না বুঝে যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই একচোট নিতে শুরু করেছে-দেখছি !'

ওর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে ইয়েকো রিউকিচিকে উদ্দেশ্য ক'রে বলে : 'কিউরোতানির সেই ছেলেটাকে মনে পড়ে ?...পরে জানা গেল যে সে একটা গোয়েন্দা। তারও ঘোরতর আপত্তি ছিল মেয়েদের সভাসমিতিতে যোগদান করার। ওরই জন্য তো সে দিবসের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হল। সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য না হলে এখানে কাউকে আসতে দেওয়া উচিত নয়...।'

মাতয়ো কাগজের উপর দিয়ে রোলারটা বুলিয়ে নিয়ে ইয়েকোর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে : 'চুপ কর বলছি...তুমি', রাগে সে কাঁপতে থাকে।

সদ্য ছাপা কাগজের উপর চোখ পড়তেই সুমিকো ইয়েকোর মত ঠোঁট উল্টে কঠোরভাবে ব'লে ওঠে :

'তোমার এই লেখা কেউ পড়তে পারবে ? ইস কী নোংরা !'

'কালির জন্য।' মাতয়োর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'তোমার গায়ের সব জোর দিয়ে ওই রোলারের উপর চাপ দিচ্ছ। এ কি আর ঝড়ের মধ্যে সমুদ্রে নৌকো বাওয়া !' বিদ্রূপের কণ্ঠস্বর সুমিকোর।

মাতায়োর দৃষ্টি যেন ওকে ওজন ক'রে দেখছে। তার ঠোঁট কুঞ্চিত হয়ে ওঠে :

'তোমাদের গ্রামে বাচ্চা মেয়েরা কি বড়দের সঙ্গে এমনি ক'রে কথা বলে...।'

রিউ-চান হেসে খড়ের উপর গড়িয়ে পড়ে।

মেয়ে দুটির দিকে চেয়ে থাকে মাতায়ো, চোখে তার হিংস্র দৃষ্টি। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে পরম বিতৃষ্ণায় গর্জে ওঠে :

'একজোড়া বন বিড়াল—দুটোরই মাথা খারাপ।'

ইয়েকো আর সুমিকো এ-ওর মুখের দিয়ে চেয়ে শুধু হাসে। ইয়েকো একটা ছাপা কাগজ নিয়ে পড়তে শুরু করে :

'—বসন্ত এসেছে,
আর আমেরিকানরা জাল ফেলেছে
শিকার করবে রঙিন প্রজাপতি—'

'সতেরো মাত্রা। ওটা হক্কু। ইয়াসাকু লিখেছে—' রিউকিচি বলে।

সুমিকো কিছু বুঝতে পারে না। প্রশ্ন করে : 'ওর মানে কী ?'

রিউকিচি উত্তর দেয় : 'মানে নিশ্চয়ই আছে। জেলেপাড়ার কাছে একটা ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে ওটা লেখা। গাছে ধাক্কা লেগে একটা আমেরিকান গাড়ীর পেছন থেকে একটা বাক্স প'ড়ে যায়। বাক্সটা ছিল বোতলভর্তি। একটা বোতল গেল ভেঙে—ওর

থেকে একঝাঁক মাছি বেরিয়ে পড়ল। আমেরিকানরা তো ভীষণ ভয় খেয়ে গেল। মুখোস প'রে কোট গায়ে দিয়ে প্রজাপতিধরা জাল নিয়ে দৌড়দৌড়ি শুরু করল—আর যেটাকে ধরতে পারল তার উপর ঢেলে দিল তীব্র-গন্ধের কী একটা তরল পদার্থ...'

'গ্রামের শাক্-সব্জী মাঠ-ঘাট তারা একেবারে তছ্‌নছ্ ক'রে দেয়।' বলে মাতায়ো।

'সহরে গিয়ে শুনলাম, বোতলগুলো ওরা নিয়ে যাচ্ছিল বিমান-ঘাঁটিতে কোরিয়াগামী একটা প্লেনে বোঝাই করার জন্য।'

ইয়েকো বলেঃ 'সত্যি হকুটা ভাল হয়েছে। সবাই বুঝবে কী বলতে চায়। ওইগুলো ছিল বিষাক্ত পোকা।'

মেশিনের পাশের স্টেনসিলগুলোর দিকে দেখিয়ে ইয়েকো জিজ্ঞেস করেঃ 'অনেকগুলো কপি দেখছি। কবে বের হচ্ছে?'

মাতায়ো ওর দিকে একবার তাকায়, কিন্তু উত্তর দেয় রিউকিচিঃ 'ইচ্ছে ছিল আগামী মাসের মধ্যে সব হয়ে যাবে—কিন্তু পারা যাবে না।'

'কী নাম হবে?' ইয়েকো প্রশ্ন করে।

সুমিকো ব'লে ওঠেঃ 'নিশ্চয়ই "শৃগালের রাণী"।'

মাতায়ো শুনেও শোনে না। ওর হ'য়ে রিউকিচি উত্তর দেয়ঃ '"কর্ণধার"—এটা মাতায়োর দেওয়া নাম।'

'নামটা ভালই হয়েছে।' ব'লে ইয়াকো লিথো-মেশিনের পাশে ব'সে জামার হাতা গুটিয়ে নেয়। সুমিকোও তাই করে। তারপর দুজনে মাতায়োর সাহায্যে লেগে যায়। ইয়েকো প্লেটের উপর পরিষ্কার কাগজ পেতে দেয় আর ছাপা হয়ে গেলে সুমিকো তুলে নিয়ে সাজিয়ে রাখে। নীরবে কিন্তু দ্রুত কাজ ক'রে চলে ওরা। ওদিকে কোণে ওর সেই অদ্ভুত ডেস্কের উপর হাত পা ছড়িয়ে একমনে লিখে চলেছে রিউকিচি।

ছাপার কাজ শেষ হয়ে গেছে। মাতায়োর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে।

'আমরা নৌকোতে মেয়েদের নিই না...ভীষণ অপয়া ব'লে। দেখি তোমাদের দৌলতে এবার কী ঘটে আমাদের পত্রিকার ভাগ্যে।' তারপর ছাপা কাগজগুলো এক টুকরো ক্যানভাস্ দিয়ে জড়িয়ে মেয়েদের নমস্কার জানিয়ে ও বিদায় নেয়।

সুমিকো পিছন থেকে শুনিয়ে বলেঃ 'পত্রিকার ভাগ্য ভালই হবে। মেয়েদের হাত পড়েছে ওর ছাপানোর ব্যাপারে, বুঝলে!'

রিউকিচি সুমিকোকে শেখায় কী ক'রে লিথো-মেশিন চালাতে হয়। ও চট্‌পট্ শিখে ফেলে পরিচ্ছন্নভাবে কী ক'রে রোলারে কালি মাখাতে হয়—তারপর কাগজের উপর ধীরে ধীরে বুলোতে হয়—যাতে প্রত্যেকটি অক্ষর স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সেদিন থেকে শুরু হল সুমিকোর প্রতিদিন এখানে আসা। পথটা চিনতে তার দেরী

হয় না, একা একাই এখন আসতে পারে। প্রথম প্রথম অন্ধকারে পাহাড়ের পাশ দিয়ে আসতে একটু ভয় ভয় করত কিন্তু এখন আর করে না।

মামাকে ব'লে দিয়েছে ফিরতে দেরী হলে যেন না ভাবে। আর আসার পথে রোজই একটা না একটা লরী হয় বাঁধের দিকে যাচ্ছে, না-হয় কাঁচের কারখানার দিকে—ওকে ড্রাইভার তুলে নেয়।



সুমিকো আর রিউকিচি ঘরের ভেতর কাজ করে। বাইরে কোথায় যেন মুরগী ডাকার শব্দ। রিউকিচি কান-খাড়া ক'রে শোনে। পরপর দুবার শিসের শব্দ। রিউকিচি উত্তর দেয়। সুমিকো বেরিয়ে দেখে তালগাছের পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে কানজি। সুগঠিত মুখাবয়ব তার। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে ঘরের ভিতর আসে...তার পিছনে এসে প্রবেশ করে প্রশস্ত-বক্ষ জনৈক ব্যক্তি—পরনে তার সৈনিকের ময়লা পোষাক।

একটা জরুরী কাজ নিয়ে ওরা এসেছে। সহরের উত্তরে একটি গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রদের কদিন আগে তাদের বাবা-মাকে না জানিয়ে কোরিয়ার রণাঙ্গনে আহত বিদেশী সৈন্যদের জন্য রক্তদান করতে বাধ্য করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে কমিউনিষ্ট পার্টি'র জেলা কমিটি একটা ইস্তেহার আগেই বের করেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের রক্ত না দেবার জন্য গ্রামবাসীদের কাছে আবেদনের একটি খসড়া কানজি এনেছে।

রিউকিচি ওই আবেদনটা লিখে নিচ্ছে। সুমিকো কাঠকয়লা দিয়ে একখণ্ড কাগজের বোর্ডের উপর আঁকছে একটা ছোট্ট মেয়ে, কাঁধে তার স্কুলেব ব্যাগ...বড় গোল গোল চোখ... কপালের উপর এসে পড়েছে এক গোছা চুল...দেখতে ঠিক মোমের পুতুলটির মত...সহরের দোকানের শোকেসে যেমনটি দেখেছিল সুমিকো। আরও এঁকে চলে.. একটি ইনজেক্শনের ছুঁচ মেয়েটির হাতে বিঁধে রয়েছে আর অপর প্রান্তে একটি রবারের নল ঝুলে রয়েছে...

পিছন থেকে কানজি ব'লে ওঠে: 'চমৎকার! সুমিকো তো বেশ আঁকে! বাঃ!'

সুমিকো ব্যস্ত হয়ে ছবিটা দুহাত দিয়ে ঢেকে ফেলে, কিন্তু কানজি ছাড়বার পাত্র নয়। সে ওটা ছিনিয়ে নেয়।

'সত্যি চমৎকার হয়েছে কিন্তু, পা কই...যদি এর পা না ক'রে দাও তবে হবে পা-কাটা ভূত!'

'রক্তের জন্য খুব বড় একটা বোতল এঁকে দাও।'

কানজির মাথায় একটা চিন্তা খেলে যায়: 'একটু দাঁড়াও, বলছি—না, বোতল ঠিক হবে না...আচ্ছা রক্ত যাচ্ছে কোথায়? কিসের জন্য?'

'কোরিয়ার যুদ্ধের জন্য', উত্তর দেয় রিউকিচি।

'ঠিক বলেছ, এখন এমন একটা কিছুর দরকার যা দেখলেই ওই কথাটা মনে প'ড়ে যায়!'

'এরোপ্লেন অাঁকতে কিন্তু সুমি-চান ওস্তাদ।' ব'লে ওঠে রিউকিচি।

'বেশ! তাহলে এক কাজ করলে হয় না, রবারের নলটা টেনে নাও আকাশ পর্যন্ত... এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে আর মেয়েটি স্থির হয়ে নিচে দাঁড়িয়ে আছে।'

'বুঝেছি—' বলে সুমিকো। তারপর চাকার মত তিনটে গোল গোল এঁকে চারধারে একটা ঢেউ-এর মত লাইন টেনে দেয়—আর উপরে অাঁকে অর্ধচন্দ্রের মত একটা গম্বুজ, তার সামনে বেরিয়ে থাকে একটা বন্দুকের মুখ।

হাততালি দিয়ে ওঠে কানজি: 'একেবারে ট্যাঙ্ক! সুমিকোকে যে কী বলবো!'

সুমিকো রবারের নলটা ট্যাঙ্কের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়।

রিউকিচি বলে: 'এই আবেদনটি আমাদের প্রথমে ছাপা উচিত, কালকের ইস্তেহারের একটু দেরী হলে ক্ষতি হবে না। কাগজ তো খুব বেশী নেই, মনে হচ্ছে ছবিটা দেওয়া চলবে না।'

'ছবিটা ছাপাতে হবে না। ওটা শুধু স্টেনসিল ক'রে নিয়ে যাব। সুমোতোকে ওটা দেখাব।' কানজি বলে।

বোর্ডের উপর স্টেনসিলটা রেখে সুমিকো কাজ ক'রে যায়, ওরা ওদিকে আবেদনটা ছাপে। শেষ হ'লে কানজি কাগজগুলো আর স্টেনসিলটা জড়িয়ে নিয়ে সুজিনোর সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

রিউকিচি ইস্তেহারটা ছাপতে বসে। প্রথম পাতাটা ছাপা হলে ওর দিকে চেয়ে সুমিকো অবাক হয়ে যায়। এতে রয়েছে সেই হক্কুটি আমেরিকান আর প্রজাপতিকে লক্ষ্য ক'রে আর তার নিচে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

'এটা ইয়াসাকু লিখেছে বলছিলে?' জিজ্ঞেস করে সুমিকো।

'হঁ্যা—'

'তবে যে রয়েছে ক্যাৎসু গেঙ্গোর নাম।'

'এটা যে খুব ভাল হক্কু হয়েছে। তাই ঠিক করা হোল এটা দিয়ে একটা ইস্তেহার করা যাবে। যেখানে সম্ভব সেখানেই এটা মেরে দেওয়া যাবে।'

জিভ দিয়ে একটা শব্দ ক'রে সুমিকো ব'লে ওঠে: 'ও, তবে ইয়াসাকু! আমি ভাবতেই পারিনি।...সেদিন রাস্তায় দেখলাম একটা প্রাচীর পত্র...ছেলে-মেয়েরা আছে আর একটা এরোপ্লেন উড়ছে শিকাডন নিয়ে। ওটাতে দেখলাম ক্যাৎসু গেঙ্গোর নাম। তাহলে বল ইয়াসাকু বেশ অাঁকতে পারে! তবে ওটাতে ক্যাসু গেঙ্গো লেখা কেন?'

'কেন আবার কি। ওটা খুব চমৎকার ছবি হয়েছিল—তাই ঠিক করা হলো ওটা ছেপে টাঙিয়ে দেওয়া হবে। মনে আছে যেদিন আমরা শহরে গিয়েছিলাম—টেলিফোনের

পোষ্টে বিজ্ঞপ্তি লাগানো ছিল...ছায়ানাট্য হবে...অভিনয়ের ওই বিজ্ঞাপনেও ক্যাৎসু গেঙ্গোর নাম ছিল। মারিকো কিউরোদা ওটা লেখে—ওই যে মাষ্টারমশায়ের বাড়ীতে চশমা পরা মেয়েটা, দেখেছিলে, সেই। এখন সে আর একটা নাটক লিখছে টৌকিওয়া খনি শ্রমিকের স্ত্রী ও তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী অবলম্বনে।'

বাতি নিভিয়ে দোর গোড়ায় এসে ওরা বসে। 'আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। মনাষ্টারি-হিলের চূড়ায় প্যাগোডার গগনচুম্বী মিনার দূর থেকে মনে হয় একটা শাখাবিহীন বড় পাইন গাছ। নিচে ঘন বৃক্ষশাখার অন্ধকারে ঝিক্‌মিক্ করে অসংখ্য জোনাকির আলো।

রিউকিচি বলে: 'টৌকিও থেকে ছাত্রদের একটি গানের দল সেদিন আমাদের শহরে এসেছিল...কত সুন্দর সুন্দর গান ওরা গাইল...জাপানী গান, বিদেশী গান, রুশিয়ার গান। আমার বেশ লাগলো, তার মধ্যে বিশেষ ক'রে ঐটি···একটি যুবক আর তার প্রণয়িনী...' সুমিকোর দিকে ও ফিরে চায়, দেখে কাঁধের কাছে ও চিমটি কাটছে। একটা জোনাকি উড়ে যায় ওদের মাঝখান দিয়ে।

সুমিকো বলে: 'বাড়ি ফিরি এখন, বৃষ্টি এসে পড়বে।' পাশে একটা ঝোপের উপর ব'সে সিসাজে একটানা ডেকে চলেছে। 'একটা পুরোনো গান মনে পড়ছে···গেসা মেয়ের গাওয়া রেকর্ড...সিসাজে গায় তার প্রেমের গান কিন্তু প্রেমের জন্য সে তো পারে না দিতে তার সব কিছু...জোনাকি নীরবে বহন ক'রে চলে তার ব্যথা...নিজেকে সে নিঃশেষ ক'রে দেয়...'

বুকের উপর হাত রেখে ও যেন ব'লে চলেছে ওর অন্তরের কথা। রিউকিচির কণ্ঠে অপরূপ কমনীয়তা। সুমিকো চঞ্চল হয়ে ওঠে, বলে: 'ফিরবার সময় তো হয়ে গেছে। এবার উঠি।'

পাহাড়ের পাশ দিয়ে ওরা চলেছে। বাক্‌হীন দুজনই। সেই লেজতোলা শুশুক পাহাড়টার কাছে এসে রিউকিচি বিদায় নেয়। সুমিকো দাঁড়িয়ে দেখে দূর পাহাড়ের উপর দিয়ে সে চলেছে...ঘন বনের অন্ধকারে তাকে আর দেখা যায় না। উচ্চ কণ্ঠে সুমিকো জিজ্ঞেস করে: 'অনেকদিন আগে আমাদের বাড়ীর বেড়ার গায়ে কে যে একটা মঞ্জরিত গুচ্ছ বেখে এসেছিল, আজও ভেবে পাই না কে সে!'

এজেলিয়া ঝোপের ওপার থেকে ভেসে আসে উত্তর: 'জোনাকি!'

সুমিকোর দেহমনে আনন্দের শিহরণ। তার গতিবেগ অকারণে বেড়ে যায়।



রবিবার সকালে আবার আসে ঐ রক্ত সংগ্রহকারীর দল। লাউডস্পিকার বসানো লাল রঙের মোটর গাড়ীটা রাস্তার উপর দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে যায় গ্রামের সবাইকে মাঠে আসতে ব'লে। সুমিকোর মামা আর ইনেকোর বাবা ওই দিকে যায়।

বাইরে জানলায় কে যেন খুব জোরে জোরে ধাক্কা দেয়। সুমিকো চমকে ওঠে। খড়খড়ি খুলে দেখে বাগানের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে সুজনো। একটা ক্যান্‌ভাসের জামা তার কাঁধের উপর ফেলা।

'খুব সকাল সকাল আজ এস। কাল রাত্তিরে বাঁধের উপরে আর পুব পাড়ার সমস্ত বাড়ীর ওপর পুলিশের হামলা হয়েছে, পত্রিকা, ইস্তেহার যা পেয়েছে সব নিয়ে গেছে তারা। বুঝতেই পারছ খুব জরুরী কাজ প'ড়ে গেছে। আসবে নিশ্চয়ই।'

ইয়েকোর মত ঠোঁট দুটি কুঞ্চিত ক'রে সুমিকো কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সুজিনোর মুখের দিকে।

'একটু সাবধান হতে হয় না? আশ্চর্য! ভাগ্যিস্ মামা বাড়ী নেই। জানলাটা তো প্রায় ভেঙ্গেই ফেলেছিলে?'

সুজিনো কাঁধের জামার ভাঁজ থেকে বের করে একটা ইস্তেহার।

ওর হাতে দিয়ে বেড়ার পাশ থেকে স'রে যায়। সুমিকো জামার ভিতর ওটা পুরে রেখে জানলাটা বন্ধ ক'রে দেয়। কিছুক্ষণ পরে রাস্তায় কাদের কথাবার্তা শোনা যায়, সুমিকো দেখে কয়েকজন মহিলা দাঁড়িয়ে ইস্তেহারটা পড়ছে।

সুমিকো দলাপাকান কাগজটা জামার ভিতর থেকে বের ক'রে মাদুরের উপর রেখে সোজা করতে যেই গেছে অমনি শোনে দোরের কাছে কাদের পায়ের শব্দ। হাঁটুর নিচে তাড়াতাড়ি কাগজটা লুকিয়ে ফেলে।

দোর গোড়ায় কোমরে হাত দিয়ে একেবারে অগ্নিমূর্তি হয়ে এসে দাঁড়ায় মামা।

'ডাক্তার আজ যেতে বলেছিল, তাই যেতে হয়েছিল ডাক্তার দেখাতে।'

কোন উত্তর না দিয়ে মামা স্যাণ্ডেল খুলে ওর সামনে এসে ব'সে পড়ে। 'সহরের সেই মহিলাটির কাছে সব শুনে এলাম। তুমি এতদিন ধ'রে আমার কাছে শুধু মিথ্যে ব'লে এসেছ। হাসপাতালে তো গিয়েছিলে মাত্র একবার।' আরও কর্কশকণ্ঠে চিৎকার ক'রে মামা ব'লে ওঠে:

'আমি সব জানি। এই যে কাল পুলিশ ধ'রে নিয়ে গেল তোমার বন্ধু ইয়েকোকে... স্কুলের ওখানে কাগজ লাগাচ্ছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করবার পর নিয়ে এল তার বাড়ীতে, বাবার কাছে...তখন আচ্ছা ক'রে ঠেঙানি...আজ পর্যন্ত প'ড়ে আছে বারান্দায়, উঠবার আর শক্তি নেই। কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিশতে গিয়েছিল, এবার বোঝ...তুই নিশ্চয়ই ওইসব করছিলি, বল, বল বলছি। দেখি, দেখি, আবার ওখানে কী লুকোনো হচ্ছে, বের কর—'

সুমিকো নিচু হয়ে দুহাত দিয়ে চেপে ধরে। ওর মামা ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফেলে টেনে বের করে কাগজটা।

'হুঁ, ঠিক এই তো, সব জায়গায় এটা দেখলাম। কোথায় পেলি?'

'জানলা দিয়ে কে ছুঁড়ে দিল। কে তা আমি কি ক'রে বলব?'

মামার হাতের লাঠি ন'ড়ে ওঠে।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার নাম ক'রে রোজ রোজ কোথায় যাওয়া হয় শুনি?'

সুমিকো দুহাত দিয়ে মাথা ঢেকে চুপ ক'রে থাকে।

'বল, বল শিগ্‌গির,' ওর হাতে লাঠির ঘা পড়ে কিন্তু খুব জোরে নয়। তারপর চুলের মুঠি ধ'রে ওকে তোলার চেষ্টা করে। সুমিকো মাদুরের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে।

'হুঁ, ওদের মিটিংএ রোজ যাওয়া হচ্ছে, না? আর ওদের ওই যে কী, ওই তো ওদের নেতার নাম—সমস্ত কাগজ আর পোষ্টারে যার নাম থাকে, তার বক্তৃতা শোনা হচ্ছে। বেশী দেরী নেই, ওকে ওরা ধ'রে ফেলবে। এখন বল ওটা তোকে কে দিল?'

উত্তর দেবার আগেই আর এক ঘা লাগায় সুমিকোর হাতের ওপর।

'ওই নেতাকে চিনিস্‌, দেখেছিস্‌ ওকে কোনদিন? আরে ও তো ধরা পড়ল ব'লে, বলছিস না কেন? বল্‌, নইলে মেরে একেবারে শেষ ক'রে দেব।'

মাদুরের উপর মাথা গুঁজে দুহাত দিয়ে মাথা ঢেকে ও প'ড়ে রয়েছে এই বুঝি মার পড়ে। কিন্তু এখনও মার পড়ল না। একটু পরে চুপি চুপি একটা চোখ একটু মেলে দেখে মামা চোখ বুজে চুপ ক'রে ব'সে আছে তার উত্তরের প্রতীক্ষায়।

তার সামনে একটা চতুষ্কোণ কাগজ, তাতে একটা ছবি। মাথাটা একটু সরিয়ে সুমিকো দেখতে পায় একটা ছোট্ট মেয়ে স্কুলের ব্যাগ কাঁধে, হাতে ফুটোনো ইন্‌জেকশনের ছুঁচ, রবারের একটা নল লম্বা ক'রে জোড়া হয়েছে ট্যাঙ্কের সঙ্গে...নিচে লেখা, 'আক্রমণকারীদের জন্য এক বিন্দু রক্ত নয়'...সব থেকে নিচে লেখা, 'ক্যাৎসু গেঙ্গো!'

বিস্ময়ভরা চোখে সুমিকো দেখে ক্যাৎসু গেঙ্গো! সেই নামই তো! দুহাত দিয়ে চেপে ধরে তার উত্তপ্ত গণ্ড।

মামা চিৎকার ক'রে ওঠে: 'কে এই ক্যাৎসু গেঙ্গো, বল্‌।'

প্রথমে মাথাটা উঁচু ক'রে দেখে পায়ের উপর হাত রেখে উঠে বসে সুমিকো।

'উত্তর দে, নইলে আজ তোকে মেরেই ফেলব।' তারপর তাকের উপর রক্ষিত ফটোর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে: 'ক্ষমা চাইছি তোর বাবা মার কাছে—নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার!' সুমিকো সোজা তার মুখের দিকে চেয়ে জবাব দেয়: 'আমি কোন অন্যায় করিনি, লজ্জা পাওয়ার মত কোন কাজ তো আমি করিনি মামা—'

'কী—কী বল্‌লি, বড়দের মুখের উপর আবার কথা—!' রাগে মামার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

মারের জন্য হাতের লাঠি আবার ওঠে; কিন্তু এবার সুমিকো আর হাত দিয়ে মাথা ঢাকতে যায় না, মাথা উঁচু ক'রেই স্থির হয়ে ব'সে থাকে।

মামার হাত উঁচু হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে নেয়।

'বরাত ভাল যে তোর অসুখ। না হলে আজ আর প্রাণে বাঁচতিস্‌ না। হ্যাঁ, আজ থেকে আমার সঙ্গে ছাড়া এ বাড়ীর বাইরে এক পা বাড়াতে পারবি না ব'লে দিলাম।'

তারপর পাইপটা ধরিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে মামা। সুমিকো নড়ে না, অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ঐ ইস্তেহারটির দিকে।

সেই ষ্টেন্সিল ওরা ব্যবহার করেছে, কেবল যোগ করেছে লেখাটা! কে লিখেছে? না, রিউকিচির হাতের লেখা তো নয়। তবে কার হতে পারে? তবে কি কানচান্। সুজিনো? কিন্তু ট্যাঙ্কের উপর লেখা 'সাম্রাজ্যবাদ'-এর হরফগুলো দেখলেই বোঝা যায় এটা ইয়ে-চানের হাতের লেখা। কোন ভুল নেই তাতে। প্রথম হরফ যেভাবে বেঁকে গেছে নিঃসন্দেহে ওটা ইয়েচানের। উপরে ডানদিকের কোণে একটা কালো দাগ না—, নিশ্চয়ই ষ্টেন্সিলটা যে ফ্রেমে এঁটেছে তারই আঙ্গুলের ছাপ। এত অসাবধান..! তবু বরাত ভাল যে ওটা অস্পষ্ট, কেউ বুঝতে পারবে না। যাই হোক, ওদের আরও সাবধান হওয়া উচিত। প্রুফে নিশ্চয়ই ওটা চোখে পড়েছিল। তখন ওটা খুব সাবধানে চেঁছে ফেলা উচিত ছিল কিম্বা একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে ওটা সন্ধান ক'রে দেওয়া যেত। কিন্তু সবাই এত ব্যস্ত যে ওদিকে কারও খেয়ালই হয়নি। খুব অন্যায়...

মামা কাগজটা দলা ক'রে জামার ভিতর পুরে রেখে দেয়।

কিছুক্ষণ পরে মামার কাঁধটা কনকন ক'রে ওঠে। সে হাত দিয়ে চেপে ধরে। সুমিকো উঠে গিয়ে পাশে ব'সে মামার কাঁধ-পিঠ নীরবে মালিশ করতে থাকে।

'মামা শুনেছ, সবাই নাকি গেছে রক্ত দিতে, ওরা এবার দাম দিয়ে রক্ত কিনছে।'

মামা ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে ওঠে:

'হ্যাঁ, দাম দিচ্ছে! ওরা দেবে দাম! টাকার বদলে ওরা দিচ্ছে একটা রঙ্করা মুরগীর পালক আর বলছে: "তোমার বুকে গুঁজে রাখ। সম্মানের প্রতীক!" তোর সম্মানের মুখে ছাই। কেউ দেয়নি, সবাই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। জমিদারবাবুর বাড়ীর দুটো ঝি—ওরাই কেবল দিল...এখন ওরা বাড়ী বাড়ী ঘুরছে ভিক্ষে ক'রে রক্ত নেবে—'

'আমাদের এখানে আসবে?'

'না, আমার রক্ত নাকি ভাল না, আর তোমারটা নিতে ওদের যথেষ্ট ভয়।'

মামার পিঠটা টিপে দিতে দিতে সুমিকো বলে: 'কেউ রক্ত দিতে চাইছে না, না? ওরা নিশ্চয়ই ইস্তেহারটা পড়েছে।'

মামা রেগে পিঠ থেকে ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে।

'কোনদিন আর কোথাও তোমাকে যেতে দিচ্ছি না। বাড়ীতেও কাউকে আসতে দিচ্ছি না। আর ওই ইয়েকো যদি আসে তবে ওর টুঁটি ছিঁড়ে দেব···। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার হলে আমি নিজেই সঙ্গে যাবো।'

'ডাক্তার আরিমিৎসু আমেরিকানদের হুকুম ছাড়া আমার কোন চিকিৎসা করবেন না। ঐ পিতলের তাগাটা নাকি তারই জন্যে। তুমি কি আমাকে আমেরিকানদের কাছে নিয়ে যাবে?'

কোন উত্তর নেই। মামা চোখ বন্ধ ক'রে মাথার নিচে হাত রেখে শুয়ে থাকে।

ইনেকো বাইরে থেকে ডাক দেয়ঃ 'সুমি-চান, সুমি-চান।'

মামা উঠে গিয়ে দাঁড়ায় দোর গোড়ায়।

'সুমিকো একটা ভীষণ অন্যায় করেছে। তাকে চুপ ক'রে বাড়ীতে ব'সে থাকতে হবে, এই তার শাস্তি। ওর সঙ্গে তুমি কোনদিন কথা বলবে না।' সশব্দে দোর বন্ধ ক'রে দেয় মামা।



এখন জানলার পাশে বসা, এমন কি জানলার কাছে যাওয়া পর্যন্ত সুমিকোর বারণ। সব সময় জানলা বন্ধ থাকবে। একমাত্র ঘরকন্নার কাজ, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, এসবের জন্য বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু কথা বলা চলবে না কারুর সঙ্গে। আর মামার সঙ্গে ছাড়া বেড়ার বাইরে যাওয়া কোন মতেই চলবে না। সাকুমার ধান ক্ষেত কিম্বা সব্জী ক্ষেতে দুজনে একসঙ্গে যেত কাজ করতে। আর সুমিকো যখন জল আনতে নেমে যেত উপত্যকাভূমির নিচে, পাহাড়ের উপর ব'সে মামা নজর রাখত তার উপর।

বর্ষা এল। সুমিকোর বন্দীজীবন একেবারে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। একরাত্রে দোর গোড়ায় ব'সে মামার খড়ের বোনা বর্ষাতিটা সুমিকো সারাচ্ছে, এমন সময় বেড়ার পাশে পাখী ডাকার শব্দ হ'ল। ধারে কাছে মামা নেই। কিন্তু ব্যাপার কী দেখার জন্য সাত তাড়াতাড়ি ইনেকোর মা বেড়ার উপর মাথা উঁচু ক'রে উঁকি মারে। ওর মামা ইনোকোর মা ও ঠাকুমাকে বলে রেখেছে তার অনুপস্থিতিতে সুমিকোর উপর নজর রাখতে।

মাঝে মাঝে ইনেকো এসে দাঁড়ায় বেড়ার পাশে। সে করুণভাবে জামার হাতা দিয়ে চোখ দুটো মুছে নেয়। তারপর জামার হাতাটা নিংড়ে নিয়ে বুকের কাছে স্পর্শ করে হাতের আঙুল দিয়ে। এইভাবে মূকাভিনয় ক'রে সে জানাতে চায় তারও বাড়ীর বাইরে যাওয়া বন্ধ আর চোখের জলই তার একমাত্র সান্ত্বনা। তবুও বহির্জগতের সঙ্গে যোগসূত্র রাখার ব্যবস্থা সে করেছে। একদিন ফেরিওয়ালার কাছ থেকে যখন সুমিকোর মামা লবন কিনতে ব্যস্ত সেই ফাঁকে ইনেকো কাগজ পাকিয়ে শক্ত দলা ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিল সুমিকোর পায়ের গোড়ায়।

চিঠিটা পেন্সিলে খুব তাড়াতাড়ি লেখা, অক্ষরগুলো সব কোণা কোণা। "তোমার ও ইনেচানের জন্য আমরা সবাই দুঃখিত। 'আমার দেশ'-এর আর একটি সংখ্যা বেরিয়েছে। 'কর্ণধার'-এর দ্বিতীয় সংখ্যা শীঘ্রই বেরুবে। টোকিও, নাগোয়া, ওসাকা, কোবে আরও অনেক জায়গা থেকে আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছে। ইয়েচানের দুর্ভাগ্যে আমরা সকলেই

বিচলিত। ইয়েচানকে যাতে ওই পিশাচ শনোতাটা পোষ্য নিতে পারে তার বাবা এই রকম একটা চুক্তি কাগজে লিখে দেয়। পিশাচটা তাকে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, পরে তা সে অস্বীকার করেছে। সে বলেছে ইয়েচানের পিঠে কাটা দাগ—তাকে দিয়ে কাজ চলবে না। তারপর তাকে ছ বছরের জন্য চুক্তি-বিক্রি ক'রে দেয় একটা টিনের কৌটো তৈরীর কারখানায়। ওখানে এখন তৈরি হচ্ছে আমেরিকানদের চাহিদা মত নাপাম বোমার খোল। কারখানার হস্টেলে ইয়েচানকে বাস করতে হয়। তাকে ও অন্য যে সব মেয়ে ওখানে কাজ করে তাদের সবাইকে কাজের পর তালাচাবি দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখা হয়। আর তাদের জামাকাপড়ও অন্যত্র সরিয়ে রাখা হয়। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টায় আছি। [এখানে অনেকগুলো অক্ষর মুছে গেছে।] মাস্টার-মশায়ের বাড়ী খানাতল্লাশি ক'রে সমস্ত জিনিষ একেবারে তছ্‌নছ্‌ ক'রে ফেলেছে। এমনকি ছাতের টাইলগুলোকে খুলে খুলে ওরা দেখেছে। কিন্তু দাদু আর মাস্টারমশাই দুজনেই সময় মত স'রে পড়েছিলেন। মার্কিন-বিরোধী প্রচারের অভিযোগে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

"ফার্ণ-চয়ন অভিযানে আমরা শিগগিরই পাহাড়ে যাচ্ছি। আশেপাশের সব পাড়া থেকে ছেলে মেয়েরা যাবে। রক্তসংগ্রহকারীরা আমাদের অঞ্চল থেকেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে।

"ক্যাৎসু গেঙ্গো সম্প্রতি খুব তৎপর হয়ে উঠেছে—গত পাঁচদিনের ভিতর একশোর বেশি বড় বড় পোস্টার তৈরি করেছে—ছশো ইস্তেহার ছেপেছে—তিনটি পুস্তিকা লিখেছে, ছেপেছে। মাত্র পাঁচদিনে...ভেবে দেখ কি আশ্চর্য ক্ষমতা!

"তোমার জন্য ভীষণ দুশ্চিন্তা হয়। তোমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে দিনে রাতে কতবার যে গেছি! [এরপর আবার কতকগুলি অক্ষর পড়া যায় না।] জানলার সেই ছোট্ট ফুটো দিয়ে... [এখানেও মুছে গেছে] আমাদের ঘরের কাছে সেই সিসাজেটি কেবলই ডেকে চলেছে—[এরপর অনেক কাটা কাটা রয়েছে]।

"গলা কিন্তু আর খিমচিয়ো না। খারাপ হাতের লেখার জন্য ক্ষমা চাইছি। অভিনন্দন। তোমার 'জোনাকি'।"



৫

ভরা বর্ষায় ধান রোয়া শুরু হয়েছে। রাত্রিদিন অবিরাম বর্ষণে ধানের ক্ষেত জলে-ভরা, জলের উপর ভেসে আছে শুধু আলের ঘাস। উদয়াস্ত খেটে চলেছে চাষীরা। রোয়ার কাজ তো গরম পড়ার আগেই শেষ করতে হবে।

এক-হাঁটু জলের মধ্যে ছোট ছোট গর্তে ধানের চারাগুলো তারা রুইয়ে দিচ্ছে। কাজের

কি আর অন্ত আছে। বৃষ্টি থামলে পাহাড়ের পাশ দিয়ে জল বেরিয়ে যাওয়ার পর, মাটিতে নুয়ে-পড়া চারাগুলো আবার তুলে দিতে হবে, সারিগুলোকে সমান ক'রে দিতে হবে। সকাল থেকে সন্ধ্যা এতটুকু বিশ্রাম নেই।

সবসময় জলে দাঁড়িয়ে কাজ, পা কন্‌কন্ করে, ফুলে যায়। হাঁটুর নিচে গোড়ালিতে কাল-ডোরাকাটা হলদে হলদে জোঁক লাগে, ছাড়াতে গিয়ে চামড়া চিড়ে যায়, রক্ত পড়তে থাকে, তখন ক্ষতস্থানে চেপে ধরতে হয় ব্যাঙ্, তাতে নাকি ব্যথা কিছুটা কমে।

বর্ষা শেষ হওয়ার আগেই রোয়ার কাজ শেষ হয়। জমিদারের ক্ষেতে যারা কাজ করেছিল, কাজের শেষে সবারই নিমন্ত্রণ হয় জমিদার বাড়িতে। গোলার পাশে উঠোনে দুটো কাঠের বড় গামলায় জল ধরা রয়েছে। প্রথমে পুরুষেরা গিয়ে হাত পা ধুয়ে নেয়। পরে মেয়েরা আবার জল এনে নিজেদের পরিষ্কার করে। তারপর সবাই জমায়েত হয় রসুই ঘরে। একটা উনুনের সামনে অর্ধবৃত্তাকারে বিভিন্ন সারিতে সবাই বসে। উনুনের উপর একটি তাক। একজন পুরোনো চাকর সেখানে একমুঠো ধানের চারাগাছ রেখে তার উপর 'সাকে' ঢেলে দেয় আর ময়দা ছিটোতে থাকে। তারপর মাথা নিচু ক'রে প্রণাম করে; দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানায় সদ্য-রোয়া ধানগাছগুলোর শুভ হোক, জমিদার সাকুমা ও সমবেত সকলের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি হোক। নিমন্ত্রিতদের জন্য আসতে শুরু হয় ট্রে-ভর্তি মদের বোতল আর কাপের পর কাপ চা; আর প্রত্যেককে দেওয়া হয় এক টুকরো রুটি আর একটিন আচার।

নেশার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। সুমিকোর মামা হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে গান ধরে: 'কোরা সা-সৃসা-সা-সা কোরাইয়া কোরাইয়া'। অন্যান্য যুবকেরা নাচতে শুরু করে, হাত নাড়ে আর উরু চাপড়ায়। ওরাও নেশায় বুঁদ হয়ে গেছে।

আহার শেষ হয়ে গেছে। সুমিকোর মামা দুটো চালের পিপের মাঝখানে প'ড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তাকে তুলে বাড়ী নিয়ে যেতে সুমিকোকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। বাড়ী নিয়ে গিয়ে মাদুরের উপর ধপাস ক'রে শুইয়ে দেয় তাকে। জামা কাপড় খোলার আর সবুর সয় না, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তার নাকডাকা।

সুমিকো দোরের মাথায় স্যাণ্ডেল শুকোতে দিতে গিয়ে দেখে পাশের বাড়ীর বেড়ার ফাঁক দিয়ে কে যেন উঁকি দিচ্ছে। ইনেকোর মুখই তো!

ফিস্‌ফিস্ ক'রে ডাকে: 'শিগগির এদিকে শুনে যাও। বাড়ীতে কেউ নেই, সবাই গেছে কিউহেইদের বাড়ী। ঠাকুমাও ঘুমিয়ে পড়েছে। কী ভীষণ কাণ্ড ঘটেছে জান?'

'কী হয়েছে?'

সন্ত্রস্ত কণ্ঠে ইনেকো বলে:

'যেদিন ধান-রোয়া শুরু হয় তার ঠিক আগের দিন সবাই মিলে সেই কুঁজ পাহাড়ে গিয়েছিল ফার্ণ তুলতে। 'বাঁদরে বনের' ভিতর দিয়ে ফিরছে, দেখে সামনে ঘিরে দিয়েছে কাঁটা তার দিয়ে। ছেলেরা তো বেড়া ভেঙ্গে এগোতে শুরু করল। আর তক্ষুনি এসে হাজির হলো পুলিশ—সঙ্গে দুজন আমেরিকান সৈন্য। পুলিশ লাঠি হাতে ছেলেদের তাড়া

করল। তারপরই শুরু হয়ে গেল মারামারি। সুজিনো গেল ওদের থামাতে কিন্তু পুলিশ ওকে ধ'রে লরীতে পুরল। পুলিশ আরও অনেককে গ্রেপ্তার করলো—'

সুমিকোর আঙ্গুল তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে কাঁধের উপর ঃ 'তবে কি রিউ-চান ইয়াসাকু ওরাও বিপদের মুখে। অন্য সবারই তো ঐ অবস্থা।'

হতাশ হয়ে ইনেকো মাটিতে ব'সে প'ড়ে বারবার বলে ঃ 'আমরা বন্দী হয়ে চুপচাপ ব'সে আছি—কারুর সঙ্গে আমাদের আর যোগাযোগ নেই...'

এপাশে বেড়ার গায়ে সুমিকোর গাল বেয়ে নীরবে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।



রাত্রিবেলা যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড়। জানলার উপর খুব জোরে জোরে বৃষ্টি পড়ার শব্দে সুমিকোর ঘুম ভেঙ্গে যায়। উঠে গিয়ে দোরের মাথা থেকে স্যাণ্ডেল তুলে নিয়ে আসে। আর ঘুম আসতে চায় না, ফোলা পায়ে ব্যথা করে, কাঁধের বেদনাও শুরু হয়।

বোধ হয় একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল। হঠাৎ চমকে উঠে শোনে বৃষ্টির মধ্যে কিসের একটা শব্দ, কে যেন শিস দিচ্ছে। খুব সন্তর্পনে জানলার কাছে গিয়ে ফুটোর উপর চোখ রাখে, কিছুই দেখা যায় না। আবার শিস শোনা যায়। খুব সাবধানে খড়খড়িটা সরিয়ে ফেলতেই মুখে লাগে বাতাসের ঝাপটা। বেড়ার সামনে বর্ষাতি জড়ানো কে যেন দাঁড়িয়ে।

ভাঙ্গা গলায় বলে ঃ 'আমি মাতায়ো। কাল কি একবার আসতে পারবে? অনেক কাজ জ'মে রয়েছে।'

'রিউচান কোথায়? ওকে কি গ্রেপ্তার করতে পেরেছে?'

'না। ওর সহরে কাজ আছে, সেখানে গেছে। কিন্তু ছাপার কাজ তো চালিয়ে যেতে হবে। আমেরিকানরা রাস্তার উপর কী যেন নতুন ক'রে তৈরি করতে আরম্ভ করেছে। মনে হচ্ছে ওদের ঘাঁটির এলাকা বাড়ানোর কাজ আরম্ভ হয়েছে।'

'বাড়ী থেকে বেরুবো কেমন ক'রে...মামা যে যেতে দেবে না।'

ঠিক তক্ষুনি ঘুমের মধ্যে মামা ন'ড়ে চ'ড়ে ওঠে, বেশ জোরে একবার নাক ডাকে।

'ও—, বুঝেছি, তুমি এখন মামার ভয়ে চুপচাপ ব'সে থাকতে চাও—। ভেবেছিলাম তোমার বুঝি একটু তেজ আছে,..।' তারপর বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বলে ঃ 'আমি বরাবর ব'লে আসছি এসব কি আর মেয়েদের কাজ...!' এই ব'লেই সে চ'লে যায়, অন্ধকারে আর তাকে দেখা যায় না।

সুমিকো জানলা বন্ধ ক'রে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে।

ঘুমের ঘোরে যেন কোথায় একটা মোরগ ডেকে ওঠে। হঠাৎ এরোপ্লেনের ঘর্ঘর আওয়াজে ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যায়। এত নিচ দিয়ে ওরা উড়ে যাচ্ছে যেন ঠিক ছাদের উপর দিয়ে। মামার নাক ডাকা থেমে গেছে, বিড়বিড় ক'রে কী যেন বকছে আর গা হাত চুলকচ্ছে।

নিশ্চয়ই ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সুমিকো জানলা দিয়ে দেখে বাইরে ভোরের আলো, আর বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম ধারায়।

'মামা, আমাকে দেখছি ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। খুব ব্যথা করছে।'

'কোন জায়গায় ? কোন দাগ-টাগ বেরিয়েছে নাকি ?' হাতের উপর মাথা রেখে মামা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'কাঁধে ব্যথা, পায়ে ব্যথা --শরীরের মধ্যেও ব্যথা করছে, আর পারছি না।'

'আচ্ছা কালই আমি তাহলে সঙ্গে নিয়ে যাব।

'আমি একাই যাবো।'

'না, একলা যাবি না। এখন ঘুমো। ভোরে দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়বো।'

সুমিকো বিছানার উপর উঠে বসে।

'আমাকে একা একা তুমি কি বেরোতে দেবে না ? আমি এমনি ক'রে কয়েদীদের মত ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে পারছি না।'

'কী সব আজে বাজে বকতে শুরু করলি—স্বপ্নটপ্ন দেখছিলি নাকি—এখন ঘুমো।'

'সত্যি বলছি মামা, আমি আর পারছি না। কাল আমি একা একাই যাব। তুমি আমার স্যাণ্ডেল জোড়া দিয়ে দিও।'

মামা চিৎকার ক'রে ওঠে : 'চুপ ক'রে ঘুমো, নইলে—'

'না দিলে আমি কিন্তু খালি পায়ে যাবো মামা।'

মেঝের উপর একটা ঘুসি মেরে মামা চিৎকার ক'রে ওঠে : 'চুপ করলি।'

সুমিকো উঠে দাঁড়ায়। রাত্রির পোষাকের উপর কিমোনোটা প'রে নেয়।

'শুয়ে পড়, নইলে এখনই মার লাগাব।' চেঁচিয়ে ওঠে মামা। কোন কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সুমিকো পাজামা প'রে চুল আঁচড়ে নেয়। এক লাফে মামা উঠে ওর গালে এক প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দেয়। কোন রকমে টাল সামলে নিয়ে সুমিকো এগিয়ে যায় দোরের দিকে।

'কোথায় যাচ্ছিস, মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ?' মামা জামা ধ'রে টান দেয়। ও কিন্তু ছাড়িয়ে নিয়ে খালি পায়ে বাইরে উঠোনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়।

মামা বাঁশের কঞ্চি হাতে নিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখে সুমিকো উঠোনের ঠিক মাঝখানটাতে ভিজে মাটির উপর ব'সে আছে।

কণ্ঠটা দোলাতে দোলাতে মামা বলেঃ 'তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। ভেতরে আয়, চুপ ক'রে শুয়ে থাক, নইলে অসুখ হবে যে।'

মাথা উঁচু ক'রে স্পষ্ট কণ্ঠে সুমিকো উত্তর দেয়, যতক্ষণ না তার মামা তাকে একা একা বাড়ী থেকে বের হতে দেবে—ততক্ষণ সে এখানে স্থির হয়ে ব'সে থাকবে।

মামা নির্বাক বিস্ময়ে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে থাকে। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় ভাল ক'রে চেয়ে দেখে ওর মুখের দিকে, দুই চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে আছে, কি স্থিরসঙ্কল্প ওর মুখচ্ছবিতে। বৃষ্টির জলে মাথার চুল সম্পূর্ণ ভিজে গেছে।

'একি বোকামি হচ্ছে। ঘরে আয়, একেবারে ভিজে শেষ হয়ে গেলি যে—' মামার গলার স্বর নরম হয়ে আসে।

সুমিকো জামার হাতা দিয়ে মুখ মুছে কিমোনোর কলারটা তুলে দেয়।

মামা পেরেকে ঝুলানো বর্ষাতিটা নিয়ে ওর গায়ে ছুঁড়ে দিল। সে ওটা নিয়ে পিঠ ঢেকে দিয়ে কিমোনোটা টান টান ক'রে ব'সে রইল।

মামা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেঃ 'একেবারে ভিজে গেলি যে, ভেতরে চ'লে আয়, ঠাণ্ডা লেগে ম'রে যাবি।'

ও নীরবে মাথা নাড়তে থাকে।



'বেশ, থাক্ ব'সে যতক্ষণ না মরিস!' ব'লে সশব্দে দোর বন্ধ ক'রে দেয় মামা।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও ক'মে আসে। আকাশ পরিষ্কার হয়নি ;—ঘন কৃষ্ণমেঘে প্রবল বর্ষণের আশঙ্কা। বাইরে ড্রামে বৃষ্টির জল জ'মে আছে, মামা এসে ঐ জলে হাত মুখ ধুয়ে নেয়। তারপর ওর দিকে না তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলেঃ 'ভেতরে এসে খেয়ে যা।' কোন উত্তর আসে না সুমিকোর কাছ থেকে। দোর খোলা রেখেই মামা ভেতরে চ'লে যায়। আবার বাইরে আসে। হাঁড়িতে যে জল ছিল সেটা ফেলে দিয়ে নতুন জল ভরতে ভরতে জিজ্ঞেস করেঃ 'নুন কোথায় আছে?'

সুমিকো উত্তর দেয়ঃ 'উপরে তাকের জারে। দেখ, ওর পাশে সাবানের বোতলটা যেন পড়ে না যায়।' কতবার মামা বাইরে আসছে। একবার এসে কতকগুলো তরকারী ধুয়ে নিয়ে গেল, আবার এসে হাঁড়ি গামলায় জল বুলিয়ে নিল, তারপর এসে পাজামাটা ব্রুশ করল। কিন্তু সুমিকোকে আর একবারও ডাকল না। একটু পরে টোকাটা মাথায় দিয়ে কাঁধের উপর একটা চাটাই ফেলে কোমরে কাস্তেটা গুঁজে নিয়ে সোজা বেরিয়ে চ'লে গেল।

বৃষ্টি থেমে গেছে। বর্ষাতিটা খুলে ফেলে মাটিতে রেখে সুমিকো উঠে দাঁড়িয়ে পা দুটো সোজা করে। উঠোন দিয়ে একটু হেঁটে এসে বাড়ীর মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে। তাকের উপর সাবানের বোতলটা ঠিকই আছে, মামা ফেলে দেয়নি। আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে ঘরের দিকে মুখ ক'রে বর্ষাতির উপর ব'সে পড়ে।

তক্ষুণি তার পেছনে গেটের কাছ থেকে পুরুষের কণ্ঠে কে প্রশ্ন করেঃ 'কুনি-সান কি বাড়ী আছে?'

'না, বেরিয়ে গেছে।' মুখ না ফিরিয়ে উত্তর দেয় সুমিকো।

পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

উঠোনের কোণে জলের ড্রামের ধারে একটা ছোট্ট ব্যাঙ লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরছে। কত পাখী ডাকছে পাশের বাড়ীর উঠোনের ঐ গাছের উপর। রান্নার কি সুন্দর গন্ধ ভেসে আসছে। ওরা নিশ্চয়ই তিল তেলে কিছু ভাজছে। সুমিকো একবার ঢোঁক গেলে। চুলগুলো এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে। ভিজে পাজামাটা বিশ্রীভাবে গায়ে লেপ্টেছিল, সেটাও শুকিয়ে উঠেছে। খুব উঁচুতে আকাশে উড়ে যায় এক ঝাঁক বুনো হাঁস কেমন সুন্দর সারি বেঁধে।

ইনেকোর ঠাকুমা সুমিকোর নাম ধ'রে ডেকে জিজ্ঞেস করেঃ 'তোর মামা বাড়ীতে আছে রে?'

'না, বেরিয়ে গেছে।' আকাশের দিকে চেয়েই উত্তর দেয় সুমিকো।

'ওখানে ব'সে কি করছিস? পুজো করছিস নাকি?' পিছনে কাদের মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলার শব্দ। তারপর ইনেকোর কণ্ঠস্বরঃ 'কি করছো, ওখানে ব'সে কেন?'

'মামাকে বলেছি আমাকে একা একা বাইরে যেতে না দিলে আমি এখানেই ব'সে থাকব।' ধীর কণ্ঠে উত্তর দেয় সুমিকো।

ইনেকো আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠেঃ 'বেশ বুদ্ধি করেছ তো? চমৎকার, কখন থেকে শুরু করলে?'

'কাল রাত থেকে।'

আবার কারা যেন পিছনে ফিসফিস ক'রে কথা বলে। তারপর বেড়া ডিঙিয়ে উঠোনের মধ্যে পড়ল একটা কাগজের ঠোঙা। সুমিকো ওটাকে নিজে টেনে নিল। ঠোঙার মধ্যে দুটো আচারের কুল আর এক দলা জোয়ারের ছাতু।

কিছুক্ষণ পরে পিছনে শোনা যায় সামান্য কোলাহলের শব্দ। ইনেকোর বাবার রুষ্টস্বর, আর কার যেন কান ম'লে দেওয়া হচ্ছে তারই শব্দ। রুদ্ধ কণ্ঠে ইনেকো ব'লে ওঠেঃ 'সুমি-চান, আমিও তোমার মত শুরু করছি...'

ওর কথা আর শেষ হলো না। সুমিকো শুনতে পায় ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘরের ভিতর। উপরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে মেঘের পরে মেঘ ভেসে আসছে সমুদ্রের দিক

থেকে, প্রবল ঝড়ের সূচনা। ঘুড়ি হাতে ছোট্ট ছেলেরা বাড়ীর পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল। পা দুটো অবশ হয়ে আসে। আবার ও শোনে ঃ

'ওর একমাত্র ওষুধ হচ্ছে আচ্ছা ক'রে ঠ্যাঙ্গানি, চ'লে এস—' পুরুষ কণ্ঠে কে যেন বলে।

সুমিকো নীরবে ব'সে থাকে। কিছুক্ষণ পরে গেট খোলার শব্দ হল। ওর মামা ঢুকলো। ওর কাছে এসে মৃদুস্বরে বলল ঃ 'লক্ষীটি, ঘরের মধ্যে উঠে এস। সারা গাঁয়ে ঢি ঢি প'ড়ে গেছে, সবাই হাসাহাসি করছে যে।'

কোন উত্তর নেই।

মামা মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করে ঃ 'আসবি কিনা বল্? ক্ষিদেও পায়নি?'

'আমি কিছু খাব না। না খেয়ে মরব।' দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দেয় সুমিকো।

মামা ঘরের ভিতর চ'লে যায়।

বেড়ার পাশে নারীকণ্ঠে কে ব'লে ওঠে ঃ 'মেয়েটার মাথা খারাপ হয়েছে। কাল থেকে বাইরে ব'সে রয়েছে...কি বেহায়া মেয়ে বাবা!'

ছোট ছেলেমেয়েরা ক্ষ্যাপায় ঃ 'আস্ত বোকা! পিকাডনীতো!'

কিউহেইর স্ত্রী আসে। ওর মামাকে গিয়ে বলে ঃ 'কুনি-সান ওকে ক্ষমা কর, হাজার হোক মেয়েটা যে অসুস্থ!'

সুমিকো শুনতে পায় ওর মামা রেগে কী যেন একটা উত্তর দিল। কিউহেইর স্ত্রী আপন মনে ব'লে ওঠে ঃ 'কী লোক বটেরে বাবা, হৃদয় ব'লে কিছু নেই! মেয়েটা ম'রে যাবে যে!' তারপর সুমিকোর কাছে গিয়ে বলে ঃ 'এটা কি ভাল হচ্ছে। তোমার কি এত তেজ শোভা পায় মেয়ে, যাও মামার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও!'

'আমি তো কোন অন্যায় করিনি।' সুমিকো বলে।

'হয়েছে, এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘরে যাও তো। মামার কথা তোমাকে শুনতে হবে বৈ কি।'

নীরব সুমিকোর দিকে চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর অবশেষে সে-ও চ'লে গেল।



সুমিকোর এই অবাধ্যতার কাহিনী সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। কৌতূহলী দর্শকের অভাব নেই। বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোচনা চলেছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে।

কেউ এর পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। পক্ষে যারা তারা বলছে, নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু ঘটেছে যার ফলে মেয়েটি এই পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। অপর পক্ষ শুধু তিরস্কারই করে আর বলে, আচ্ছা ক'রে উত্তম-মধ্যম দিলে ওর সব ব্যারাম সেরে যাবে।

প্রথম প্রথম সব কথা সুমিকো মন দিয়ে শুনছিল। পরে আর কোন আগ্রহ থাকে না তার। বৃষ্টি এসে পড়তেই অনেকে চ'লে যায়। কথাবার্তার গুঞ্জনধ্বনি শুনে সুমিকো বোঝে পরম উৎসাহীদের একটা দল এখনও দাঁড়িয়ে! উঠোনের কোণে ডোবার জল ছাপিয়ে গড়িয়ে আসছে ওর দিকে। মাথা থেকে বর্ষাতিটা নামিয়ে তার উপরে ও ব'সে থাকে।

ইনেকোর ঠাকুমা বলেন: 'গাছের তলায় উঠে যা সুমি।'

ঠিক তখুনি সুমিকোর পায়ের কাছে এসে পড়ে কাগজের আরেকটা ঠোঙা। এবার রয়েছে আলুসিদ্ধ আর কয়েক টুকরো নুন মাখানো মূলো! জল গড়িয়ে ওর পেছনে বর্ষাতিতে এসে ঠেকছে।

'ঢের হয়েছে এখন আয়। নইলে যে অসুখ করবে।' শান্তকণ্ঠে মামা বলে।

'আগে আমার স্যাণ্ডেল দাও।'

মামা ওর কাছে গিয়ে ঘাড় ধ'রে টানতে টানতে ওকে ঘরের দিকে নিয়ে চলল। নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করার ফলে সুমিকো মাটিতে প'ড়ে গেল। দোর গোড়ায় এসে সুমিকো কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে দিশেহারা হয়ে মামা এক লাথি মারতেই সুমিকো ছিট্‌কে পড়ল গিয়ে জল ভর্তি খানায়। মামা তখন কঞ্চিটা তুলে নিয়ে ওর পিঠের উপর সমানে মারতে শুরু করল।

মেয়েরা চিৎকার ক'রে ওঠে:

'আর মেরো না, আর মেরো না,—ম'রে যাবে যে মেয়েটা!

সুমিকোর মামা চেঁচিয়ে বলে: 'এখান থেকে স'রে পড়তো সব, যাও, নিজেদের চরকায় তেল দাও গে আগে।'

মেয়েরা সমস্বরে চেঁচামেচি ক'রে ওঠে। কেউ বলে ওটা চামার, পশুর অধম। কেউ বলে গাঁয়ের মোড়লকে ডেকে আনার কথা, কেউ বা বলে পুলিশ ডাকতে। সুমিকোর মামা কঞ্চিটা ফেলে বাড়ীর মধ্যে গট্‌ গট্‌ ক'রে ঢুকে যায়। সবাই দাঁড়িয়ে দেখছে সুমিকোকে। ওর জেদ বেড়েই চলেছে। কেউ কেউ বলে: 'চল যাই, আপনি সিধে হয়ে যাবে।'

অন্য একজন বলে: 'ঠিকই বলেছ, এর মধ্যে আমাদের থাকার কী দরকার। এতক্ষণে ভিজে তো একেবারে ঢোল হয়ে গেছে, আর পারবেই বা কতক্ষণ!'

দর্শকেরা চ'লে গেল। সুমিকো আবার কাঁধের কাছে খিমচোয়। ব'সে ব'সে পা টিপতে থাকে! কিছুক্ষণ পরে মামা বেরিয়ে এসে শান্তস্বরে বলে: 'এক্ষুণি বৃষ্টি এসে পড়বে, ভিতরে চল। ঠাণ্ডা লাগবে যে। তোমার ভালোর জন্যই বলছি, তুমি তো আমারই মেয়ে...এস....।' মামার মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, মামার দুচোখে জল নামে, চোখ মুছে নিয়ে বলে: 'তোমার কোন ক্ষতি হোক, খারাপ হোক, আমি কি কখনও তা

চাইতে পারি...আমি যে কথা দিয়েছিলাম তোমার বাপমার কাছে তোমার সব ভার নেব ব'লে... !'

ওর কাছে গিয়ে মামা চুলের ভিতর হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

সুমিকো মামার মুখের দিকে নীরবে চেয়ে থাকে, কোন উত্তর দেয় না। শুধু মাথা নাড়ে। ভালো কথা ব'লে কোন লাভ হবে না বুঝে মামা নিজের চাদরটা খুলে সুমিকোর মাথার উপর রেখে ঘরের মধ্যে চ'লে যায়।

দাঁতে দাঁত চেপে, চোখ বন্ধ ক'রে সুমিকো ব'সে থাকে। বৃষ্টি ক'মে আসছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। চারদিকে চেয়ে দেখে কোথাও কেউ নেই, সবাই চলে গেছে। ইনে-চানের কোন চিহ্ন নেই, ওকেও বোধ হয় ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেছে।

গেটের কাছে কাদের পায়ের শব্দ শোনা যায়, কে যেন ব'লে ওঠে: 'এখনও ও ব'সে আছে !'

'কাল পর্যন্ত থাকবে। মেয়ে, না বাঘ !'

'যা বলেছ ! তখন কেমন বেঁচে গেল !'

হাসতে হাসতে তারা চ'লে গেল।

'বাড়ীর মধ্যে আলো জ্বলে ওঠে। মামা বেরিয়ে আসে। ঘুমের ঘোর তখনও তার কাটেনি, জড়িয়ে জড়িয়ে বলে: 'এখন এসে শুয়ে পড়। কাল ভোরে উঠে সব কথা হবে।'

ভাঙ্গা গলায় উত্তর দেয় সুমিকো: 'সারা রাত্তির আমি ব'সে থাকব। কালও থাকব, সারাদিন থাকব। তার পরের দিনও—'

মাথার উপর থেকে বর্ষাতিটা প'ড়ে গিয়েছিল, ওটা উঠিয়ে নিতে গিয়ে নিজেই প'ড়ে গেল কাত হয়ে। উঠে বসতে খুব কষ্ট হয়। মামা কাদার ভিতর দিয়ে সোজা ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর ওর পিঠের উপর হাত রেখে বলে: 'আর না, এবার উঠে এস, তোমাকে যেতে দেব।'

'কিন্তু আমার স্যাণ্ডেল—'

'পাবে, হোল তো ! কিন্তু খুব সাবধান। চারদিকে ভারি বিপদ এখন, চারদিকে ধরপাকড় চলছে।' পিঠে হাত বুলতে বুলতে মামা উত্তর দেয়।

'আমি কিন্তু একা-একা যাব মামা।' আবার হাঁচি। 'আমার স্যাণ্ডেল দিয়ে দাও।'

মামা ওর পায়ের কাছে ফেলে দেয় একটা বাণ্ডিল। সুমিকো খুলে দেখে ওর স্যাণ্ডেল দুটো।

লাল পতঙ্গ

 ১ 

পাহাড়ী পথ ধ'রে সুমিকো সেই খড়ো ঘরের দিকে চলেছে ; গোরস্থানের কাছে যখন সে এসেছে তার কানে এল যন্ত্রের ঘর্ঘর আওয়াজ। ফিরে দাঁড়িয়ে দেখে দূরে বড় রাস্তার ধারে ট্যাঙ্কের মত চাকাওয়ালা একটা যন্ত্রদানব মাটি চ'ষে চলেছে ; যন্ত্রের সামনে ঢালের মত কী একটা রয়েছে, সেটা আলগা মাটিগুলো সরিয়ে সরিয়ে যাচ্ছে ; আর অন্য যন্ত্রগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে পাথরের টুকরো। একাজ চলেছে বিরাট এলাকা জুড়ে...ঘাঁটি থেকে রাস্তাটা এসে যেখানে প্রশস্ত রাজপথে মিশেছে, সেখান থেকে জিজোর প্রস্তরমূর্তি পর্যন্ত।

সাঁকোর কাছে দাঁড়িয়ে অনেকে দেখছে, সুমিকোও দৌড়ে গিয়ে ওদের পাশে দাঁড়ায়।

পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় গাছের আড়ালে ছিল একসারি বাড়ী। এখন আর সে গাছও নেই, বাড়ীগুলোও নেই। রাস্তার কাছেই কতকগুলো ভাঙাচোরা চালা তৈরী ক'রে বাসিন্দাদের তার মধ্যে চালান করা হয়েছে। সামনে ক্যানভাসের সামিয়ানা টাঙিয়ে বেঞ্চিতে ব'সে আছে মিলিটারী পুলিশের দল, পাশেই জাপানী পুলিশরা দাঁড়িয়ে...টুপি মাথায়, গায়ে নীল রঙের ইউনিফর্ম, তাদের চামড়ার বেল্টে ঝুলোনো স্টিলের হেলমেট্।

সুমিকো দৌড়ে গেল নিচের বাঁধটার উপর, তারপর এ-গাছ সে-গাছের পাশ দিয়ে ঘুরে একেবারে নেমে গেল ফাঁকা জায়গাটার ভিতর।

খড়ো ঘরটির মধ্যে ছিল ইয়াসাকু আর সেই স্বল্পভাষী হেইস্কি। সুমিকোকে দেখামাত্র ইয়াসাকু এক লাফ দিয়ে উঠে কপালের চুলগুলো পিছন দিকে সরিয়ে সুরেলা স্বরে ব'লে উঠলো :

'এই কোমল করপল্লব নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লও—। এই কোমল করাঘাতেই ছিন্ন হইয়াছে সহস্র বৎসরের দাসত্ব শৃঙ্খল। আনন্দধ্বনি কর ! বিজয়িনীকে অভিনন্দিত কর। এই মহিয়সী কুমারীর স্তবগান কেমন করিয়া ধ্বনিত হইবে আমার এই অক্ষম কণ্ঠে !'

হেইস্কি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে অভিনন্দন জানায়। ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে সুমিকো বলে : 'ভেবেছিলাম, মাতায়ো এখানে থাকবে...ও আমাকে ডাকতে গিয়েছিল।' ইয়াসাকু মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে : 'শহরে একটা মিটিং আছে। সেখানে গেছে মাতায়ো, রিউকিচিও গেছে। আজ রাত্তিরে ওদের ওখানেই থাকতে হবে।'

সুমিকো চমকে ওঠে : 'ইনে-চান ? ওকি ছাড়া পেয়েছে ?

মুখ উপরে তুলে ইয়াসাকু হেসে ওঠে।

'যেই শোনা যে সুমি-চান তার দাবী আদায় ক'রে নিয়েছে—আর রক্ষে আছে, ওখানে এমন গণ্ডগোল সুরু ক'রে দিল যে ওরা ওকে সত্যিসত্যিই বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিল!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলে: 'কিন্তু ইয়েকোর অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। ওর সঙ্গে কোন মতেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। একেবারে কড়া জেলখানা।'

'বেচারা ইয়ে-চান!' সুমিকোও সমবেদনা জানায়।

তারপর উঠে গিয়ে ছাপান কাগজগুলো পড়তে আরম্ভ করে। প্রথমেই একটা বড় কবিতা। ইশিকাওয়া জেলার উচিনদা গ্রামের অধিবাসীরা সুরু করেছে সংগ্রাম, তাদের গ্রামে হতে দেবে না আমেরিকান গোলন্দাজদের চাঁদমারী। গোলাবারুদ ভরতি লরীর সামনে রাস্তার উপর ব'সে থাকে নিশ্চল হয়ে সমস্ত কৃষক আর কৃষাণীরা। সমর্থনে শহর থেকে আসে শ্রমিক ও ছাত্রদের বাহিনী। তারপরে একটা প্রবন্ধে আরম্ভ করা হয়েছে কী-ই উপদ্বীপের কাছে ছোট্ট দ্বীপ ওশিমার অধিবাসীদের কাহিনী। ওদের দ্বীপে আমেরিকানরা তৈরী করবে একটা রাডার-ষ্টেশন। এই সংবাদ শোনামাত্র সকলে এসে ব'সে পড়ল তটভূমি জুড়ে। পরস্পরের হাত ধ'রে দৃঢ়বদ্ধ সারি তাদের...দিল না আমেরিকানদের জাহাজ থেকে নামতে। লাল পতাকা হাতে রেল শ্রমিকরা এল ওশিমা-বাসীদের সাহায্যে।

সুমিকো ব'লে ওঠে: আমেরিকানরা এখানেও কী যেন তৈরী করতে সুরু করেছে। বড় রাস্তাটা তো খুঁড়ে ভেঙ্গে ফেলেছে দেখলাম।'

দোর খুলে প্রবেশ করে রিউকিচি।

'সুমি-চান!' অবাক হয়ে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে; চেহারা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে: 'কি রোগা হয়ে গেছ...মিটিং-এ মাতায়োর সঙ্গে দেখা...ও বলল...' আর বলতে পারে না, হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছে ফেলে।

'তোমাকেও তো খুব ভাল দেখাচ্ছে না, কী কালোই না হয়েছো, একেবারে কয়লার মত দেখাচ্ছে!' সুমিকোর মুখে হাসি।

রিউকিচি জলের বালতির কাছে গিয়ে প্রাণভরে জল খায়। তারপর ইয়াসাকুকে জিজ্ঞেস করে: 'ছাপানো শেষ হয়েছে? সুমোতো কিন্তু এক্ষুণি এসে পড়বে।'

'সবই হয়ে গেছে, বাকী আছে শুধু পাঠকদের চিঠি আর ঐ অনুমোদিত পাঠ্যতালিকাটা।'

'একটা মৃত্যু-সংবাদ ছাপতে হবে। তাকেদা যুকিয়োর জন্য...বীর যোদ্ধার স্মৃতির উদ্দেশে...'

আঁৎকে ওঠে ইয়াসাকু। দুহাত দিয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে।

'মারা গেছে?' জিজ্ঞেস করে সুমিকো।

'মারা? না, হত্যা করেছে।' অব্যক্ত বেদনায় ব্যথাতুর রিউকিচি সুমিকোর পাশে

খড়ের উপর মুখ নিচু ক'রে বসে পড়ে। আকস্মিকতার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সবাই ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।



দু সপ্তাহ আগে হাজতে যুকিয়োর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ তার বড় ভাইকে নিইগাতা থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল। সে ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় এসে চিতাভস্ম নিয়ে ফিরে গেছে। শহরে গোলোযোগের সৃষ্টি হতে পারে এই আশঙ্কায় পুলিশ সমস্ত ঘটনা গোপন রাখার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নি।

তবু ঘটনা প্রকাশ হয়ে যায়। এটা সুস্পষ্ট যে সরকারী উকিলের সম্মতি ও জ্ঞাতসারেই যুকিয়োকে বহুবার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সামরিক হেড কোয়ার্টারে সি-আই-সি বিভাগে। সেখানে তার প্রতি কী ব্যবহার করা হয়েছিল সেকথা কারও জানা নেই। তবে একথা সুনিশ্চিত যে গত বছর যে ভাবে সি-আই-সি-ওয়ালাদের জিজ্ঞেসবাদ পর্বের পর ইয়াসুজি আর তোশিয়োর মৃত্যু হয়েছিল, যেভাবে গত বছরের আগের বছরের শেষের দিকে গোয়েন্দাদের দ্বারা গ্রেপ্তার হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই প্রাণ হারাতে হয়েছিল টেলিফোন অপারেটার কুমারী কাওয়াকামী আসোকাকে, সেই ভাবেই যুকিয়োর মৃত্যু হয়েছে। ইশিকাওয়াতে এমনিতর রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রত্যাগত দুজন প্রাক্তন যুদ্ধবন্দীর। জিজ্ঞেসবাদের জন্য সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমেরিকান গোয়েন্দাদের কাছে। জাপানের অন্যান্য জায়গায়ও সি-আই-সির হাতে আরও কতজনকে এইভাবে যে প্রাণ দিতে হয়েছে কে জানে।

ইয়াসুজি আর তোশিয়োর মৃত্যুর কারণ হিসাবে জেল ডাক্তার সার্টিফিকেটে উল্লেখ করে একই অসুখের নাম: মারাত্মক রক্তাল্পতা! এই অসুখেরই উল্লেখ করা হয়েছে যুকিয়োর বেলায়ও। সকলেরই মৃত্যুর কারণ কেন ঐ একই অসুখ? কে এর জবাব দেবে? এ গূঢ় তথ্য বুকের মধ্যে নিয়ে তারা তো চলে গেছে মৃত্যুর পথে। জাপানের বুকে একি রহস্যভরা মৃত্যুর নৃত্য সুরু হয়েছে…

ইয়াসাকু জিজ্ঞেস করে: 'সুজিনোর কী হবে? তাকে কি ওরা হত্যা করবে?'

'না, সুজিনো ছাড়া পাবে। বনের মধ্যে মারামারির জন্য সেদিন যারা ধরা পড়েছে সবাইকে নাকি ছেড়ে দেবে। ঠিক এই সময়ে এখানে কোন গোলযোগের সৃষ্টি হয় আমেরিকানরা তা চায় না। ঘাঁটি তো তাদের বানাতে হবে। কতদূর পর্যন্ত ওরা যাবে… গোল পাথরটার নিচে পর্যন্ত গিয়ে থামবে, কি, আরও এগিয়ে যাবে, কে জানে।' একটু থেমে রিউকিচি আবার বলে: 'আকাগি আর দাদুকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। পুলিশ ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। সবাই বলছে সি-আই-সিরা নাকি ওদের দুজনকে চেয়েছে…।'

সুমিকো যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে রিউকিচি বলে: 'শোন, তোমাকে একটা কথা বলছি। চারদিকে সব নানা ঘটনা ঘটছে, আর আমাদেরও এখন স্থির-সঙ্কল্প হয়ে সংগ্রামে নামতে হবে। সামনে যে বিপদ আসছে বুঝতেই পারছ। তাই বলছিলাম তোমার পক্ষে... ধর তুমি যদি ..' ঠিকমত গুছিয়ে বলতে পারছে না। রিউকিচি: 'তুমি তো জান পুলিশ আমাদের গ্রেপ্তারের জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছে আর যাকেই ধরতে পারবে তাকেই সঁপে দেবে সি-আই-সির হাতে। আর ওরা যা করবে তা তো জানই। ভাল ব্যবহার ওদের কাছে আশা করা নিছক বাতুলতা। তোমার কাছ থেকে কথা বের ক'রে নেওয়ার জন্য ওরা সব কিছু করতে পারে। প্রাণ গেলেও মুখ খুলবে না, একটি কথা উচ্চারণ করবে না, নিজের নামটি পর্যন্ত না। বোবা হয়ে থাকবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। বুঝতে পারছ—'

সুমিকো মাথা নাড়ে।

রিউকিচি আবার বলে: 'এখন থেকে কাজের যে ধারা, তাতে অনেক বিপদ। আর আমেরিকানদের হাতে যদি পড় তাহলে সব কিছুর জন্য তৈরি থাকতে হবে। পুরুষমানুষের পক্ষে সহ্য করাই কঠিন, তাই বলছিলাম, খুব ভাল ভাবে চিন্তা ক'রে দেখ।...না হয় একটু দূরে দূরেই রইলে—এই ধর কিছুদিনের জন্য। একদিক থেকে কিন্তু এটাই বাঞ্ছনীয় মনে হয়।'

ক্ষুব্ধ অভিমানভরা চোখে ওর দিকে চেয়ে সুমিকো বলে: 'তবে কি রিউ-চান—'

ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে রিউকিচি: 'না না, তোমার সাহসের অভাব আছে একথা আমরা বলছি না, তবে কি জান, যদি আমেরিকানদের পাল্লায় পড়, ওদের চাপ তুমি কেমন ক'রে সহ্য করবে? একেবারে ভেঙ্গে পড়বে। তাই ভাবছিলাম অন্তত সাময়িক ভাবে...'

'তবে কি রিউ-চান...' কান্নায় ভেঙে পড়ে সুমিকো।

রিউকিচি ওর কাঁধের উপর হাত রেখে বলে: 'আমার কথা ও-ভাবে নিও না। শুধু তোমার কি হবে এই ভেবেই আমি... ।'

অশ্রুভারে আনত হয়ে পড়ে সুমিকো, মুখ গুঁজে ঘাসের ওপর ব'সে পড়ে, রিউকিচি ওর পাশে হাঁটুগেড়ে ব'সে কানে কানে বলে: 'কান-চানকে একথা বলেছিলাম। তারও এই মত...'

সুমিকোর কান্না পায়। ইয়াসাকু বেরিয়ে এসে বলে: 'চুপ কর—নিচে ওরা যে শুনতে পাবে!'

রুদ্ধ কান্নায় থর থর ক'রে কাঁপে সুমিকো। তারপর উঠে পাজামার ধুলো ঝেড়ে ফেলে, কারুর সঙ্গে একটি কথা না ব'লে দ্রুতপদে বেরিয়ে যায়। রিউকিচি দৌড়ে গিয়ে ওর হাত ধ'রে ফেলে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রিউকিচির দিকে ফিরে মুখোমুখি দাঁড়ায় সে। দ্রুত নিঃশ্বাসে স্পন্দিত হচ্ছে তার বক্ষ, সর্ব অঙ্গ থরথর ক'রে কেঁপে উঠছে। রুদ্ধশ্বাসে ব'লে যায় সুমিকো: 'রিউ-চান, কান-চান কেমন ক'রে ভাবতে পারল যে আমেরিকানরা

পারবে আমার মুখ থেকে কথা বের করতে...কারা আমার বাবা মাকে মেরেছে, আমাকে পঙ্গু করেছে কারা। টুকরো টুকরো ক'রে আমাকে ছিঁড়ে ফেললেও আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হবে না—। আমার...'

কান্নায় অবরুদ্ধ হয়ে যায় ওর কণ্ঠ। অশ্রু গড়িয়ে পড়ে দু'গাল বেয়ে ঃ

হেইস্কি আসছে দেখে তাড়াতাড়ি দুচোখ মুছে নিয়ে সুমিকো বলে ঃ 'রিউ-চানকে বুদ্ধিমান ব'লে জানতাম। সে কিন্তু মোটেই তা নয়।'

অধোমুখে অস্ফুটভাবে রিউকিচি বলে ঃ 'আমি সত্যিই বোকা।'

'বোকার রাজা!' মাটির উপর পদাঘাত ক'রে হেইস্কির দিকে দৌড়ে চলে যায় সুমিকো।

পাহাড়ের নিচে নেমে ওরা বাঁধের পাশের রাস্তাটা ধ'রে এগোয়। বাঁধ পার হয়ে দেখে সারি বেঁধে নতুন সব খুঁটি পোতা হয়েছে। রাস্তার ধারে একটা ছাদে বসানো উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে...খুঁটির গায়ে ইংরেজী আর জাপানী ভাষায় একটা লেখা ঝুলছে ঃ 'দূরে থাক!'

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে হেইস্কি ব'লে ওঠে ঃ 'রাস্তা তো দেখছি দিয়েছে বন্ধ ক'রে। এখন দুনিয়া ঘুরে কিউবোতানি দিয়ে শহরে যেতে হবে,—তিনগুণ রাস্তা।' বড় রাস্তার উপরে একজন জাপানী পুলিশ আমেরিকান সামরিক পুলিশদের মত হেলমেট চোখ পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে হাতে একটা লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে নতুন সাইনপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর পা দুটো ফাঁক ক'রে মার্কিনী ঢংএ পেছন দিকে লাঠি ঘোরাতে লাগল।



তিনটি গ্রামের অধিবাসীদের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রামের মোড়ল ও গ্রাম্য কাউন্সিলের সভাপতি একজন পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে শহরগামী রাস্তাটি বন্ধ ক'রে দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে একটি দরখাস্ত পেশ করে। উক্ত কর্মচারী দরখাস্তটি যথোচিত স্থানে পাঠিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

উপরোক্ত ঘোষণাটি পুরোনো পাড়ার গ্রাম্য কাউন্সিল গৃহের প্রবেশ পথের উপর টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাহিনীর এটিই সব নয়।

সম্পূর্ণ কাহিনী পাওয়া যায় পরদিন ১নং বুলেটিনে। সেটা যৌথভাবে প্রকাশ করেছে 'আমার দেশ' ও 'কর্ণধার' পত্রিকা। কাউন্সিল ঘরের পাঁচিলে, তিনটি গ্রামেই বেড়ার গায়ে, গাছে, টেলিগ্রাফের পোস্টে...ঐ অঞ্চলের সর্বত্র এই বুলেটিনটি সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

বুলেটিনে বর্ণিত সরকারী কর্মচারীর ভাষণ হচ্ছে এইরকম : 'প্রথম থেকেই গোল পাথর পর্যন্ত সমস্ত এলাকা ক্যাম্প এনোলার চাঁদমারী অঞ্চলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিষয় আমেরিকানদের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন-বোধে তারা আরও গৃহাদি নির্মাণ করতে পারবে এ সমস্ত উল্লেখ আছে। সুতরাং এই নতুন গৃহাদি নির্মাণ করতে গিয়ে ক্যাম্প এনোলার সীমানার পরিবর্তন ও পরিবর্জন হতে পারে।'

বুলেটিনে বলা হয়েছে : 'সাদা কথায় এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে আমেরিকানরা তাদের সামরিক ঘাঁটি প্রসার করছে। এটা আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পেরেছি। তবে বিস্তার যে কোনমুখী হবে, নতুন কী পুরোনো পাড়ার অভিমুখে, সেটা এখনো জানা যায় নি। জানামাত্র আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।'

'আমাদের বুলেটিন পড়ুন—বন্ধুদের নিকট প্রচার করুন। মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য! বিশ্বশান্তির জন্য!'

গ্রামের পুলিশ যেখানে পেয়েছে সেখানেই এটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে। তার আগেই গ্রামের বহুলোক এটাকে প'ড়ে ফেলেছে। অতিদ্রুত গ্রাম থেকে গ্রামে এই ভীতিজনক সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

পাহাড়ে যাওয়ার সোজা রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সুমিকোকে এখন টার্টল্‌হিল ছেড়ে উপত্যকাভূমির মধ্য দিয়ে অনেক ঘোরাপথে যেতে হয়। যাওয়া তবু সোজা, কারণ, সে যখন বাড়ী থেকে বেরোয় তখন বেশ আলো থাকে। কিন্তু ফিরতে হয় অন্ধকারে একা। তার কারণ রিউকিচি, ইয়াসাকু ছাপা হওয়া মাত্রই কাগজগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। আর হেইস্কিকে থাকতে হয় ঘর পাহারা দেওয়ার জন্য।

পাহাড়ের উপর সেই খড়ো ঘরটিতে এখন তিনটি ডুপ্লিকেটার। রিউকিচি আরও তিনজন সহকারী সংগ্রহ করেছে,—পুরোনো পাড়া থেকে একজন, আর মনাস্টারী হিল থেকে দুজন। ওরা দিনের বেলায় কাজ করে। আর রাত্তির বেলায় করে ইয়াসাকু, হেইস্কি আর সুমিকো। প্রতিদিনই কাজ বেড়ে চলেছে।

সুমিকো স্টেন্‌সিল কাটে, ছবি আঁকে আর ছাপার কাজে সাহায্য করে। বর্তমান সংখ্যায় 'কর্ণধারে' প্রকাশিত হচ্ছে একটি কবিতা, তার জন্য ছবি আঁকার কাজ ওকে দিয়েছে মাতায়ো। লম্বা কবিতাটি আরম্ভ হয়েছে এইভাবে :

"আবার আবার সেই পুরাকালের মত কৃষকরা যে ভাবে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে সেই রক্ত অরঞ্জিত পতাকা হাতে অভিযান করেছিল ডাইমিয়ো প্রাসাদদুর্গে, আবার সেইভাবে শুরু হয়েছে কৃষকের অভিযান...পিতা-পিতামহদের সেই মহান পতাকা আবার তারা হাতে তুলে নিয়েছে..."

"কিন্তু আজকের পতাকায় মুদ্রিত নতুন রণধ্বনি : নিপাত যাক্ যুদ্ধঘাঁটি, বন্ধ কর যুদ্ধ—

"সেদিন ছিল সামুরাই আর তাদের শানিত বর্শা, কিন্তু আজ, জাপানী পুলিশ, তার

হাতে পিস্তল ও কাঁদুনে গ্যাস—আর তাদের পিছনে তাদের প্রভুরা, যারা এসেছে সাত-সাগরের পার থেকে। এদের প্রতিরোধে আজ দাঁড়াতে হবে !

"বিদ্রোহের পতাকা উঠেছে পল্লীগ্রাম উচিনাদায়...ক্ষুদ্রদ্বীপ ইশিমায়...ওশিম পাহাড়ের গ্রামে গ্রামে...লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক এসে দাঁড়িয়েছে...তাদের পাশে ডকশ্রমিক, তরুণ ছাত্রের দল—

আজ অরঞ্জিত পতাকার সাথে
মিলিত হয়েছে রক্ত পাতাকা।"

একটি বিমানের গায়ে লেখা 'এনোলা'...তাকে হটিয়ে দিচ্ছে স্ফীতপক্ষ একটি কপোত—এইভাবে সুমিকো চিত্রিত করল কবিতাটিকে।



অন্যদিনের চেয়ে একটু সকাল সকাল সুমিকো আজ পাহাড় থেকে গ্রামে ফিরছে। সর্বত্রই যেন উত্তেজনার ভাব। সব বাড়ীতেই আলো জ্বলছে, দোর খোলা, দলে দলে লোক রাস্তার উপর বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে। শোয়ার সময় পেরিয়ে গেছে, তবু সমিকোর মামা জেগে আছে। ওকে আসতে দেখে সে ঢুকে পড়ে বাড়ীর ভিতর।

'মামা, কী হয়েছে?' সুমিকো জিজ্ঞেস করে।

শোয়ার উদ্যোগ করতে করতে মামা বলে: 'দিনরাত কেবল টো টো ক'রে না ঘুরলে জিজ্ঞেস করতে না কী হয়েছে! দুচার দিনের মধ্যেই তোমার কপালে কিছু ঘটবে, দেখে নিয়ো যা বললাম।'

সুমিকো বেড়ার উপর দিয়ে দেখে পাশের বাড়ীর উঠোনে ইনেকো আর হারুয়ে বাদাম গাছের তলায় ব'সে আছে।

ইনেকো ডাক দেয়: 'সুমিকো, সুমিকো, এখানে—'

'এখানে কী হয়েছে? কাউকে গ্রেপ্তার করেছে?'

ইনেকো ঘাড় নেড়ে জানায়: 'না। কেউ কিছু বলতে পারছে না। পাড়ার ছোট ছেলেরা গোল পাথরের দিকে মোটর গাড়ী যেতে দেখেছে। সাদা কোট গায়ে আমেরিকানরা আর জাপানী পুলিশ ঘাঁটির পাশের বস্তির ঘরে ঘরে ঢুকছে। ওরা ঘরের মধ্যে মেয়েদের কান্নাকাটি শুনে দৌড়ে বাড়ী পালিয়ে আসে। ছেলেদের কথা কতটুকু সত্যি জানার জন্য গ্রামের বুড়োরা ওদিকে গিয়েছিল, কিন্তু ওতাসু মাসীর বাড়ীর সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে, কাউকে ওধারে যেতে দিচ্ছে না।'

'বোধ হয় ওরা জোর ক'রে রক্ত নেওয়া সুরু করেছে।' সুমিকো বলে।

'নিজেদের মধ্যে হয়তো মারামারি লাগিয়েছ—'এই বলে কথাটা চাপা দিয়ে ইনেকো সুমিকোকে ডাকে।

ভীষণ ক্লান্ত ব'লে সুমিকো এসে শুয়ে পড়ে।

সকালবেলায় জানা গেল গাঁয়ের চারদিকে কী নিয়ে গোলযোগ চলেছে। আমেরিকান ডাক্তারেরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রত্যেককে পরীক্ষা ক'রে দেখছে, বিশেষ ক'রে শিশু ও নারীদের আলাদা ক'রে পরীক্ষা করছে। প্রত্যেকের নাম আলাদা ক'রে লিখে নিয়ে তাদের রক্ত নিয়ে গেছে পরীক্ষা করবে বলে। তারা বলেছে যে সামরিক ঘাঁটির খুব লাগা ব'লে ওদের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন সামরিক-বাহিনীর লোকজনদের কোন রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা আছে কিনা এখান থেকে।

সেদিন সারা সকালটা সুমিকোকে বড় রাস্তার এপাশে সাকুমার ধান ক্ষেতে কাজ করতে হলো। ফেরার সময় হারুয়ের সঙ্গে তার দেখা। সাঁকোর দিক থেকে দৌড়ে এসেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করে: 'বস্তিতে বস্তিতে সব নোটিশ টাঙ্গিয়ে দিয়েছে দেখেছ—ওতাসু-সানের বাড়ীতেও একটা দেখলাম!'

দুজনে মিলে ওখানে গিয়ে দেখে বিধবার বাড়ীর মাটির দেওয়ালে লাগিয়ে দিয়েছে সাদা কাগজের উপর কাল কালি দিয়ে বড় বড় হরফে লেখা 'পরীক্ষিত' অর্থাৎ এ-বাড়ীর লোকদের ডাক্তারী পরীক্ষা হয়ে গেছে। জাপানী হরফে লেখা: নাম শ্রীমতী নাগাই ওতাসু, বয়স ৩৪।

সুমিকো লেখাটার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দেখে ওতাসু ছোট শিশুটিকে পিঠে নিয়ে ব'সে আছে ক্ষেতের এক কোণে। তার পাশে ব'সে স্কুলের সেই বুড়ি ঝি ওতোয়া মাটিতে কী সব লিখছে—কী হবে তাই গুণে বলছে বোধহয়।

'যদি ওরা আমাদের বাড়ীতে আসে—বলতে গিয়ে ভয়ে কেঁপে ওঠে হারুয়ে: 'আমি পালিয়ে যাব। ওরা আমাকে ছোঁবে, এ কক্ষণো হ'তে পারে না।'

সুমিকো দেওয়ালের কাছে গিয়ে নখ দিয়ে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলতে যাচ্ছিল, হারুয়ে বলে: ছিঁড়োনা। ওতাসু-সানকে তাহলে শাস্তি পেতে হবে।'

গ্রামের পথে ওরা ফিরছে। কিউহেই-এর ক্ষেতের কাছে যখন এসেছে একটা জীপ ওদের পাশ দিয়ে চ'লে গেল। একলাফে ড্রাইভার নেমে গাড়ীর দোর খুলে দিতেই অন্য আমেরিকানরাও গাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

চাদরের নিচে চুল গুঁজে দিয়ে হারুয়ে মাঠের ভিতর দিয়ে এক দৌড়ে বাড়ী এসে ঢুকল। আর সুমিকো চাদরটা চোখ পর্যন্ত টেনে জোরে জোরে সৈন্যদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। গেটের কাছে পৌঁছে শুনতে পেল সৈন্যগুলো তাকে লক্ষ্য ক'রে খুব হাসি-ঠাট্টা করছে আর শিস্ দিচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সৈন্যরা তখনও একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে তুঁতগাছের উঁচু বেড়াটার দিকে যেখানে তুঁত গাছের পাশ দিয়ে তন্বী হারুয়ে অদৃশ্য হয়ে

গেল। একটু পরেই হারুয়ে এসে বেড়ায় উপর মুখ বাড়িয়ে দাঁড়ায়। ওকে দেখে সৈন্যগুলো মহাখুশী, হো হো ক'রে কী হাসি, আর কী জোরে জোরে শিস্!



একদিন একটা অদ্ভুত ধরণের এরোপ্লেন দেখা দিল গাঁয়ের আকাশে। পরিচয়চিহ্ন-বিহীন লাল রঙের ছোট্ট একটা এরোপ্লেন। কোন শব্দ না ক'রে আকাশের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। ঘাঁটির দিক থেকে উড়ে এসে খুব জোরে নতুন পাড়ার উপর দিয়ে গিয়ে চেষ্টনাট হিলের উপর চক্রাকারে ঘুরে গোলপাথরের ওখানে যেই নিচের দিকে নামতে যাবে অমনি গর্জন ক'রে ওঠে বিমানধ্বংসী কামান। লাল প্লেনটা উড়ে সমুদ্রের দিকে পালিয়ে গেল। গোলাগুলির অজস্র টুকরো পড়ল জল ভরা ধানক্ষেতের মধ্যে। গুলি ছোড়ার আওয়াজ বন্ধ হওয়া মাত্রই পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে নারী ও শিশুর দল বাড়ী ঘর ছেড়ে দৌড়ল গোরস্থানের দিকে। কুইহেই-এর স্ত্রী তার ছেলে পিঠে নিয়ে দৌড়চ্ছে আর হাউ হাউ ক'রে চেঁচাচ্ছে, 'যুদ্ধ লেগে গেছে, যুদ্ধ—!'

ইউগের দিক থেকে উড়ে এল আর একটা প্লেন। তার পিছনে জুড়ে দিয়েছে একটা লম্বা লাল পতাকা। আর এক দফা গুলিবৃষ্টি আর মেশিনগানের খট্ খট্ আওয়াজ হলো। আগুন ধ'রে উঠলো পুচ্ছভাগে। প্লেনটা মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, পিছনে প'ড়ে রইল শুভ্র আর কৃষ্ণবর্ণের ধূম্ররেখা।

হারুয়েদের বাড়ীর বাইরে গাছের ছায়ায় অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে সুমিকো ব'সে আছে। ঘাসের উপর ব'সে ইনেকোর ঠাকুমা মন্ত্র আওড়ে চলেছে।

সাইকেল চ'ড়ে এল গ্রাম্য কাউন্সিলের কেরাণী। সবাইকে সে জানাল যে আতঙ্কের কোন কারণ নেই; এ শুধু গোলন্দাজ সৈনিকের ড্রিল। কিন্তু গ্রামের লোক একথা বিশ্বাস করল না। অনেক রাত্রি পর্যন্ত এ নিয়ে আলোচনা চলল। সকলেরই ধারণা যে লাল প্লেনটা কোরিয়া থেকে এসেছিল।

অবিশ্বাসীর দল গিয়ে চক্রাকারে বসে মাঠের ভিতর। মাঝখানে বসে বৃদ্ধের দল, তারপর যুবারা—সব শেষের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকে মহিলারা।

কুইহেই-এর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাধা। একটা গোলার টুকরো এসে তার ঘাড়ের পিছনে খানিকটা ছিঁড়ে দিয়ে গেছে। 'চাঁদমারীর কাজ তাহলে সুরু হয়ে গেল—। এখন কত রকমের পোকা মাকড় সাপ বিচ্ছু সব যে উড়ে আসতে থাকবে! মরুক সব—' এই ব'লে কুইহেই বিরক্তিতে থু-থু ফেলে।

পিছনের সারি থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে! 'বারুদের দুর্গন্ধে আমাদের ধানক্ষেতগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে যে!'

'হোক্‌গে—ধানতো চালান হবে কোরিয়ায়। আমেরিকানদের তো খাওয়াতে হবে!'

'গোলার টুকরো প'ড়ে আমার ক্ষেতের জলের নলটা গুঁড়ো হয়ে গেছে।'

হেইজো মোড়ল সবাইকে বলল আগের দিনের গ্রাম্য-কাউন্সিলের সভার কথা। সভার সুরুতেই কমিউনিষ্টদের পক্ষে তিনজন যুবক একটা প্রস্তাব পড়ার অনুমতি চায়। আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে যে প্রশ্নের কোন সম্বন্ধ নেই তাকে কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না ব'লে সভাপতি ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। ওরা তো শুনতেই চায় না—গোলমাল সুরু হয়ে যায়—অবশ্য শেষে ওদের যেতেই হলো। সভায় প্রস্তাব পাশ করা হলো এই ব'লে যে দরখাস্তের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়। একজন জিজ্ঞেস করে: 'কমিউনিষ্টরা কী প্রস্তাব করেছিল?'

হারুয়ের বাবা জিনজাকু বিরক্ত হয়ে ব'লে ওঠে: 'কমিউনিষ্টরা আবার কী বলবে—ওদের মতলব তো কেবল একটা গণ্ডগোল পাকানো!' ইয়েকোর বাবা ওকে সমর্থন জানায়: 'ঠিকই বলেছ, কমিউনিষ্টদের কাজই হল লোককে বিপথে নিয়ে যাওয়া, আর যত রকমের গণ্ডগোল সৃষ্টি করা।'

ঠিক এই সময়ে ইয়াসাকু মেয়েদের মধ্যে এসে সুমিকোর কানে কানে বলে: 'আজ ওখানে যাওয়ার কোন দরকার নেই, কিন্তু কাল ওখানে যেতেই হবে। একটা নতুন বুলেটিন বের করতে হবে।'

ইতিমধ্যে বৃদ্ধদের মধ্যে ভীষণ তর্ক সুরু হয়ে যায়। মোড়লকে সমর্থন ক'রে জিনজাকু বলছে: 'মোড়ল ঠিকই বলেছে, আমাদের সাত-তাড়াতাড়ি কিছু করতে যাওয়া ঠিকই হবে না।'

'মাথা গরম করলে সব ভেস্তে যাবে। কমিউনিষ্টদের উস্কানিতে মেতে ওঠা আমাদের কোন মতেই উচিত নয়।'

পিছন থেকে একজন মহিলা ব'লে ওঠে: 'মোড়লের আর কি! তার জমি তো পুব পাড়া পেরিয়ে। তার কি আসে যায়। আর তাছাড়া সে তো জমিদার সাকুমার পোঁ ধ'রেই আছে।'

অন্য একজন মহিলা সঙ্গে সঙ্গে ব'লে ওঠে: 'আর মোড়ল তো সব কথা খুলেই বলে নি। ভাগ্যিস ওই ইস্তেহারগুলো পাওয়া গেল, না হলে—'

জিনজাকু উঠে দাঁড়ায়। হাত উঁচু ক'রে বলে: 'যাও তো তোমরা এখান থেকে। পুরুষদের কথার মধ্যে তোমরা কী জন্য?'

চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে ইনোকোর মা: 'সবাইকেই যেতে হবে এখান থেকে। এখানে ব'সে বক্ বক্ করা ছাড়া তোমরা কী আর করতে পার? আবার নিজেদের পুরুষ ব'লে বড়াই করা হচ্ছে? শামুকের মাথায় নুন ছিটোলে যা হয় তোমাদের অবস্থা তো তাই।' ব'লেই বিতৃষ্ণায় উঠে চলে গেল আর তার পেছন পেছন উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে বলতে অন্য মহিলারাও উঠে গেল।

পুরুষরা আরও কিছুক্ষণ ওখানে থাকে। সুমিকো শুয়ে পড়েছে। মামা তখনও ফেরেনি। অন্ধকারের মধ্যে এসে মামা তো মশারিটা ছিঁড়েই ফেলেছিল! তারপর বিছানার উপর ধপ ক'রে ব'সে প'ড়ে আপন মনেই বক্ বক্ করতে থাকে।

'শামুকের উপর নুন ছিটোলে কী সত্যি ওরা জড় সড় হয়ে যায়?' খুব সরলভাবেই সুমিকো মামাকে জিজ্ঞেস করে।

তারপর বোকার মত হেসে উঠে সুমিকো বলে: 'কাল একটা শামুক এনে দেখব।'

এমন সময় বাড়ীর সামনে দিয়ে একটা গাড়ী বেরিয়ে গেল। একটু ঘুরেই রাস্তার উপর আবার থেমে যাওয়ার শব্দ। সুমিকো বালিশের পাশে মশার ডাক শুনে উঠে বসেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়ী স্টার্ট দেওয়ার শব্দ আর যাতনায় রুদ্ধকণ্ঠে কার 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার।

চিৎকার আর শোনা যায় না। এখন আসে ভয়বিহ্বল কণ্ঠে সম্মিলিত স্বর আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক। সুমিকোর মামা মশারির কোণা তুলে জানলা একটু ফাঁক ক'রে দেখে তুঁত গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলো দেখা যাচ্ছে আর সেইদিকে সব লোক দৌড়ে যাচ্ছে। এক লাফে উঠে খালি পায়ে সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। জিনজাকুর বাড়ী থেকে আসছে অদ্ভুত চাপা স্বরে কান্না। কাগজের লণ্ঠন হাতে একজন সাইকেল চেপে চ'লে যায়।

সাইকেল আরোহীকে একজন চেঁচিয়ে ব'লে দেয়: 'বড় রাস্তা দিয়ে ওরা কোন্‌দিকে বেঁকে গেল—সেটা দেখো।'

সবাই চলেছে জিনজাকুর বাড়ীর দিকে। কান্না থামছে না। জানলার কাছে এসে সুমিকোর মামা বলে: 'ঘুমিয়ে পড়।'

'কাউকে কি মেরে ফেলেছে?'

মামা জানলাটা বন্ধ করার জন্য বাইরে থেকে হাত বাড়ায়, কিন্তু সুমিকো দুহাত দিয়ে চেপে ওটা খুলে রাখে।

'কাউকে কি মেরে ফেলেছে, মামা?'

'জিনজাকুর মেয়েকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে!'



মেয়ে চুরি সংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণ জানিয়ে জিনজাকু শহরের পুলিশের বড় কর্তার কাছে নালিশ করে। তিনি আশ্বাস দিলেন যে অভিযোগের বৃত্তান্ত আমেরিকান সামরিক ঘাঁটির

অধিনায়ককে জানিয়ে দেওয়া হবে। কিছুকাল পরে হারুয়ের খোঁজ পাওয়া যায় একটা রেড-ক্রস হাসপাতালে। শহরের প্রান্তে কিশোর অপরাধীদের বাসভবনের সামনে সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় সে পড়েছিল। গাউনের ফিতে দিয়ে দুহাত তার বাঁধা আর বাকি গাউনের কোন চিহ্নই ছিল না। ওর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

দু'সপ্তাহ পরে জিনজাকুকে থানায় ডেকে নিয়ে শোনান হলো আমেরিকান কর্তারা কী জবাব দিয়েছেন। ওঁরা জানিয়েছেন যে বিশেষ ক'রে সেই রাত্রে নাকি স্থানীয় সেনাদলের কেউই ব্যারাক ছেড়ে বেরোয় নি। আসামীদের সনাক্ত করার সূত্র হিসাবে অভিযোগকারী শুধু এইটুকু মাত্রই বলতে পেরেছে যে ওদের পরনে ছিল আমেরিকান সামরিক পোষাক আর বিদেশী ভাষায় ওরা কথাবার্তা বলছিল। এই অতি তুচ্ছ সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সামান্যতম অবিশ্বাস সৃষ্টি করা মোটেই সম্ভব নয়; তবে এটা নিশ্চিত যে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ বিদ্বেষপ্রসূত।

সুমিকোর সেই খড়ো ঘরে যাওয়া বন্ধ হয়েছে। এই ঘটনার পর ইনেকোকেও অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়, মাসীর বাড়ী। কাঁদতে কাঁদতে সুমিকোর কাছে বিদায় নিতে এসে ইনেকো জানিয়ে যায় সুমিকো যেন সন্ধ্যার পর কাজে বের না হয়, কেননা পাহাড়ে যাওয়ার একমাত্র পথটিও এখন বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। চেস্ট্‌নাট হিলের উত্তর ধারেও আমেরি-কানরা চালার মত কী সব তৈরি করেছে। সম্ভবত তারা পেট্রোল পাম্প করবে ওখানে—সবসময়ই আমেরিকান গাড়ী আর সৈন্যরা ওখানে ঘোরাফেরা করছে। তাই কিছুদিনের জন্য—পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত—সুমিকোর বাড়ী ব'সে থাকাই বাঞ্ছনীয়। কানজি আর সুজিনো ব'লে দিয়েছে যে তাদের এই সিদ্ধান্ত সুমিকোকে দ্বিধাহীন চিত্তে মানতে হবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুমিকো মেনে নেয়, সন্ধ্যায় আর বেরোয় না।

গ্রামের লোক ঐ লাল রঙের প্লেনটার নামকরণ করেছে 'লাল পতঙ্গ।' ওর আনাগোনা লেগেই আছে।

দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মোড়ল গ্রামের সব লোককে সাবধান ক'রে দিয়েছে। যখন গোলা-গুলি ছোঁড়া হয় তখন যদি তারা ক্ষেতে কাজ করে তবে যেন গাছের নিচে আশ্রয় নেয়।

'লাল পতঙ্গ' লোকের চোখ-সহা হয়ে গেছে। বিপদ হয় তখন যখন ঠিক গ্রামের উপর দিয়ে ওটা উড়ে যায়। তখন গোলার টুকরো এসে পড়ে মানুষের মাথায় কিম্বা খড়ো চালের উপর। কিন্তু এর চেয়েও আতঙ্কের কারণ হয়েছে যখন জীপ আর স্টুডিবেকার গাড়ী নিশুতি রাত্রে গ্রামের রাস্তা দিয়ে যায়। যারা চালায় তারা দেশের আইনের কোন ধারই ধারে না। যে কোন বাড়ীর সামনে গাড়ী থামিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যা খুসী তাই তারা করতে পারে—কোন শাস্তিরও পরোয়া করে না তারা। পুলিশের কাছে ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা আর ভূমিকম্পের জন্য অনুযোগ করা দুই-ই যেন সমান।

রাত্রি আসে আতঙ্ক নিয়ে। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানোর আর সাহস নেই কারও—অন্ধকারে সবাই জেগে ব'সে থাকে।

মৃত পরিজনদের সম্মানার্থে 'উরাবন-উৎসব' আগত প্রায়—কিন্তু প্রথা অনুযায়ী মৃতদের স্মরণে দোরের মাথায় লণ্ঠন জ্বালিয়ে দেবে এ সাহস আর আজ কারোরই হয় না; এবার মৃতজনের আত্মাদের তাদের পূর্বতন গৃহ খুঁজে নিতে হবে অন্ধকারের মধ্যেই।

সুমিকোর মামা বিপদ-সংকেত জানানোর জন্য গেটের কাছে একটা গাছে পুরোনো কেরোসিন-টিন ঝুলিয়ে রেখেছে। উৎসবের আগের রাতে গাছে গাছে লাগানো এক নতুন প্রাচীর-পত্র দেখা গেল, তাতে লেখা গ্রাম্য কাউন্সিলের সভায় কমিউনিস্টরা যে প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করেছিল সেটা।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে অবিলম্বে তিনটি গ্রামের সমস্ত অধিবাসীদের সভা ডেকে একটি কমিটি নির্বাচন করা হোক যাতে সমগ্র দেশবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে সামরিক ঘাঁটির বিস্তৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করা যায়। 'এনোলা আমাদের সমস্ত গ্রাম ধ্বংস করতে উদ্যত—আমরা কি নীরবে ব'সে তা সহ্য করব? না, তা হতে পারে না! সংগ্রাম অনিবার্য!'

অপারেশন রিমাইণ্ডার

মঞ্চের উপরে ছোট ছোট সারিবদ্ধ কাঠের ফলকে মৃত আত্মীয়স্বজনের নাম লেখা। প্রতিটি ফলকের সামনে একগুচ্ছ ফুল আর রেকাবে তণ্ডুল আর পাত্রে জল। মঞ্চের সামনে ব'সে সুমিকো ও তার মামা মৃত প্রিয়জনের অর্চনা করে।

সন্ধ্যার পর দুজনে সমাধি ক্ষেত্রে যায়। মামা ধূপ-কাঠি জ্বেলে দেয় তিনটি সমাধির উপর ..একটিতে তার স্ত্রী আর অপর দুটিতে হিরোশিমা ও ওসাকা থেকে আনা চিতাভস্ম। সুমিকো প্রত্যেকটী সমাধিস্তম্ভ সাজিয়ে দেয় নীল অপরাজিতা আর লাল বুনো ফুল দিয়ে। মৃত আত্মার উদ্দেশে একটা কাগজের লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে ওরা বাড়ী ফেরে। সমাধিক্ষেত্র থেকে গ্রাম পর্যন্ত প্রদীপ্ত লণ্ঠনের শোভাযাত্রা...দেখে মনে হয় যেন গাঢ় অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে এগিয়ে আসছে এক ঝাঁক জোনাকি।

বাড়ী এসে সুমিকোর মামা মঞ্চের উপর একটি মাটির প্রদীপ জ্বেলে দেয়। ইনারি মন্দিরে উপাসনার আহ্বান জানিয়ে ঢাক বেজে ওঠে। সুমিকো ব্যস্ত হয়ে তার কিমোনোর আস্তিনে জুড়ে নেয় সাদা সাদা ঝালর। নৃত্যের তালে তালে ওগুলো পাখীর ডানার মত ছড়িয়ে পড়বে।

কে যেন ডাক দেয়ঃ 'সুমি-চান!' রাস্তার উপর ঢোল বেজে ওঠে। সুমিকো দেখে বাইরে একদল তরুণ তরুণী, হাতে তাদের লণ্ঠন। ইয়াসাকুকেও দেখতে পায়। তার পাশে সাদা শার্ট গায়ে এক খর্বকায় যুবক। তার কাঁধে ঝুলনো একটা ঢোল। ইয়াসাকু ভিতরে ঢুকে সুমিকোর মামাকে নমস্কার করে। মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে কপালের লম্বা লম্বা চুলগুলো সরিয়ে নিয়ে সে সুমিকোকে বলেঃ 'আমাদের সঙ্গে এস।' সাদা ট্রাউজারে গোল বেল্ট আঁটা, কলার উল্টনো কাল রঙের শার্ট . ইয়াসাকু যেন সহরের ফুল-বাবুটি, কেবল ঐ যা পায়ে কাঠের স্যাণ্ডেল। সুমিকো ওড়নার মধ্যে একখানা দেশী পাখা লুকিয়ে নিয়ে চট ক'রে আয়নায় মুখটা একবার দেখে নেয়। তারপর স্যাণ্ডেল পরে।

মামা বলেঃ 'ফিরতে বেশী দেরী করো না যেন।'

খর্বকায় ছেলেটিকে দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে মামা জিজ্ঞেস করেঃ 'তোমার বাড়ী কোথায়? কিউরোতানি?'

উত্তর দেয় ইয়াসাকুঃ 'ও আমার মামাতো ভাই, কোমাও। পুরোনো পাড়ায় ওদের বাড়ী।'

সুমিকো খুব ভক্তিভরে মামাকে প্রণাম করে।

'আমার কিন্তু একটু দেরী হবে—' বলেই বেরিয়ে পড়ে।

কোমাও চলেছে সবার আগে ঢোল বাজাতে বাজাতে। তার পিছনে অন্য সকলে, আর

সব পিছনে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের একটি দল। জলাশয়ের পাশ দিয়ে ওরা চলেছে বড় রাস্তার দিকে। গোল পাথরের পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে আমেরিকান সৈন্যরা। স্কুলের কাছে আসতেই কোমাও আর ইয়াসাকু দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়।

মন্দির সংলগ্ন কুঞ্জের পাশে খোলা মাঠে নৃত্যানুষ্ঠান আরম্ভ হলো। সঙ্গীতের তালে তালে করতালি দিয়ে ধীর পদবিক্ষেপে নর্তকী-নর্তকীরা বৃহৎ চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করছে। ছন্দে লয়ে কী অপরূপ! নৃত্যভঙ্গিমায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে মেয়েদের দল, শূন্যগামী পাখীর ডানার মত সঞ্চারিত হ'তে থাকে ওদের জামায় লাগানো সাদা ঝালর। মেয়েদের কারও হাতে পাখা আবার কেউ হাতে নিয়েছে তাপ-নিবারণী রঙিন কাগজ। গাছে ঝুলনো লণ্ঠন আর মশালের আলোয় সাইপ্রেস গাছের নিচে শ্রেণীবদ্ধভাবে ব'সে আছে বাজিয়েরা। অগণিত দর্শকের মধ্যে কয়েকজন পুলিশও রয়েছে দাঁড়িয়ে।

বেষ্টনীর মধ্যস্থলে জনৈক প্রশস্তবক্ষ লাজুক ছেলে উচ্চাঙ্গের এক নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শন করছে। নৃত্যভঙ্গীগুলি সত্যিই সুন্দর, কিন্তু মাঝে মাঝে তালের সঙ্গতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সুমিকোকে ইশারা ক'রে ইয়াসাকু ব'লে ওঠে: 'সুজিনোর কীর্তি দেখছো! ওর দ্বারা যে এইসব সম্ভব হতে পারে জন্মেও ভাবিনি!'

হেইস্কি এসে সুমিকোর হাত ধ'রে টেনে নিয়ে যায়। পাখাটা হাতে নিয়ে বাজনার তালে তালে লঘু পদবিক্ষেপে সে এগিয়ে গেল।

সুজিনোর পাশের বেষ্টনিতে অস্থি-চর্মসার জনৈকা বৃদ্ধা মাথার উপর ওড়না টেনে কোমরে ঘুঙুর বেঁধে নাচ শুরু করেছে। তার মাথা দোলানো আর হাত নাড়ার ভঙ্গীতে দর্শকেরা হেসে অস্থির। আরে এ যে সেই স্কুলের বুড়ী ঝি ওতোয়া!

এক পায়ের উপর ভর দিয়ে সুমিকো একটি সূক্ষ্ম নৃত্যভঙ্গীমা যখন দেখাচ্ছে, পিছন থেকে একজন তার হাতের মধ্যে একটুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে জনতার মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে হেইস্কিও একটি নতুন নৃত্যকৌশল দেখাতে গিয়ে খুঁটির গায়ে ধাক্কা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘাসের উপর। একচোট হেসে নিয়ে সুমিকো ওকে হাত ধ'রে তুলতে গিয়ে খুঁটির গায়ে ধাক্কা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘাসের উপর। একচোট হেসে নিয়ে সুমিকো ওকে হাত ধ'রে তুলতে গিয়ে দেখে আলোর নিচে সহুরে পোষাকে কারা যেন সব দাঁড়িয়ে। ওদের মধ্যে সেই চশমা পরা তরুণী মারিকো আর সেই ছাত্রনেতা ইকেতানিও আছে; ওরাও সুজিনোর বাহাদুরী দেখে খুব হাসাহাসি করছে। আরও দেখতে পায় একটু দূরে সাদা ডোরাকাটা কিমোনো প'রে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকামি।

সুমিকো ওখান থেকে স'রে গিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ায়। তারপর কাগজের টুকরোটা খুলে দেখতে গিয়ে অবাক হয়ে যায়। প'ড়ে দেখে: 'আমি তোমার অপরিচিত হলেও তুমি কিন্তু আমার দিনরাতের কল্পনার দেবী। তুমি আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছ। আমার বুকের মাঝে অহরহ যে দহন চলছে তার বারতা আজ তোমাকে না ব'লে কেমন ক'রে থাকি। এক্ষুণি চ'লে এস পাহাড়চূড়ায়; মন্দিরের পাশে গাছের নিচে প্রতীক্ষারত

আমার দেখা পাবে। আমার সবচেয়ে পবিত্র ও সৎ অনুভূতি আমাকে এই পত্রলেখার প্রেরণা যুগিয়েছে। সারসীর জন্য অপেক্ষমাণ সারসের মতোই তোমার জন্য অধীর আগ্রহে আমি দাঁড়িয়ে থাকব।'

পিছন ফিরে দেখে সুজিনো আর ওতোয়ার নাচ শেষ হয়ে গেছে। তাদের জায়গায় এখন নাচ দেখাচ্ছে দুজন যুবক। একজনের মুখে আবার বাঁদরের মত মুখোস। হেইঙ্কি, ইয়াসাকুকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সুমিকো বাদকদের দিকে যাওয়ার জন্য দু-এক পা বাড়াতেই পেছন থেকে এসে কে তার জামার আস্তিন ধ'রে টান দেয়। ফিরে দেখে রিউকিচি।



তখনও মুঠোর মধ্যে ওর আস্তিন, রিউকিচি বলে: 'চল, অন্য কোথাও যাই।'

সাইপ্রেসের কুঞ্জ ঘিরে নিবিড় অন্ধকার। মন্দিরের আলো অন্ধকার ভেদ ক'রে এতদূর আসতে পারে না। সুমিকো অন্ধকারে একজনের পা মাড়িয়ে দেয়। কাশির শব্দ.... অন্ধকারে জলন্ত সিগারেটের টুকরো। অন্ধকার স'রে গেলে দেখতে পায় অনেক লোক গাছের নিচে ঘাসের উপর শায়িত। রিউকিচি দুটো গাছের মধ্যে একটা জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়ে। সুমিকো পা দুটো গুটিয়ে তার পাশে বসে। কিছুদূরে ব'সে রয়েছে আলিঙ্গনাবদ্ধ একটি যুগল। গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়েছে মশালের কম্পিত শিখা। মাঠ থেকে ভেসে আসে শুধু ঢোলের ক্ষীণশব্দ, বাঁশির সুর আর শোনা যায় না।

এই অপূর্ব নীরবতার মাঝে শুধু মশার গুণগুণানি। হাঁটুর উপর দুটো হাত রেখে শূন্যে চোখ মেলে শুয়ে আছে রিউকিচি। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে রিউকিচির। সে শব্দে চোখ তুলে সুমিকো ওর দিকে তাকায়। গালের উপর একটা মশা, হাত দিয়ে সেটা মারে। আবার পড়ে দীর্ঘশ্বাস। পিছনে কাদের আলাপ, গুঞ্জন আর চাপা হাসির শব্দ। উপর থেকে টুপ ক'রে পড়ে একটি ক্ষুদ্র শাখা।

রিউকিচি বলে: 'একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম সেদিন রাত্রে...কতগুলো আমেরিকান তাড়া করছে একটি মেয়েকে। তাকে ধ'রে ফেলল...তারপর একটা গাড়ীর মধ্যে উঠিয়ে নিল মেয়েটিকে...কাছে এসে দেখি মেয়েটি সুমি-চান! ওদের হাত থেকে উদ্ধার করতেই হবে আমাকে কিন্তু দেখি আমার দুহাত বাঁধা। সশব্দে ছুটে চলল গাড়ীটা তারপর হঠাৎ এরোপ্লেনের মতো মাটি থেকে উপরের দিকে উঠতে লাগল—। তখন খুব জোরে চিৎকার ক'রে উঠতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল...দেখি, সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে। পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী থেকে। পাহাড়ের নিচ দিয়ে চলেছি, তখনও ভোর হতে

অনেক দেরী। তোমাদের বাড়ী পর্যন্ত সারারাস্তা দৌড়ে এলাম। তারপর জানলার ওই ফুটো দিয়ে ভিতরে দেখার চেষ্টা করলাম...প্রথমে তো কিছু দেখতে পাই না—। একটু পরে দেখি তুমি দিব্যি ঘুমিয়ে রয়েছ মশারীর মধ্যে...তোমার ছোট্ট একখানা পা মশারীর বাইরে এসে পড়েছে...। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।'

সুমিকো কাঁধের কাছে চুলকোতে চুলকোতে ব'লে ওঠে: 'ফুটোটা এবার বন্ধ ক'রে রাখতে হবে দেখছি!'

রিউকিচি ধীরে ধীরে নিজের হাতের মধ্যে ওর হাতখানি টেনে নেয়। হাত সরিয়ে নিয়ে সুমিকো বলে: 'আমি কিন্তু অন্য স্বপ্ন দেখি...একটা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে আছি... চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আমেরিকানরা। ঘড়ির মত বড় একটা যন্ত্রের সঙ্গে আমাকে বেঁধে রেখেছে, আমার সেই 'বিকীরণ-জ্বর' হয়েছে, সমানে প্রলাপ ব'কে যাচ্ছি। কেন জানি কেবল মনে হয়, বোধ হয় সত্যি সত্যি একদিন আমার ভাগ্যে তাই ঘটবে।'

'ওসব কিছু হবে না। তুমি মরতে পার না। এ সব কথা কক্ষণো মনে এনো না।... নিজের কথা যখন ভাবি, ইচ্ছে করে, পাথরে মাথা কুটে মরেই যাই—কোন কূলকিনারাই পাই না—। পাহাড়ের ওপরে একা একা এই দুঃসহ নিঃসঙ্গতা, তবু পারি না মুখ ফুটে কাউকে বলতে···সুমিকো, আমরা কি পারি না পরস্পরের সাথী হতে!'

কিছুক্ষণ দুজনের মুখেই কোন কথা নেই। এই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে সুমিকো জিজ্ঞেস করে: 'ইয়েচানের কোন খোঁজ খবর জেনেছ?'

'হ্যাঁ—ওতো সেই কারখানায় আর নেই।'

'পালিয়ে এসেছে!'

'হ্যাঁ। তবে ব্যাপারটা ঘটেছিল এইভাবে। ওখানে দিনে পনের ঘণ্টাখাটুনি। কাজ করতে করতে পাছে ঘুমিয়ে পড়ে এইজন্য প্রত্যেক শ্রমিককে 'হিরোপন' ইন্‌জেকশন্ দিয়ে দিত। এক কথায় ওরা ছিল কেনা গোলামের মতো। সবচেয়ে বদমায়েস ছিল এক ব্যাটা সার্জেণ্ট, ব্যাটা ফিরিঙ্গী, নিসী, নাম জ্যাক তাকানা। ওর অত্যাচারে সব মেয়েরা মরিয়া হয়ে উঠে একদিন রাত্তিরে বাইরের উঠোনে ব'সে থাকল ওর অপেক্ষায়। যেই ও এসেছে ওর উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে এমন মার মারল যে ওকে নিয়ে যেতে হল হাসপাতালে। তারপর ওখানকার আমেরিকান প্রহরীরা মেয়েদের যাকে যেখানে পেল তার উপর অকথ্য অত্যাচার করল। এর কিছুদিন পরেই ইয়েচান আর ক-জন মেয়ে মিলে কারখানার 'কনভেয়ার বেল্ট' ভেঙ্গে পায়খানার জানলা দিয়ে পালিয়ে আসে। ওদের এসবের নেতা ছিল নাকি ইয়েচান, তাকে ওরা খুব খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'কোথায় আছে এখন সে?'

'মাটির নিচে,—তার মানে, আত্মগোপন ক'রে আছে।'

'দাদুর আর আকাগির মতো?'

রিউকিচি মাথা নাড়ে। গাছের পিছন থেকে তখন শোনা যাচ্ছে আলাপের সেই মৃদু

গুঞ্জন আর হাসির অস্ফুট ধ্বনি। একজোড়া তরুণ-তরুণী ওদের সামনে দিয়ে ঝোপের পিছনে গিয়ে বসল। সুমিকোর আঙুলগুলো হাতে নিয়ে রিউকিচি নীরবে নাড়াচাড়া করে।

অপর হাতটি দিয়ে মশা তাড়াতে তাড়াতে সুমিকো বলে: 'কে একজন আমার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়েছে। সে নাকি অনেকদিন থেকেই আমার কথা ভাবছে, আজ মন্দিরে দেখা করতে বলেছে। আর বছর উরাবনের রাত্রে ইয়েচান এইরকম কুড়িখানা চিঠি পেয়েছিল, অবিশ্যি এটা ওর কথা। আমিও বোধ হয় ওরকম আরও কয়েকটা চিঠি পাব।'

'উহুঁ,—তোমাকে আর কে চিঠি দেবে—!' ওর আঙুলে মৃদু চাপ দিয়ে উত্তর দেয় রিউকিচি, কণ্ঠে লঘু পরিহাসের সুর।

রাগ ক'রে সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা বের ক'রে সুমিকো ওর হাতে দিল। অন্ধকারের মধ্যে একটু দেখে নিয়ে রিউকিচি হেসে ওঠে। 'কালি দিয়ে লিখেছে দেখছি, নাম নেই। অর্থাৎ আগে থেকেই লিখে এনেছিল। এরকম দু-ডজন চিঠি এনে গুঁজে দিয়েছে বিভিন্ন মেয়ের হাতে। এখন গিয়ে সেই জায়গায় লুকিয়ে ব'সে ব'সে দেখছে, কোন মেয়েটি আসে!'

সুমিকো চিঠিটা কেড়ে নিয়ে দলা পাকিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে ওর কণ্ঠলগ্ন হয়ে বসে রিউকিচি। দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে নেয় সুমিকো। দূরে মাঠে দ্রুততালে বেজে ওঠে ঢোল আর ভেসে আসে সেই শব্দে নর্তক-নর্তকীদের উল্লাসধ্বনি—'আরা-য়েসা-সা! সানো-ইয়োই-ইয়োই!' রিউকিচির বাহুবন্ধন আরও দৃঢ় হয়। সুমিকো আড়ষ্ট হয়ে একপাশে ঝুঁকে পড়েছে। পাদুটো তার অবশ হয়ে আসে, হাতে মুখে মশা কামড়ায়, কোনদিকে আর তার খেয়াল নেই।

'ভিখিরির ভাগ্যে আজ রাজমুকুট! চিরকাল যদি শুধু এমনি ক'রে ব'সে থাকতে পারতাম—!' রিউকিচির কণ্ঠে উপচে পড়ছে পরিতৃপ্তি। ওর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে অস্ফুট স্বরে সুমিকো শুধু বলে: 'কি মশা, আরামে আর বসার উপায় আছে কি—'

ঢোলের বাজনা থেমে গেছে। স্কুল-প্রাঙ্গণ থেকে ভেসে আসে শুধু সঙ্গীত আর করতালির শব্দ। বাহুবন্ধন শিথিল ক'রে দেয় রিউকিচি। তার অন্তর মথিত ক'রে ওঠে দীর্ঘশ্বাস।

'চল এখন যাই। এখন বোধ হয় সভার কাজ শুরু হবে। সকলে নিশ্চয়ই এসে গেছে।'

দুজনে উঠে দাঁড়ায়, তখনও পরস্পরের আঙুলে আঙুল জড়ানো, অঞ্জলিবদ্ধ। এগিয়ে চলল তারা স্কুলের দিকে।



স্কুল ঘরের সামনে মশাল হাতে সারিবদ্ধভাবে একদল যুবক দাঁড়িয়ে। নৃত্য উৎসব

শেষ হয়ে গেছে, সমস্ত জনতা এখন স্কুলের দিকেই যাচ্ছে। স্কুলের উঠোনের এককোণে দোলনার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় রিউকিচি আর সুমিকো।

পিছনের দরজা থেকে কে একজন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেঃ 'এখন সভার কাজ আরম্ভ হবে।' মুহূর্তের মধ্যে মশালগুলো অন্তর্হিত হয়ে গেল, চারদিকে অন্ধকার।

শুরু হয়ে যায় সুমোতোর বক্তৃতা: 'সর্বশেষ সংবাদ দিয়েই আমি আরম্ভ করছি। টোকিওর জবাব পাওয়া গেছে। গভর্ণমেণ্ট জানিয়েছে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যে কোন মুহূর্তে আমেরিকানরা তাদের ঘাঁটির পরিধি বাড়াতে পারবে। একটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে শুধু ঘিরে ফেলা, তার পরেই শুরু হবে ওদের ঘরবাড়ী তৈরী। ওয়াশিংটন আর টোকিওতে এখন রচিত হচ্ছে নতুন সন্ধিপত্র; পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তিকে ভিত্তি ক'রেই এটি রচিত হচ্ছে আর এর দ্বারা আমাদের দেশ পরিণত হবে একটি আমেরিকান উপনিবেশে—।' ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল পুলিশের গাড়ীর গগন-বিদারী সাইরেন। বেড়ার কাছে দুটো গাড়ী থেকে স্টিলহেলমেট্ পরা পুলিশের দল লাফিয়ে প'ড়ে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলল।

বক্তৃতা তখনও চলেছে: 'নীরব দর্শকের ভূমিকা আমাদের নয়, আমরা নিষ্ক্রিয় থাকব না—। জাতীয় মুক্তির জন্য, সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের পতাকার তলে...' পুলিশের গাড়ী থেকে কে একজন চিৎকার ক'রে ওঠে: 'বিনা অনুমতিতে সভা করা চলবে না, অবিলম্বে স্থান ত্যাগ কর।'

পিছনের দরজা দিয়ে পুলিশের দল ছুটে আসে। ঠিক সেই মুহূর্তেই স্কুলের ছাদ থেকে অজস্র ইস্তেহার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রনেতা ইকেতানি দোলনার পাশে একটা বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে চোঙে মুখ দিয়ে জনতাকে সম্বোধন ক'রে বলতে থাকে: 'সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে আমরা জানাতে চাই আমেরিকার বিরুদ্ধে আমাদের দেশপ্রেমিকদের সংগ্রামের কাহিনী। আমরা যুদ্ধ চাই না,—আমরা সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের বিরুদ্ধে! পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি নিপাত যাক্! শান্তি চাই—হিরোশিমার পুনরাবৃত্তি চলবে না!'

চতুর্দিকের বেড়া ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। সুমিকোর হাত ধ'রে কে যেন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। স্কুলের পিছনে তৃণময় ভূখণ্ডের কাছে ভাঙা বেড়ার ভেতর দিয়ে কে তাকে বের ক'রে নিল। 'বাঁদরে বনের' দিক থেকে শত শত পুলিশ দৌড়ে আসছে। চারিদিকে গুলি ছোঁড়ার শব্দ। সুমিকোর চোখে যেন লংকার গুঁড়ো উড়ে পড়ছে, ভীষণ জ্বলুনীতে চোখ অন্ধপ্রায়। সে কেঁদে ফেলে আরও জোরে দৌড়তে থাকে। সবে চোখ রগড়ান বন্ধ করেছে এমন সময় তার পিঠে সজোরে কিসের আঘাত পড়ল। হাত বাড়িয়ে কার যেন হাত সে ধরে, তবুও দাঁড়াতে পারে না। ওকে তুলে নিয়ে কে একজন আড়কোলা ক'রে নিয়ে যায়। চোখ খোলার ক্ষমতা নেই তার, জল প'ড়ে প'ড়ে অন্ধ হয়ে গেছে। কাল কাল দাগ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। কিছুক্ষণ পরে কানে আসে রিউকিচির কণ্ঠস্বর:

'এখন কি হাঁটতে পারবে?'

ওকে দাঁড় করিয়ে দিলে সে রিউকিচির হাতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে থাকে। তার একটা আস্তিন ছিঁড়ে গেছে, ওড়নাটা পিছনে লুটোচ্ছে। ওটা খুলে নিয়ে মুছতে গিয়ে দেখে রক্তের দাগ—নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। এখন সুমিকো বুঝতে পারে যে তারা বনের ভিতর দিয়ে চলেছে গাছপালা ঝোপঝাড় ভেদ ক'রে। রিউকিচি খোঁড়াচ্ছে। হেইঙ্কি আর ইয়াসাকুও ওদের সঙ্গে চলেছে—।

 ৪ 

'বাঁদরে বনে'র পাশ দিয়ে যে সরু পথটা গেছে সেই পথ ধ'রে একজন একজন ক'রে তারা চলেছে। সামনে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের ধারে 'ইউগে-গৃহ'। সুমিকো শুনতে পায় নারীকণ্ঠে কে যেন বলছে: 'যা হোক, মাস্টারমশাই তো বেঁচে গেছেন, ওঁর জন্য খুব ভাবনা হচ্ছিল।'

মুখ ফিরিয়ে দেখে সেই চশমাপরা মেয়েটি মারিকো তার পিছন পিছন আসছে।

'হাত দিয়ে চোখ রগড়িও না। এই নাও—' ব'লে মারিকো ওকে একটা সাদা ছোট্ট রুমাল দিল।

ইয়াসাকু বলে: 'সবারই নজর পড়েছিল সুজিনোর দিকে, তা নইলে মাস্টারমশাই বোধ হয় ধরা প'ড়ে যেতেন।' কোমাও ছিল ওর পিছনে। তার দিকে তাকিয়ে বলে: 'আর কোমাও, তুমিও কম যাওনি। এখন আমাদের সত্যিকারের সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। আজকের রাত্রির কথা ভুলব না।'

হেইঙ্কি আসছে, তারও হাত চোখে। বেশ বোঝা যায় কাঁদুনে গ্যাস সকলকেই বেশ কাবু ক'রে ফেলেছে।

মেঘ স'রে গিয়ে আকাশে চাঁদ উঠেছে। পাহাড় থেকে সাঁকোর দিকে নামা-পথে যখন ওরা বাঁশবনের পাশে এসেছে তখন বাঁশঝাড়ের ভিতর থেকে একটি মনুষ্যমূর্তি বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী বেজে উঠল আর একজন পুলিশ এসে দাঁড়াল পথ আগলে। সামনে একজন লাঠি উঁচু ক'রে পথ আগলে বলল: 'থাম!'

হেইঙ্কি আর ইয়াসাকুর কাছে এগিয়ে গিয়ে পুলিশ তল্লাসী শুরু করে। রিউকিচি আছে সুমিকো আর মারিকোকে পিছনে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে। একজন পুলিশ লাঠি দিয়ে খোঁচা মারে কোমাও-এর বুকে, তাকে দুহাত উপরে তুলতে হুকুম করে। তখনই গাছের আড়াল থেকে সামনে এসে দাঁড়ায় দুজন আমেরিকান সামরিক পুলিশ এবং একজন সামরিক টুপিপরা আমেরিকান।

একজন পুলিশ ইয়াসাকুর সার্টের নিচ থেকে টেনে বের করে একখণ্ড কাগজ:

ভাঁজ খুললে দেখা যায় সেটা পোস্টার। সামরিক টুপি মাথায় আমেরিকানটি টর্চের আলোতে সেটা ভাল ক'রে দেখতে থাকে। অপর পুলিশটি ইয়াসাকুর পকেট থেকে বের করে এক গোছা ইস্তেহার। ইয়াসাকু যেই একটু ন'ড়ে উঠেছে, পুলিশটা অমনি তার জামার কলার ধ'রে মারার জন্য লাঠি তোলে। কিন্তু সেই টুপিপরা আমেরিকানটি তাকে অঙ্গুলি নির্দেশে থামিয়ে দেয়।

অফিসারটি পুলিশদের একপাশে ডেকে নিয়ে ওদের কানে কানে কী বলে আর তাদের কাছ থেকে পোস্টার ও ইস্তেহারগুলো নিয়ে নেয়। তারপর পুলিশের দল ও তাদের পিছন পিছন সামরিক পুলিশ দুটিও ঢুকে পড়ে জঙ্গলের মধ্যে।

টুপিপরা আমেরিকানটি তখন ইয়াসাকুর কাছে গিয়ে পোস্টার ও ইস্তেহারের গোছাটা ওকে ফিরিয়ে দেয়। তার সিগারেট লাইটারটা জ্বালাতেই আলোকিত হয়ে ওঠে ওর মুখমণ্ডল। রিউকিচি সুমিকোকে একটু ঠেলা দিয়ে ফিসফিস ক'রে বলেঃ 'সেই বুগী উগী লোকটা যে!'

সুমিকো চিনতে পারে। শহরে যাওয়ার দিন পথে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই ছোট ছোট হাতওয়ালা 'নিসী'টা। সে তখন সিগারেট ধরিয়েছে আর গলা নিচু ক'রে বলছেঃ 'আপনাদের ফিরে যাওয়া ভাল। সামনে কিন্তু আরেক দল পুলিশ পাহারা আছে। তারাও প্রত্যেককে তল্লাসী করবে। আপনাদের তারা আটকে দেবে!'

কোমাও নমস্কার ক'রে ধন্যবাদ জানায় নিসীকে। তারপর বলেঃ 'আপনি আমাদের অনেক করেছেন কিন্তু আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না, আমরা কমিউনিস্ট নই।'

ইয়াসাকুও নমস্কার জানায়। নিসীও প্রতিনমস্কার জানায়। 'কোন্ দিকে আপনারা যাচ্ছেন? নতুন পাড়ার দিকে?'

ইয়াসাকু ঘাড় কাত ক'রে বলেঃ 'হ্যাঁ, আমরা নাচ দেখতে গিয়েছিলাম।'

'তবে কিছুদূর আপনাদের সঙ্গে আমি যেতে পারি। পথে জাপানী পুলিসের সঙ্গে দেখা হলে বলব—আপনারা আমার চেনা লোক—তাহলে আর কিছু বলবে না তারা।' ব'লে একবার ইয়াসাকুর দিকে, একবার মারিকোর দিকে চেয়ে হেসে ওঠে।

সবাই এগোতে থাকে। নিসী চলেছে ইয়াসাকুর সঙ্গে। সুমিকোর কানে আসে নিসীর প্রশ্নের জবাবে ইয়াসাকু বলছেঃ 'না, এগুলো আমি আঁকিনি, আমি আঁকতেই জানি না। এই মাঝে মাঝে দু-এক ছত্র কবিতা লেখার চেষ্টা করি মাত্র—।'

নিসী বলেঃ 'ক্যাৎসু গেঙ্গোর পোস্টারগুলো আমার বেশ লাগে।'

স্কুল পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই নিসী বেঁকে সোজা বড় রাস্তার দিকে চ'লে গেল।

ওরা এসে পড়ল মোড়ের মাথায়। নিসী রাস্তার এদিক ওদিক দেখে নিয়ে টুপীর উপর দুটো আঙুল ঠেকিয়ে নমস্কার জানিয়ে বলেঃ

'এখান থেকে আর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। নিচ দিয়ে উপত্যকাভূমির পথ ধ'রে

সোজা গিয়ে উঠবেন তু'তক্কেতের পাশে। নতুন পাড়াতে কোন পুলিশ পাহারা বোধ হয় নেই।'

ধন্যবাদ জানিয়ে ইয়াসাকু নমস্কার করে। অন্যরাও ধন্যবাদ জানায়।

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে নিসী ব'লে ওঠে: 'ধন্যবাদের আর কী আছে! আমি একজন নিসী—নেকড়ের পোষাক পরলেও আমার শিরায় শিরায় জাপানী রক্ত প্রবাহিত। পোস্টার আর ইস্তেহারগুলো দেখামাত্রই আমি বুঝতে পারি আপনারা দেশপ্রেমিক...আপনাদের কোন কাজে আসতে পেরেছি এই আমার সৌভাগ্য।' তারপর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলে: 'আপনাদের বিশ্বাস করতে পারি নিশ্চয়ই, আপনারা আমাকে ফাঁসিয়ে দেবেন না। আমি চাকরি করি...সামরিক ঘাঁটিতে দোভাষীর কাজ। নিগ্রো কি অন্যান্য অশ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে এরা যেমন ব্যবহার করে, আমাদের নিসীদের সঙ্গেও সেই রকমই করে।'

'আমরা টিকটিকি নই—' রূঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় হেইস্কি।

'নতুন পাড়ায় যে বদমায়েস্‌গুলো মেয়েটাকে চুরি করেছিল—তাদের নাম আপনাদের বলতে পারি।' এই ব'লে পকেট থেকে একটা নোটবুক বের ক'রে পাতা উল্টোয়। 'আপনারা লিখে নিতে চান?'

মারিকো এগিয়ে এসে পকেট থেকে একটা ছোট খাতা আর ফাউন্টেন পেন বের করে।

'রবার্ট পিণ্ডবেক—১২ নং স্কোয়াড্রনের লেফটেনাণ্ট, ড্যামনকেইস্‌—৩৮নং গোলন্দাজ বাহিনীর সার্জেণ্ট। পিণ্ডবেক ওই ঘটনার পরেই কোরিয়ায় চ'লে গেছে। কিন্তু কেইস্‌কে ওকিনাওয়ায় বদলি করা হয়েছে।'

করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে মারিকো ধন্যবাদ জানায়।

এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে গলা নিচু ক'রে সে আবার বলে: 'আরও একটা ব্যাপার আছে। এটা সামরিক গুপ্ততথ্য। এই সামরিক ঘাঁটিতে খুব শিগগির একটা মহড়া হবে। এরোপ্লেন থেকে অনেক সৈন্য নামবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকের মনে ভীতি উদ্রেক করা আর আপনাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে আসল মালিক কারা। এই জন্যই এরা এই মহড়ার নামকরণ করেছে, "অপারেশন রিমাইণ্ডার"।'

'আপনার এই খবর সঠিক তো?' মারিকো জিজ্ঞেস করে।

'সঠিক কিন্তু আপনাদের আবার বলছি...দোহাই আপনাদের, আমাকে কিন্তু ডুবিয়ে দেবেন না।' ব'লে নিসী বুকে হাত দিয়ে মাথা সামান্য নিচু ক'রে বিদায় জানিয়ে বেশ দ্রুতপদে হেঁটে চ'লে গেল।

অন্ধকারে তাকে আর দেখা যায় না। কোমাও জিভ দিয়ে একটা শব্দ ক'রে ব'লে ওঠে: 'যাই বল, ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে—ও কি সব সত্যি বলল?'

ঠিক এক্ষুণিই বলা খুব কঠিন। কিছুদিন পরে বোঝা যাবে।' রিউকিচি বলে।

ইয়াসাকু বলে: 'আমার মনে হয় লোকটা বিশ্বাসী। নেকড়ের আবরণীর অন্তরালে

একটি মানব হৃদয় লুকোন আছে।'

মারিকো বলে: 'এইমাত্র আমাদের একটা উপকার তো করল। তাছাড়া নামগুলোও ব'লে দিল।' তারা সেই নিচু জায়গাটা পার হয়ে এখন পাহাড়ের উপরে উঠছে। ইয়াসাকু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে বলে: 'বুখারেষ্টে যুব-উৎসব শুরু হতে আর মাত্র দু সপ্তাহ বাকী। কোনরকমে ওখানে যদি একবার যাওয়া যেত...'

'সুমিকো তো বেশ নাচে। সুমিকো, তুমি যেতে চাও নাকি যুব-উৎসবে?' জিজ্ঞেস করে মারিকো।

'হ্যাঁ—চাই বইকি!'

'সত্যি তোমার মত মেয়েদেরই তো যাওয়া উচিত!' মারিকো বলে।

সুমিকোকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ওরা সকলে বিদায় নেয়।

রিউকিচি সাবধান ক'রে দিয়ে বলে: 'খবরদার চোখ যেন আবার রগড়িয়ো না।'

'চোখে একটু সেঁক দিও। রুমালটা রেখেই দাও। একদিন আসব তোমাদের বাড়ী বেড়াতে।' ব'লে মারিকো আন্তরিকভাবে সুমিকোর সঙ্গে করমর্দন করে।



কোরিয়ার যুদ্ধ বিরতির সংবাদে সেদিন রাত্রে আমেরিকানদের কী উল্লাসের ঘটা! সামরিক ঘাঁটির দিক থেকে আসছে এলোপাথাড়ি গুলি ছোঁড়ার শব্দ; রঙিন আলোর শিখায় ঝক্‌মক্ ক'রে উঠছে আকাশ;—গোলপাথরের ঘরগুলোর সামনে পুরোদমে গাঁ গাঁ করছে একটা লাউড্‌স্পীকার। গ্রামের ভিতর দিয়ে চলেছে গাড়ী গাড়ী মার্কিন সৈন্য—তাদের উন্মত্ত কুৎসিৎ সঙ্গীত আর হল্লার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মোটরের অবিরাম ভোঁ ভোঁ আওয়াজ। সহরে আমেরিকানরা বেস-বল মাঠের সংলগ্ন সমস্ত খাবারের দোকান আর মদের দোকান ভেঙ্গে তচ্‌নচ্ ক'রে ফেলেছে। একটা সিনেমা ঘরের সামনে মার্কিন আর কানাডার নাবিকদের একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। কত শত জাপানী পথচারী যে আহত হল তার ঠিক ঠিকানা নেই।

দু-সপ্তাহ পরে ওই নিসী কথিত অদ্ভুত নামের মহড়া সত্যি সত্যিই শুরু হল।

খুব ভোরে টার্টল্ হিলের দিক থেকে উড়ে এল অনেকগুলো বড় বড় এরোপ্লেন। ঠিক মাথার উপর এসে বিমান-গহ্বরের দুপাশ থেকে ছিটকে পড়তে লাগল প্যারাসুট-বাহী সৈনারা। তারা নামল সমাধিক্ষেত্রের পিছনে পাহাড়ের উপর, আর জেলেপাড়ার পথের ধারে মাঠের মাঝে। সৈন্য ছাড়াও প্যারাসুট দিয়ে নামানো হল—মেশিন গান, অনেকগুলো বাঁকা

আর ঘণ্টার মত মুখওয়ালা অদ্ভুত ধরণের ছোট বড় অনেকগুলো নল। কতকগুলো নল পড়ল পাশের আলু আর জোয়ার ক্ষেতের উপরে। সৈন্যদের পরণে সবুজ পোষাকের উপর সাদা, ধূসর কিম্বা হলুদ রঙের স্কার্ফ। সৈন্যরা প্যারাস্যুট গুটিয়ে নিয়েই মেসিনগান ঠিক ক'রে বসিয়ে নিল।

তারপর উড়ে এল চিলের মতো বিশাল তিন-অঙ্গ-বিশিষ্ট সব বিমান। তাদের মধ্যভাগ থেকে পড়তে লাগল প্যারাসুট বাহিনীর দল পরস্পর-পরস্পরের সঙ্গে দীর্ঘ রজ্জুবদ্ধ অবস্থায়। বড় বড় প্যারাসুট দিয়ে নামান হল সব দ্বি-চক্র যান আর তার সঙ্গে লাগানো বহু মুখ-ওয়ালা কামান।

প্যারাসুট-বাহিনীর যারা সমবেত হয়েছিল ওতাসুব ঘরের সামনে, তারা মার্চ ক'রে বাগানের বেড়ার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আবার এল চিলের মত বিমানের দল। জেলে পাড়ায় যাওয়ার পথের ধারে ধারে নামিয়ে দিয়ে গেল সৈন্য-বাহিনী।

কিছুক্ষণ পরেই রাস্তার নিচ থেকে, সমাধিক্ষেত্রের পেছন দিক থেকে শোনা যায় বন্দুক ও রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ আর মেসিনগানের খট্খট্ আওয়াজ—প্যারাসুট বাহিনী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে ঘাঁটিস্থিত স্থলবাহিনীর সঙ্গে।

'অপারেশান রিমাইণ্ডারের' মহড়া দুপুরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় জাপানী-পুলিশ আর নিরাপত্তা বাহিনীর মহড়া। নিরাপত্তা বাহিনীর সকলেই পুরোপুরি সামরিক সজ্জায় সজ্জিত—মাথায় ষ্টিলের টুপি আর তাদের পিছনে ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া গাড়ী। প্রথমে তারা গিয়ে 'বাঁদরে বনে'র ধার ঘেঁষে সারি দিয়ে দাঁড়াল—তারপর তিনভাগে তিনদিক দিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে শুরু করল মেসিন-গান আর টমি-গানের গুলি। ট্যাঙ্ক আর সাঁজোয়া গাড়ী গর্জন করতে করতে পুরোনো পাড়ার পাশ দিয়ে টার্টল্ হিলের দিকে ছুটল। 'ইউগেহ্' পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে শুরু হল নিরাপত্তাবাহিনীর কুচকাওয়াজ —, জীপের উপর দাঁড়িয়ে আমেরিকান উপদেষ্টারা নির্দেশ দিচ্ছে, ফিরিঙ্গি নিসী দোভাষীরা সেগুলি অনুবাদ ক'রে দিচ্ছে জাপানী ভাষায়।

মহড়া শেষ ক'রে তারা পুরোনো আর নতুন পাড়ার ভিতর দিয়ে সামরিক ভঙ্গীতে শুরু করে মার্চ। আর ছোট ছোট দুষ্টু ছেলেরা গাছের উপর, বেড়ার পিছন থেকে লুকিয়ে ওদের উপর বিদ্রূপ বর্ষণ করতে থাকে—

'জুতো ব্রুশ!'
'হাবা—হাবা—পান পান!'



আমেরিকানরা চ'লে যাওয়ার পর গ্রামবাসীরা সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে সমাধিগুলো আবার

সুবিন্যস্ত ক'রে দেয়। পাহাড়ের ধারে যেখানে প্যারাসুট বাহিনী গর্ত খুঁড়ে বিস্ফোরক প্রোথিত করেছিল—সেখানকার সমাধিগুলোর ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশী।

ওখান থেকে ফিরে এসে সুমিকো যায় ইনেকোদের বাড়ী।

ইনেকোর মা জিজ্ঞেস করে ঃ 'শুনলাম তোমার মামা নাকি পাহাড়ে কাজ করতে যাচ্ছে ?'

'হ্যাঁ,—জমিদারের নায়েবের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ঐ নায়েবটি বাগড়া দিয়েছে।'

'শুনলাম নায়েবের ইচ্ছে যে তুমি জমিদারের ওখানে কাজ কর, কিন্তু তোমার মামা নাকি তাতে রাজী নয়।'

'না, ওরা চেয়েছিল, আমি হোটেলে কাজ করতে যাই। তার চেয়ে কারখানায় কাজ করা ঢের ভাল।'

'ইনেকোও চায় সহরে গিয়ে কিছু করতে। গ্রামে মাসীর সঙ্গে থাকতে মোটেই তার ভাল লাগছে না। শুনছি 'ইউগেহু' বালতি কারখানার জন্যে মেয়েদের নেবে। কিন্তু তাহলে তো আবার ওদের হোস্টেলে থাকতে হবে।'

'ওই ব্যাজারটাই কি এই মেয়ে সংগ্রহ করছে ?'

'না। সংগ্রহ করেছে মোড়লের বৌ। তা, ও তো একই কথা। সহরে একা একা থাকবে এটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। ইয়েকোর কথা শুনেছ ? কারখানার কতকগুলি মেয়েকে ক্ষেপিয়ে কী সব যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে পালিয়ে গেছে। ও নাকি এখন একজন পাকা কমিউনিস্ট। এই জন্যেই তো ভয় হয় ইনেকোকে পাঠাতে। আর জিনাজাকুর মেয়ের কী হয়েছে জান ? হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বাড়ী ফিরতে চাইল না। সহরেই থেকে গেছে। খারাপ হয়ে গেছে...শুনছি নাকি 'প্যান-প্যান' মেয়েদের দলে যোগ দিয়েছে। বেচারার জন্য দুঃখ হয়—ও ভেবেছে ওর জীবনটা যে ভাবেই হোক নষ্টই তো হয়ে গেছে...খুব ভাল মেয়ে ছিল কিন্তু—।'

ইনেকোর মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জামার খুঁট দিয়ে চোখ মুছে ফেলে।

একটু দূরে একটা মোটর গাড়ী এসে রাস্তার উপর থামল। ইনেকোর মা বেড়ার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে বলে ; 'আবার দেখি ওরা এসেছে, মহড়া ব'লে তো মনে হচ্ছে না।'

কিউহেই-এর বাড়ীর সামনে গাড়ী দুখানা দাঁড়ালো। একটু পরে কয়েকজন আমেরিকান বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। তাদের একজনের গায়ে সাদা আলখাল্লা আর হাতে একটা ব্যাগ। আমেরিকান ইউনিফর্ম পরা হোতকা একজন জাপানীও রয়েছে তাদের সঙ্গে।

'ওরা দোরের মাথায় একটুকরো কাগজ লাগিয়ে দিল...ওরা আমাদের পরীক্ষা করতে এসেছে...ওমা, ওরা যে এদিকেই আসছে—' ব'লে ইনেকোর মা সুমিকোকে বলে ঃ 'তুমি বাছা যাও এখান থেকে, বাড়ী যাও শিগ্‌গির !'

সুমিকো দৌড়ে গিয়ে ওর মামাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। বাইরে তখন শুরু হয়েছে গোলমাল। কে যেন গেট্ খুলে ফেলল।

মামার ঘুম তখনও ভাল ক'রে ভাঙেনি। সুমিকো ঠেলা দিয়ে বলে: 'আমেরিকানরা আসছে, ওরা আমাদের পরীক্ষা করতে আসছে!'

দোর গোড়ায় কাল চশমা পরা একজন আমেরিকানকে দেখে আতঙ্কে মামা এক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার ক'রে বলে: 'এখানে আসা চলবে না, অসুস্থ মেয়ে রয়েছে ঘরে।'

ভয়ে সর্বশরীর কাঁপছে। কোন রকমে ছোট ড্রয়ারটা খুলে তার ভেতর থেকে পিতলের তাগাটা বের ক'রে এনে ওই প্রবেশকারীর হাতে দেয়। সে ওটা পরীক্ষা ক'রে দেখে। সাদা কোট গায়ে আর একজন লাল গোঁফওয়ালা আমেরিকানকে দেয় দেখতে। একটা ক্যামেরা বের ক'রে সে সুমিকোকে বাইরে আসার জন্য ইশারা করে। পথে তখন লোক জ'মে গেছে। তাদের চিৎকার শোনা যায়।

নিসী বলে: 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তোমাকে তো আমরা পরীক্ষা করছি না।'

কালো চশমাপরা আমেরিকানটি পেছন থেকে সুমিকোর হাত দুটো চেপে ধরেছে। সুমিকো 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' ব'লে কেঁদে উঠতেই বেড়ার পিছনে জনতা চঞ্চল হয়ে ওঠে। ক্রুদ্ধস্বরে একজন চিৎকার ক'রে ওঠে: 'শয়তান নরঘাতকের দল।'

নিসী সুমিকোর কাছে গিয়ে কানে কানে বলে: 'চেঁচিয়ো না, আমরা তো তোমাকে মারধর করছি না।' সে তাকে বাইরে নিয়ে যায়। বাইরের জনতা গেটে পাহারারত পুলিশকে সরিয়ে দিয়ে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে। নিসী সুমিকোর মামাকে বলে: 'ওই সব লোককে উত্তেজিত হতে নিষেধ কর। ওদের শান্ত হতে বল। আমরা তো কাউকে মারধোর করছি না...'

মামা বেড়ার দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু উত্তেজনা প্রশমিত করে সাধ্য কার।

কাল চশমা-পরা লোকটি সামনে এবং পিছনে—দুদিক থেকেই সুমিকোর ফটো নেয়। আর সেই লাল গোঁফওয়ালা লোকটা ওর কিমোনোর কলার খুলে ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করে। মামা নিসীর কাছে গিয়ে খুব ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে: 'ওর ছবি নেওয়া হচ্ছে কেন? ও তো কোন দোষ করেনি ..ও তো কমিউনিষ্ট নয়।'

নিসী মামাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। তাকে বোঝায় যে আমেরিকান ডাক্তাররা মেয়েটিকে ভাল ক'রে দেবে। ও তো খুব অসুস্থ। বিমানঘাঁটির চিকিৎসা বিভাগে ও গেলে ওকে ওষুধ দেওয়া হবে। তবে প্রথম ওর দরকার রক্ত পরীক্ষা করা।

'আমার রক্ত পরীক্ষার কোন দরকার নেই।' ব'লে সুমিকো যেই চিৎকার ক'রে কাঁদতে যাবে, ওর মামা ওকে ধমকে থামিয়ে দেয়।

নিসী বলে: 'তোমার চিকিৎসার জন্য ওরা এক পয়সাও নেবে না। শুধু এক ফোঁটা রক্ত নেবে পরীক্ষার জন্য। ভয়ের কী আছে?'

মোটা আমেরিকানটি ওর আঙুলটা ধ'রে খুব দ্রুত একটু কেটে দিয়ে কাটা জায়গার ওপর চেপে ধরে এক টুকরো কাঁচ। বাইরে অপেক্ষমাণ জনতা আবার প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

সুমিকোদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে আমেরিকান দলটি পাশের গেটে ঢুকবে...পুলিশ মহিলা-জনতাকে সরিয়ে পথ ক'রে দেয়। অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত রাস্তা কেঁপে ওঠে ইনেকোর মার ক্রন্দন ধ্বনিতে: 'আমার কোন অসুখ নেই, পারবে না তোমরা ভেতরে আসতে।'

রাস্তা থেকেও ওঠে মহিলাদের প্রবল প্রতিবাদ: 'এখানে কী জন্য এসেছ, দূর হয়ে যাও!'

'আমাদের ডাক্তারী পরীক্ষার কোন প্রয়োজন নেই, আমরা বেশ্যা নই, দূর হও এখান থেকে!'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা গাড়ী এসে থামল বাড়ীর ধারে, দুজন সৈনিক নেমে এল গাড়ী থেকে। তারপর সৈনিক আর সামরিক পুলিশের দল মিলে শুরু করল মহিলাদের উপর আক্রমণ। মহিলারা পিছু না হ'টে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে আর পাল্টা আক্রমণ চালায়।

কিউহেইর স্ত্রী আলুলায়িত কেশে সুমিকোদের প্রাঙ্গনে দৌড়ে ঢুকে প'ড়ে একটা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে গাছে ঝুলোনো খালি কেরোসিনের টিনটা বাজাতে শুরু করে। ওকে পেছন থেকে মারার জন্য একটা লালমুখো আমেরিকান বেড়ার দিকে মাথা বাড়িয়ে যেই লাঠি বাগিয়ে ধরেছে, সঙ্গে সঙ্গে অপর একজন মুক্তকেশী মহিলা এসে ওর হাত ধ'রে ঝুলে পড়ল।

'শয়তানের বাচ্চা—শুয়োরের বাচ্চা' ব'লে চিৎকার করতে থাকে মহিলাটি।

কিউহেই-এর স্ত্রী বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিসীটার উপর। মার্কিন সৈন্যদের একজন যখন পেছন থেকে ওকে ধরতে এগিয়েছে অমনি তার মাথায় পড়ল প্রচণ্ড এক আঘাত। সে মাথা ঘুরে প'ড়ে গেল। যে লোকটি এই আঘাত হেনেছে সে দৌড়ে এগিয়ে গেছে গাড়ীর চারধারে সংগ্রামরত মহিলাদের সাহায্য করতে। লোকটির খোলা পিঠে কাল কাল প্লাস্টারের ফালি লেগে রয়েছে। কিউহেই-এর স্ত্রীর চুলের মুঠি ধ'রে পুলিশটা বেড়ার গায়ে ছিটকে গিয়ে পড়তেই ঝন ঝন ক'রে আওয়াজ হল। আর সেই ফাঁকে সুমিকো নিড়োনি নিয়ে ওর কানের উপর লাগাল প্রচণ্ড এক ঘা। চিৎকার ক'রে সে ওর হেলমেটটা হাতড়াতে থাকে। ঠিক সেই মুহূর্তে মটরগাড়ীগুলো হর্ণবাজাতে বাজাতে ধীরে ধীরে পালাতে শুরু করে আর আমেরিকানরা লাঠি দিয়ে, হাত দিয়ে কোনরকমে জনতার ভীড় ঠেলে চলন্ত গাড়ীতে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ে। সাদা কোট গায়ে মোটা লোকটা বন্দুক দিয়ে ফাঁকা আওয়াজ করতে থাকে। ছেঁড়া জামা নিয়ে নিসীটা দ্বিতীয় গাড়ীটার পিছনে ছুটতে থাকে। ইনেকোর বাবা ওকে ধ'রে ফেলে ওর মাথায় লাগায় আর এক ঘা। গাড়ীর গতি মন্থর ক'রে দুজন সৈন্য লাফিয়ে পড়ে নিসীকে বগলদাবা ক'রে টেনে গাড়ীতে তুলে নেয়। মোটা লোকটা আরও কয়েকবার ওই রকম গুলি ছোঁড়ে। প্রচণ্ড ধূলো উড়িয়ে গাড়ীগুলো বেগে বেরিয়ে যায়।

পিঠে প্লাস্টার লাগানো সেই অৰ্দ্ধউলঙ্গ লোকটি কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার ক'রে বলছে : 'শালাদের ঠিক হয়েছে !' রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাটির ওপর একটা আমেরিকান সামরিক টুপীর উপর লাঠি দিয়ে হিংস্রভাবে আঘাতের পর আঘাত করছে সে। তার নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। এ যে বৃদ্ধ জিনজাকু ! হাতের লাঠিটা ভেঙ্গে গেল— ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে টুপীটার উপর সে মারে লাথির পর লাথি। তার ক্রোধের শান্তি যেন কিছুতেই হয় না।

কিউহেই-এর স্ত্রী দোরের উপর লাগানো 'পরীক্ষিত' লেখা কাগজখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সমবেত মহিলাদের বলতে থাকে সমস্ত বৃত্তান্ত। সে ক্ষেতে কাজ করতে করতে দেখতে পায় আমারিকানরা তার বাড়ী ঢুকছে। তাঁর বাড়ী পৌঁছোনর আগেই ওরা বেরিয়ে যায়। আমারিকানরা যখন আসে বাড়ীতে শুধু ওর বারো বছরের মেয়ে ফাইয়ে আর একটা বুড়ী ছিল। ওরা মেয়েটির হাতদুটো পিছনে চেপে ধ'রে ওকে পরীক্ষা করে। এখানে আসার আগে ওরা গিয়েছিল ইয়াসাকুর কাকা কারুকুর বাড়ী। সেখানে মেয়েদের কলেজে মাষ্টারি করে ওর যে বড় বোন সে মাত্র একদিনের জন্য আজ বাড়ী এসেছে। তাকেও ওরা জোর ক'রে কী সব পরীক্ষা করেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য ইয়াসাকু ও হেইস্কি সুমিকোর কাছে এল।

এর পরের দিনই বের হয় 'আমার দেশ' ও 'কর্ণধারের' নতুন বুলেটিন। নতুন পাড়ার অধিবাসী জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই কাগজে লেখা হয়েছে যে নতুন পাড়ার অধিবাসীদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী সমস্ত দেশপ্রেমিক জাপানবাসীর প্রশংসা অর্জন করেছে। আমেরিকানরা আবার যদি ঐ গ্রামে মুখ দেখাতে সাহস করে তবে নিকটবর্তী সমস্ত গ্রামের লোক, এমনকি শহরের লোকেরাও, নতুন পাড়ার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। জাপানের জনসাধারণের কাছে আমেরিকানদের প্রকাশ্য এবং আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, আমেরিকানদের অবিলম্বে এ দেশ ত্যাগ করতে হবে—এই দাবী জানানো হয় বুলেটিন।



এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন মারিকো সুমিকোর সঙ্গে দেখা করতে এল। লম্বা লম্বা চুলওয়ালা দুজন ছাত্র সঙ্গে নিয়ে, মোটা সবুজ ফ্রেমের চশমা চোখে পুরুষের মত ট্রাউজার আর চামড়ার জ্যাকেট প'রে মারিকো সেদিন সাইকেলে চ'ড়ে যখন আসছিল সুমিকো ওকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারেনি।

মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে ব'সে মারিকো একটা সিগারেট ধরিয়ে কথা শুরু করল।

'এখানকার ঘটনা নিয়ে শহরে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। খবরের কাগজে কিছু না বেরুলেও সবাই কিন্তু সমস্ত ঘটনা জানতে পেরেছে। তোমার কাছেও ওরা তাহ'লে এসেছিল? যাহোক ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কিন্তু ভালই হল।'

মারিকো আরও জানায় যে 'গণতান্ত্রিক নারীসঙ্ঘের' একটা সভা হয়ে গেছে। প্রতিবাদ জ্ঞাপন ক'রে একটা বিবৃতি দেওয়া হবে, এখন চলেছে বিবৃতিতে সই সংগ্রহ। সমস্ত প্রগতিশীল সংগঠনেরই সই পাওয়া গেছে।

সুমিকো জিজ্ঞসে করেঃ 'এই নিয়ে কোন পোস্টার পড়েছিল? ক্যাৎসু গেঙ্গো কোন ছবি অাঁকেননি?'

একটু হেসে মারিকো জবাব দেয়ঃ 'তোমাকে ভাবতে হবে না, ক্যাৎসু গেঙ্গো তাঁর কাজ ঠিক মতোই ক'রে যাচ্ছেন। আমাদের যুবলীগ এই নিয়ে একটা চমৎকার ছবির পরিকল্পনা করেঃ এক কোণে একটি কৃষক লাথি তুলে দাঁড়িয়ে....বিপরীত কোণে পিঠে লাথি খেয়েছে এমন একটা লোকের পশ্চাৎভাগ...আর উপরে শূন্যে রয়েছে একটা আমেরিকান টুপী। নিচে নাম দেওয়া হল "অপারেশন রিমাইন্ডার"! একটু আধটু অাঁকতে জানে এমন সবাইকে কাজে লাগান হল। একরাত্রে একশো বড় পোস্টার তৈরি হয়ে গেল, আর সকালে শহরময় এগুলো মেরে দেওয়া হল। যথারীতি নাম দেওয়া হল ক্যাৎসু গেঙ্গো। সত্যি খুব চমৎকার হয়েছে পোস্টারগুলো!'

সুমিকো বলেঃ 'ঐ নিসীটা তবে সত্যি বলেছিল। সেদিন মনে হয়েছিল ও বুঝি আমাদের মিথ্যেমিথ্যি ভয় দেখাচ্ছে।'

মারিকো পকেট থেকে ছোট একটি ভ্যানিটি ব্যাগ বের ক'রে মুখে পাউডার বুলিয়ে নেয়।

'আর একদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হল। পরিচয়-পত্র দেখলাম, ও সত্যিই দোভাষীর কাজ করে সেনাবাসের খাদ্য বিভাগে। ওর নাম ফ্রিডী তায়ামো। সেদিন ব'লে গেল যে ঘাঁটির প্রধান কর্মকর্তা কর্ণেল ইয়ংহাজব্যাণ্ড চিকিৎসা বিভাগে প্রধান কর্মচারীকে আচ্ছা ক'রে বকুনি দিয়েছে, আর জাপানী মেয়েদের ডাক্তারী পরীক্ষাবন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে।'

'তাহলে ওরা আর আসছে না?'

'ফ্রিডী তো তাই বলল। এখানকার লোকেরা প্রচণ্ডভাবে প্রতিরোধ করার ফল ভালই হয়েছে। ওদের মতলব এখন অন্য। ফ্রিডী বলছিল যে ঘাঁটির পরিধি বিস্তৃত করার বিষয়টি একেবারে নিশ্চিত। স্থানীয় অধিবাসীদের জানিয়ে দেবার জন্য টোকিও থেকে সরকারী কর্মচারী শিগগিরই এখানে আসছে। আরও গণ্ডগোল হবে...'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে ঐ নিসীটার ভয় করে না?'

'ও শুধু আসে রাত্তির বেলা এবং খুব গোপনে। কেউ দেখতে পায় না। আমার

বাড়ীটাতো গলির মধ্যে, আশেপাশে কোন দোকান নেই, শুধু বাড়ী। সুতরাং রাস্তায় কারুরও সঙ্গে দেখা না হওয়ারই সম্ভাবনা।' তারপর দুষ্টমিভরা চোখে সুমিকোর দিকে চেয়ে হেসে জিজ্ঞেস করে: 'রিউকিচি এ-সবের কিছুই বোধ হয় জানতে পারেনি। তাকে তো যেতে হয়েছে টোকিওতে। এ সব শুনলে সে তো ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে...।'

সুমিকো বিব্রত বোধ করে জিজ্ঞেস করে: 'দাদু আর মাস্টারমশাই আকাগি কেমন আছেন?'

'তাঁরা বেশ নিরাপদেই আছেন। কাল ইয়াসাকুর সঙ্গে শহরে দেখা, তার কাছে শুনলাম তোমার মামা নাকি আমেরিকানদের কবচের মত কী একটা দিয়েছিল?'

'না, ওটা কবচ নয়,' ব'লে সুমিকো উঠে গিয়ে ড্রয়ার থেকে তাগাটা বের ক'রে নিয়ে আসে। 'সেই সময় আমেরিকানরা এটা আমাকে দিয়েছিল।'

মারিকো তাগাটা পরীক্ষা ক'রে দেখে। ওতে লেখা সি-সি-কে ২২৭৯। এই অক্ষর আর নম্বরগুলো দেখিয়ে সুমিকো জিজ্ঞেস করে ওগুলোর অর্থ।

মারিকো বলে: 'এটা একরকমের পরিচয়চিহ্ন। কথাগুলোর ঠিক ঠিক মানে করা মুশকিল। হয়ত এরকম একটা হতে পারে যে কেলয়েড-এ আহতদের কেস কিম্বা তাদের জন্য কমিশন এই ধরনের একটা কিছু।'

'সি-আই-সি নয় তো?' প্রশ্ন করে সুমিকো।

'না,' ব'লে মারিকো ফাউন্টেন্ পেন্ দিয়ে কাগজের উপর হরফগুলো লিখে তাদের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝিয়ে দেয়।

'আমেরিকানরা আমার রক্ত পরীক্ষা করার জন্য নিয়ে গেছে আর ব'লে গেছে ডাক্তার দেখানর জন্য যেতে হবে। আমি কিন্তু যাচ্ছি না। ওরা তো আর আমাকে ভাল ক'রে দেবে না। গেলেই একবার চেয়ে দেখবে আর হাতের মধ্যে ছুঁচ ফুটিয়ে দেবে।'

ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে মারিকো বলে: 'না যাওয়াই ভাল। শুনেছি সেনাবাসে চিকিৎসা বিভাগ আর গোয়েন্দাবিভাগ পাশাপাশি একই বাড়ীতে।'

'যদি ওরা আমাকে ধরতে আসে?'

'না, এর পরে আর আসবে ব'লে তো মনে হয় না।'

বাইরে সাইকেলের বেল বাজার শব্দ শুনে মারিকো বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। সুমিকোকে বলে শহরে গেলে সে যেন তার ওখানে যায়। আমেরিকানরা যে অঞ্চলটায় থাকে তার কাছেই তার বাড়ী। রাস্তাটা পার হয়ে খানিকটা গিয়ে দেখবে একটা দোকানে মাদুর বোনা হচ্ছে। তার বাঁ দিকে ঘুরে ডান দিকে দুটো বাড়ীর পরে তৃতীয় বাড়ীটা। দেখবে, প্রবেশ পথের উপরে একটা বাতি, তাতে লেখা 'কিউরোদা।' বাড়ীতে না পেলে খোঁজ করবে 'গণতান্ত্রিক যুব লীগের সাংস্কৃতিক ভবনে,'—টেম্পল স্ট্রীটের সাঁকোটা পার ...

সুমিকো বলে: 'আমার ইচ্ছে শহরে গিয়ে কোন কাজ করি।'

'না, স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া তোমার প্রথম কাজ। তুমি ওখানে গেলে সব আলোচনা করা যাবে। যাচ্ছ তো, বেশী দেরী করো না কিন্তু।'

পরনের সেলাই-করা পাজামার দিকে লক্ষ্য ক'রে একটু কুণ্ঠিতভাবে সুমিকো বলে: 'ওখানে তো অনেক লোক থাকবে। আর নিশ্চয়ই সব বড় বড় ব্যাপার...ওখানে এইভাবে আমি...'

মারিকো হেসে ফেলে। 'না, ওখানে পোষাকের দিকে নজর দেওয়ার মতো কেউ নেই। অবিশ্যি বাড়ীটা খুব সুন্দর, ঠিক রাজবাড়ীর মত। এখন ভাল ভাল সব বাড়ী যুবকদের জন্য দেওয়া হয়েছে, বিশেষ ক'রে শ্রমিক-যুবকদের জন্য। ঠিকানাটা ভুলে যাবে না তো? টেম্পল স্ট্রীটের সাঁকোটা পার হয়ে তৃতীয় বাড়ী—।'

সুমিকো ওকে গেট্ পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। সাইকেলে উঠে যাওয়ার সময় মারিকো আবার মুখ ফিরিয়ে বলে: 'কি, আসছ তো, দেরী করো না।'



গ্রাম্য কাউন্সিলের সেক্রেটারী এসে জানান সুমিকোর মামাকে অবিলম্বে মোড়লের সঙ্গে দেখা করতে, শহর থেকে টেলিফোন এসেছে। যাওয়ার সময় মামা সুমিকোকে বলে নিশ্চয়ই সেদিনের সব ঘটনা সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞেসবাদ করবে, বেশ দেরীই হবে ফিরতে।

কিন্তু ফিরতে দেরী মোটেই হল না। মামা ফিরে এল খুব উত্তেজিত হয়ে।

'বলেছিলাম না, অল্পদিনের মধ্যেই তুমি একটা না একটা বিপদে পড়বে। আমার কথা কানে নিলে না। এখন বোঝ—পুলিশের বড়কর্তার কাছ থেকে সমন এসেছে—। এক্ষুণি যেতে হবে।'

ব্যস্ত হয়ে সুমিকো জিজ্ঞেস করে: 'আর কারুর নামে কি সমন এসেছে, মামা? সে দিনের ঘটনার জন্যই বোধ হয়?'

মামা ঘাড় নেড়ে বলে: 'না, না সে সব নয়। অন্য কিছু হবে। এ শুধু তোমার ব্যাপার। তার মানে নিশ্চয়ই তোমার ওই সব গোপনে যাওয়া-আসা ওরা টের পেয়েছে! আমি আগেই জানতাম। এখন ভালমানুষের মত ওদের কাছে সব খুলে বল গিয়ে। বলবে যে তোমাকে ওরা জোর ক'রে দলে ভিড়িয়ে নেয়। তুমি ওসব কিছু বোঝও না, জানও না। তুমি যদি ওদের কাছে সব স্বীকার কর আর অন্যদের নাম ব'লে দাও তবে হয়ত রেহাই পেতে পার।'

মাদুরের উপর উবু হয়ে অধোমুখে ব'সে থাকে মামা, হতাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে সে। কম্পিত হাতে সুমিকো চুল আঁচড়িয়ে পোষাক প'রে নেয়।

'তুমি যদি গোঁ ধর, ওদের কিছু বলতে রাজী না হও, তাহলে ওরা তোমাকে মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে ফেলবে...তারপর আমেরিকানদের কাছে চালান দেবে, আর ওরা তোমাকে পেলে তো একেবারে শেষই ক'রে দেবে। তাই বলছি এখনও যদি তোমার সুবুদ্ধি না হয়...।'

সুমিকো একটা পরিষ্কার স্কার্ফ গলায় জড়িয়ে নিল। তারপর আর একটা পরিষ্কার কাপড় জামার ভিতর গুঁজে নিল। 'ওটা আবার কিসের জন্য?' ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে মামা।

সুমিকো কোন উত্তর দেয় না। ঠাকুর ঘরে ব'সে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়। তারপর বাড়ী থেকে বেরিয়ে যখন ইনেকোর সঙ্গে একবার দেখা করার জন্য ওদের বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়েছে, মামা পিছন থেকে এসে ওর কানে কানে ব'লে দেয়ঃ 'তুমি কোথায় যাচ্ছ কাউকে কিছু বলবে না—। চল আর দেরী করো না।'

কয়েক পা যেতেই মামা দাঁড়িয়ে পড়ে। 'ইস্—একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম, ওরা ওই পিতলের তাগাটা সঙ্গে ক'রে নিতে বলেছে। যাও, দৌড়ে গিয়ে ওটা নিয়ে এস।'

সুমিকো ভ্রূ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করেঃ 'তাগা? ওটা আবার কী হবে?'

'আমি কী জানি? পুলিশ অফিসারটি মোড়লকে টেলিফোন ক'রে ব'লে দিয়েছে তাগাটা সঙ্গে ক'রে নিতে।'

এই কথা শুনে বিস্ময়ে সুমিকোর দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে জামার ভিতর থেকে কাপড়টা বের ক'রে কপালটা মুছে ফেলে হেসে বলেঃ 'ওঃ, তাই বল! আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। আমি ভেবেছিলাম...ও বাবা, কী ভয়টাই না পেয়েছিলাম!'

খুশী মনে নাচতে নাচতে বাড়ী ফিরে এসে পিতলের তাগাটা নিয়ে সে ওটা লুফতে লুফতে দৌড়ে আসে। মামাকে আশ্বাস দেয় যে ভয়ের কিছু নেই। ওকে গ্রেপ্তারও করা হবে না, কোন কিছু জিজ্ঞেসবাদও করা হবে না। পুলিশ হেড-কোয়ার্টারের ডাক্তার তাকে পরীক্ষা ক'রে যে-কোন জাপানী ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করার কথা ব'লে দেবে।

বেশ জোরে জোরে তারা হেঁটে চলেছে। মামাকে সন্ধ্যার আগেই ফিরতে হবে। ধান কাটার প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ। বছরের এতগুলো দিন অতিবাহিত হল, ঝড় বৃষ্টি নেই। বেড়ার গায়ে গায়ে মাদুরগুলো বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধান ক্ষেতের জল নিকাশও শেষ হয়ে গেছে। ধানের শীষগুলি ফলভরে অবনত। আলের ধারে গোছা গোছা শয়াবিন শুকোচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই পাখী যব আর জোয়ারের ক্ষেতের উপর উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে বাঁশের খুঁটিতে টাঙ্গানো দড়ির উপর এসে তারা বসছে। পাখীদের ভয় দেখানোর জন্য দড়িতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ঘণ্টা আর লাঠি।

দূর-পল্লীর রাস্তাটি ধ'রে ওরা শহরে চলেছে। নদীর ওপারে পাথরের খনি থেকে একটা লরী আসছিল। সেই লরীটা ওরা পেয়ে গেল কিউরোতানি গ্রাম থেকে একটু দূরে গিয়েই। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা শহরে পৌঁছে গেল।

শহরের ঠিক মাঝখানে পার্কের ঠিক বিপরীত দিকে পুলিশ-অফিস। বহিঃপ্রাঙ্গণে পরিবেষ্টনীর মধ্যে ইউনিফর্ম পরিহিতা জনৈকা মহিলা ব'সে আছে। তার কথামত বারান্দার বাঁদিকে সব শেষের দোরটির পাশে গিয়ে ওরা অপেক্ষা করে। তাদের পার্শে আরও অনেক লোক গিয়ে উবু হয়ে বসেছে পাঁচিল ঘেঁষে। বারান্দা দিয়ে পুলিশ পাহারায় কয়েদীরা আসা যাওয়া করছে। একজন যুবক, মুখে বিষাদের কালিমা—দাঁড়ি গোঁফ যে কতদিন কামান হয়নি কে জানে—পিঠমোড়া ক'রে দুহাতে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

সুমিকো উঠে দাঁড়িয়ে জানলার বাইরে চেয়ে দেখে। একটা একতলা বাড়ীর সামনে মেয়েদের একটা লম্বা লাইন; তাদের কারোর গায়ে দামী ইউরোপীয় পোষাক, আবার কেউ কেউ পরেছে রঙিন কিমোনো। একটু পরেই এলো একজন স্বাস্থ্যবতী বর্ষীয়সী মহিলা, হাতে তার লাল দস্তানা, সঙ্গে একদল অল্পবয়সী মেয়ে, তাদের মুখে রাশীকৃত পাউডার, কোঁকড়ানো চুল, আর সবারই পরনে ইউরোপীয় পোষাক। সে মেয়েদের লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে দূরে স'রে দাঁড়াল। একজন পুলিশ সুমিকোর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেঃ 'তুমি এখানে কিসের জন্য ?'

'আমি ডাক্তার দেখাতে এসেছি।'

'ডাক্তার ?' আঙুল দিয়ে একতলা বাড়ীটা দেখিয়ে দিয়ে বলেঃ 'তবে শিগ্‌গির ওখানে চ'লে যাও।'

মামার সঙ্গে সুমিকো ওই প্রাঙ্গণে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর সামনের মেয়েটির গায়ে হলুদ রঙের জামা, পরনে সবুজ পাজামা, আর পায়ে জাপানী স্যাণ্ডেল। সাদা কোট গায়ে একটি লোক দোর ফাঁক ক'রে মুখ বের করতেই তার সঙ্গে তুমুল তর্ক শুরু ক'রে দেয় লাইনে দাঁড়ানো প্রথম মেয়েটি। সেই লাল দস্তানা হাতে বর্ষীয়সী মহিলাটির পাশে মাটিতে গিয়ে ব'সে থাকে সুমিকোর মামা।

পিঠে কে একটা ধাক্কা দিচ্ছে। সুমিকো পিছন ফিরে চেয়ে দেখে। অবাক হয়ে যায়—হারুয়ে যে! কিন্তু এ কি ছিরি হারুয়ের, এ মূর্তি সুমিকো তো কোনদিন দেখেনি; ইউরোপীয় পোষাক পরনে, ওর কাঁধে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ, ঠোঁটে পুরু ক'রে লিপস্টিক লাগানো, ভ্রূ দুটো তুলে ফেলেছে।

সুমিকোর সেলাই-করা পাজামার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটু মুচকি হেসে সে জিজ্ঞেস করেঃ 'এই বুঝি প্রথম ?'

সুমিকো মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। তারপর উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেঃ 'তোমার কি কোন অসুখ করেছে হারুয়ে ?'

'না, তা তো মনে হয় না। পরীক্ষা করাতে এসেছি।' এই ব'লে হারুয়ে তার ব্যাগ থেকে একটা সিগারেট বের ক'রে সেটা ধরিয়ে নেয়। 'তবে আজ নয় কাল অসুখ তো হবেই। বুঝতেই পারছি আমাদের পরিণতি—নোংরা আবর্জনাস্তূপে আমাদের সকলের বাস। সুমি-চান, তুমি কতদিন ধ'রে এ লাইনে এসেছ ?'

'লাইনে মানে—?'

'মানে—এই সব...'

সেই মুহূর্তে সুমিকোর মামা এসে সন্দিগ্ধভাবে হারুয়ের দিয়ে চেয়ে গজগজ ক'রে ওঠে। সুমিকোকে ডেকে বলে : 'চ'লে এস—ভুল জায়গায় এসে দাঁড়ান হয়েছে।'

তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্টে হারুয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ায়। মামার সঙ্গে সুমিকো দ্রুত চলেছে দোর পেরিয়ে যাওয়ার জন্য। পেছন থেকে একটা পুলিশ এসে ওর জামা ধ'রে টান দিয়ে বলে : 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি। যদি সার্টিফিকেট না নিয়ে যাও, তবে রাত্তির বেলা তোমাদের সব ক'টাকে ধ'রে নিয়ে আসব ব'লে দিচ্ছি!' চোখ রাঙিয়ে ওর মুখের সামনে হাত নেড়ে মামা ওকে জানিয়ে দেয় : 'যাও যাও, আমরা এসেছি অন্য কাজে।'

অফিস ঘরে তারা খুব দ্রুত ফিরে আসে। বারান্দার সবশেষের দোর দিয়ে তারা ভিতরে ঢুকে যায়। কয়েক মিনিট পরে পুলিশের পোষাক পরা একজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। গলা নিচু ক'রে সুমিকোকে বলে : 'অন্য জায়গায় যেতে হবে। কোন ভয় নেই, আমি তো সঙ্গেই রয়েছি। ওরা শুধু ওষুধ দেবে।'

সেই মহিলা পথ দেখিয়ে আমেরিকানদের ঘাঁটির দিকে তাদের নিয়ে যায়। প্রবেশ-পথে একজন মধ্যবয়সী আমেরিকান ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সুমিকোর মামার দিকে ফিরে রূঢ়ভাষায় জিজ্ঞাসা করে সে : 'তুমি কে হে?'

নমস্কার ক'রে মামা উত্তর দেয় : 'এই মেয়েটির মামা আমি—। ওর সঙ্গেই এসেছি।'

'একটিমাত্র প্রবেশপথ—আর এটা এই মেয়েটির জন্য। তোমাকে বাইরেই অপেক্ষা করতে হবে।' তারপর সুমিকোর দিকে ফিরে বলে : 'চলে এস আমার পিছন পিছন।'



৯

গাড়ী চলাচলের জন্য একটি সুন্দর পথ, দুপাশে নানা ধরনের গাছের সারি। সুমিকো চলেছে এই পথ ধ'রে। পাশে সবুজ তৃণখণ্ডের উপর ক্রীড়ারত আমেরিকান শিশুরা...পাশে জাপানী ও নিগ্রো আয়ারা। গ্যারেজ সমেত একটা সুবৃহৎ সাদা দোতলা বাড়ি...উপরে লালরঙের টাইলের ছাদ। তার পাশ দিয়ে ওরা একটা ফিকে সবুজ-রঙের আস্তর করা একতলা বাড়ীর সামনে এল। ঘন তারের জাল দিয়ে বাড়ীর চারদিক ঘেরা, তারপর আবার উঁচু পাঁচিলের উপর কাঁটাতার।

সবুজ বাড়ীটার একপ্রান্তে ইঁটের প্রাচীরবেষ্টিত একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সেখানে দাঁড়িয়ে অনেকগুলো সাদা এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী। পাহারারত সামরিক পুলিশকে প্রবেশপত্র দেখিয়ে পথপ্রদর্শক সুমিকোকে নিয়ে ওই বাড়ীতে প্রবেশ করে। সোজা লম্বা বারান্দা। দুপাশে

ঘষা-কাঁচের শার্সি'ওয়ালা সার সার দোর। একবার বাঁদিকে, তারপর ডানদিকে ঘুরে তারা চারিদিকে সাদা সাদা বড় বড় আলমারি সাজানো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। রাইফেল কাঁধে এক শাস্ত্রী দোর গোড়ায় পাহারারত। তাকে আবার প্রবেশপত্র দেখাতে হয়।

বড় ঘরটা পার হয়ে তারা এল একটা অপ্রশস্ত দালানে। মেঝের উপর পুরু কার্পেট পাতা। তার শেষপ্রান্তে বাদামী রং-এর চামড়া-মোড়া একটি দরজা। আমেরিকানটি এই দরজাটির মাথায় বসানো একটি বোতাম টিপতেই দরজার উপর সবুজ আলো জ্বলে উঠল। তখন সে হাতল ঘুরিয়ে দোর খুলে সুমিকোকে ভিতরে প্রবেশ করতে ইশারা করল।

এ ঘরটিও বেশ বড়। জানলায় ঘষা কাঁচের শার্সি। একটি ডেস্কের উপর স্তূপীকৃত রয়েছে নানান ধরনের বই আর মোটা মোটা ফাইল। পিছনে ব'সে একজন উজ্জলবর্ণ শুভ্র-কেশ সাদা-কোট-পরিহিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক। পথপ্রদর্শক আমেরিকানটি সুমিকোকে একটা টুলের উপর বসতে বলল। তারপর পিতলের তাগাটা দিয়ে ওই প্রৌঢ় লোকটির সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা ক'রে সুমিকোকে বুঝিয়ে বলল: 'প্রফেসার বলছেন তোমার এখানে অনেক আগে আসার কথা ছিল। তোমার নাম আমাদের তালিকায় রয়েছে। বিনা পয়সায় তোমার চিকিৎসার জন্যই ওই তাগাটা দেওয়া হয়েছিল। এখানে তোমার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে, জাপানী ডাক্তাররা যা করবে তার চেয়ে অনেক ভাল।'

প্রফেসার সুমিকোকে কাঁধটা দেখাতে বলেন। ক্ষতস্থানটা ভাল ক'রে দেখে তিনি তার চোখ দেখলেন, তারপর চুল টেনে দেখলেন। পরীক্ষা শেষ ক'রে পাইপ ধরিয়ে ফাইল থেকে একটা কাগজ টেনে নিলেন। তারপর সুমিকোর দিকে চেয়ে তিনি কোমলস্বরে ইংরাজীতে কী যেন বলেন। সুমিকো দেখে ওঁর দুই চোখের রঙ দুই রকম—একটি নীল, অপরটি সবুজ।

দোভাষী সুমিকোকে জাপানী ভাষায় বুঝিয়ে বলে: 'প্রফেসার বলছেন, ঠিক তোমার বয়সী ও'র একটি নাতনি আছে। তোমার জন্য উনি খুব চিন্তিত হয়েছেন। তোমাকে তিনি সুস্থ ক'রে তুলতে চান। বোমা পড়ার দিন তুমি ঠিক শহরের মাঝখানে ছিলে, তাতে মনে হয়, তোমার রক্ত দূষিত হয়েছে···যে কোন মুহূর্তে তুমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হতে পার। আর যাতে তা না হয় তার ব্যবস্থা আমরা করব।'

সোজা প্রফেসারের দিকে চেয়ে সুমিকো জিজ্ঞেস করে: 'আমাকে কি কোন ওষুধ দেবেন?'

দোভাষী প্রফেসারের উত্তর অনুবাদ ক'রে দেয়: 'তোমার দেহে আমরা একটা ভাল ওষুধ ইন্জেক্শন্ ক'রে দেব। এটা খুব দামী ওষুধ। আমেরিকায় যারা খুব ধনী তারাই একমাত্র এই ওষুধ ব্যবহার করতে পারে। এর নাম হচ্ছে ফসফরাস-৩২। জাপানে এই ওষুধ পাওয়া যায় না।'

চামড়া বাঁধানো একটা ছোট বই সুমিকোর হাতে তিনি দিলেন। বইয়ের মধ্যে সুমিকোর একখানা ফটো, নিচে ইংরেজীতে কী লেখা আর শিলমোহরের একটা ছাপ।

দোভাষী বলে: 'এখন থেকে তুমি আমাদের চিকিৎসাধীন থাকবে। জাপানী ডাক্তারদের

কাছে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। পিতলের তাগার বদলে তোমাকে এই সার্টিফিকেটটা দেওয়া হল। আসার সময় এটা যেন না হারায়। এটা অন্য কাউকে দেখাবে না, কাউকে বলবেও না যে এখানে তোমার চিকিৎসা হচ্ছে। পরশুর পরের দিন সকালে আবার এস। না এলে কিন্তু পুলিশ ধ'রে আনবে।'

সুমিকো নমস্কার করে। প্রফেসার মিষ্টি হেসে তাকে হাতের ইশারা করলেন। দোভাষীর পিছন পিছন সুমিকো বেরিয়ে আসে। পাহারারত শান্ত্রী পাশটা পরীক্ষা ক'রে দেখে, তারপর সেলাম জানায়। প্রথম প্রবেশ পথে এবং গেটে—দুই জায়গায় শান্ত্রীরাও সেলাম করে।

রাস্তার অপর পারে গাছের তলায় সুমিকোর মামা বসেছিল। সুমিকো তার কাছে দৌড়ে গিয়ে বলে: 'এরা আমাকে পরশুর পরের দিন আসতে বলল। তারপর থেকে রোজই আসতে হবে। আমাকে কী একটা ইন্‌জেকশন্ দেবে!'

'ইন্‌জেকশন্?' হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে মামা।

'হাতের মধ্যে ছুঁচ ঢুকিয়ে একটা তরল জিনিষ গায়ের ভিতর পুরে দেবে।'

বিচলিত হয়ে মামা মাথা নাড়ে। সে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ওসব ওষুধে আমাদের জাপানীদের কোন উপকার হবে না। ওদের শরীরে কত চর্বি,—ওরা কত মাংস খায়। ওদের ওষুধ দিয়ে ওরা মেরে ফেলবে। না, তোমার ওখানে যাওয়া চলতেই পারে না।'

'কিন্তু ওরা বলল যে আমি না এলে পুলিশে ধ'রে আনবে।'

'না, কিছুতেই তোমার যাওয়া হবে না। গেলে যে ওরা মেরে ফেলবে!' দারুণ উৎকণ্ঠায় বিমূঢ় হয়ে বেচারা দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতে থাকে। সুমিকো মামার পাশে ব'সে পড়ে: 'তবে কী করবো? ওরা যে জোর ক'রে নিয়ে আসবে মামা।'

মামার কান্না আর থামে না। জিজ্ঞাসু চোখে পথচারীরা ওদের দিকে চেয়ে দেখে, কেউ বা একটু দাঁড়িয়ে যায়। সুমিকো মামার জামার আস্তিন ধ'রে টান দেয়। মৃদুস্বরে বলে: 'মামা, সকলে আমাদের দিকে কেমন ভাবে তাকাচ্ছে। চল, এখান থেকে উঠে যাই।'

কাপড়ে চোখ মুছে মামা উঠে দাঁড়ায়। 'কোন উপায় নেই, ওদের কাছেই বুদ্ধি নিতে হবে।'

'কাদের কাছে?'

'ওই যে ওই কমিউনিষ্টদের কাছে—'ভ্রূকুটি ক'রে মামা উত্তর দেয়। তারপর ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে: 'ওই যেসব লোকদের কাছে তুমি সন্ধ্যার পর যেতে, ওদের কাছে গিয়ে বল এই ইন্‌জেকশনের কথা। বলবে কী ভয়ঙ্কর এই জিনিষ! আর তারা কী করতে বলে শুনে এস।'

একটা চলন্ত ট্রামগাড়ীর দিকে সুমিকো তাকিয়ে দেখে। মামাকে বলে: 'তুমি বরং বাড়ী যাও। আমি ওদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি।'

'না, আমি তোমার সঙ্গেই যাব।'

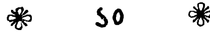
গম্ভীরভাবে সুমিকো উত্তর দেয়ঃ 'না, তোমার যাওয়া চলবে না, মামা। পুলিশ তোমাকে যদি ধ'রে ফেলে তবে তোমার কী অবস্থা হবে! ওরা আচ্ছা ক'রে মার লাগাবে তখন। তার চেয়ে আমার একা যাওয়া সব দিক থেকে ভাল।'

'ধর, ওরা যদি আমেরিকানদের কাছে যেতে নিষেধ করে, আর বলে এক্ষুণি লুকিয়ে পড়—তবে তুমি কোথায় থাকলে আমি কিছুই তো জানতে পারব না।'

'আমি ওদের বলব তোমাকে জানিয়ে আসতে।'

মামা মাথা নাড়েঃ 'না, তোমার জন্য আমার ভয় করে।' আবার গলা নিচু ক'রে বলেঃ 'আমেরিকানদের কাছে যাওয়া আর ওদের কাছে যাওয়া দুটোতেই তো সমান বিপদ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে খালি পাইপটা মুখে দিয়ে সেটাই সে টানতে থাকে। 'এদের সবারই কাছ থেকে দূরে থাকতে পারলেই ভাল হত।'

সুমিকো উঠে দাঁড়ায়। তারপর আর্দ্রস্বরে বলেঃ 'মামা, তুমি বাড়ী যাও।'



মারিকোর নির্দেশ মত সেই মাদুরের দোকানের পাশ দিয়ে সুমিকো নির্জন গলিটা ধ'রে সোজা পাহাড়ের উপর মারিকোর বাড়ী গিয়ে পৌঁছল। সদর দরজা পার হয়ে উঁচু বেড়ার গায়ে একটা ছোট দোর। সেটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখে ছোট্ট একটা উঠোন। কড়া নাড়তেই চাকর এসে জানাল যে মারিকো বাড়ী নেই, কখন ফিরবে তাও সে জানে না। ফিরে গিয়ে রাস্তার মোড়ে ঘড়ির নিচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সুমিকো। বৃষ্টি পড়তে শুরু করছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছে। সে পাহাড় বেয়ে পার্ক পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসে মারিকোর বাড়ী। ভৃত্য বলেঃ 'না, এখনও ফিরে আসেন নি। সাংস্কৃতিক ভবনে গেছেন বোধ হয়। ওখানে গিয়ে খোঁজে ক'রে দেখ।'

সুমিকো নিজের মলিন পাজামা আর খড়ের স্যাণ্ডেলের দিকে লক্ষ্য ক'রে বলেঃ 'এইভাবে ওখানে যাওয়া ভাল দেখাবে না।'

'তবে গেটের বাইরে অপেক্ষা কর।'

সুমিকো বড় রাস্তায় ফিরে গিয়ে ফুটপাতের উপর ঘুরে ঘুরে দোকানের শো-কেসগুলো দেখতে থাকে। বেশ রাত্রি হয়ে গেছে, কিন্তু শো-কেসের আর নিওন সাইনের আলোয় রাস্তা ঝকঝক করছে! একটা বড় ডিপার্টমেণ্টাল সেণ্টারের মধ্যে দাঁড়িয়ে শোকেসের ভেতর দুটো মোমের পুতুলের দিকে চেয়ে চেয়ে সে দেখতে থাকে। পুতুল দুটো—একটা পুরুষ

একটা মেয়ে—ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত। মেয়েটি দেখাচ্ছে যেন ঠিক হারুয়ের মত—ঠোঁটে রঙ মাখা। চুল ওই রকম ছোট ক'রে ছাঁটা আর কৃত্রিমভাবে কোঁকড়ান, ঠোঁটে রঙ মাখা। ইউনিফর্ম পরিহিত এক আমেরিকান ঘুরতে ঘুরতে এসে শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে সুমিকোর দিকে কটাক্ষ হেনে ওর কাঁধের উপর হাত রাখে। ঝাঁকি দিয়ে হাত নামিয়ে দিয়ে সুমিকো ছুটতে থাকে, পিছনে ফিরে চাওয়ার আর সাহস হয় না। এক দৌড়ে চৌ-মাথাটা পার হয়ে দ্রুত পায়ে ও এগিয়ে চলে। স্কার্ফটা মাথায় জড়িয়ে নেয়, বিদেশী সৈনিকরা যাতে ওর মুখটা না দেখতে পায়। তাছাড়া বৃষ্টি থেকেও মাথাটা রক্ষা পাবে। পার্ক পার হয়ে ধীরে ধীরে ও হাঁটতে থাকে।

অন্য রাস্তাগুলির চেয়ে পোষ্ট অফিসের পাশের রাস্তাটায় অন্ধকার যেন আরও ঘন। রাস্তার দুপাশের গাছ ভেদ ক'রে জানলার আলো রাস্তায় এসে ভাল ক'রে পড়ছে না। সুমিকো এগিয়ে চলেছে। তখনও তার বুকের কাঁপুনি থামেনি। দেখে হাত ধরাধরি ক'রে দুজন আমেরিকান আসছে। ওর সামনে এসেই তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন তো এক পা তুলে সুমিকোর পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল। সুমিকো এক লাফে পাশ কাটিয়ে দৌড়ে স'রে গেল, তারপর তাকিয়ে দেখে আবার সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে ছাতা মাথায় ইউরোপীয় পোষাক পরা একটি মেয়ে। গাছের নিচে অন্ধকারে আরও অনেকগুলি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের চিৎকার ক'রে কী যেন বলতেই সবাই মিলে এসে ঘিরে দাঁড়াল সুমিকোকে। প্রথম মেয়েটি ফটাস্ ক'রে ছাতা বন্ধ ক'রে পুরুষের মত ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করে: 'এখানে মরতে এসেছিস্ কী জন্য, এটা তো আমাদের এলাকা—সাঁকোর কোণা থেকে এই পর্যন্ত। বেরিয়ে যা এখান থেকে, না হয় ঝেঁটিয়ে বিদায় করব।'

সুমিকো বলে: 'কী হয়েছে, বাঃ, ভারি মজা তো! আমার যেখানে ইচ্ছে সেখানে আমি যেতে পারব না?'

মেয়েটি মারবার জন্য ছাতা তুলেছে কিন্তু আর একটি মেয়ে ওকে বাধা দিয়ে সুমিকোকে বলে: 'তুমি ওই দিকে যেতে পার। সাঁকোটা পার হলে টেম্পল স্ট্রীট, ওদিকে তুমি ঘুরতে পার।'

সুমিকো সাঁকোর দিকে এগিয়ে যায়। দূরের কাঠের বাড়ীর গায়ে সবুজ আলোর সাইনবোর্ডে লেখা 'প্যারাডাইস সেলুন।' খোলা জানলার ভিতর দিয়ে দেখা যায় কর্কশ জাজ-এর তালে তালে নৃত্যরত নারী ও পুরুষের দোদুল্যমান মূর্তিগুলো।

সুমিকো সেলুনের প্রবেশপথের সামনে এসেছে।

মার্কিন সৈন্য-ভর্তি একটি জীপ ক্যাঁচ ক'রে মোড়ের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল। তক্ষুণি ড্রাইভারের পাশের সৈন্যটি ঝুঁকে প'ড়ে, হাত বাড়িয়ে সুমিকোকে তার দিকে টেনে নেয়: গাড়ীটা চ'লতে শুরু করে। সুমিকো চিৎকার ক'রে উঠে জোর ক'রে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে প'ড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে একছুট

বাড়ীটার পেছন দিকে চ'লে যায়। তারপর উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে চলে অন্ধকারে ফাঁকা মাঠের ভিতর দিয়ে! আর একটা বন্ধ কাঠের বাড়ী পার হয়ে যায়। তারপর আসে ছোট ছোট চালাঘর,—ভাঙ্গাচুরো টিন আর মাদুর দিয়ে তৈরি ছাদ। এরপরেই স্তূপাকার ইঁট প'ড়ে আছে। তারপর আর একটা কাঠের বাড়ী, জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। সে দৌড়ে চলে। ইঁটের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে এতক্ষণে তার হুঁশ হয়, পিছন ফিরে চায়। না, কাউকে তো দেখা যায় না, কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। প্রায় শ্বাসবন্ধ হয়ে এসেছে তার; ধপাস ক'রে একখণ্ড পাথরের উপর ব'সে পড়ে বিশ্রামের জন্য।

অনুন্নত ব্যারাক সদৃশ বাড়ীটাকে তার গ্রামের গোলাবাড়ীর মত মনে হয়। বাড়ীটার একাংশ কাঠের তক্তা আর ভাঙ্গা টিন দিয়ে জোড়া লাগানো। অনেকগুলো ভাঙ্গা জানলা, কাগজের তালিমারা। দ্বারের উপর একটা বিজলি বাতি, পাশের দেওয়ালে বড় বড় অক্ষরে লেখা: 'গণতান্ত্রিক যুব সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক ভবন।'

স্বল্প-আলোকিত একটা দালানের দেওয়ালের গায়ে সুমিকো দেখে একটা বিজ্ঞপ্তি:

'বন্ধুগণ,

মাসের শেষে এই বাড়ীর ভাড়া দিতে হইবে। না দিতে পারিলে আমাদের উচ্ছেদ করা হইবে। আর এই বাড়ীটা ব্যবহৃত হইবে গুদাম হিসাবে। আমাদের সাংস্কৃতিক ভবন আমরা কোন মতেই ছাড়িয়া দিব না। ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক সভ্যের যথাসাধ্য সাহায্যের প্রয়োজন।'

ডানদিকের দোর বন্ধ। বাইরে থেকে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। সুমিকো দোর ঠেলে একটু ফাঁক ক'রে দেখে। মেঝের উপর একটা বড় কার্ডবোর্ড বিছানো। তাতে কয়েকজন ছাপা কাগজের সব ফালি এঁটে দিচ্ছে। অন্যেরা পত্রিকা ও খবরের কাগজ থেকে ছবি কেটে নিচ্ছে। একজন যুবক, মাথায় তার খোঁচা খোঁচা চুল, মেঝের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে কার্ডবোর্ডটির এককোণে তুলি দিয়ে বড় বড় হরফে কী যেন লিখছে। সব মেয়েরই পরনে তার মত তালি দেওয়া মলিন পাজামা ও অনেকেরই খড়ের চটি। যুবকদের ক্যানভাসের পাজামায় খড়ি আর রঙের দাগ। গ্রামের যুবকরা বাড়ীতে যেমন ময়লা ছেঁড়া পাজামা প'রে থাকে সেই রকম। নীরবে কাজ ক'রে চলেছে সকলে, ঘরের মধ্যে শুধু কাগজ-কাটার কচ্ কচ্ শব্দ আর জানলার কাছে রাখা কাঠের টবের ভিতর টুপ্ টুপ্ ক'রে ছাতের ফুটো দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ার শব্দ।

দোর খোলার শব্দ হতেই সকলে মুখ তুলে চেয়ে দেখে সুমিকোর দিকে। স্কার্ফ নেই, মাঠ দিয়ে দৌড়োনর সময় কোথায় প'ড়ে গেছে। ভিজে চুলগুলো থেকে টপ্‌টপ্ ক'রে জল পড়ছে, পাজামায় কাদা মাখা। মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল-ওয়ালা যুবকটি তুলিটা কানে গুঁজে নিয়ে উঠে বসে।

ভয়ে সুমিকো জিজ্ঞেস করে: 'মারিকো-সান এখানে আছে?'

যুবকটি উত্তর দেয়: 'না। তবে এতক্ষণে তার আসা উচিত। তুমি কি বালাতি কারখানা থেকে আসছ?'

'না—আমি আসছি গ্রাম থেকে।' সুমিকো মেঝের উপর ব'সে পড়ে।

একটা লাঠির উপর ভর দিয়ে দোর খুলে প্রবেশ করে কানজি। তার সঙ্গে সুমোতো। সুমিকোকে দেখে বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে কানজি ব'লে ওঠে: 'একি, সুমিকো তুমি এখানে!'

সুমিকো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কানজির কাঁধের উপর মাথা রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

কানজি ওর পিঠে হাত বুলোয় আর বলে: 'হয়েছে আর কাঁদতে হবে না.. কী হয়েছে এখন বল।' সুমিকো ওর কাঁধে চোখ মুছে নেয়। কানজি হেসে ওঠে: 'ঠিক থিয়েটারের মত হয়ে গেল দেখছি! কী হলো তোমার বল দেখি!'

সুমিকো পরপর সব বৃত্তান্ত খুলে বলে: পুলিশ-সমনের কথা, আমেরিকান প্রফেসারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, নিয়মিত চিকিৎসার জন্য তার কাছে যাওয়ার নির্দেশ; তারপর মারিকোর বাড়ীতে যাওয়া, সেখান থেকে রাস্তায় ফেরার সময় আমেরিকানদের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা পেয়েছে,—সব কথা। আমেরিকান প্রফেসরের দেওয়া সার্টিফিকেটটা সে দেখায়। এটা দেখে খোঁচা খোঁচা চুলওয়ালা ছেলেটার চোখ ঠিকরিয়ে বেরিয়ে পড়ে যেন। গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে সে পড়তে থাকে: 'এ-বি-সি-সি—আবার সেই গোয়েন্দা বিভাগ।'

সুমোতো সার্টিফিকেটখানা হাতে ক'রে নিয়ে দেখে। সেই সময়ই প্রবেশ করে মারিকো, গায়ে তার অয়েলক্লথের বর্ষাতি।

'আরে, সুমিকো-সান!' সোল্লাসে চিৎকার ক'রে ওঠে মারিকো। 'ওরা বলল কে একজন এসেছিল, ভাবতেও পারিনি যে তুমি!'

চশমার কাঁচটা মুছে নেয় মারিকো। সুমোতো ওকে সার্টিফিকেটটা দেখিয়ে বলে, 'সেনাবাসের হেড্কোয়ার্টারে চিকিৎসা বিভাগ থেকে ওকে ডেকে পাঠান হয়েছিল, এ কাগজটা ওখান থেকে দিয়েছে। এটা দেখে ইরী তো ভড়কে গেছে, ও বলছে—এটা নাকি গোয়েন্দা বিভাগের নতুন নামকরণ।'

মারিকো প'ড়ে দেখে। 'এ-বি-সি-সি।' না, এটা পরমাণবিক বোমায় আহতদের জন্য নিযুক্ত কমিশনকে সংক্ষিপ্ত ক'রে বলার জন্য। এর সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগের কোন সম্বন্ধ নেই।'

ইরীর পিঠে একটা থাপ্পড় লাগিয়ে কানজি বলে: 'তুমি তো ভয়ে একেবারে চুপসে গিয়েছিলে!'

ফটোর পাশে কী লেখা আছে সুমিকো জিজ্ঞেস করল। মারিকো প'ড়ে জাপানীতে অনুবাদ ক'রে দেয়: 'অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত এর মেয়াদ। আর যেখানে নাম থাকা দরকার, সেখানে লেখা রয়েছে: XZ-৯৮—এটার মানে বুঝতে পারছি না।'

কানজি মেঝের উপর লাঠিটা ঠুকে নিয়ে বলে: 'গবেষণার কাজের জন্য তাদের এটা

তো একটা চমৎকার কেস্ ! আর গবেষণার জন্য ইঁদুর গিনিপিগ্—এদের তো নাম থাকে না, ওদের একটা ক'রে নম্বর শুধু ঠিক ক'রে দেওয়া হয় !'

সুমেতো চট্‌পট্ উত্তর দেয় : 'তোমার ওখানে যাওয়া চলতে পারে না।'

মারিকোরও মত তাই।

'সুমিকো-সান বিস্ফোরণের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল কিনা, তাই আমেরিকানদের কাছে ও হচ্ছে একটি বিশেষ আগ্রহের বস্তু !'

'আমি না গেলে ওরা যে আমাকে ধ'রে নিয়ে যাবে !' সুমিকো বলে।

কানৃজি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কিছুক্ষণ চিন্তা করে। তারপর সুমোতোর দিকে চেয়ে বলে : 'আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। ওকে আত্মগোপন ক'রে থাকতে হবে।'

কানৃজি আর সুমোতোর সঙ্গে মারিকো ফিস্‌ফিস্ ক'রে কিছুক্ষণ আলোচনা ক'রে সুমিকোর কাছে এসে ওর গলা জড়িয়ে কানে কানে বলে : 'তুমি আমার ওখানেই থাকবে। তোমার মামাকে আমরা জানিয়ে দেব।'

সুমোতোকে কনুই-এর গুঁতো মেরে কানৃজি ইশারা ক'রে দেখায় : 'এই মেয়েটির কথাই তোমাকে বলছিলাম। একটানা তিনদিন না খেয়ে বাইরে ব'সে থেকে নিজের দাবী আদায় ক'রে ছেড়েছিল !'

লজ্জায় সুমিকোর মুখ লাল হয়ে ওঠে।

'না, মাত্র একদিন—তাও আবার সব সময় খেয়েছিলাম।'

মহাখুশী সুমোতো। ছেলেমানুষের মত দুপাটি দাঁত বের ক'রে ফেলে। জ্যাকেটের পকেটে দু-হাত পুরে বলে : 'ওই যে সেই মেয়েটি, যে ট্যাঙ্কের ছবি এঁকেছিলে—খুব চমৎকার হয়েছিল ! ক্যাৎসু গেঙ্গোর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির মধ্যে ওটাও একটা।'

তারপর লালপতাকাচিহ্নিত ও মাঝখানে শ্বেত কপোতশোভিত একটা নীলবর্ণের ব্যাজ সুমিকোর হাতে দিয়ে বলে : 'এটা প'রে নাও। এর পরে সততা আর সাহসের সঙ্গে সব কাজ করতে হবে। পারবে তো ?'

মৃদুকণ্ঠে সুমিকো উত্তর দেয় : 'পারবো।'

কানজি রসিকতা ক'রে সুমিকোর কলার ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে বলে : 'শুধু মুখে দড় হলে হবে না, কাজেও দড় হতে হবে !'

সাধারণ ভবন



মারিকোদের বাড়ীর মাঝখান দিয়ে একটা দরদালান বাড়ীটাকে দুভাগ করেছে ; এক অংশ জাপানী—অপর অংশ 'ইউরোপীয়'। জাপানী অংশের তে-তলায় সুমিকোকে একটা ছোট্ট ঘর দেওয়া হয়েছে। এর বিপরীত দিকে মারিকোর ঘর দুটো ইউরোপীয় স্টাইলে সজ্জিত।

মারিকো দিনের বেলা প্রায়ই বাড়ী থাকে না। একটা ইনসিওরেন্স অফিসে ও কাজ করে। ওর বাবা সেখানকার ম্যানেজার। শ্বেতশ্মশ্রু-বিশিষ্ট দীর্ঘকায় পুরুষটির সাক্ষাৎ সুমিকো পেতই না। তিনি অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরতেন, তাছাড়া নিচের তলার 'জাপানী' অংশের তাঁর কক্ষটির বাইরে তিনি খুব কমই আসতেন।

পাশের বাড়ীটি ছোট বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে থাকতেন জনৈকা মহিলা। তিনি অল্পবয়সী মেয়েদের শেখাতেন পুষ্পবিন্যাসশিল্প। সুমিকো জানলা দিয়ে দেখত মহিলাটি বারান্দায় তাঁর ছাত্রীদের নিয়ে বসেছেন...ছাত্রীরা চন্দ্রমল্লিকা ফুল বৃন্ত কেটে কেটে নানান ধরনের সাজি ও ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখেছে। বড় বড় সাজিতে সাদা আর হলুদ বর্ণের চন্দ্রমল্লিকার গুচ্ছ, সরু তার আর গাছের পল্লব প্রতিদিন সকালে একজন ফুলওয়ালা দিয়ে যেত।

শরৎ এসেছে। চারদিকে এখন চন্দ্রমল্লিকার সমারোহ। কিন্তু সুমিকোর রাত্রে ঘুম নেই। শুধু যে চুলকোনি—তা নয়, এখন সমস্ত কাঁধে ছড়িয়ে পড়েছে তীব্র বেদনা। শরৎ-কালে প্রত্যেকবারই এমনি হয়, কিন্তু এবার ব্যথার সঙ্গে নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে মাথা ঘোরা। দিন দিন সে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

একদিন সকালে শুরু হল নাক দিয়ে রক্ত পড়া—কিছুতেই বন্ধ হতে চায় না। মারিকো ঘরে ঢুকে দেখে নাকের ভিতর টিস্যুপেপার গুঁজে কিমোনোটা ছেড়ে ফেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুমিকো একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় ক'রে বলছে: 'চাকা চাকা দাগ এখনও দেখা যাচ্ছে না—তবে নিশ্চয়ই খুব শিগগির বের হবে...মামাকে ডেকে পাঠাব।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের চুল নিজের হাতেই সে ছিঁড়ছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় মারিকো কেঁদে ফেলে। পরিচারিকাকে ডেকে এনে দুজনে মিলে সুমিকোকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠায়।

সুমিকো বলে ঃ 'জাপানী ডাক্তাররা আমার কিছু করতে পারবে না, ওরা আমেরিকানদের ব'লে দেবে আমি কোথায় লুকিয়ে আছি।'

মারিকো ওকে আশ্বাস দেয়। ডাকতে পাঠান হয়েছে "কণ্ডো" ক্লিনিক থেকে। সকলে ওটাকে 'গণতান্ত্রিক ডাক্তারখানা' ব'লে জানে। ওখানকার সব ডাক্তাররাই প্রগতিবাদী আর ওদের মধ্যে কেউ গোয়েন্দাগিরি করে না।

অল্পক্ষণের মধ্যে ডাক্তার এলেন। একজন খর্বকায় মহিলা, ছোট ছোট ক'রে চুল ছাঁটা, কপালের ওপরের চুলগুলোয় পাক ধরেছে। নাম তাঁর নাকাইয়া। সঙ্গে এসেছে একজন অল্পবয়সী নার্স...সাদা কোট গায়ে, বুকের উপর নীল-লাল রঙের ব্যাজ। মার্কিন অ্যাপকের সঙ্গে সুমিকোর সাক্ষাতের কথা মারিকো ডাক্তারকে বলে।

'ওরা তোমাকে কোন ইনজেক্শন দিয়েছিল ?' চড়া গলায় ডাক্তার প্রশ্ন করেন।

'না, তারা শুধু আমাকে দেখে আমার রক্ত পরীক্ষা করেছিল। বলেছিল যে আমার রক্ত দূষিত হয়েছে। আমাকে তারা ভাল ক'রে দেবে বলেছে। খুব দামী একটা আমেরিকান ওষুধ—কী নাম, কী নাম, ও !...ফস্ফরাস-৩২ ইন্জেকশন দেবার কথা বলে।'

'ফস্ফরাস-৩২ ?'—ডাঃ নাকায়া অবাক।

ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ হলে নার্স পরীক্ষার জন্য সুমিকোর কয়েক ফোঁটা রক্ত নিয়ে দুজনে বেরিয়ে যায়।

পরদিন ডাঃ নাকায়া আবার এলেন।

'তোমার রক্তে তো কোন দোষ নেই। আমেরিকান প্রফেসর ইনজেকশনের নামটা ফস্ফরাস-৩২ বলেছিলেন ? তোমার ঠিক মনে আছে তো —ভুল বলছ না ?'

'না, 'ফস্ফরাস-৩২' বলেছিলেন !' সুমিকো উত্তর দেয়।

'আশ্চর্য বটে !...' ডাঃ নাকায়া হতবুদ্ধি হয়ে কপালের উপর শুধু হাত ঘষতে থাকেন। 'কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। ফস্ফরাসের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয় লিউক্যামিয়া হলে। কিন্তু তোমার বেলায় এর ফল তো হবে মারাত্মক। সমস্ত সুস্থ শিরা উপশিরাগুলো নষ্ট ক'রে ফেলবে যে। প্রফেসারটির একথা তো অজানা নয়। এই ধরনের পরীক্ষামূলক গবেষণা খুবই বিপজ্জনক ; গিনিপিগ, ইঁদুর, এদের উপর এই সমস্ত পরীক্ষা করা চলে।'

মাঝখান থেকে মারিকো ব'লে ওঠে ঃ 'কিন্তু আমেরিকানদের মতলব মানুষের উপর এইসব পরীক্ষা চালান। আর এই জন্যই ওদের প্রয়োজন সুমিকোকে। হিরোশিমায় হিজি পাহাড়ে এই সব কাজের জন্যই এ-বি-সি-সি একটা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেছে। ওখানে রোগীদের রাখা হয় শুধু পর্যবেক্ষণের জন্য। কোন চিকিৎসাই হয় না।'

নাকায়া বলেন ঃ 'এই ধরনের পরীক্ষা তারা করে ব'লে তো মনে হয় না। এই সব জিনিষ চাপা দেওয়া খুব কঠিন।'

মারিকো জিজ্ঞেস করে ঃ 'নাকায়া-সান—এসব পরীক্ষা কি অন্য কোথাও করা হচ্ছে না—? খুব গোপনীয়ভাবে ?'

নাকায়া মাথা নেড়ে বলেন : 'আমার অন্ততঃ জানা নেই। আমেরিকানরা জাপানী ডাক্তারদের সব কথা খুলে বলে না।'

নিরুদ্ধ বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সুমিকো ব'লে ওঠে : 'আর একটা কথা আমার বেশ মনে পড়ছে। সেটা আমেরিকান প্রফেসার অপর আমেরিকানটিকে বার বার বলছিল—। কথাটা অদ্ভুত—তাই আমার মনে গেঁথে রয়েছে—থ্রম্বোপেনিয়া।'

'থ্রম্বোপেনিয়া ?' ডাঃ নাকায়ার চোখে মুখে ফুটে ওঠে অবিশ্বাসের ছবি। মারিকোর দিকে ফিরে বলেন : 'এই ফস্‌ফরাস্‌ ইনজেকশন দিলে থ্রম্বোপেনিয়া রোগ হয়। আমাদের দেশে প্রফেসার হায়াসি ই'দুরের দেহে ফস্‌ফরাস্‌ ইনজেকশন দিয়ে দেখেছেন, ওরা তাতে মারাত্মক রক্তাল্পতা রোগে আক্রান্ত হয়।'

সুমিকো ব'লে ওঠে : 'আমি তাহলে নিশ্চয়ই আর বেশি দিন বাঁচব না। যারা সে সময় হিরোশিমায় ছিল—সবারই আজ, নয় কাল অসুখ হবেই...তাছাড়া আমার নাকি আবার কেলয়েড টিউমার হয়েছে।'

সুমিকোকে কর্কশ কণ্ঠে তিরস্কার ক'রে ডাঃ নাকায়া বলেন : 'থাক থাক, আজেবাজে কথা বলবে না। একথা এখনও প্রমাণিত হয়নি যে বোমাতে যারা দগ্ধ হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই মারাত্মক রক্তাল্পতা কিংবা বিকীরণজনিত জ্বর হবেই।' তারপর দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন : 'তোমাকে আমরা সুস্থ ক'রে তুলবই। আমরা এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু তোমাকে শান্ত হয়ে শুয়ে থাকতে হবে, এইভাবে ভয় পেলে চলবে না। আমেরিকানরা কি জানে তুমি এখানে আছ ?'

মারিকো উত্তর দেয় : 'ওরাও জানে না, জাপানী পুলিশও জানে না।'

ডাক্তার চ'লে যাওয়ার পর মারিকো গালে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ভাবে, ঘরের ভিতর পায়চারী করে। তারপর এসে বিছানায় সুমিকোর পাশে বসে।

'মারাত্মক রক্তাল্পতা...এও কি সম্ভব—এত সাহস হবে ওদের—!' মারিকো হাতের আঙুল কামড়ায়। 'কিন্তু এ কি পৈশাচিক বিকৃতি, একি বীভৎসতা—! কেমন ক'রে বিশ্বাস করবো !'

সেইদিনই মারিকো সুমিকোকে গাড়ী ক'রে ক্লিনিকে নিয়ে যায়। ওখানে ওর দেহে রক্ত দেওয়া হল। তারপর প্রত্যেকদিন নার্স এসে ইনজেকশন দিয়ে যায়। তাছাড়া ডাঃ নাকায়া দিয়েছিলেন এক রকম স্বাদ-গন্ধহীন ওষুধের বড়ি—দুবেলা খাওয়ার আগে সোডার জলের সঙ্গে ওটা খেতে হত। প্রত্যেকদিন সকালে খাবার ব্যবস্থা হয়েছে খুব কুচি কুচি ক'রে কাটা বাছুরের কাঁচা মেটে আর মধু মিশিয়ে এক গ্লাস গরম দুধ।

কিছু দিনের মধ্যে মাথা ঘোরাটা সুমিকোর সেরে যায়। উঠোনের মধ্যে প্রতিদিন প্রাতর্ভ্রমণের অনুমতি দিয়েছেন ডাঃ নাকায়া। কিন্তু কেলয়েড্‌ তাকে আজও উদ্বিগ্ন ক'রে তোলে, বিশেষ ক'রে রাত্রি বেলায়।



জানলার পাশে ব'সে সূর্যের আলোয় পড়ার অনুমতি সে পেয়েছে। মারিকোর পড়ার ঘরে দুই আলমারি ভর্তি বই—একটিতে বিদেশী বই, অপরটিতে জাপানী। আলমারি দুটোর মাঝখানে ঝুলোনো একটা ছবি ..অগ্নিদগ্ধ অঙ্গার-কৃষ্ণ পর্বতের পটভূমিতে বলিষ্ঠ রেখায় চিত্রিত ঘন সন্নিবিষ্ট নগ্নদেহ নারী ও শিশুর সমষ্টি . নারী ও শিশুদের প্রতি মারণাস্ত্র হানতে উদ্যত ষ্টিল হেলমেট পরিহিত নিস্কন্ধ দানবদল...। মারিকো বলেছে এই ছবিটি প্রসিদ্ধ শিল্পী পিকাসোর আঁকা একটি ছবির প্রতিলিপি. যাঁর অ'াকা চঞ্চল-পারাবত সুমিকো শান্তির ব্যাজের উপর দেখেছে। ছবিটির নাম : 'কোরিয়ার বুকে বীভৎস খুনের তাণ্ডবলীলা !'

ছবিটার নিচে একটা ছোট টেবিল। তার উপর সাজানো একটি ফ্রেমে অ'াটা ফটো। একটি হাসিমুখ যুবক, মাথায় তার বেস-বল টুপি, হাতে মেগাফোন। ফটোটির পাশে একটি ছোট ফুলদানি সব সময় পূর্ণ থাকে স্নিগ্ধ ফুলে।

সুমিকো আলমারি থেকে ইচ্ছামত বই নিয়ে পড়ে। পড়ে বিরিউকফের লেখা 'সামুদ্রিক পাখী' ব'লে একটা বই—আর 'জয়া ও শুরার কাহিনী', লিখেছেন ওদেরই মা। আর এর ফ'াকে ফ'াকে পড়ে রেডিয়োর নিচে স্তূপীকৃত লিথো-করা পুরনো ইস্তেহার আর পত্রিকাগুলো।

একটা পুস্তিকার মধ্যে সুমিকো দেখতে পায় একটা ছবি। টুপি মাথায় একজন যুবক, হাতে টমি-গান আর বুকের উপর ফিতের গায়ে লেখা : 'কোরিয়ার গণবাহিনীর সৈনিক।' যুবকটির ভ্রূ-যুগল আর পূর্ণ ওষ্ঠ রিউকিচির সঙ্গে খানিকটা যেন মিলে যায়। পুস্তিকাটি সুমিকো লুকিয়ে রাখে তার টেবিলের ড্রয়ারে।

রিউকিচির সম্বন্ধে মারিকো কোন কথাই বলে না। সুমিকোরও লজ্জা করে কিছু জিজ্ঞেস করতে। মনে মনে ভাবে সে নিশ্চয়ই এখনও টোকিওতেই রয়েছে। মারিকো বলে মাতায়ো আর ইয়াসাকুর সঙ্গে সম্প্রতি দেখা হয়েছিল। তারা তাকে অভিনন্দন পাঠিয়েছে। আর জানিয়েছে তার মামা টানেল হিলে কাঠুরিয়াদের কো-অপারেটিভে কাজ করতে গিয়েছে। কিছুদিন আগে শহর থেকে একজন পুলিশ গিয়ে মামাকে ওর কথা জিজ্ঞেস করেছিল! মামা ব'লে দিয়েছে যে সুমিকো গেছে হোক্কাইদোতে কাজ করতে। তার কোন চিঠিপত্র সেখান থেকে না পাওয়ায় তার সম্বন্ধে আর অন্য খবরাখবর তার জানা নেই।

মারিকোর কাছে আরও জানতে পারে যে 'আমার দেশ' ও 'কর্ণধার' পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

ছোট টেবিলটার উপর মাথা নত ক'রে সুমিকো দীর্ঘশ্বাস ফেলে : 'সবাই কিছু-না-কিছু

করছে। তোমরা সবাই কাজ ক'রে চলেছ আর আমিই কেবল কর্মহীন। আমার দিনগুলো বৃথা কেটে যাচ্ছে। তাকামি ঠিকই বলতো—'আমাদের জীবন্তের মতো দেখালেও আমরা সব পোড়া সিগারেটের মত...'

ওর কথা শেষ করতে না দিয়েই মারিকো ব'লে ওঠে: 'ছিঃ, এসব কথা মুখে আনতে নেই। আরও কিছুদিন ধৈর্য ধ'রে থাকতে হবে। যতদিন না সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠ ততদিন তোমার অপেক্ষা করা দরকার। নাকায়া-সান বলেছেন, বিকীরণজনিত জ্বর হওয়ার আশঙ্কা তোমার নেই, আছে যক্ষার আশঙ্কা। আর কিছুদিন বিশ্রামের পর আমরা তোমার জন্য কাজ ঠিক ক'রে দেব।'

মারিকো তার ঘরে গিয়ে একটা ছবিভর্তি ফোল্ডার এনে ওকে দিয়ে বলে: 'এ ক-দিন এটা নিয়ে থাকতে পারবে। এই ছবিগুলো কপি ক'রে দাও, আমাদের থিয়েটারের জন্য প্রয়োজন। এই থিয়েটার নিয়ে যুবসঙ্ঘের সাংস্কৃতিক বাহিনী শিগগিরই গ্রামে গ্রামে যাবে।'

বেশ মনের মত কাজ পেয়েছে সুমিকো। কার্ডবোর্ডের উপর কালি দিয়ে ছবি এ'কে নিয়ে রঙিন পেন্সিল দিয়ে রঙ লাগানোর কাজ। ছোট ছেলেমেয়েদের বইয়ে যেমন ছবি থাকে সেইরকম বেশ সহজবোধ্য সরল ছবিগুলো। এক প্রস্থ ছবি প্রস্তুত হলে মারিকো মহড়ার ব্যবস্থা করে।

টেবিলের উপর একটা বার্ণিশ করা ফ্রেমে-আঁটা বাক্স রেখে তার পিছনে নিজে গিয়ে বসে। দর্শকবৃন্দ—সুমিকো আর পরিচারিকারা—গিয়ে বসে সামনে। বাক্সটার গায়ে লাগান একখানি কাগজে নাটকের নাম লেখা: 'ইয়ামাশিরো বিদ্রোহের কাহিনী',—থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের মত বড় বড় টানা হরফে লেখা। একটার পর একটা ছবি ফ্রেমে লাগিয়ে সংলাপ আর মন্তব্যগুলো পিছন থেকে প'ড়ে যায় মারিকো। তার সুস্পষ্ট উচ্চারণ, সাবলীল পঠনভঙ্গী সত্যই সুন্দর। মাঝে মাঝে সে নিজেও দু-একটা মন্তব্য যোগ ক'রে দেয়।

প্রথম ছবিটি পরিচিত গ্রামের দৃশ্যপট। কৃষকের কুঁড়ে ঘর, ধান ক্ষেত আর তার পেছনে পাহাড়ের উপর সামুরাইদের লাল সাদা তাঁবু। পাহাড়ের পাদদেশে একটি বাঁশ দিয়ে টাঙ্গানো রয়েছে হালফ্যাসানে লেখা সাইনবোর্ড 'দূরে থাক!'

মারিকো গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে: 'ইয়ামাশিরো প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য গ্রাম। চারশ' বছর আগের একটি কাহিনী অবলম্বনে এটি রচিত।...সেদিন সামুরাইরা ছিল জাপানের অধিকর্তা। সারাদেশ জুড়ে তারা নির্মাণ করেছিল সামরিক ঘাঁটি। আর তার ফলে দেশের সাধারণের জীবনে নেমে এসেছিল এক দুর্বিষহ দুর্যোগ।'

প্রত্যেকবারই ছবি বদল করার আগের মুহূর্তে একটা ছোট্ট লাঠি দিয়ে খুট ক'রে মারিকো টেবিলের উপর আঘাত করে। পরবর্তী ছবি আসে আগের ছবির জায়গায়। তাতে সামুরাইরা এসে কৃষকদের উপর হুকুম জারী করছে তাদের বাড়ীঘর সরিয়ে নিতে, তাঁদের ধনুর্বিদ্যা অনুশীলনের জন্য বিস্তীর্ণ মাঠের প্রয়োজন; তারপর

গ্রামের ভিতর ঢুকে সব তছনছ ক'রে দিচ্ছে আর চলছে কৃষকদের উপর অকথ্য নির্যাতন, তাদের সব ধান কেড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর চলছে গাঁয়ের নারীদের ওপর নির্মম অত্যাচার।

হৃদয়ভাঙা মাতার করুণ কণ্ঠে মারিকো বলতে থাকে : 'ওগো তোমাদের পায়ে পড়ছি, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ও আমাদের বড় আদরের মেয়ে।' পর মুহূর্তে ক্রুর মুখভঙ্গী ক'রে কর্কশ কণ্ঠে গর্জন ক'রে ওঠে মারিকো :''নিকাল যাও—! চল—জলদি চল!'

লুণ্ঠন শেষ ক'রে অপহৃতা নারী আর ধানের বস্তাগুলোয় গাড়ী ভর্তি ক'রে সামুরাই সর্দাররা চ'লে যায়...গাড়ী চলার তালে তালে নেপথ্য সঙ্গীত শোনা যায় মারিকোর কণ্ঠে, তীব্র নাকিসুরে :

'সুন্দরী মোর চুম্বন কর
চুম্বন কর...'

পরিচারিকারা মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে থাকে। সুমিকোও হেসে ফেলে।

শেষে একদিন কৃষকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। বিপদসূচক সঙ্কেতের [মারিকো এই সময় টেবিলের উপর খুব জোরে আঘাত করে] আহ্বানে জনসাধারণ এগিয়ে আসে... অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শুরু হয় অভিযান। ইয়ামাশিরো প্রদেশের প্রতি গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসে অত্যাচারিতদের দল।...কারো হাতে পতাকা, কারও হাতে বাঁশের বর্শা, কেউ বা হাতে নিয়েছে প্রজ্জ্বলিত মশাল...পার্বত্য পথ বেয়ে তারা নেমে আসে মাদলের তালে তালে। [মারিকো অনুরূপ শব্দ করে]। তারপর শুরু হল সামুরাই-এর বিরুদ্ধে কৃষকদের সারারাত্রিব্যাপী প্রচণ্ড সংগ্রাম। এই সংগ্রামের দৃশ্য দেখানোর জন্য লাগে পাঁচখানি ছবি। এই ছবি কয়টিতে সুমিকো প্রচুর কালি আর লাল রঙ ব্যবহার করেছে সঠিক ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য। সবশেষে 'বানজাই' চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে মারিকো ঘোষণা করে ন্যায়ের জয়। পরমুহূর্তেই ফ্রেমের মধ্যে দেখা দেয় মারিকোর হাসিমাখা মুখটি। মাথা নত ক'রে সে নমস্কার জানায়, তারপর চশমা ঠিক ক'রে নিয়ে বলতে শুরু করে : 'চারশ' বছর আগে ইয়ামাশিরো প্রদেশে কৃষকদের গৌরবময় অভ্যুত্থানের এইভাবে পরিসমাপ্তি হয়েছিল। তারা সামুরাইদের হঠিয়ে দিয়েছিল, তাদের সামরিক ঘাঁটি বিধ্বস্ত ক'রে ফেলেছিল। আজ ঠিক এইভাবেই উচিনদা ও অন্যান্য গ্রামের অধিবাসীরা সামরিক ঘাঁটির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত... আর তাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে সমস্ত সাচ্চা জাপানী...। পারস্পরিক সামরিক চুক্তি ধ্বংস হোক! যুদ্ধ নিপাত যাক্! দুনিয়া জোড়া শান্তি চাই! বানজাই!'

সুমিকো ও পরিচারিকারা করতালি দিয়ে ওঠে। 'হিরোশিমার পুনরাবৃত্তি চলবে না!' তারপর চোখ মুছতে মুছতে মারিকোকে বলে : 'কি অপূর্ব! কি চমৎকার হয়েছে!'

একজন বৃদ্ধ পরিচারক ব'লে ওঠে : 'ঠিক সত্যিকারের থিয়েটারের মত হয়েছে। আমাদের দিদিমণি একজন পাকা অভিনেত্রী!'

পরে সুমিকো জানতে পারে মারিকো সাংস্কৃতিক ভবনে একটি চিত্রাভিনয় কেন্দ্র গ'ড়ে তুলেছে। আরও কয়েকটি অভিনয়ের ব্যবস্থা তারা করেছে। সুমিকোকে সেই সমস্ত অভিনয়ের চিত্র সরবরাহ করার জন্য এখন বিশেষ কর্মব্যস্ত থাকতে হবে।

কিছুদিন পরে মারিকো সুমিকোর উপার্জনের একটা ব্যবস্থাও ক'রে দিল। মারিকোদের বৃদ্ধ পরিচারক ওনোবুর ভাই একটি খেলনার দোকানের মালিক। সেই দোকানের জন্য কাগজের বল, পুতুল, ছাতা আরও টুকিটাকি জিনিষ সুমিকো তৈরি ক'রে দিতে লাগল।



মারিকোদের ঘরে কোন অতিথি এলে সুমিকো নিজের ঘরে চ'লে যেত। কোন কোন দিন সন্ধ্যায় আসত দামী ইউরোপীয় পোষাক পরিহিত সুবেশ তরুণ ও তরুণীরা; ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা উচ্চকণ্ঠে আলাপ আলোচনা করত, চলত তাঁদের কত রকম আলোচনা, তর্কবিতর্ক। দোর বন্ধ থাকলেও ওদের কথাবার্তার অনেক কিছু সুমিকোর কানে আসত।

অবশ্য যা যা শুনতো তার সব যে সে বুঝতে পারত তা নয়; কারণ, আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল ওর বুদ্ধির অগম্য; তাছাড়া কথাবার্তায় ওরা ব্যবহার করত অনেক বিদেশী শব্দ। শিল্প সম্বন্ধে ও শিল্পীদের নিয়ে যখন আলোচনা হতো তখন ওদের কথাবার্তা সে খুব মন দিয়ে শুনত। কিন্তু এখানেও সে খুব বিশেষ সুবিধা করতে পারত না। সব সময় তারা বিদেশী শিল্পীদের নাম করত যেমন ডালি, টাঙ্গি, মাত্তা—এসব নাম সে কোনদিন শোনেওনি।

এরা ছাড়া আরও অনেকে আসত। এরা নৈশ আহারের জন্য অপেক্ষা করত না, এদের জন্য নাচ-সভার আয়োজন হত না, কিম্বা অনেক রাত্রি ধ'রে এরা মাজং খেলতেও বসত না। এদের জন্য চাকরদের রান্নাঘরে ঝাঁটা খাড়া ক'রে রাখতে হত না। পরিচারক মহলে একটা বিশ্বাস আছে যে এইভাবে ছোঁটা খাড়া রাখলে অতিথিরা তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চ'লে যায়।

সাংস্কৃতিক-ভবন থেকে যারা আসত তারা উচ্চকণ্ঠে কথা বললেও মাঝে মাঝে হলের পাশের ঘর থেকে নারী ও পুরুষের রুদ্ধ কণ্ঠস্বর সুমিকো শুনতে পেত: 'পুলিশ আসছে!' 'এগিয়ে চল!' 'টিকটিকিদের খতম কর!' এই সব চিৎকার শুনে প্রথম প্রথম সুমিকোর ভীষণ ভয় হত। কিন্তু ওখানে দোরগোড়ায় পরিচারিকাটি ব'সে থাকতো। সে যখনই শুনতে পেত 'পুলিশ' কিম্বা 'টিক্‌টিকি' ব'লে চিৎকার, সে বুঝতে পারত যে, মহড়া শেষ হয়ে এল, তাই নিচে গিয়ে অভ্যাগতদের জুতো সাজিয়ে রাখত।

সেই নিসীটা আসত অনেক রাত্তিরে, আর বেশীক্ষণ থাকতও না। মারিকো সুমিকোকে সাবধান ক'রে দিয়েছিল যেন ফ্রিডীর চোখে ও না পড়ে। সে যেন জানতে না পারে যে ও এখানে থাকে কিংবা এ-বি-সি-সি-রা ওর খোঁজখবর করছে।

নববর্ষের ঠিক আগে একদিন সন্ধ্যাবেলা মারিকো যখন তার সাংস্কৃতিক ভবনের দল

নিয়ে বসেছে সুমিকোর পাশের ছোট ঘরটিতে, কয়েক মিনিট পরেই মারিকো ছুটে এল সুমিকোর ঘরে।

ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে : 'এই মুহূর্তেই খবরটা জানান দরকার। ফ্রিড়া বলল যে পুলিশ কমিউনিস্ট পার্টি'র এবং রেলশ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় অফিসে হামলা করবে। আরও কী কী সব খবর ব'লে দেবে ফ্রিডা, সেই জন্য সাংস্কৃতিক ভবন থেকে কেউ এখানে এলে ভাল হয়। আমি তো এখন যেতে পারছি না, ওকে তো একা রেখে যাওয়া ঠিক হবে না... ওদিকে মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে একটা মহড়া চলেছে। সুমতো, ইরী—এদের তো এখন ওখানে থাকার কথা। তাছাড়া রিউকিচিও থাকতে পারে, সে তো কাল ফিরে এসেছে।

'আমিই যাচ্ছি—' এই ব'লে সুমিকো আলমারি থেকে পাজামা বের করতে যায়। পাজামা বের করতে গিয়ে পকেট থেকে আমেরিকান প্রফেসারের দেওয়া সেই পাসটা প'ড়ে যেতেই সেটা কুড়িয়ে আবার পকেটে রাখে। মারিকো মাথা নেড়ে বলে : 'না। তোমার যাওয়ায় বিপদ আছে। বরঞ্চ ওকে এখানে রেখে আমিই যাই।'

একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিরোধক মুখোস প'রে নিয়ে সুমিকো বলে : 'আমার তো হয়ে গেছে। আর নিসীকে বাড়ীতে একা রেখে তো যাওয়া ঠিক হবে না।'

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় মারিকোর ঘর থেকে ভেসে আসে উদাস কণ্ঠের আবৃত্তি :

'মেঠো হাওয়ায় আর ভেসে আসে না সারসী-কণ্ঠের প্রতিধ্বনি! লেবু গাছ ঘিরে ভ্রমর-গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেছে! এখন শীত...নিঃসঙ্গ নির্মম শীত...'



নববর্ষের জন্য মারিকোদের রাস্তার সমস্ত বাড়ীর গেট দেবদারু শাখা দিয়ে সাজানো হয়েছে। সুসজ্জিত পণ্য বিপণি আর উজ্জ্বল আলোকের সমারোহে রাজপথ মেতে উঠেছে উৎসবের আয়োজনে।

পোষ্ট-অফিসের সম্মুখে ট্রাম থেকে নেমে সুমিকো এগিয়ে যায় অন্ধকারে তরুচ্ছায়ায় প্রতীক্ষারত মেয়েদের পাশ দিয়ে। এদেরও মুখমণ্ডল আবৃত রয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিরোধক মুখোস দিয়ে, তবে সেটা তারা সম্ভাব্য কোন খদ্দের আসতে দেখলেই খুলে ফেলে।

মাঠের উপর চালা-ঘরগুলো আর নেই ; সেখানে প'ড়ে রয়েছে জঞ্জালের স্তূপ। মাঠের এক কোণে, ঠিক 'ভবন'টির পাশে, একসারি ভাঙ্গা পিপে দাঁড় করানো রয়েছে। প্রবেশ-পথ দিয়ে ঢুকতেই সুমিকোর সর্বপ্রথম চোখে পড়ে একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি। এতে বলা

হয়েছে : 'বনেন্‌কাই' অর্থাৎ নববর্ষ উপলক্ষ্যে আগামীকাল সন্ধ্যায় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হবে। প্রবেশ মূল্য লাগবে না, প্রত্যেকে নিজের নিজের খাবার সঙ্গে নিয়ে আসবেন।

ঠেলা দিয়ে দোর খুলেই সুমিকো দাঁড়িয়ে পড়ে। ছাদে ঝুলোনো কেরোসিনের বাতির আলোয় দেখতে পায়...মল্লযুদ্ধরত দুটি মেয়ে পরস্পর পরস্পরকে আঁকড়ে ধ'রে আছে। দেয়ালের চারপাশে ওদের ঘিরে আরও অনেকগুলি মেয়ে ব'সে ব'সে প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করছে। উন্নতললাট একজন মধ্যবয়সী মহিলা, পালোয়ানের মত তার দেহের গঠন, মাঝে মাঝে তীব্র কণ্ঠে নির্দেশ দিচ্ছে : 'ঠিক হচ্ছে না আশাকো, পিঠ সোজা ক'রে দাঁড়াও !'

একটি মেয়ে উনুনে কাঠ দিচ্ছিল, সুমিকোকে জিজ্ঞাসা করে সে ক্লাসে যোগদান করার জন্য এসেছে কিনা।

'না। আমি এসেছি সুমোতো-সান কিংবা ইরী-সানের সঙ্গে দেখা করতে।'

'ও, তেতলায় উঠে বাঁদিকে—'

ঠিক সেই মুহূর্তেই মল্লযুদ্ধরত একটি মেয়ে সুমিকোর পায়ের কাছে ঠিকরে প'ড়ে কাতরিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সে খুব জোরে জোরে গা রগড়িয়ে নিতে থাকে .. তক্ষুণি তার প্রতিদ্বন্দ্বী এক লাফে তার ঘাড়ের উপর প'ড়ে তাকে ধরাশায়ী ক'রে দেয়। এ কসরতে শিক্ষাদাত্রী খুব সন্তুষ্ট হন।

তেতলায় উঠে গিয়ে সুমিকো দোরে আঘাত করে। কোন উত্তর না পেয়ে নিজেই দোর খুলে ভিতরে ঢুকে যায়। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর প্রায় অন্ধকার। সেই চুল-খোঁচা-খোঁচা যুবকটি কাঁচ-বিহীন চশমা চোখে দিয়ে একজোড়া নকল গোঁফ লাগিয়ে ব'সে আছে। নমস্কার ক'রে সুমিকো জিজ্ঞাসা করে : 'ইরী-সান ?'

দোরের দিকে পিঠ ক'রে একজন বসেছিল। সে ফিরে তাকাতেই সুমিকো বিস্ময়ে মৃদু চেঁচিয়ে ওঠে : 'রিউ-চান ?' সুমিকো তার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিরোধক মুখোস খুলে ফেলে।

লাফ দিয়ে এগিয়ে আসতে গিয়ে রিউকিচি চেয়ার উল্টে ফেলে। এসে সুমিকোর নরম হাত দুটো জড়িয়ে ধরে। রিউকিচি বেশ রোগা হয়ে গেছে, চোখের কোণে কালি, চোখ দুটো ব'সে গেছে।

সুমিকোর হঠাৎ মনে পড়ে তার কাজের কথা। ফ্রিডী-প্রদত্ত সমস্ত সংবাদ গড় গড় ক'রে সে ব'লে যায়। কিন্তু রিউকিচির কানে কিছুই ঢোকে না, সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সুমিকোর মুখের দিকে। সুমিকোকে সব কথা আবার বলতে হয়। এতক্ষণে তার মাথায় সব সংবাদের তাৎপর্য ঢুকেছে। ইরীকে বলে : 'দৌড়ে যাও সুমোতোর কাছে, তাকে গিয়ে সব কথা বল। আমি চললাম মারিকোর ওখানে।'

ইরী তার নকল গোঁফ আর চশমা খুলে ফেলে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। রিউকিচি টুপি আর স্কার্ফ প'রে নেয়। সুমিকো তার মুখোসটা ঠিক ক'রে নিয়ে দুজনে ইরীর পিছন পিছন বেরিয়ে পড়ে। পথে একটা পাবলিক টেলিফোন থেকে রিউকিচির কথামত সুমিকো

মারিকোকে টেলিফোন ক'রে বলে যে তার বন্ধু যেন পনের মিনিটের মধ্যে রাস্তায় নেমে এসে ডানদিক দিয়ে বেঁকে ওষুধের দোকানের দিকে হাঁটতে থাকে। রাস্তায় অপেক্ষা করাই ভাল হবে, কেন না বাড়ীটার ওপর পুলিশের নজর থাকতে পারে। তাছাড়া নিসীটাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করাও উচিত হবে না, কে জানে কখন কী বিপদ হতে পারে।

মারিকো উত্তরে বলে যে তার 'মাসী' খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই বাড়ী চ'লে গেছেন। এ সপ্তাহের শেষের দিকে একবার আসবেন ব'লে গেছেন।

উত্তরটা শুনে রিউকিচির ভাল লাগে না। কেমন যেন একটা খটকা লাগে। একটা জরুরী সংবাদ আছে ব'লে একজনকে ডেকে পাঠিয়ে নিসীটা চ'লে গেল এ কী রকম!

সুমিকোকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সব ঠিক আছে কিনা একবার দেখে আসা উচিত ব'লে মনে হলো রিউকিচির। রাস্তার এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সে বলেঃ 'এদিক দিয়ে যাওয়াই ভাল, ওদিকে কিছু কিছু সাদা-পোষাক পুলিশ ঘোরা-ফেরা করছে দেখছি।'

পোষ্ট-অফিসের সামনের বাগানটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সুমিকো রিউকিচিকে কনুয়ের ঠেলা দিয়ে বলেঃ 'বেশ লোক তুমি যাহোক, ফিরে এসেছো, কিন্তু আমাকে একটু জানাও নি! আশ্চর্য!'

'আমি তো মাত্র কাল ফিরেছি। কিন্তু তোমার কথা আমি অনেক আগে থেকেই জানতাম। শুনেছিলাম তোমার অসুখ। তাই মনে করেছিলাম মারিকোকে ধ'রে তোমার সঙ্গে একটা দেখা করার ব্যবস্থা করবো।'

'সব মিথ্যে কথা!' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সুমিকো বলেঃ 'আমাকে তো আর ভাল লাগবে না। টোকিওতে কত সুন্দরী লেখা-পড়া জানা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে এবার!'

'আচ্ছা! সুমিচান কী ক'রে জানলো যে আমি টোকিওয় গিয়েছিলাম?'

'গণকের কাছে। গণক ঠাকুর আমায় একটা খড়ের পুতুল দিয়েছিল, তাতে একটা লোকের নাম লিখে দিয়েছিলাম···লোকটা আমার চেনা, কিন্তু মোটেই ভাল না। আর রোজ ওই পুতুলটিতে আলপিন ফুটিয়ে দিতাম.... !'

রাস্তার মোড়ে একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে, গাড়ীর ভিতর দুজন আমেরিকান... আর তার সামনে একজন পুলিশ ঘোরাফেরা করছে। গাড়ীটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রিউকিচি সুমিকোকে জড়িয়ে ধ'রে তার মুখটা নিজের মুখের কাছে টেনে নেয়।

বিপজ্জনক এলাকা পার হয়ে অনেকটা এসে রিউকিচি সুমিকোকে বাহুমুক্ত করে। 'সাধারণ পুলিশ কি সাদা পোষাক পরা পুলিশ ইচ্ছা করলে যে কোন লোককে রাস্তায় থামিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মাতাল বা প্রেমিকদের সম্বন্ধে ওদের মাথাব্যথা বিশেষ নেই।' এই ব'লে রিউকিচি একবার সুমিকোর মুখের দিকে চেয়ে দেখে। 'আমি এখন থেকে শহরেই কাজ করব। নদীর ওপর যে সাঁকোটা আছে—, তারই কাছে ইয়াীর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকব।'

'মারিকোদের বাড়ীতেই আমাকে থাকতে হবে, কোন উপায় নেই। ও বলেছে ঐ বাড়ীই নাকি সবচেয়ে নিরাপদ আমার পক্ষে।'

'আমি একটা ছাপাখানায় কাজ নিয়েছি। একটা কথা বলব...তুমি যদি রাজী হও...তবে একসঙ্গেই থাকতে পারি আমরা। তোমাকে ছাড়া আমি আর একা থাকতে পারছি না—।'

নতমুখী সুমিকোর হাত কাঁধের উপর।

'কিন্তু আমার যে অসুখ!' মুখ নিচু ক'রে ঘাড়ের কাছে আঙুল ঘষতে ঘষতে সুমিকো বলে।

'তোমার অসুখ তো ভাল হয়ে যাবে—'

'মামা যদি অমত করে। রেগে গিয়ে ইয়েচানের বাবার মত যদি আমাকে বিক্রি ক'রে দেয়। হ্যাঁ,—ইয়েচান এখন কোথায়?'

'সে কাজ করছে আত্মগোপন ক'রে। পুলিশ ওকে কিন্তু খুঁজে বেড়াচ্ছে—যদি কোন সময় কোন জায়গায় ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, খবরদার কোন কথা বলবে না কিংবা এমন কোন ভাব দেখাবে না যে তোমার সঙ্গে ওর চেনা-জানা আছে। তাহলে ইয়েচান ধরা প'ড়ে যাবে।'

'যদি তোমাকে অমনি আত্মগোপন ক'রে থাকতে হয়...আমার বড্ড ভয় করে।'

নিজের হাতের মধ্যে ওর হাত টেনে নিয়ে রিউকিচি উত্তর দেয়: 'আমাদের সব কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাছাড়া তুমি তো নিজেই রয়েছ আত্মগোপন ক'রে। আমেরিকানরা পুলিশকে জানিয়েছে আর পুলিশ তোমার চেহারার বর্ণনা চারদিকে জানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং খুব সাবধানে তো তোমাকেও থাকতে হবে।'

সারাটি পথ রিউকিচিকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন ক'রে চলতে হয়। পুলিশ কি আমেরিকান সৈন্যদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে মাতালের মত টলতে টলতে সুমিকোকে জড়িয়ে ধরে, তার গালে গাল দিয়ে চলে। পোষাক-পরা পুলিশ ছাড়াও তাদের নজর রাখতে হয় সাদাপোষাকদের উপর; আজকাল তাদের সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গেছে। মারিকোদের বাড়ী না পৌছোন পর্যন্ত রিউকিচি সতর্ক থাকে। তাকে একটু বেশী সাবধানী ব'লেই সুমিকোর মনে হয়। বেঁকে-যাওয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিরোধক মুখোসটা সোজা ক'রে নিয়ে সুমিকো মন্তব্য করে: 'এবার টোকিও থেকে রিউ-চান খারাপ হয়ে এসেছে। আমেরিকানরা যেমন, ঠিক সেই রকম...'

রিউকিচি বলে যে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মারিকোদের জানলার দিকে তাকিয়ে থাকবে। যদি সব ঠিক থাকে সুমিকো জানলার সামনে এসে যেন হাত নাড়ে। 'না হয় এমনি ক'রেই' ব'লে....নিজের কাঁধটাকে খিমচিয়ে দেখায়।

'না। আমি এমনি করব—!' ব'লে দুটো কানে আঙুল দিয়ে দেখায়। 'খেঁকশিয়ালের মত দেখাচ্ছে তো আমায়?'

'হুঁ', এমন সুন্দরী খেঁকশিয়ালী আমি জনম জনম ধরি নেহারিব!'

রিউকিচি রাস্তার এদিক ওদিক দেখে, আবার বুঝি পুলিশ আসছে...।

কিন্তু এইবার সুমিকো ওর হাত ছাড়িয়ে দূরে স'রে যায়।

'মোটেই না। তুমি ভীষণ অভদ্র হয়ে উঠেছ। মারিকোকে বলবো। আমাকে সাংস্কৃতিক ভবনে ভর্তি ক'রে দিতে যেখানে ওরা শিখছে এই সব—' ব'লে ঘুষি পাকিয়ে দেখায়। 'আজ দেখে এলাম আমেরিকানদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এসব শিখছে মেয়েরা।'

'হ্যাঁ, সব মেয়েদেরই শেখা উচিত। কিন্তু তোমার বাইরে যাওয়া-আসা মোটেই ভাল হবে না, যথেষ্ট বিপদ আছে!'

'মুখ ঢেকে সন্ধ্যার পর যাব। নববর্ষের দিন তুমি আসবে তো? কাল সারাদিন চাল গুঁড়ো ক'রে আমরা কত ভাল ভাল জিনিস তৈরি করেছি...।'

রিউ-চান মাথা নেড়ে বিষণ্ণভাবে জানায় তাকে আবার কালই চ'লে যেতে হবে অন্য জায়গায় এক মাসের জন্য।

'অনেক দূরে চ'লে যাচ্ছ?' সুমিকোর গলা কেঁপে ওঠে।

রিউকিচি মাথা নাড়ে।

'দুজনে যাওয়া চলে না?'

'না।'

'খুব বিপদ বুঝি?'

রিউকিচি ডান হাতটা দেখিয়ে বলেঃ 'আয়ু রেখা দেখতে পাচ্ছ...একশো কুড়ি বছর বাঁচবো। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই। এবার ফিরে এসেই তোমার মামার বাড়ী যাব, গিয়ে উঠোনের মাঝখানে ব'সে পড়বো, আর যতক্ষণ তিনি মত না দেন, থাকবো গ্যাঁট হয়ে ব'সে।'

নিষ্পলক নেত্রে তার দিকে চেয়ে থাকে সুমিকো। তারপর মুখ নিচু ক'রে ছোট দোরটা দিয়ে এক দৌড়ে ঢুকে পড়ে বাড়ীর ভিতর।

দেখে বইয়ের আলমারির পাশে সোফার উপর মারিকো শুয়ে। মারিকো বলে যে অফিসে পৌঁছোতে দেরী হয়ে যাবে এই ভয়ে ফ্রিডী চ'লে গেছে।

টোকিও থেকে সদ্য প্রত্যাগত একজন অফিসারের কাছ থেকে সে জানতে পেরেছে যে 'পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি'র ফলে জাপানের বুকে আমেরিকানদের সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তাকে ভিত্তি ক'রে শীঘ্রই একটি সন্ধিপত্র সম্পাদিত হবে। আর সেটা হয়ে গেলে আমেরিকানরা 'এনোলার' বিস্তৃতি শুরু করবে। সে আরও অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ ক'রে জানিয়ে যাবে ব'লে গেছে।

'তবে সে সাংস্কৃতিক ভবন থেকে কাউকে ডাকতে বলেছিল কেন?'

'সে মনে করেছিল, আমাকে তো সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যেতে হবে অন্যদের সাবধান করার জন্য, তাই অন্য কেউ এলে তাকে খবর দিয়ে আর কী কী সংবাদ আমাদের প্রয়োজন তাও জেনে যেতে পারবে।'

সুমিকো জানলার কাছে গিয়ে জানলাটা খুলে, দুকানে দুআঙুল দিয়ে দাঁড়ায়। নিচে অন্ধকারের ভিতর মৃদু শিসের শব্দ হয়,—সুমিকো মাথা নত করে। তারপর জানলা বন্ধ ক'রে পর্দাটা টেনে দেয়।

'কে তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিল ?' অদ্ভুত ধরা গলায় মারিকো জিজ্ঞেস করে।

ব্যস্ত হয়ে সুমিকো ওর কাছে ছুটে যায়। দু হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে,—গালের কাছে গাল নিয়ে যায়।

'একি, ভিজে কেন ? কি হয়েছে—তুমি কাঁদছ ?' জিজ্ঞেস করে সুমিকো।

মারিকো শুধু দাঁত দিয়ে রুমাল চেপে ধরে।

'আমি ফ্রিডীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ইউকিয়োর কথা। সে ব'লে গেছে তার মৃত্যুর কারণ জানবার চেষ্টা করবে।'

সেই ফটো আর তার পাশে ফুলদানিতে সাজানো ফুলের দিকে সুমিকো চকিত দৃষ্টিতে একবার চেয়ে নিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে : 'ইনি—না ?'

বালিশে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মারিকো। সুমিকো ব'সে থাকে তার পাশে… দূরে শূন্যে তার দৃষ্টি।



পুলিশ বাহিনীর সকলেই জু-জ্যুৎসু শিক্ষা প্রাপ্ত এবং দেশপ্রেমিকদের আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা করতে হয়। ক্যারাটের সৃষ্টি হয় রিউকিউ-এ ; চীনা 'চুনানফার'ই উন্নত ধরন হলো এই ক্যারাটে।

জু-জ্যুৎসু এবং মুষ্টিযুদ্ধ অপেক্ষা ক্যারাটে বেশী কার্যকরী হয় এইজন্য যে কিল্ চড়, ঘুঁষি, হাত দিয়ে গুঁতো ছাড়াও এতে লাথি, হাঁটু ও কনুই দিয়ে গুঁতোর কৌশলও শেখানো হয়। ক্যারাটে জানলে যে কোন ধরনের সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। মূলতঃ এ হচ্ছে আক্রমণের মাধ্যমে আত্মরক্ষার কৌশল।

মহিলাদের পক্ষে ক্যারাটের বিশেষ উপযোগিতা এই দিক থেকে যে কেবলমাত্র কায়িক পরিশ্রম ছাড়াও উপস্থিত বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা ও চাতুরীর প্রয়োজন এতে অনেক বেশী পরিমাণে রয়েছে। প্রতিপক্ষকে চাতুর্যে পরাস্ত করা, তাকে প্রলুব্ধ করা এবং নানা প্রকার ভাণ করা, যার ফলে তার দুর্বলতম স্থানগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং অরপর সেইসব স্থানে চূড়ান্ত আঘাত হানবার ক্ষমতাই প্রধানতঃ এই ক্যারাটে। এর জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল আর অন্ততঃ এই বিষয়ে প্রকৃতি প্রদত্ত গুণাবলী মহিলাদের যথেষ্ট রয়েছে।

গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ক্যারাটে যোদ্ধা ছিলেন একজন যুবতী—ইতোনসুরু তার নাম। তার সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। রিউকিউ জোড়া তার খ্যাতি তখন। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল একজন পুরুষ, তার নাম মাৎসুমোরা—সেই সময়কার ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ান। দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়। তারপর তারা পরস্পর পরস্পরের অনুরাগী হয়ে পড়ে এবং তাদের বিয়ে হয়। আর যখনই স্বামী-স্ত্রীর কোন কলহ হতো—মাৎসুমুরা রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে কোন পথচারীর উপর তার প্রতিশোধ নিত। অন্ততঃ ছাত্রীদের কাছে এই কাহিনী অনেকবার এবং প্রত্যেকবারই নতুন নতুন বিবরণ যোগ ক'রে বলতেন উকিনাওয়া থেকে আগতা ক্যারাটে শিক্ষাদাত্রী।

'কোণ্ডো' ক্লিনিকের ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া ক্যারাটে ক্লাসে ভর্তি হওয়া যায় না। তাই যখন ডাঃ নাকায়ার কাছে পরীক্ষার জন্য সুমিকো যায় তখন তার মনে বেশ দুশ্চিন্তা ছিল যে তিনি রাজী হবেন কিনা। কিন্তু সে অবাক হয়ে যায় যখন শোনে যে ডাক্তারের কোন আপত্তি নেই। ডাক্তার শুধু বললেন: 'খেলাধূলায় যোগদান করলে তো তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তবে কম পরিশ্রমের কিছু হলেই ভাল হতো—' তারপর মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলেন: 'কিন্তু কী আর করা যাবে, দিনকাল যা পড়েছে—'



প্রায় তিনমাস ধ'রে সুমিকো ক্যারাটে শিক্ষা গ্রহণ করছে। যে বারোটি মেয়েকে বেছে নিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় শিক্ষা দেওয়া হয় সে তাদের মধ্যে একজন।

শিক্ষাদাত্রী তাঁর নিজের কাজের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতেন। ছাত্রীদের পাকা যোদ্ধা ক'রে তুলবেন ব'লে তিনি সংকল্প নিয়েছেন আর এইজন্য তিনি সবার উপর সব সময়ই খড়্গহস্ত। কোন কৌশল শেখানোর সময় তিনি তাদের এত জোরে ভূশায়িত করতেন যে খড়ের নরম গদি তাদের আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করতে পারত না। প্রায়ই কোন না কোন ছাত্রী প'ড়ে গিয়ে কেঁদে ফেলত আর ঐ পেশী-বহুল বলিষ্ঠ শিক্ষাদাত্রী তাঁর প্রিয় নীতিবাক্য—'সবুরে মেওয়া ফলে' শুনিয়ে সান্ত্বনা দিতেন।

ক্যারাটের সাধারণ কৌশলগুলো শিক্ষা দেওয়ার পর শিক্ষাদাত্রী ব্যবস্থা করেন একটি প্রতিযোগিতার।

আন্তর্জাতিক নারীদিবসের ঠিক আগের দিন। মেয়েরা সারাদিন ধ'রে বাড়ীটা পরিষ্কার করে। ঘরের দেওয়াল-মেঝে ধুয়ে ফেলে, ছাদের ছেঁদাগুলি বন্ধ ক'রে দেয়, জানলার কাগজগুলো পাল্টিয়ে দেয়। তিনটি জানলা-বিশিষ্ট বড় ঘরটিতে যেখানে সভার অনুষ্ঠান হয়—সেই ঘরেই প্রতিযোগিতা হবে ব'লে স্থির করা হয়েছে। পুরনো খড়ের মাদুরের পরিবর্তে মেঝেতে পাতা হয়েছে চটের কার্পেট। শিক্ষাদাত্রীর পাশে রেফারীর সামনে

ব'সে আছে প্রাক্তন ছাত্রীরা, নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে তারা যেন সম্পূর্ণ সচেতন। তাদের পিছনে দর্শকবৃন্দ। সাধারণতঃ মেয়েদের শিক্ষার সময় পুরুষদের আসতে দেওয়া হয় না; শিক্ষাদাত্রী শুধু ইকেতানিকে এই ধরনের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মী হিসাবে উপস্থিত থাকার অনুমতি দিতেন। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় পুরুষদের উপস্থিত থাকার শর্তাধীন অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শর্ত হচ্ছে দুটি—ধূমপান করা চলবে না আর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্বন্ধে কোন অশোভন মন্তব্য করা চলবে না।

তৃতীয় প্রতিযোগিতাতে সুমিকো অংশগ্রহণ করে। তার বিপক্ষে হলো একটি লম্বা মত মেয়ে, নাম মাৎসুকো—সে আবার বাঁ হাতে বেশী জোর পায়। এই রকম বাঁ হাতে বেশী শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে হলে বিশেষ ধরনের কৌশল জানার প্রয়োজন। শুরুতেই মাৎসুকো চেষ্টা করে সুমিকোর কোমর সাপ্টে ধরার, কিন্তু সুমিকো ডান হাত দিয়ে তাকে এড়িয়ে অন্য পাশে লাফ দিয়ে স'রে যায়। মাৎসুকো পা বাড়িয়ে তাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করে, তারপর তার হাত ধ'রে দেয় এক মোচড়। সুমিকো কনুই-এর গুঁতো দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় কিন্তু টাল সামলানোর আগেই মাৎসুকো এক ল্যাথিতে তাকে ফেলে দেয়।

মাৎসুকোর সিমেণ্ট কারখানার সহকর্মীরা চিৎকার ক'রে হাততালি দিয়ে ওঠে। কিন্তু রাসায়নিক সারের কারখানা থেকে আগত যুবক যুবতীরা ও রেলশ্রমিকরা চুপ ক'রে থাকে। শিক্ষাদাত্রী প্রতিদ্বন্দ্বীদের চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন;—মাৎসুকো ভাল করলেও জয়-পরাজয়ের সিদ্ধান্ত এর থেকে নেওয়া চলে না।

সুমিকো তার পাজামা ঠিকঠাক্ ক'রে যেই দাঁড়িয়েছে অমনি তার থিয়েটার দলের মেয়েরা সমস্বরে ব'লে ওঠে: 'সুমি-চান ছেড়ে দিও না—ঠিক থেকো!'

মাৎসুকো সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করে। ভাণ ক'রে সে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেয়, তারপর সুমিকোর বেল্ট ধ'রে নিজের দিকে টানতে থাকে। সুমিকো হাঁটু দিয়ে ঠেকানর চেষ্টা করে কিন্তু আর পারে না—ধপাস ক'রে পিছন দিকে প'ড়ে যায়। এত দ্রুত এটা ঘ'টে গেল যে পড়ার সময় মাটিতে হাত দিয়ে যে ঠেকাবে তাও পারল না।

সিমেণ্ট কারখানার শ্রমিকরা সোল্লাসে হাততালি দিতে থাকে। এদিকে বিজেতা গিয়ে জলের বালতির কাছে ভূশায়িতা সুমিকোকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করতে যায়, কিন্তু শিক্ষাদাত্রী তাকে নিষেধ ক'রে ধমক দিয়ে ওঠেন: 'ওকে নিজে নিজে উঠতে দাও। কী ক'রে যে পড়তে হয় এতদিনে ওর শেখা উচিত ছিল—। এমন বোকা মেয়ে!'

 ৭ 

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সুমিকো বাইরে যায়। একটা পাথরের উপর ব'সে পিঠের

ব্যথায় হাত বুলোতে থাকে। ফিসফিসানি আর পায়ের শব্দ শুনে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। দেখে চোরের মত দুজন চুপি চুপি এইদিকে আসছে। সুমিকোও বদ্ধমুষ্টি তুলে এগিয়ে যায়।

চিনতে পারে মারিকোর কণ্ঠস্বর। তার পিছনে ফ্রিডী—কপালের উপর টুপি নামিয়ে দিয়ে চোখ ঢেকে নিয়েছে, কোটের কলারও উল্টোনো। টুপির কোণে দুটো আঙুল তুলে নমস্কার জানায়।

মারিকো কানে কানে বলে : 'ফ্রিডী! কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এনেছে সে।' ওরা দুজনে ভিতরে চ'লে যায়। সুমিকো জানলার কাগজের ফাঁক দিয়ে ভিতরে দেখে। প্রতিযোগিতা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

প্রবেশপথের প্রায় অন্ধকারে সুমোতো মারিকো আর ফ্রিডীর সঙ্গে মৃদু স্বরে আলাপ করছে। সুমিকো আসতেই সে কথা বন্ধ ক'রে ফ্রিডীর সামনে গিয়ে ওকে আড়াল ক'রে দাঁড়ায়। মারিকো বলে : 'না, ঠিক আছে, সুমিকো-সান ফ্রিডীকে জানে।' সুমোতো বাঁদিকের প্রথম দোরটির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। এখানে শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির সভা হচ্ছে।

দোরটা সামান্য ফাঁক করতেই চোখে পড়ে, ঘর ভর্তি যুবক-যুবতী মেঝের উপর খাতাপত্র নিয়ে ব'সে আছে। বক্তা ব'লে চলেছে : 'ফরাসী অধিকৃত হানয়ের চারপাশে পাহাড়ের গায়ে রাত্রিবেলায় বিদ্রোহীদের প্রজ্জলিত বহ্ন্যুৎসব। ভিয়েৎনামের দেশপ্রেমিকদের নেতৃত্ব করেছিলেন প্রিয় নেতা ডি তাম। তারপর ১৮৯৪ সালে চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে ফরাসীরা বাধ্য হল সন্ধির জন্য আলোচনা চালাতে...'

সুমোতো দোর বন্ধ ক'রে দেয়। পাশের ঘর থেকে কয়েকটি ছেলে পাঠ্য পুস্তক হাতে বেরিয়ে আসে। তাদের পিছন পিছন রুমাল দিয়ে হাতের খড়ি মুছতে মুছতে আসে দীর্ঘকেশ একজন ছাত্র।

ফ্রিডী ও মারিকোকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায় সুমোতো, আর দোরগোড়ায় সুমিকোকে পাহারা রাখে।

ঘরে দেওয়ালের গায়ে বিভিন্ন পোস্টার আর মানচিত্রের সঙ্গে টাঙ্গানো রয়েছে কয়েকটি একর্ডিয়ন, ম্যাণ্ডোলিন ও একটি ত্রিভূজাকৃতি তে-তারের বাদ্যযন্ত্র। ফ্রিডী তার খাটো হাতদুটি কোটের পকেটে পুরে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। সে যে একটু ভয় পেয়েছে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

ক্ষুদ্র নমস্কার জানিয়ে সুমোতো বলে : 'আপনার দেওয়া পুলিশ-হামলার সংবাদটা ঠিকই হয়েছে। আমরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি।'

ফ্রিডীও প্রতিনমস্কার জানিয়ে বলে : 'এতো খুবই সামান্য।' তারপর মারিকোর দিকে ফিরে বলে : 'অন্য বিষয়টা খোঁজ ক'রে দেখছি, দেখি কী করতে পারি। তবে ওটা বেশ শক্ত ব্যাপার।'

'ইয়াসুজি ও তোশিওর সম্বন্ধে...আমি ফ্রিডীকে বলেছি ওদের মৃত্যুর কারণ যদি জানতে পারা যায়...।' বলে মারিকো।

ফ্রিডী দোরগোড়ায় সুমিকো যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে একবার তাকিয়ে গলাটা নিচু ক'রে বলে : 'কাল বিমানঘাঁটিতে শুনলাম ৩১৫নং বাহিনীকে ইন্দোচীনে পাঠান হচ্ছে—আর অষ্টাদশ বাহিনী—'

সুমোতো ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে : 'সামরিক গুপ্ততথ্য জানার কোন আগ্রহ আমাদের নেই।'

'ওঃ!' ফ্রিডী মুখেব কাছে হাত দিয়ে একটু কাশে। 'আর ঘাঁটির বিস্তৃতি সম্বন্ধে কর্ণেল ইয়ংহাজব্যাণ্ডের প্রাক্তন পার্শ্বচর ফার্স্ট লেফটেনান্ট রকহ্যাম আমাকে খুব গোপনে জানিয়েছেন যে টানেল হিল পর্যন্ত একটা বড় রাস্তা তৈরী হয়ে গেলে তাদের রাডার স্টেশন তৈরী করার একটা পরিকল্পনা আছে। আচ্ছা, পরে আরো খবর জেনে বলব।'

সুমোতো ফ্রিডীর চোখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বলে : 'আপনি কিন্তু খুব ঝুঁকি নিচ্ছেন। বুঝতে পারছেন তো যদি ধরা পড়েন তবে আপনার কী ভীষণ অবস্থা হবে।'

'কোর্টমার্শাল হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—' ফ্রিডী বলে।

'এখানে আপনার আর না আসাই ভাল। দুবার এ বাড়ীটার উপর পুলিশ হামলা হয়ে গেছে, আবার যে কোন মুহূর্তে পুলিশ এখানে এসে পড়তে পারে।'

অধোমুখে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ফ্রিডী চোখ না তুলেই ভাঙ্গা গলায় বলে : 'আমার একমাত্র কাম্য আপনাদের কোন কাজে আসা। আপনারা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারবেন না তা আমি জানি। এজন্য অবশ্য আপনাদের কোন দোষ দিতে পারি না। যতই হোক আমি একজন আমেরিকান সৈনিক, কিন্তু আমাদের—মানে, নিগ্রোদের সঙ্গে আমেরিকানরা নিগ্রোদের চেয়ে কিছু ভাল ব্যবহার করে না। ওরা আমাদের বলে জ্যাপ, হলদে বাঁদর, আরও যেসব গালাগাল দেয় তা মুখে আনা যায় না।' চাপা কান্নার মত একটা শব্দ করে সে, তারপর পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে চোখ মুছে নেয়। 'পরশু দিনের আগের দিন ওরা মাতাল হয়ে একজন জাপানী টাইপিস্টকে মারধোর শুরু করে। আমি থামাতে গেলে একজন সার্জেণ্ট আমাকে এমনভাবে আঘাত করে যে—'

'কোন জায়গায়—?' কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করে সুমিকো।

ফ্রিডী ব'লে চলে : 'এত ভীষণ জোরে আঘাত করে যে—'

নিজের চিবুকের দিকে ঘুষি দেখিয়ে সুমিকো জিজ্ঞেস করে : 'এইখানে আঘাত করে?'

সুমোতো তার দিকে কঠোর দৃষ্টি হানতেই সে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলে। ফ্রিডী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখ মুছে ফেলে একটি সিগারেট ধরায়। কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে সে দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। উপরে একটা পোস্টার, তাতে অঙ্কিত রয়েছে একটি মেয়ে, সে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে হেলমেট পরিহিত একজন সৈনিককে, তার হাতে একটি 'বাজুকা।'—নিচে লেখা : আমরা নিরাপত্তাবাহিনীর কোন সৈনিককে বিবাহ করব না।

'পোস্টারটি কিন্তু চমৎকার হয়েছে।' ফ্রিডী মন্তব্য করে। তারপর কোণে সইটির

দিকে দেখিয়ে বলে : 'সেদিন অফিসারদের ক্লাবে সি-আই-সি অফিসারদের ক্যাৎসু গেঙ্গো নিয়ে বিতর্ক শুনলাম। কেউ বলছে বিশেষ একটি কাজে উত্তর কোরিয়া থেকে প্রত্যাগত একজন জাপানী কমিউনিস্টের সত্যিকারের নাম। অন্যেরা বলছে এটা কোন ব্যক্তিবিশেষের নামই না, একটা সাঙ্কেতিক কিছু। সামরিক পুলিশ বাহিনীর লেফটেনান্ট ওরীন বললেন : জাপানী পুলিশ বহুদিন থেকে ক্যাৎসু গেঙ্গোকে খুঁজছে, কিন্তু ওরা যাকেই ধরে সেই বলে তার নাম ক্যাৎসু গেঙ্গো। ওরা তো মহা ফাঁপরে প'ড়ে গেছে। আর এদিকে ক্যাৎসু গেঙ্গোর নাম সই করা ছবি আর কবিতা প্রকাশ হয়েই চলেছে।'

সুমিকো হেসে ফেলে। 'সে শুধু পালিয়ে বেড়ায়, ভীষণ চালাক ছেলে! তার হাজারখানেক হাত আছে মনে হয়!'

'বেশ পাকা কায়দা করা হয়েছে কিন্তু। সবাই নিজেকে বলছে ক্যাৎসু গেঙ্গো! পুলিশ বেচারারা বেকায়দায়!' দোরের দিকে গিয়ে বলে : 'কিন্তু তবু তো অনেকেই তাকে চেনে। আজ বাদে কাল কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে।'

সুমোতো আর মারিকো দৃষ্টি বিনিময় করে। সুমোতো মুচকি হেসে উত্তর দেয় : 'একেবারে ডানপিটে, ভয়ডর নেই একটুকুও তার। সে তো প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়ায়। এখানেও মাঝে মাঝে আসে।'

ফ্রিডী গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় : 'এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। এত বড় ঝুঁকি তার নেওয়া কোনমতেই উচিত নয়।'

তারপর রিস্টওয়াচের দিকে দেখে নমস্কার ক'রে বলে : 'আচ্ছা, তাহলে আমি যাই!'

'পথ পরিষ্কার কিনা আমি একটু এগিয়ে গিয়ে আগে দেখি—' মারিকো বলে।

ওরা চ'লে যাওয়ার পর সুমোতো ঘরের মধ্যে নীরবে কিছুক্ষণ পায়চারী করে। তারপর সুমিকোর পাশে দাঁড়িয়ে ওকে জিজ্ঞেস করে : 'ওই নিসীটাকে তোমার কেমন মনে হয়?'

'কী জানি, ঠিক বুঝি না। ওখানে ওরা ওকে মেরেছে আর এখানে এসে তিনি চোখের জল ফেলছেন! একটা আস্ত ন্যাকা।'

সুমোতো মাথা নেড়ে বলে : 'না, তা ঠিক নয়। তাহলে এখানে আসার সাহস পেত না। কতখানি বিপজ্জনক তা তো সে বোঝে। তাছাড়া সে তো আমাদের সব সত্যি কথাই বলেছে। আজ আবার কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিয়ে গেল। আমাদের কাছে নতুন না হলেও আমাদের সংবাদের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তো। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সে মিথ্যে বলেনি।' তারপর ঘাড়ের কাছে চুলকোতে চুলকোতে বলে : 'সে যাই হোক, কি জানি কেন, লোকটাকে আমার ভাল লাগে না। ওদিকে প্রতিযোগিতা তো শেষ হয়ে এল। তুমি কি ওখানে গিয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমাকে একজন যুবক অভিনন্দন পাঠিয়েছে।' তারপর সুমোতো চোখ দুটো ছোট ক'রে বলে : 'সে খুব শিগগিরই বাড়ী ফিরবে, শরীর তার ভালই

আছে। তোমার প্রতিযোগিতার আগে বললে হয়ত তুমি একটু ভাল করতে পারতে—! বোকা মেয়ে!' সুমিকো হেসে উঠে দৌড়ে পালিয়ে যায় প্রবেশ পথের দিকে। তারপর গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় যেখানে প্রতিযোগিতা চলেছে তখনও।



সেদিন অনুষ্ঠান-শেষে সভ্যদের একটি বিশেষ সভা আহ্বান করা হল, একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আলোচনার জন্য। খবর এসেছে যে টোকিওতে 'পারস্পরিক নিরাপত্তা আইন'কে ভিত্তি ক'রে একটি চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে; এবং আমেরিকানরা গোল পাথরের সীমা ছাড়িয়ে 'এনোলা সামরিক ঘাঁটি'র বিস্তৃতির কাজ শুরু করবে যাতে তারা টানেল হিল পর্যন্ত একটা পাকা রাস্তা ক'রে ফেলতে পারে। এই জন্য যে সব জমি দখলের প্রয়োজন তার ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে জমিদার সাকুমা ও ইউগেহর সঙ্গে তাদের একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

এই ঘোষণার পর, এনোলা সামরিকঘাঁটি বিস্তৃতির প্রতিবাদের জন্য গঠিত সংগ্রাম পরিষদের একটি আবেদন প'ড়ে শোনান হল।

জাতীয় মুক্তির জন্য এই তিনটি গ্রামের সাহায্যে অগ্রসর হওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে সংগ্রাম পরিষদের তরফ থেকে।

এই বাড়ীটা এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। বর্তমানে ক্লাবের সমস্ত কার্যকলাপ—পাঠচক্র, সেলাই শিক্ষা, ক্যারাটে ক্লাশ প্রভৃতি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় দু-এক ঘণ্টার জন্য ক্লাবের কয়েকজন সদস্য এসে চলতি কাজকর্মের কথা আলোচনা ক'রে যেত, আর অবশিষ্ট সময়ের জন্য সাংস্কৃতিক ভবনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল পাশের গুদামের দারোয়ানের স্ত্রীর জিম্মায়।

একদিন সন্ধ্যায় তারা 'বুকিতি এবং সামরিক ঘাঁটি' নাটকের যখন মহড়া দিচ্ছে, মারিকো দেখে যে কয়েকটি ছবি সে বাড়ীতে ফেলে এসেছে। সেগুলো আনার জন্য সুমিকোকে আবার বাড়ী যেতে হল।

রাত্রি তখন ন'টা। মারিকোদের রাস্তার মোড়ে ট্রাম থেকে নামবার সময় একটা জীপ গাড়ী সুমিকোকে প্রায় চাপা দিয়েছিল আর কি। সশব্দে গাড়ীর ব্রেক টেনে নিগ্রো ড্রাইভার ভয়ার্ত মুখ বের ক'রে দেখে। এক লাফে ফুটপাতের উপর উঠতে গিয়ে মাদুরের দোকানের সামনে সুমিকোর ঠোকাঠুকি হয়ে যায় পথচারী এক সামরিক পোষাক পরা আমেরিকানের সঙ্গে। সে ওর হাত ধ'রে ওকে সামলাতে গিয়ে তো একেবারে অবাক। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই সুমিকোর চোখে যেই পড়া, উজ্জ্বল দেহবর্ণ আর পাকা ভ্রূযুগল— অমনি ওখান থেকে এক ছুট। আপ্রাণ দৌড়ে চলে সে পাহাড়ের ওপরে ওঠার জন্য।

'থামো ! থামো !' আরও কী যেন ব'লে চিৎকার করতে থাকে আমেরিকানটি, ওর কানে কিছুই পৌঁছোয় না। জীপটা একটানা হর্ণ বাজিয়ে চলেছে,—আর গাড়ীর সামনের উজ্জ্বল আলো গিয়ে পড়েছে রাস্তার ধারের সমস্ত বাড়ীগুলোর গেটের উপর আর সামনের খোয়া বোঝাই লরীটার উপর। কোথাও না থেমে সুমিকো ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে যায় মারিকোদের গেট পর্যন্ত। এক টানে গেটটা খুলে ভিতরে গিয়ে খিল বন্ধ ক'রে দেয়। জীপের হর্ণ তখনও শব্দ ক'রে চলেছে আর লরীটার ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সম্ভবতঃ লরীটা উন্মত্ত জীপটার মত দ্রুত যেতে পারছে না, তার জন্য পথ ছেড়ে দিতেও পারছে না। অবশেষে জীপটা রাস্তার সব শেষের বাড়ীটার পাশ দিয়ে বেঁকে চ'লে গেল।

রাস্তায় আবার বেরোবার আগে সুমিকো পরিচারককে পাঠিয়ে দিল রাস্তায় কোন জীপ দাঁড়িয়ে আছে কিনা দেখতে। নেই শুনেও ওই রাস্তা দিয়ে আবার ট্রাম স্টপে যাওয়ার তার সাহস হয় না। চোখ পর্যন্ত স্কার্ফ দিয়ে ঢেকে পাহাড়ের উপর উঠে একটি নির্জন রাস্তা দিয়ে 'নায়াগ্রা নাচ ঘরের' কাছে ট্রাম রাস্তায় সে এসে দাঁড়ায়।

অনেকক্ষণ ধ'রে নিশ্চয়ই ট্রাম বন্ধ ছিল। যে ট্রামটিতে সুমিকো চড়লো সেটা একেবারে ভর্তি। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের স্টপে আরও লোক ওঠায় ভীড় বাড়ে। মাঝের পথ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় সুমিকোর হঠাৎ ধাক্কা লেগে যায় একজন রোগা মত মহিলার সঙ্গে। তার গায়ে একটা বর্ষাতি, মাথার উপর ওড়না, আর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-নিরোধক মুখোস দিয়ে তার মুখ ঢাকা। মহিলাটি ওর দিকে একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়, তারপর আবার বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে। মোড় ঘোরার সময় ট্রামের ঝাঁকানি লাগতেই মহিলাটি ঝুঁকে প'ড়ে স্ট্র্যাপ ধরতে যায়, এই সময়ে মাথার ওড়নায় হাতের ঘষা লেগে মুখোসটাও স'রে যায়। সরু ফালির মত একজোড়া চোখ, অসমান দুটি ভ্রূ আর বাঁ গালে জড়ুল। অবাক হয়ে সুমিকো শুধু কাঁধের কাছে খিমচোতে থাকে। মহিলাটি আড়চোখে ওর দিকে একবার দেখে নিয়ে মুখোসটা সোজা ক'রে অন্যদিকে মুখ ফেরায়। সুমিকো লক্ষ্য করে, সে ধীরে ধীরে বাঁ হাতটি নিচে নামিয়ে মুহূর্তের জন্য আঙুলগুলো মুঠ ক'রে ডান হাতের মুঠোর মধ্যে রাখল। সুমিকো একটু ঘুরে কাত হয়ে দাঁড়াল, তারপর কেউ তাদের লক্ষ্য করছে কি না ভালভাবে দেখে নিয়ে আস্তে ক'রে ইয়েকোকে কনুই দিয়ে মৃদু গুঁতো দিল। এইভাবে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে তারা বাজারের কাছে পার্ক পর্যন্ত এল। তারপর ইয়েকো তার বন্ধুর দিকে ফিরে ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত ক'রে মৌন বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে ট্রাম থেকে নেমে গেল। সুমিকো ফিরে এল মাৎসুকোদের গলিতে।

মার্কিন অধ্যাপকের সঙ্গে সুমিকোর সাক্ষাৎকারের বিবরণ শুনে মারিকো একেবারে আঁতকে ওঠে।

'কী ভয়ানক। সে তো তোমাকে ওই বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছে, নিশ্চয়ই পুলিশকে জানিয়ে দেবে!'

'না, কোন্ বাড়ীতে ঢুকলাম তা দেখবার সময়ই সে পায় নি।'

'রাস্তাটির উপর ওরা নজর রাখবে...আর তুমি যখন বেরুবে তখন? আর ফ্রিডী যদি আসে ওকেও তো ধ'রে ফেলতে পারে।'

মাৎসুকো দৃঢ়কণ্ঠে বলে : 'সুমিকো আমার এখানে থাকবে, তাকে আমি কোথাও বেরুতেই দেব না।

মাৎসুকোর দিকে চেয়ে দেখে মারিকো—সে পুরুষের মত পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে আছে। তার কিছুটা উঠে থাকা চোয়ালের হাড় আর ঘন কালো এক জোড়া ভুরুতে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

মৃদু হেসে মারিকো উত্তর দেয় : 'সুমি-চান তোমার এখানে থাকলে আর কোন দুশ্চিন্তাই থাকে না! কিন্তু দেখ, ও যেন কোন কারণেই বাইরে না যায়। প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করবে। আর দোকান থেকে সুমি-চানের কাজ আমি নিজেই নিয়ে আসব এখন থেকে।'



নিঃসঙ্গ জীবন মাৎসুকোর। বিমান আক্রমণে তার মা আহত হয়েছিলেন, তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে যায়। গত বছর তিনি মারা গেছেন। মাৎসুকোর ওই চালাঘরে আরও তিনটি শ্রমিক পরিবার বাস করে। সামনের রাস্তাটি খুবই সঙ্কীর্ণ। পিছনে মাঠের পাঁচিল ঘেরা একফালি উঠোন। দুটো পরিবার আবার সেটা ভাঙা দর্মার বেড়া দিয়ে ভাগাভাগি ক'রে নিয়েছে।

অতি প্রত্যূষে মাৎসুকো কারখানায় বেরিয়ে যেত আর ফিরে আসতো সন্ধ্যায়। সারাটা দিন সুমিকো হয় খেলনা তৈরি করে কিংবা থিয়েটারের জন্য ছবি আঁকে। কোন কোন দিন সে খেলনার দোকানের জন্য তৈরি করতো ঘুড়ি, বড় বড় কাগজের উপর লাল রঙ দিয়ে এঁকে দিত রাক্ষস কিম্‌তোকি কিম্বা দাঁড়িওয়ালা এম্মার ছবি।

সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেলে সাংস্কৃতিক বাহিনীর বিভিন্ন দল শ্রমিক অঞ্চল ও গ্রামদেশ পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। বালতি কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিক, কলেজের ছাত্র ও কয়েকজন বেকার শ্রমিকদের মিলিত একটি বাহিনীর সঙ্গে মারিকো যোগদান করে। যাওয়ার আগে মারিকো সুখবর জানিয়ে যায় সুমিকোকে যে তাদের রাস্তার উপর কোন পাহারা বসে নি। সেদিন সুমিকো নিশ্চয়ই খুব ভালভাবে আমেরিকানদের চোখে ধুলো দিতে পেরেছিল।

সে জিজ্ঞেস করে : 'ফ্রিডীর কী ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছ ? আমাকেই কি তার সঙ্গে যোগা-যোগ রাখতে হবে ?'

মাৎসুকো ধমক দিয়ে ওঠে : 'তুমি এ বাড়ী থেকে এক পা বেরোতে পারবে না। যেমন আছ, তেমনি থাকবে।'

মারিকো জানিয়ে যায় তার অবর্তমানে কারুর না কারুর সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে ফ্রিডীর।

অভিনয়-চক্রের সভ্যেরা চ'লে যাওয়ার পর, মাৎসুকো চাঁদা সংগ্রহকারীদের একটি দলে যোগ দেয়। কাজ থেকে ফেরার পথে প্রত্যেকদিন নতুন সংবাদ শুনে আসত। একদিন সে সংবাদ নিয়ে এল যে আমেরিকানরা আক্রমণ শুরু করেছে। তারা গোলপাথরের সামনের সব বাড়ীগুলো ভেঙ্গে ফেলেছে আর ইউগেহ্ জমিদার বাড়ীর পাশের বাঁশবন পর্যন্ত দখল ক'রে নিয়েছে। এই পর্যন্ত তারা বিনা বাধায় দখল পেয়েছে। তারপর আর পারেনি। পুরোনো আর পুবপাড়ার অধিবাসীরা রক্ষীবাহিনী গঠন ক'রে ইউগেহ পর্বতের পাদদেশ থেকে জলাশয় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের সামনে ব'সে পড়েছে, সারির পরে সারি, কোথাও কোন ফাঁক নেই। ওরা এর নাম দিয়েছে শান্তির সারি।

নতুন পাড়াতেও রক্ষীবাহিনী গঠিত হয়েছে। শান্তির সারির উপর সব সময় রয়েছে সতর্ক দৃষ্টি। ছ-ঘণ্টা অন্তর একদল সত্যাগ্রহীর বদলে আর একদল এসে ব'সে পড়ে। শুধু যে যুবকের দলই রক্ষীবাহিনীতে যোগ দিয়েছে তা নয়, বয়স্ক পুরুষ ও নারীরাও দলে দলে যোগ দিচ্ছে।

গ্রামবাসীদের এই প্রতিরোধের কাহিনী সারা জাপানময় ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রাম-পরিষদের কাছে আসছে টেলিগ্রাম আর চিঠিপত্র। টোকিও, ওসাকা, কোবে, নাগোয়া, কীয়াতো ও অন্যান্য শহরে আন্দোলনের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ আরম্ভ হয়েছে। খাদ্য ও পোষাকের পার্শেল আসতে শুরু করেছে। জাপানে বৈদেশিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে জাপানবাসীর প্রতিরোধ উপলক্ষ্যে ক্যাৎসু গেঙ্গো জানিয়ে দিয়েছে যে শান্তির সারিতে সে তার স্থান নিয়েছে।

মার্কিন সামরিক পুলিশ আর সৈন্যবাহিনী পূর্ণ সামরিক সজ্জায় এসে দাঁড়িয়েছে। স্থান ত্যাগের নির্দেশ জানালে সত্যাগ্রহীরা তাদের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে আর শুরু করে শঙ্খ-ধ্বনি। রাত্রে চারদিকে জ্বলতে থাকে মশাল।

হিংসাত্মক পথ গ্রহণে পুলিশ ইতঃস্তত করে। ওদিকে শান্তির সারিতে নতুন নতুন বাহিনী এসে যোগদান করছে। পার্শ্ববর্তী পাহাড় অঞ্চল থেকে এসেছে কাঠুরিয়া ও কাঠ-কয়লা সংগ্রহকারীদের দল, বাঁধ থেকে, খনি অঞ্চল থেকে এসেছে শ্রমিকের দল, কমিউনিষ্ট পার্টি'র শহর কমিটির একটি বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে বামপন্থী সোস্যালিষ্টদের দল।

 ১০ 

সেদিন সারাটা দিন সুমিকোর কিছুই ভাল লাগে না। আগের দিন সারারাত্রি কাঁধের কাছে ছুঁচ ফোটার মত তীব্র বেদনা বোধ করে আর সকাল থেকে শুরু হয়েছে পিঠে ও মাথায়

অসহ্য ব্যথা, ধান রোয়ার পরের দিন যেমন সারা শরীরে ব্যথা হয় তেমনি। ডাঃ নাকায়ার দেওয়া লাল বড়িগুলোর কয়েকটা খেয়ে নিয়েছে, আর মাথায় বেঁধেছে একটা ভিজে তোয়ালে। কাজে কোন উৎসাহ পায় না। সোনালী আর রূপালী কাগজ দিয়ে খেলনার জন্য পাখা বানাচ্ছিল, সেগুলো সরিয়ে রেখে, ট্রাঙ্কের উপর থেকে একটা ভাঙ্গা আয়না তুলে নিয়ে নিজের মুখ দেখে। বেদনায় তার মুখ মলিন, আর কাঁধের একটি অংশ খিম্‌চানোর ফলে লাল হয়ে উঠেছে।

কেউ তার কথা ভাবছে না। এখানে এই খাঁচায় বন্দী অবস্থায় আজ সে সকলের অবহেলিত। সে তো ফিরে এসেছে। কাল তার সঙ্গে দেখা হয়েছে মাৎসুকোর। সে নিশ্চয়ই শুনেছে যে সুমিকো এখানে আছে। কই, তবু তো এল না একবার, দেখা করবার অবকাশই তার হল না একবার! সবাই কি তাকে ছেড়ে গেল? সাংস্কৃতিক বাহিনীর ভ্রাম্যমাণ দলগুলির সঙ্গে যোগ দেওয়ার কী ইচ্ছেই না তার হয়েছিল! এর জন্য সে সব কিছু করতে রাজী ছিল। তবু তারা সঙ্গে নিল না; সবারই মুখে বিপদের কথা। তাছাড়া আবার পথের কষ্ট। পায়ে হেঁটে যেতে হবে অনেক দূর, শোওয়া খাওয়ায় কোন স্থিরতা থাকবে না। অর্থাৎ এই কষ্ট সহ্য করতে পারবে কেবল তারাই যাদের স্বাস্থ্য ভাল। ডাঃ নাকায়া তার যাবার অনুমতি কখনই দেবেন না। সব কিছুর অযোগ্য সে, কেউ তো তাকে চায় না। এইভাবে বেঁচে থাকার কি কোন প্রয়োজন আছে? তাকামিই না বলেছিল: 'বাইরে আমরা দেখতে জীবন্ত কিন্তু আসলে আমরা সব ছাইয়ের পুতুল!' তাকামির কথাই ঠিক মনে হয় সুমিকোর।

আয়নার সামনে ব'সে একদৃষ্টে সে চেয়ে থাকে। তার পাশে মাদুরের উপর স্তূপীকৃত সংবাদপত্র। সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় বিশেষ একটি ঘটনার বৃত্তান্ত বেরিয়েছে যার ফলে সমগ্র জাপানে আজ ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। পয়লা মার্চ অতি প্রত্যূষে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আমেরিকানরা হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ করেছে।...তার পাঁচ ঘণ্টা পরে বিস্ফোরণের কেন্দ্র থেকে ২৮৮ কিলোমিটার দূরে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি উড়ে এসে পড়ে মাছ-ধরা একটি জাপানী নৌকোর উপর। তেইশজন মাঝির সকলকেই জাপানে এনে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রোগের লক্ষণ দেখে মনে হয় প্রত্যেকেরই মারাত্মক রক্তাল্পতা হয়েছে। তাদের ধরা সমস্ত মাছগুলোই এই 'মারাত্মক ভস্ম' দ্বারা বিষদুষ্ট হয়ে গেছে। 'এ-বি-সি-সি'র সংশ্লিষ্ট আমেরিকান ডাক্তাররা সব রোগীদের পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য দাবী জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্লেনে উড়ে এসেছেন আইসেনবাদ নামে এক প্রফেসার। তিনি বিস্ফোরণের পর জাপানের কূলবর্তী সামুদ্রিক মাছগুলির দেহে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ নির্ণয় করবেন। মৎস্যসংরক্ষণী একটি মার্কিন কোম্পানী আমেরিকায় জাপানী মাছের আমদানি বন্ধ ক'রে দিয়েছে। সংবাদপত্রগুলিতে এই সব ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।

ঘরের ভিতর অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। সুমিকো তার শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নেয়। ওই বড়িগুলো খেয়ে ওর জিভ নীল হয়ে গেছে। অবসন্ন দেহে সে উঠে দাঁড়ায়, রঙিন কাগজের টুকরোগুলো পরিষ্কার ক'রে ফেলতে হবে।

কাছেই একটা মোটর গাড়ীর হর্ণ বেজে উঠল। গলির ভিতর উচ্চ কণ্ঠের কোলাহল। দোর খুলে ঝড়ের মত প্রবেশ করে মাৎসুকো। উত্তেজনায় তার সর্বশরীর কাঁপছে। রুদ্ধশ্বাসে সে ব'লে যায়ঃ 'নিরাপত্তা বাহিনী 'শান্তির সারি'র উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে, তাদের একটা দল আজ সকালেই পৌঁছে গেছে। আমাদের কারখানায় তিন দিনের জন্য সৌহার্দ্যসূচক ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা সবাই ওখানে চলেছি। বাইরে সব লরী অপেক্ষা করছে।'

এই ব'লে মাৎসুকো একটানে হুক থেকে ক্যানভাসের ব্যাগটা নিয়ে তার ভিতর পুরে নেয় তার স্কার্ফ, টুথব্রাশ, সাবান আর মাউথ অর্গান।

'ক্লিনিকে টেলিফোন ক'রে দিয়েছি যে তোমার অসুখ। ডাঃ নাকায়াসান এখুনি এসে পড়বেন। তিনি তোমাকে শুয়ে থাকতে বলেছেন।'

একটি কথাও না ব'লে সুমিকো উঠে দাঁড়ায়। একটা ছোট কিমোনো আর পাজামা প'রে নিয়ে টেবিলের নিচ থেকে সে টেনে বার করে একটা ফোল্ডার। তাতে 'বুকিতি' এবং 'এমেস্কো' নাটকের সব ছবি।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে, শুনি ?'

সুমিকো কোন উত্তর দেয় না। সে পিন দিয়ে কিমোনোর সঙ্গে এ'টে নেয় তার নীল-লাল ব্যাজটি। তার স্কার্ফ, টুথব্রাশ আর দু-চারটে টুকিটাকি জিনিস দিয়ে একটা ছোট বাণ্ডিল বেঁধে ফেলে, কাঁধের উপর কোটটা ঝুলিয়ে নিয়ে নিচু হয়ে স্যাণ্ডেলের ফিতে বাঁধতে থাকে।

চিৎকার ক'রে ওঠে মাৎসুকো: 'বেরিয়ো না বলছি। তোমার ঘটে কি বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে নেই !'

তাকে জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সুমিকো দৌড়ে চ'লে যায় সোজা রাস্তার দিকে। শ্রমিকদের হোস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে তিনটে লরী, সবকটি মানুষে-মানুষে ভরতি। সে দেখতে পায় তাদের শুভ্র মস্তকাবরণ, তাদের হাতে লাল আর লাল-নীল রঙের অগণিত পতাকা আর ফেস্টুন। লরীগুলোর পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাইকেল-আরোহীদের একটি দল।

প্রথম লরী থেকে কে একজন চিৎকার ক'রে ডাকেঃ 'সুমিকো-সান, এদিকে, এদিকে চলে এস !'

ইকেতানি,—মাথায় ছাত্রদের টুপি, কাঁধে ঝুলনো একটি একর্ডিয়ন, লরীর উপর দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাকে ডাকছে। সে হাত বাড়িয়েছে তাকে তুলে নেবে ব'লে। সেই মুহূর্তে পাশের লরী থেকে তার নাম ধ'রে কে যেন ডাক দিল। সেই দিকে দৌড়ে যায় সে। রিউকিচি দুহাত বাড়িয়ে তুলে নেয় সুমিকোকে লরীর উপর।

'ভাল ক'রে ধর, নইলে প'ড়ে যাবে যে !' সে তার হাত ধ'রে থাকে। ইরী টেনে তোলে বলিষ্ঠ মাৎসুকোকে। রিউকিচকে দেখে মাৎসুকো কী যেন তাকে বলতে যায়। কিন্তু সুমিকো কিল তুলে আর তার কৃষ্ণবর্ণ জিভ বের ক'রে ওকে ভেঙায়।

লরী চলেছে। সামনে অগ্রগামী বাহিনী সাইকেল আরোহীদের দল। প্রথম লরীটার সামনে 'গণতান্ত্রিক যুবসঙ্ঘের তৃতীয় বাহিনী' লেখা পতাকা উড়ছে। সমস্ত মিলিয়ে একটা সুদৃশ্য শোভাযাত্রা। ইকেতানি তার একর্ডিয়নে তুলেছে সুরঝঙ্কার—ইরী ধরেছে মধুর সুরে আনন্দের গীতি। মূর্চ্ছনায় ভ'রে ওঠে অপ্রশস্ত পথটি। সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে ওঠে রিউকিচি, তার হাতের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ সুমিকোর হাত। ছবির ফোল্ডার দিয়ে দুজনের হাত ঢেকে রাখে সুমিকো, যেন বাইরের কেউ না দেখতে পায়।

শান্তির সার



কিউরোতানি পৌঁছে ওরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যায়। সাইকেল আরোহীর দল রিউকিচির নেতৃত্বে নদীর ওপারে রেল লাইনের দিকে যায়; সেখান থেকে তারা যাবে সোয়াবিন ফ্যাক্টরীতে। যাবার সময় রিউকিচি সুমিকোর কাছে প্রতিশ্রুতি নেয়,—কোন রকম গণ্ডগোল হলে সে যেন অনর্থক বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে না পড়ে। কয়েকদিন পরে সে ফিরে এসে সুমিকোর খোঁজ করবে সাংস্কৃতিক বাহিনীর চতুর্থ দলটিতে; ইকেতানি তাকে ওই দলভুক্ত ক'রে দিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে ভাল হয় সে যদি কালই শহরে ফিরে যায়, সেইখানেই সে সবচেয়ে নিরাপদে থাকতে পারবে।

মাথার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সুমিকো আবার লরীতে উঠে যায়। তারা যখন পুব পাড়ায় পৌঁছোয় তখন অনেক রাত্রি। ইনারী বনের পাশে সব যাত্রীদের নামিয়ে লরীগুলো সোজা শহরে ফিরে যায়। মাৎসুকো খড় এনে সুন্দর বিছানা তৈরী করে গাছের তলায়। 'বাঁদরে বন' থেকে কাঠ নিয়ে এসে ছেলেরা মাঠে আগুন জ্বালায়।

সূর্যোদয়ের আগেই চেষ্টনাট হিলের দিকে তারা রওনা হয়ে যায়। ঘন কুয়াশার আবরণে পাহাড়তলী আবৃত; শুভ্র আচ্ছাদনের ফাঁকে ফাঁকে মাথা তুলে রয়েছে গোলাপী বর্ণের চেরীমঞ্জরী। ইকেতানির হাতে লাল ব্যাজ বাঁধা,—দলপতির প্রতীক। সকলের আগে আগে চলেছে সে, আর দলের পতাকা হাতে পাশে চলেছে নীল পোষাকপরা একটি যুবক। স্কুলবাড়ির ছাদে বড় একটি ফেস্টুনের উপর লেখা রয়েছে: জাপানবাসীর জন্য জাপান। পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি ধ্বংস হোক। সামরিক ঘাঁটি নিপাত যাক্! ওতোয়ার বাড়ীর দেওয়ালে একটি বিজ্ঞপ্তি: "ছাত্রদের সাংসারিক সহায়ক বাহিনী—শান্তির সারি রক্ষীদের পারিবারিক কাজে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। আপনার ক্ষেতের কিংবা গৃহস্থালীর কাজে আমরা সাহায্য করিতে পারি। বিনা দ্বিধায় আমাদের জানাইয়া যান।" বাড়ীর সামনে ছোট ছোট ঠেলাগাড়ী, কাঠের পিপে, একগাদা দড়ির বাণ্ডিল, কোদাল প্রভৃতি চাটাইয়ের উপর স্তূপীকৃত ক'রে রাখা হয়েছে।

রাস্তাটির অপ্রশস্ত অংশে ট্রাফিক সিগন্যালের দুপাশ জুড়ে সারিবদ্ধ সাদা তাঁবু পাইনশাখায় সুসজ্জিত। মধ্যে একটি ছোট পাহাড়ের উপর রেডক্রশ চিহ্নিত সাদা পতাকা, তার পাশে কাপড়ের উপর লেখা: "কোণ্ডো গণতান্ত্রিক ক্লিনিক ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের কর্মীদল।"

নার্সের সাদা টুপি ও পোষাকপরা একদল অল্পবয়সী মেয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে হাত নেড়ে অভিযাত্রীদের অভিবাদন জানায়।

কিছুদূর অগ্রসর হলে চেরীবৃক্ষের ছায়ায় গণতান্ত্রিক নারীসঙ্ঘের নীল পতাকার নিচে ক্যানটিন। ইউরোপীয় পোষাকের উপর সাদা য়্যাপ্রন জড়িয়ে মহিলারা কেউ ভাতের দলা তৈরী করছে, কেউ কুচি কুচি ক'রে শাক্ ও মূলোর আচার তৈরি করছে, কেউ মাটির উনোনে হাঁড়ি চাপিয়ে রান্না করতে বসেছে।

নবাগতের দল ঘাসের উপর ব'সে পড়ে। প্রত্যেককে দেওয়া হয় এক বাটি ক'রে সোয়াবিনের ঝোল আর কিছুটা জোয়ারের ছাতু। খাওয়ার পর আবার শুরু হয় পথ চলা। গাছের মাঝে একটা ছোট চালাঘর—রঙিন পোস্টারে চারিদিক ছেয়ে রয়েছে। সামনে বাক্সের উপর বই আর খবরের কাগজ সাজানো। পাশে গাছের গুঁড়ির উপর ব'সে দীর্ঘকেশ একটি রোগা যুবক চিৎকার করছে: 'টোকিও থেকে সদ্য আগত চলতি সংখ্যা 'নতুন সাহিত্য', 'নূতন যুগের নারী,' 'নবযুগ,' এনোলা সম্বন্ধে গল্প ও কবিতা ; এপ্রিল সংখ্যা—'আমাদের পতাকা,' 'ক্ষুদ্র শিক্ষা,' 'প্রতিরোধ'—নিন, পড়ুন।'

আরে এযে ইয়াসাকু! সুমিকো দৌড়ে যায় তাকে অভিবাদন জানাতে। ঠিক তখনই একগাদা খবরের কাগজ হাতে ইনেকো বেরিয়ে আসছিল ঘরের ভিতর থেকে। কাগজপত্র ফেলে দিয়ে সে দৌড়ে যায় বন্ধুর দিকে।

সুমিকোকে শোনায় তার সব কথা। তিন দিন হল সে এখানে এসেছে। মাসীর বাড়ীতে সে থাকত। রেডিয়োতে সব খবর শুনে সে মাসীকে বলে যে নতুন পাড়ায় ভূমিকম্প হয়েছে, তাকে বাড়ী যেতেই হবে। খানিকটা রাস্তা হেঁটে আসার পর এক সুদর্শন যুবক তাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এখানে সে ইয়াসাকুর কাজে সাহায্য করছে—সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা, গানের বই সব পৌঁছে দিতে হয় গ্রামে গ্রামে সংগ্রামের এলাকা পর্যন্ত।

সাইকেল চ'ড়ে দুজনে এসে একটি বড় ওক গাছের কাছে নামল। গাছের গায়ে তারা এ'টে দেয় সংগ্রাম পরিষদের প্রভাতী বুলেটিন। পথটা যেখানে বেঁকে গেছে সেখানে একটা উঁচু পাইন গাছের শাখায় ঝুলনো রয়েছে লাউড স্পীকারের একটি চতুষ্কোণ হর্ণ। গাছের নিচে একটা কাঠের উপর ব'সে ঘোষণা শুনছে রক্ষীবাহিনীর ব্যাজ পরিহিত একদল যুবক, প্রত্যেকের হাতে একটা ক'রে বাঁশের লাঠি। ইকেতানি সবুজ পোষাকপরা ছেলেটির দিকে ইঙ্গিত করতেই সে উ'ঠে দাঁড়ায়। উঁচু ক'রে তুলে ধরে তার হাতের পতাকা। তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে সে এগিয়ে আসে। তার অনুগামী অন্য সকলে সমবেত কণ্ঠে শুরু ক'রে দেয় একটি যুবসঙ্গীত। পাইন বনের অপর পারে প্রাণবন্যায় চঞ্চল হয়ে ওঠে শান্তির সারি।

২

মধ্যভাগের তৃতীয় সারিতে বেণুকুঞ্জের পাশে তাদের স্থান নির্দিষ্ট হল। সত্যাগ্রহীদের জন্য মাটির উপর বিছানো খড়ে তখনও দেহের উত্তাপ লেগে রয়েছে। রাত্রিবেলা এই স্থানে

ছিল টেলিফোনের মেয়েরা—এইমাত্র তারা তাদের কাজে যোগদান করতে গেল। প্রথম সারিতে ছিল লাল পতাকা নিয়ে রেল শ্রমিকরা, তাদের স্থানে এখন এল বাস শ্রমিক আর অরঞ্জিত পতাকা হাতে পুরোনো পাড়ার গ্রাম্য রক্ষীবাহিনী ; তাদের দক্ষিণে বসেছে কীয়তোর দোশিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাদের নীল পতাকা নিয়ে।

সারা সারিময় লাল নীল রঙের সব পতাকা—আর গাঢ় হলুদ বর্ণের ফেস্টুন ও অজস্র সাদা প্লাকার্ড।

চেস্টনাট-হিলের পিছন থেকে গোঁ গোঁ ক'রে একটা হেলিকপ্টার উড়ে এসে পাহাড়ের উপর কিছুক্ষণ চক্রাকারে ঘুরে টার্টলহিলের অভিমুখে চ'লে গেল।

রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাত। মৌন শান্ত পরিবেশ। মেঘমুক্ত প্রসন্ন আকাশ, দূরে সমুদ্রপারে আকাশের গায়ে নভোচারী বিমানের ক্ষীণশুভ্র রেখা। দিগন্ত ঘিরে নীল অরণ্যশোভিত গিরিশীর্ষে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ ক্ষীণ গোলাপী আভা। সারির দক্ষিণভাগের পিছনে উন্মুক্ত ক্ষেত, সাদা ব্যাজ পরিহিত মেয়েরা আর গার্হস্থ্য-সহায়ক দলের ছাত্ররা হাল-চাষ করেছে—কর্মব্যস্ত ছেলের দল দুহাত দিয়ে তুলে ফেলছে আলের উপরের ঘাস। সব কিছু মিলিয়ে সৃষ্টি ক'রে তুলেছে অপূর্ব একটি ঐকতান, দ্বার খুলে যায় হৃদয়ের, মুখর হয়ে ওঠে বসন্তের এই স্নিগ্ধ প্রভাত। এর মাঝে কেমন যেন বেসুরো ঠেকে পুলিশ আর বিদেশী আমেরিকানদের উপস্থিতি।

প্রথম সারির সত্যাগ্রহীদের মাত্র কুড়ি গজ দূরে দাঁড়িয়ে পুলিশের দল—হাতে তাদের লাঠি মাথায় হেল্‌মেট্। তাদের অফিসারেরা ঘোরা ফেরা করছে। পুলিশ-লরীর পিছনে জীপে উপবিষ্ট মার্কিন সামরিক পুলিশ। আরও পিছনে গাছের ফাঁকে ফাঁকে কামানের উদগত ফ্যাকাসে সবুজ রঙের চোঙগুলো অদ্ভুত দেখায়—বিরাট সাইজের সিগারেটের মত। অশুভ কিছুর পূর্বাভাসের মতো শত্রুশিবিরে থমথমে ভাব।

একজনের কাছ থেকে বাইনোকিউলার চেয়ে নিয়ে ইরী প্রথমে পুলিশের দিকে দেখে তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে জলাশয়ের পাশে যেদিকটায় সারির বাঁভাগ।

'সুমিচান, দেখ,...তোমাদের পাড়ার সব এসেছে। ঐ যে, ঐ দিকে, ঠিক পাঁচিলের গা ঘেঁষে—' ব'লে ইরী সুমিকোর হাতে বাইনোকিউলারটা দেয়। প্রথমে সে ত কিছুই দেখতে পায় না—কেবল খানিকটা সবুজে আবছা আবছা ভাব আর কালো কালো দাগ। তারপর ইরী ছোট হাতলটা ঘুরিয়ে দিতেই তার চোখে পড়ে কালো কালি দিয়ে বড় বড় হরফে 'নতুন পাড়ার রক্ষীদল' লিখিত পতাকা।

বাইনোকিউলারটা নিচু ক'রে ধরতেই তার চোখে পড়ে পিঠে ছেলে-বাঁধা একজন মহিলা, তার পাশে সাদা চাদর জড়ানো আর একজন মহিলা—একটু দূরে ব'সে কিউহেই, মুখে তার পাইপ, গায়ে খড়ের বর্ষাতি—লম্বামুখো কারোকিউ, ইয়াসাকুর কাকা আর সারির একেবারে কোণে গাছে হেলান দিয়ে ইয়েকোর বাবা। সাদা চাদর জড়ানো মহিলাটি ফিরে দাঁড়াতেই সুমিকো চিনতে পারে। আরে এ যে স্কুলের বুড়ি ঝি ওতোয়ো—সেও এখানে! শিশু-পিঠে মহিলাটি হেইজির দাদার স্ত্রী। ইনেকোর বাবাও রয়েছেন,—একটা বই দিয়ে বাতাস খাচ্ছেন।

সবাই তো রয়েছে—শুধু নেই সুমিকোর মামা। সে কি এর আগের শিফটে ছিল, এখন বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করছে ? কিংবা গিয়ে বসেছে টানেলহিলের কাঠুরিয়াদের সঙ্গে।

ইনেকো আসে। সুমিকো তাকে ডেকে নিয়ে ঘাসের উপর ব'সে পড়ে। ইনেকোর ঠোঁটের দুপাশ কেঁপে কেঁপে উঠছে, এক্ষুণি যেন কেঁদে ফেলবে। মৃদুস্বরে বলে : 'দুঃসংবাদ শুনলাম। সোয়া ফ্যাক্টরী থেকে একজন এক্ষুনি এসে জানাল যে একদল গুণ্ডা আমাদের প্রচার বাহিনীর উপর আক্রমণ ক'রে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে। ওদের মধ্যে রিউ-চানও ছিল।'

সুমিকো দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে, তার কম্পিত আঙুলগুলো কাঁধের উপর। ইনেকো আবার বলে যে এখনও সব জানা যায়নি। ইয়াসাকু বলছিল হয়তো মিথ্যা গুজবও হতে পারে।

ঠিক সেই মুহূর্তে লাউডস্পীকারে একটি ঘোষণা শোনা গেল :

'আজ সন্ধ্যা ৭টায় ওসিমা দ্বীপে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের প্রতিবাদে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী শোনান হবে। তারপর একটি নৃত্য ও গীতের অনুষ্ঠান হবে।'

হর্ষধ্বনি স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পর লাউডস্পীকার থেকে নির্দেশ জানান হয় যুবসঙ্ঘের প্রথম ও চতুর্থ সাংস্কৃতিক বাহিনী অবিলম্বে যেন পুরনো পাড়ার দক্ষিণে কুয়োর ধারে চ'লে যায়।



ইরীর সাংস্কৃতিক বাহিনী ছোট ছোট কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যায়। সুমিকো আর মাৎসুকোর আলাদা দল তাদের ছবির থিয়েটার নিয়ে কুঁজো-পাহাড়টা পার হয়ে যে বস্তিগুলো সেইদিকে রওনা হয়।

পুরনো পাড়ায় কোমাওদের বাড়ীতে সাংস্কৃতিক বাহিনীর হেড-কোয়ার্টার। যাত্রার আগে কিছু ইস্তেহার সঙ্গে নেওয়ার জন্য তারা সেখানে যায়।

উঠোনের মাঝখানে একটা ফ্রেমে বড় কাগজ এঁটে কিছু আঁকার কাজে একদল ব্যস্ত। বারান্দার ছাদে ঝুলানো বোর্ডে একটা প্লাকার্ড শুকোতে দেওয়া হয়েছে। ছবিটা কাঠ কয়লা দিয়ে আঁকা। একটা লম্বা মুখের উপর থ্যাবড়া নাক আর তারই নিচে ফাঁক ফাঁক গোঁফ ঝুলে পড়েছে। এর সামনে দাঁড়িয়ে কাঁধের উপর রঙমাখা জ্যাকেট ঝুলনো সুমোতো আর শুধুমাত্র হাফ্ প্যাণ্ট পরা কোমাও—বুকে পিঠে তার সবুজ আর লাল রঙের ছোপ। সুমোতো ছবিটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ : 'হ্যাঁ একেই বলে ছবি।

একেবারে হুবহু ইউগেহ্‌। এটার অনেকগুলো কপি ক'রে ফেলতে হবে।' উঠোনের মাঝখানের দলকে ডেকে বলে: 'তোমরা এই ছবিটার কপি করতে লেগে যাও।'

সাইকেল ক'রে একজন এসে বেড়ার ওপাশ থেকে জানায়: 'যা ছিল সবগুলি এ'টে দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা রেল পুলের দিকে যাব। এর মধ্যে ওগুলো নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে যাবে।'

কোমাও বাড়ীর ভিতর থেকে কয়েক গাদা ইস্তেহার এনে সাইকেল-আরোহীর হাতে দেয়। আর মাৎসুকোর হাতে দেয় একটা বাণ্ডিল।

মাৎসুকো, সুমিকো, কিউমোয় যাচ্ছে শুনে সুমোতো রেগে যায়। 'ওখানকার বিপদ সম্বন্ধে ইবা দেখছি কোন খবরই রাখে না। কেন, সে কি জানে না যে যে-ছেলেরা ওখানে বুলেটিন এ'টে দিতে গিযেছিল তারা কোনমতে ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাদের হাত থেকে বেঁচে এসেছে? গুলতি দিয়ে পাথর ছুঁড়ে ওরা কোমাওকে মেরেছে। তবুও বাঁচোয়া যে ওরা সাইকেল চ'ড়ে গিয়েছিল।'

'কাছে ব'লে আমরা নিজেরাই তো ওটা বেছে নিয়েছি।' মাৎসুকো বলে।

সুমোতো ঘেঁাৎ ঘেঁাৎ ক'রে ওঠে। 'ওখানকার লোকগুলো সব নিজেদের কী এক দেবতার বংশধর ব'লে মনে করে।'

'হ্যাঁ, শুনেছি ওরা নিজেদের বলে ইসোতাকেরু-নোকামি; ওদের এই দেবতার একটি মন্দির আছে সাডো দ্বীপে। দেবতাটি কেমন দেখিনি, কিন্তু তার বংশধরেরা এক একটা চিজ্‌!' এই ব'লে কোমাও তার চোখের কোণের ফোলা জায়গাটায় হাত বোলাতে থাকে।

সুমোতো জিজ্ঞেস করে: 'জোরে দৌড়োতে পার তো? ক্যারাটের চেয়ে এটাই কাজে লাগবে। ওখানকার একগাদা ছেলে নিরাপত্তা বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। তারা সবার মধ্যে ফ্যাসিস্ট প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলার জন্য আপ্রাণ প্রচার চালাচ্ছে। ওই গুণ্ডার দল বদমায়েসী করবেই।'

সোয়া ফ্যাক্টরী থেকে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা সুমিকো জানতে চায়। সুমোতো বলে: 'ফ্যাসিস্টরা আক্রমণ করেছিল বটে কিন্তু ওরা কায়দা ক'রে সবাই স'রে পড়ে।' তারপর সুমিকোকে আঙুল দিয়ে খোঁচা মেরে বলে: 'খুব সাবধানে থেকো কিন্তু। যদি কিছু ঘটে দৌড়ে পালিয়ে আসবে, কোন লজ্জা নেই তাতে। মনে থাকবে তো!'

তারা ট্রেনে রওনা হল; কুঁজো পাহাড়ের পশ্চিমাংশে পাহাড়তলীর উপর কিউমোর, রেল লাইনের পাশে, ঘন বস্তিগুলো পার হলেই দেখা যায় সমতলভূমিতে ত্রিকোণ চতুষ্কোণ

আকৃতি সব চষা ক্ষেত। রাস্তার দুপাশে পাইন গাছ আর বিজ্ঞাপন টাঙ্গানোর বড় বড় বোর্ড। সব চেয়ে বড় সাইন বোর্ডটিতে দেখান হয়েছে একটি বড় কচ্ছপ পেয়ালায় ক'রে সাকে (দেশী মদ) পান করছে...নিচে লেখা: 'যকৃতের জন্য কেষ্টন মহোপকারী, ইহা প্রাতঃকালীন অবসাদ দূর করে,—পানাভ্যাস আপনাকে স্বল্পায়ু করিবে না।'

ষ্টেশনে নেমে ওদের যেতে হয় একটা সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য রাস্তা দিয়ে। দুপাশে লেবু গাছের সারি। পথে পাইন বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তারা দেখতে পায় একটা উঁচু লাল রঙের কাঠের গেট। তার উপর খড়ের মোটা দড়ি মালার মত জড়ানো। মাৎসুকো মন্তব্য করে: 'ওইটাই বোধ হয় সেই দেবতার মন্দির।'

গ্রামের প্রবেশ পথের উপর একটি বিজ্ঞপ্তি টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে:

সাবধান!

'কমিউনিষ্টরা দূর হও! তোমাদের সাহায্য ব্যতিরেকেই আমরা চালাইতে পারিব। তোমরা আসিলে পদাঘাতে তোমাদের বিদায় করা হইবে।'

ওরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চায়। মাৎসুকো পাজামার ধূলো ঝেড়ে পিঠে-বাঁধা বাক্সটা তুলে ঠিক ক'রে নেয়। সুমিকো কিমোনোটা ঠিক ক'রে নিয়ে স্যাণ্ডেলের ষ্ট্র্যাপগুলো শক্ত ক'রে বাঁধে।

গ্রাম্য রাস্তা ধ'রে তারা মাটির দেওয়াল আর খড়ো চাল দেওয়া একটা বাড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। পিচ গাছের তলায় বাক্সটা রেখে দুজনে ব'সে পড়ে। মাৎসুকো মাউথ-অর্গানটি বের ক'রে বাজাতে শুরু করে; আর সুমিকো চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে: 'এইদিকে চ'লে এস, এক্ষুণি শুরু হবে অভিনয়—চমৎকার নাটক—ছেলে বুড়ো সবারই ভাল লাগবে। এস, এস—দলে দলে এসে দেখে যাও।'

ছেলের দল আসে সবার আগে। পিছন পিছন আসে শিশুদের নিয়ে মায়েরা। সুমিকো বাক্সের উপরে ফ্রেমটা খাটিয়ে তাতে প্রথম ছবিটা লাগিয়েছে। সামনে অর্ধ চক্রাকারে সমবেত হয় সকলে।

মাৎসুকোর বাজনা থেমে যায়। সুরু করে সুমিকো। আবৃত্তির সুরে ধীরে ধীরে সে বলতে থাকে:

'এই হচ্ছে বুকিতি, বেশ হাসিখুশী যুবক। কারখানা থেকে ছাঁটাই হয়েছে সম্প্রতি, এখন ঘুরছে পথে পথে কাজের খোঁজে। বসন্তের শেষের দিনে চেরী ফুল আর ফোটে না, এখন পিচ ফুল ফোটার পালা—যেমন ফুটেছে তোমাদের গ্রামে—'

পিছনে মাৎসুকো শিস দিয়ে মুখে পাখী ডাকার শব্দ করে।

'বেণুকুঞ্জে কুজনরত পাখীর দল। বুকিতির মনে ছোঁয়াচ লাগে—সেও ওঠে গেয়ে: সে-ওরা ডোকুয়, ডোকুয় না! সো-ওরা ডোকুয়, ডোকুয় না! মাথার উপরে মেঘমুক্ত নীলাকাশ—জাপানের নয়ন ভোলানো আকাশ...'

মাৎসুকো গুণ গুণ শব্দ ক'রে ওঠে।

'কিন্তু হঠাৎ এসে পড়ে বিদেশী বিমানের দল—অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব তাদের। গোঁ গোঁ ক'রে তারা দিনমান ঘোরে—রাতের ঘুমও তারা কেড়ে নেয়। আর এখন আসছে...'

মাৎসুকো মুখ দিয়ে মোটর গাড়ীর হর্ণের শব্দ করে।

'মোটর গাড়ী—টাকার কুমীর ডোনোটার গাড়ী, যে পাহাড়ের উপরের সবগুলি বনের মালিক সে। চলেছে তার প্রাসাদে—নদীর অপর পারে ওই যে দেখা যাচ্ছে তার প্রাসাদ-তোরণ,—কী অপরূপ! বেচারা খিদেয় মরছে...এক্ষুণি গিয়ে তাকে গিলতে হবে বাণ মাছের কাবাব আর কতশত বিলিতি সব খাবার, তারপর 'সাকে' পান আর সেই সঙ্গে আয়ুবর্ধক বিলিতি ওষুধ...'

'কী হচ্ছে সব এখানে?' কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন আসে পিছন থেকে।

তিনজন ষণ্ডামার্কা যুবক ট্রাউজারের উপর শার্ট ঝুলনো তাদের, অন্য সবাইকে সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। ওদের মধ্যে একজন আবার খোঁড়া, হাতে তার একটা পুলিশী লাঠি।

মাৎসুকো সুমিকোর কানে কানে বলে: 'এরা ফ্যাসিস্ট—। ছবিগুলো গুছিয়ে নিয়ে চল দৌড়ে যাই। গুণ্ডাদের দেখে দর্শকের দল সব নারী ও শিশুরা পিছনে হ'টে গিয়ে একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'কমিউনিস্ট ব'লে মনে হচ্ছে যেন—' খোঁড়া লোকটি তার পাশের জনকে বলে। সে তখন তার জামার হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। তার হাতে আঁকা উল্কি...এক নগ্ন নারী মূর্তি। তার শার্টের পকেটে একসার ফাউন্টেন পেন গোঁজা।

'ভাল চাও তো এখান থেকে স'রে পড়।' ফ্রেমে আঁটা ছবির দিকে একবার দৃষ্টি হেনে সে চেঁচিয়ে ওঠে!

সুমিকোর পিঠে খোঁচা মেরে মাৎসুকো বলে: 'চল যাই।'

দলের তৃতীয় জন একটা বদমায়েস গুণ্ডার মত দেখতে, সারামুখে ব্রণের দাগ—এসে এক লাথি মারে ছবিভর্তি ওই বাক্সটার উপর। মাৎসুকো ফোঁস ক'রে ওঠে। তেজের সঙ্গে ব'লে ওঠে: 'কী হয়েছে—কী অন্যায় কাজ করছি আমরা শুনি? অত মেজাজ দেখিয়ো না--'

সুমিকো তাড়াতাড়ি ছবিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে কিমোনোর মধ্যে পুরে ফেলে এগিয়ে যায় মাৎসুকোর পাশে। উল্কিপরা লোকটা ওর আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়, তারপর খোঁড়া লোকটার কানে কানে কী যেন্ বলে। সে তখন লাঠি তুলে মাৎসুকোকে তাড়া ক'রে বলে: 'হারামী বেটি, ভাগ্ এখান থেকে।'

'ওর ব্যবস্থা আমি করছি।' ব'লে মাৎসুকোর দিকে এগিয়ে যায় উল্কিপরা লোকটি।

এই হঠকারিতার ফল তাকে সঙ্গে সঙ্গে পেতে হয়। মুহূর্তের মধ্যে মাৎসুকো নিচু হয়ে তার পা দুটো ধ'রে তুলে দেয় এক আছাড়। ওদিকে সেই মুখে দাগ-ওয়ালা গুণ্ডাটি ওকে

মারার জন্য এগিয়ে আসে ঘুঁসি পাকিয়ে। ওকে দুহাতে জাপ্টে ধ'রে ফেলে মাৎসুকো। এর মধ্যে প্রথম লোকটি উঠে দাঁড়িয়েছে। পেছন থেকে সে যায় মাৎসুকোকে মারতে! অমনি সুমিকো লাফ দিয়ে গিয়ে ধ'রে ফেলে তার হাত। লোকটিও তখন ওকে সরিয়ে দিয়ে তার কোমরের বেল্ট ধ'রে উঁচু ক'রে উপরে তুলে ফেলে; তারপর সুমিকো তার আক্রমণকারীকে নিয়ে ধপাস ক'রে পড়ে মাটিতে।

'ছেড়ে দাও—, এক্ষুণি ছেড়ে দাও বলছি, গাঁয়ের মধ্যে এসব কী অন্যায় অত্যাচার শুরু হয়েছে তোমাদের!' রুষ্ট স্বরে একজন চেঁচিয়ে ওঠে।

মেয়েদের মধ্যে থেকে এক মহিলা ব'লে ওঠেন: 'কি বেহায়া! মেয়েদের সঙ্গে লড়াই করছে!' খড়ের টুপি, ক্যানভাসের জ্যাকেট পরা একজন বয়স্ক লোক এগিয়ে এসে ছাড়িয়ে দেয় মাৎসুকো আর সেই মুখে দাগওয়ালা গুণ্ডাটিকে। আর উল্কিপরা লোকটিকে সুমিকোকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ইশারা করে। সুমিকো তার কিমোনোটা সোজা ক'রে নিয়ে নিচু হয়ে ঘাসের উপর ছড়িয়ে পড়া ছবিগুলো কুড়োতে থাকে—মাৎসুকো তার মাউথ অর্গানটা কুড়িয়ে নিয়ে জামার নিচে গুঁজে রাখে।

মুখে দাগওয়ালা লোকটা তার নাকের রক্ত মুছতে মুছতে বলে: 'এরা তো কমিউনিস্ট। ওদের ব্যাজগুলি দেখতে পাচ্ছ না? ওরাই তো গণ্ডগোল পাকাতে এখানে এসেছে।'

'কমিউনিস্ট হোক আর যাই হোক—সেসব আমি বুঝি না'—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় বয়স্ক লোকটি। তারপর সুমিকোর দিকে ফিরে বলে: 'তোমরা সব এখান থেকে চ'লে যাও দেখি—'

উল্কিপরা বদমায়েসটা সুমিকোর কাছে এগিয়ে এসে ওর কিমোনোর ভিতরের-বেরিয়ে-থাকা ছবিগুলো ছিনিয়ে নিয়ে খোঁড়া লোকটির হাতে দেয়। কয়েকজন ওর পাশে ভীড় ক'রে এসে দাঁড়ায়।

এবারে সেই বয়স্ক লোকটি সুমিকোদের উপর রাগ ক'রে বলে: 'তোমাদের চ'লে যেতে বলছি না, দাঁড়িয়ে আছ কেন, শুনি?

'আমাদের ছবিগুলো ফেরত দেবে না ওরা?' সুমিকো চেঁচিয়ে বলে। গুণ্ডারা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দেয় ছবিগুলো।

সুমিকো তার ব্যাগের ভিতর থেকে একমুঠো ইস্তেহার বের ক'রে উপরের দিকে ছুঁড়ে দেয়। ওগুলো মাটির উপর ছড়িয়ে পড়তে থাকে আর ছেলেরা কুড়িয়ে কুড়িয়ে নেয়।

খোঁড়া লোকটা একটি কুৎসিৎ কথা উচ্চারণ ক'রে সুমিকোকে আঘাত করার জন্য লাঠি তোলে। গাঁয়ের বৃদ্ধলোকটি তাকে ধমক দিয়ে ওদের বলে: 'তাড়াতাড়ি চ'লে যেতে বলছি না তোমাদের? কেন ঝামেলার মধ্যে পড়ছ?'

হাত দিয়ে মুখ চেপে ধ'রে মাৎসুকো বলে: 'সুমিকো, চল এখন আমরা যাই।'

ওরা চ'লে আসে। পিছন থেকে গুণ্ডারা চেঁচাতে থাকে: 'ফের যদি শালীরা এখানে আসিস্, তবে তোদের ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব।'

সুমিকো কী যেন আবার বলতে যাচ্ছিল ওদের, কিন্তু মাৎসুকো ওকে থামিয়ে দেয়। সারা রাস্তা ওদের পিছনে পিছনে ওরা গালাগালি আর কুৎসিৎ হাসাহাসি করতে থাকে। বেড়ার ভেতর থেকে কুকুর ঘেউ করে, জানলা থেকে মুখ বের ক'রে সবাই দেখে। একজন ঢিল ছুঁড়ল, কিন্তু সেটা গিয়ে লাগলো একটা গাছে, অপরটি একটু হলে মাৎসুকোর মাথায় লাগত। বেড়ার গা ঘেঁষে ওরা দুজন হেঁটে চলেছে। মাথা উঁচু ক'রে বীরের মত হাত দোলাতে দোলাতে চলেছে মাৎসুকো, সুমিকোও চ'লেছে তাকে অনুসরণ ক'রে।

গাছের পিছনে তখন বাড়ীঘর আর দেখা যায় না। মাৎসুকো আর পারে না, চঞ্চল ক্ষিপ্রভঙ্গীর বদলে এখন সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। এবার পথের ধারে একটা পাথরের উপর ব'সে প'ড়ে গালের উপর হাত বুলোয়। 'ওরা আমার এক দাঁত একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে। আরও একটা নড়ছে।' একবার থুথু ফেলে। পায়ের গোড়ালি হাত দিয়ে রগড়াতে থাকে। সুমিকো বলেঃ 'মাতা-চান তুমি সত্যিই অদ্ভুত। তোমার পায়ের আর কনুইএর কসরৎ যা দেখিয়েছ না, কী বলব!'

'আর তুমি? তুমি তো ভুল করতে ওস্তাদ। কোথায় ডান হাত দিয়ে ওকে ঠেকাবে, না, সেদিকে কোন খেয়ালই নেই!'

সুমিকো অপরাধীর মত মুখ নিচু করে।

মাৎসুকো ব'লে যায়ঃ 'তোমাকে না বললাম দৌড়োতে—। কেন দৌড়োলে না? সব ছবিগুলো গেল তো?'

'ওতে কিছু হবে না। প্রত্যেকটি নাটকের ছবির তিন তিনটে কপি ক'রে রেখেছি আমি আগে থেকেই। কখন কী হয় কে জানে!'

মাৎসুকো উঠে দাঁড়ায়। সেই বাড়ীটার দিকে ঘাড় উঁচু ক'রে দেখে।

সুমিকো নিচু গলায় বলেঃ 'এর পরের বার আমরা রাত্তির বেলা আসব। আর সব জায়গায় পোষ্টার আর ইস্তেহার এঁটে দিয়ে যাব।'



ইরী দ্বিতীয়বার আর মেয়েদের কোথাও পাঠায় না। তার বদলে যায় ডায়রা থেকে আগত খনি শ্রমিকদের গানের একটি দল। মাৎসুকো আর সুমিকো গ্রামের যে স্থানটিতে অভিনয় দেখানর ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে ফিরে এসেছিল ওরা ঠিক সেই স্থানেই কনসার্ট আর সভার অনুষ্ঠান করে। ফ্যাসিস্টরা এবার আর ভেঙ্গে দেবার সাহস করে না। সভার কাজ শেষ ক'রে খনি শ্রমিকরা গান গাইতে গাইতে সোজা গ্রামের ভিতর দিয়ে পরিভ্রমণ করে।

মাৎস্যুকো ও স্যুমিকো যায় বাঁধের পাশের গ্রামে, ইনাসে আর কিউগায়। ওদের অভিনয় দেখতে ছেলে বুড়ো সবাই আসে। আবার অভিনয় শেষে গ্রামের যুবকরা তাদের ভাল ভাল কেক্ খেতে দেয়।

কিউগা থেকে ফেরার পথে ওদের অনেক রাত্রি হয়ে যায়। তারা সেদিন গ্রামরক্ষী দল আর সংগ্রাম পরিষদের মিলিত ক্যাম্পে মন্দিরসংলগ্ন মাঠে রাত কাটাবে ঠিক করে। এল্‌ম্ গাছের ডালে খড়ের বর্ষাতি টাঙ্গিয়ে তার উপর বেশ সুন্দর একটা শোবার জায়গা ক'রে ফেলে। শোবার আগে মাৎস্যুকো গিয়ে বসে ছেলেদের পাশে আগুনের ধারে। কিছুক্ষণ ওদের আলাপ আলোচনা শোনে। ফিরে এসে স্যুমিকোকে বলে: 'সোয়াবিন ফ্যাক্টরীর দলের সব ফিরেছে।'

'রিউ-চানও ?' স্যুমিকো ফিস্ ফিস্ ক'রে জিজ্ঞেস করে। 'কী দুশ্চিন্তাই না হয়েছিল—'

মাৎস্যুকে তার হাতে মৃদু চপেটাঘাত ক'রে বলে: 'আবার কাঁধের ওপর কী করেছ দেখতে পাচ্ছনা বুঝি—একেবারে যে কালশিরে প'ড়ে গেছে। হ্যাঁ, রিউচান ফিরে এসেছে।'

নিরুপদ্রবে রাত কেটে গেল। কেবল একবার মাত্র বিপদ সঙ্কেত শোনা গিয়েছিল—তাও খুব ক্ষণস্থায়ী। ভোরবেলায় মাৎস্যুকো আর স্যুমিকো বেরোয় ইনেকোর খোঁজে। হাসপাতালের একটা তাঁবুর সামনে স্যুমিকোর দেখা মারিকোর সঙ্গে। মারিকো তখন ডাঃ নাকায়া ও হাসপাতালের টুপিপরা একজন ছাত্রের সঙ্গে কথা ব'লছে। সেখানে একজন কাল চশমা পরা লোক কুঁজো হয়ে টুলের উপর ব'সে আছে। স্যুমিকো ওখানে যেতেই সে মুখ তুলে চায়। স্যুমিকো চিনতে পারে ওকে। অবাক হয়ে যায়—তাকামি এখানে! মারিকো একপাশে স্যুমিকোকে ডেকে নিয়ে তার অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনায়। সাংস্কৃতিক বাহিনীর বড় দুটি দলের সঙ্গে তাকে যেতে হয়েছিল পাশের জেলাগুলিতে। সঙ্গে ক্যারাটে শিক্ষাদাত্রী ছিলেন; একটি গ্রামে যখন গুণ্ডার দল তাদের অনুষ্ঠান ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করে তখন তারা টের পায় কার সঙ্গে মোকাবিলা করতে এসেছে।

'ফ্রিডীর কী খবর ?' স্যুমিকো জিজ্ঞেস করে।

মারিকো জানায় কয়েকদিন আগে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার কাছে শুনেছে যে কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকা থেকে এসেছে—ঘাঁটিতে তারা কী করবে সে জানার চেষ্টা করছে।

'ইয়াস্যুজি ও অন্যদের মৃত্যুর কারণ সে কি জানতে পেরেছে ?'

'সি-আই-সি-র একজন প্রফেসারের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে—তার কাছ থেকে কথা বের ক'রে নেওয়ার চেষ্টায় আছে বলল।'

ডাঃ নাকায়া স্যুমিকোকে তাঁবুর ভিতর নিয়ে যান। 'তোমার কাঁধের উপরটা একবার দেখে নিই। ওখানে কী এখনো ব্যথা করে ?'

'ওসব কথা কি চিন্তা করার এখন সময় আছে ? জানেন না কি ব্যস্ত আমরা সব এখন ?'

তাঁবুর ভিতর মেঝেতে সব গদি বিছানো। একটি কাঁচের বাক্সে যন্ত্রপাতি আর কোণে কয়েকটা টুল। পরীক্ষা ক'রে দেখে ডাঃ নাকায়া খুশীই হন, সুমিকো ভাল হয়ে উঠছে। কিছুদিন পরে আবার একবার দেহে রক্ত সঞ্চালন করতে হবে। তারপর কেন্সরের জন্য একটা নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি চেষ্টা ক'রে দেখা যাবে।

'আবার ইনজেকশন ?'

'না। এবার নতুন চিকিৎসা—গ্রন্থি সংযোজন। লিউপাস্, টিউবারকুলার ক্ষত—এই সবের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।'

'ডাক্তারবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে ? আমি কি কোন দিন মা হতে পারব ?' লজ্জায় লাল হয়ে জিজ্ঞেস করে সুমিকো।

'পাগলী মেয়ে ! নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই !' টুলের উপর সুমিকোর পরিত্যক্ত কিমোনোয় আবদ্ধ ব্যাজটির দিকে দৃষ্টি রেখে ডাঃ নাকায়া মৃদুকণ্ঠে বলেনঃ 'আর অনাগত শিশুর কল্যাণের জন্য সুমিকো-সান নিশ্চয়ই সংগ্রাম ক'রে যাবে।'

ডাঃ নাকায়া তাঁবুর বাইরে গেলেন। সুমিকো পোষাক প'রে নেয়। তার কানে আসতে থাকে তাকামি ও সেই ছাত্রটির কথাবার্তা—ছাত্রটি বলছেঃ 'কত ই'দুরের জীবন যে নষ্ট করছে তার আর ইয়ত্তা নেই—'

'অর্থাৎ তেজষ্ক্রিয়ার দ্বারা দেহাভ্যন্তরের চিকিৎসা করা,—এই কি আপনার বক্তব্য ?' জিজ্ঞেস করে তাকামি।

'হ্যাঁ। যেমন ফস্ফরাস, কোবাল্ট ও আয়োডিনের তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে। এরই নাম আভ্যন্তরীণ বিকীরণ। আমাদের অধ্যাপক অবশ্য রঞ্জনরশ্মি ব্যবহার ক'রে দেহাভ্যন্তরে রক্ত উৎপাদক প্রক্রিয়ার উপর তেজষ্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়া কী পরিমাণ তাই নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি প্রধানতঃ প্রোটোপ্লাজম্ রক্ত উৎপাদক দেহযন্ত্রের কোষকেন্দ্রের এবং দেহপার্শ্বস্থ নালী বিন্যাসের রক্তের উপর এই রশ্মি-পাতের প্রভাব সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত। তিনি মনোসাইটসের ক্রমাবনতি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন।'

'এই বিকীরিত রশ্মিপাত কি কৃত্রিম উপায়ে রক্তাল্পতা এবং মজ্জার ক্রমাবনতি ঘটাতে পারে ?'

'এটা নির্ভর করে বিকীরিত রশ্মির স্থায়িত্ব ও গভীরতার উপর—সাধারণভাবে এটা বলা যেতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী বা পৌণঃপৌণিক এইরকম রশ্মিপাতের ফলে রক্তে লোহিত কণিকা ও হিমোগ্লোবিনের স্বল্পতা ঘটে।'

'আমেরিকার রিচমণ্ড গবেষণাগারে তারা প্রাণীর উপর গামারশ্মির প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা ক'রে দেখছেন !'

'হ্যাঁ।—সেজন্যে শক্তিশালী রঞ্জনরশ্মি যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। আমি শুনেছি তারা বাঁদরের উপর অনেকগুলো পরীক্ষা চালিয়েছেন। অবশ্য খুব গোপনে। কারণ, তেজষ্ক্রিয়া সম্বন্ধীয় এই সমস্ত গবেষণা যুদ্ধের প্রয়োজনে করা হচ্ছে।'

একটু শ্লেষমিশ্রিত হাসি হেসে তাকামি বলে : 'তাহলে আপনি বলছেন আপনাদের অধ্যাপক হায়াসি রঞ্জনরশ্মি দিয়েই মূষিককুল নিধন করছেন! ঠিক আমেরিকানদের মত! তফাৎ হলো এইটুকু যে তারা পিকাডন দিয়ে করেছিল হিরোশিমা আর নাগাসাকির সমস্ত মানুষকে!'

'ফুকুরিয়ু মারুর জেলেদেরও তাদের হাতে স'পে দেওয়ার কথা তারা বলেছিল কিন্তু আমাদের ডাক্তারেরা রাজী হননি।—নিজেরাই চিকিৎসা করবেন এই কথা জানিয়ে দেন। তাছাড়া বিকিনিতে সংগৃহীত ভস্ম সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য প্রকাশ ক'রে দেওয়ার জন্য আমেরিকানদের কাছে সরকারীভাবে দাবী জানানো হয়,—কেননা সঠিক চিকিৎসার জন্য এ সবের প্রয়োজন। কিন্তু আমেরিকানরা জানাতে রাজী হয়নি।'

সুমিকো আর শুনতে পায় না। তাকামি ও ছাত্রটি উঠে যায় ক্যান্টিনের পিছনে যেখানে ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করছে 'পুলিশ আর দেশপ্রেমিক'-এর লড়াই খেলা। কাগজের টুপি পরা যারা তারা পুলিশ আর অন্যদল ব'সে রয়েছে মাটির উপর। ঘুঁষি পাকিয়ে হাত দোলাতে দোলাতে 'পুলিশরা' গিয়ে ওদের আক্রমণ করবে—তারা তখন সুতীব্র চিৎকারে পাল্টা আক্রমণ ক'রে ওদের পিছন পিছন ধাওয়া করবে। পলায়নরত পুলিশের কেউ ধরা পড়লে তার আর রক্ষে নেই,—তাকে চার পায়ে দাঁড়িয়ে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ ডাকতে হবে। তাকামিকে দেখামাত্র খেলা ফেলে ছেলেরা দৌড়ে এল তার কাছে।

সুমিকো আসতেই তাকামি তাকে দাঁড় করিয়ে আঙুল দিয়ে দেখায় গাছে ঝুলনো একটা সাইনবোর্ড : 'শান্তির সারির রক্ষীদের শিশুদের জন্য কিণ্ডারগার্টেন স্কুল। গণতান্ত্রিক শিক্ষক সংস্থার বাহিনী।'

হেসে তাকামি বলে : 'এরা আমাকেও কাজে লাগিয়েছে, আমি এখানে নার্স।'

'ছেলেমেয়েরা আপনাকে ভালবাসে—আর এ কাজের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এজন্য আপনি আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।' বেশ গম্ভীরভাবে উত্তর দেয় সুমিকো। তাকে নমস্কার ক'রে সুমিকো চ'লে যায় ইয়াসাকুর ঘরে। ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল একদল সাইকেল-আরোহী পাহাড়ের পিছন থেকে বেরিয়ে পড়ল সোজা রাস্তার উপর; ওদের মধ্যে একজনের পিঠে বোঁচকা বাঁধা। সাইকেল থেকে নেমে সুমিকোর দিকে ফিরে চেয়ে থাকে, বাইনোকিউলারের মত কী একটা নিয়ে চোখে দেয় সে। তারপর কানে আঙুল দিয়ে খেঁকশিয়ালের মত মুখভঙ্গী করে।

দুহাত দিয়ে বুক চেপে সুমিকো অভিভূতের মত ঘাসের উপর ব'সে পড়ে, তার বুক থেকে ওঠে গভীর নিঃশ্বাস। রিউকিচি আবার ইশারা ক'রে হাত নাড়ে, তারপর 'বাঁদরে বনের' পিছনে অদৃশ্য হয়ে যায়। নাম ধ'রে কে যেন ডেকে ওঠে; সুমিকো পিছন ফিরে চায়। ইনেকো আর ইয়াসাকু লালরঙ করা একটা গাড়ি ঠেলে নিয়ে আসছে। তারা চলেছে পুরোনো পাড়ায়। একগাড়ী খবরের কাগজ ও পত্রিকা সেখানে এসে পৌঁছনোর কথা। তাছাড়া টোকিও থেকে ওখানে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আসার কথা—মন্ত্রিসভার সহকারী প্রধান সেক্রেটারী ইউগেড্ আসছে ব'লে।

ইয়াসাকু বলে : 'তারা এসে কৃষকদের বোঝাবে গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার জন্য। গ্রাম্য কাউন্সিলের বৈঠক আহ্বান কবার নির্দেশ পাঠিয়েছে তারা। কাল পুলিশের বড়কর্তা মোড়লকে শহরে ডেকে পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছে মেশিনগান নিয়ে নিরাপত্তা-বাহিনীর তিন ব্যাটেলিয়ান এসে গেছে। তারপর থেকে মোড়লের স্ত্রী তো মিষ্টি নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরছে, মেয়েদের কাছে বলছে স্বামীদের বোঝাতে যাতে তাদের সুবুদ্ধি ফিরে আসে।'

ইনেকো বলে : 'ওতোয়া-সানের বাড়ীতেও গিয়েছিল। তাকে নাকি একটা চাকরী ঠিক ক'রে দিয়েছে কোন্ স্বাস্থ্যনিবাসের একটা হোটেলে। তারা আবার অগ্রিম মাইনে দেবে। মনে হয় এবার ওতোয়া-সান ও-দিকেই গড়িয়ে যাবে...'

'হুঁ, আমাদের পরবর্তী বুলেটিনে এদের এই সব চক্রান্তের কথা তুলে ধরতে হবে।' ইয়াসাকু বলে।



গ্রামে পৌছে তারা দেখে দুখানা মিশকালো রঙের গাড়ী পুবপাড়ার পাশ দিয়ে শহরের দিকে চলেছে। মান্য অতিথিবৃন্দ ফিরে যাচ্ছেন।

কাউন্সিল গৃহের সামনে ভীড় জ'মে উঠেছে। প্রবেশপথে গ্রাম্য চৌকিদারের দল মোতায়েন করা হয়েছে ভীড় ঠেকানোর জন্য। কাউন্সিলের সভা চলেছে। দুপাশে জানলার ধারে মেয়েদের দল উত্তেজিত কণ্ঠে কথাবার্তা বলছে। কাউন্সিল গৃহের সামনে একটি ওক গাছে ঝুলনো রয়েছে মস্ত বড় এক বিজ্ঞাপন—'শান্তির সারি অটুট রাখ! মার্কিন পদলেহীদের দল বিদায় হও।'

মেয়েদের মধ্যে কয়েকজন পাহারাওয়ালাকে ঠেলেঠুলে সিঁড়ির উপর উঠে পড়েছে। ওদের মধ্যে কিউহেই-এর স্ত্রী রেলিং এর উপর ঝুঁকে প'ড়ে উচ্চকণ্ঠে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলছে :

'শূয়োরের বাচ্চারা লোভ দেখিয়ে আমাদের দলে ভেড়াতে এসেছেন। ঘাঁটি বড় হলে নতুন দোকান-পাট, খাবারের দোকান, মদের দোকান—কত কী হবে! এই হল দেশের উন্নতি! তোর উন্নতির মুখে মারি ঝাঁটা!'

চৌকিদারদের একজন ব'লে ওঠে : 'সাকুমা, ইউগেহ ওদের তো লাভ হবেই। ওরা ওদের জমির পুরো দাম পাবে কিনা।'

অপর একজন মহিলা চিৎকার ক'রে বলে : 'আমেরিকানরা ছেয়ে ফেলবে গোটা দেশ। তোমাদের জামাকাপড় খুলে পরীক্ষা করবে—দোরের উপর টাঙিয়ে দিয়ে যাবে বিজ্ঞাপন 'পরীক্ষিত' ব্যস্! আর কী! ইজ্জত কেনা বেচা শুরু হবে গাঁয়ের ঘরে ঘরে।'

আলুথালুকেশ ওতোয়া দুহাত উপরে তুলে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে, সিঁড়ির উপর উঠে দাঁড়ায়। দুচোখ বন্ধ ক'রে বন্ধ চোখের উপর দুহাত বুলিয়ে নিয়ে অদ্ভুত কাঁদ কাঁদ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে: 'আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে—আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—তোমরা সবাই মাতাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ—তোমাদের পা টলছে, তোমাদের চুল ঘাড় পর্যন্ত ছেঁটে ছোট ছোট করেছ—মুখে মেখেছ রঙের প্রলেপ...বিদেশী সৈনিকের আলিঙ্গনাবদ্ধ তোমাদের ছবি আমি দেখতে পাচ্ছি... তোমাদের শিশুরা প'ড়ে রয়েছে পায়ের তলায়—অদ্ভুত শিশুর দল...হলদে হলদে চুল তাদের...চক্ষু নীল...তোমাদের স্বামীরা—তারা দূরে বহুদূরে শুধু খুঁড়ে চলেছে মাটির পর মাটি...ব্যারাক তৈরি ক'রে চলেছে...।' কিউহেই-এর স্ত্রী মাথা দুলিয়ে ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে; অন্যান্য মহিলারাও তার সঙ্গে যোগ দেয়—বুক চাপড়ায় আর কাঁদতে থাকে।

গাড়ীটা ইনেকোর জিম্মায় রেখে ভীড় ঠেলে সে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে যায়। চৌকিদাররা তাকে ভিতরে প্রবেশের বাধা দেয় না।

কোমাওদের প্রাঙ্গণ লোকজন, পোঁটলা-পুঁটলি আর থলে-বাণ্ডিলে একেবারে পূর্ণ হয়ে গেছে; শান্তির সারিতে যোগ দেওয়ার জন্য নতুন বাহিনী এসে পৌঁছে গেছে। উঠোনের এক কোণে হাসির রোল উঠছে ..একদল যুবক সেখানে স্নান করছে। পিছনের দোর দিয়ে বেরিয়ে আসে পিঠে পোঁটলা বাঁধা রিউকিচি আর কানজি। সুমোতো, ইকেতানি তারাও আসে।

সুমিকোর সামনে দাঁড়িয়ে কানজি তার মুখের দিকে খুব ভালো ক'রে দেখে। 'কি খুকী, তোমার কী খবর। কতদিন দেখা হয়নি—এর মধ্যে বেশ বড় হয়ে উঠেছ দেখছি!'

'মামার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করে রিউকিচি।

'না। দেখা হলে রক্ষে আছে? এখানে এসেছি শুনলে মামা একেবারে ক্ষেপে যাবেন। তার চেয়ে শহরে আছি—মামা এই জেনেই থাকুন।'

কানজি বলে: 'ঠিকই বলেছ। এই সব ঝামেলা চুকে গেলে সুমি-চানের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে, ওর জন্য মার্কিন ডাক্তারদের এই যে খোঁজাখুঁজি, এটা বন্ধ করতে হবে।'

সুমোতো বলে: 'আমাদের উচিত, পিতলের তাগা আর ঐ চুপি চুপি প্রফেসারের কাছে ডেকে নিয়ে যাওয়া—সব কথা কাগজে ছেপে দেওয়া। তাহলে আমেরিকানরা ওর পেছনে আর লাগবে না।'

'সুমিকো-সান এবার কাজে যোগ দেবে আমাদের গীতিনাট্য অনুষ্ঠানে। শেডে কনসার্টের রিহার্সাল শুরু হয়েছে—এবার একটা ছেলেদের নাচ আছে তার নাম কূর্ম-নৃত্য—' ব'লে ইকেতানি বুকের উপর হাত রেখে কোমর দুলিয়ে নাচতে শুরু করে। সুমিকোকে ঠিক মানাবে!'

বৃদ্ধ সুমোতো ওকে বাধা দিয়ে ব'লে ওঠে: 'তোমাদের এই সব নাচ, গান আর

থিয়েটারের চোটে মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সুমিকোর উচিত কোন কাজ শেখা—সেরে উঠলে যাতে সে কোন কাজে ভর্তি হতে পারে।'

সুমিকোর পিঠ চাপড়িয়ে কানজি ব'লে ওঠে: 'শুনুন, শুনুন!' তারপর গাছের গায়ে ঠেস্ দেওয়া সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ইকেতানিও তার সঙ্গে যায়। অন্যেরাও যে যার সাইকেল আর ব্যাগ নিয়ে পিছন পিছন বেরিয়ে পড়ে। কেবল রিউকিচি এসে দাঁড়ায় সুমিকোর পাশে।

'আবার চ'লে যাচ্ছ বুঝি? এবারেও কি অনেক দূরে?'

'হ্যাঁ।'

'ফিরতে অনেক দেরী হবে?'

'না। শিগগিরই ফিরবো।'

'আমাকে সঙ্গে নেওয়া যায় না?'

'না।'

'খুব বিপদ, না—?'

রিউকিচি হাতটা মেলে ধরে। 'আয়ুরেখাটা দেখতে পাচ্ছ? একশো ত্রিশ বছর আমি বাঁচবো!'

সুমিকোর ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। তারপর নত হয়ে জানায় বিদায় অভিনন্দন। হাসিমুখে রিউকিচি বিদায় নিয়ে সঙ্গীদের ধরার জন্য দ্রুত চ'লে যায়। কিছুক্ষণ অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকে সুমিকো—দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করে তাদের।

অন্যমনা সুমিকোর সঙ্গে সুমোতোর দেখা রান্নাঘরের সামনে।

'এখানে কী করা হচ্ছে? এক্ষুণি দৌড়ে গিয়ে ইরীকে বল সবাই যেন সামনের সারির দিকে এগিয়ে যায়। পুলিশ আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। ওদের ভীড় দেখে মনে হচ্ছে এবার ওরা একটা কিছু বাঁধাবেই।'

'তবে কান-চান আর রিউকিচি চ'লে গেল কেন?'

'তারা গেছে নতুন নতুন দল সংগ্রহ ক'রে আনতে।'

'ওতে কি খুব বিপদ আছে?'

সুমোতো ওর দিকে চেয়ে হেসে ফেলে।

'এখানেও বিপদ কিছু কম নয়। এটাকে পিক্‌নিক্ মনে করেছ নাকি!'

ঘন ঘন করতালি আর উল্লাসধ্বনি শোনা যায় রাস্তা থেকে। সুমিকো দৌড়ে বেড়ার কাছে গিয়ে দেখে। কাউন্সিল গৃহের ছাদে কে উঠে লাল পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে।

রাস্তার অপর প্রান্ত থেকে এগিয়ে আসছে সারি সারি লরী আর সাইকেল—পতাকা

আর ফেস্টুনের সমারোহ। বারান্দায় এসে দাঁড়ায় সুজিনো আর হেইস্কি। সুজিনো চিৎকার ক'রে ওদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেঃ 'সোজা দক্ষিণে চলে যাও সব। আমরা সবাই একেবারে সামনে গিয়ে এক্ষুণি সামিল হব।'



সোয়া কারখানার পাশের রাস্তাটি তিনদিন ধ'রে আগলে ব'সে আছে ইকেতানি পরিচালিত যুব সঙ্ঘের তৃতীয় বাহিনী। তৃতীয়দিন স্বল্প বিশ্রামের পর এদের বদলি করা হল দক্ষিণ পার্শ্বে—সেখানে মৎসজীবী ও রাসায়নিক সার ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের পিছনে তৃতীয় সারিতে এদের স্থান নির্দিষ্ট হল।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে, বেশ উপভোগ্য বর্ষণ। আঁটি আঁটি খড় আর চাটাই হাতে হাতে বিলি হতে থাকে। একটা বর্ষাতি ঢাকা দিয়ে মাৎসুকো আর সুমিকো বিস্কুট চিবোয়।

শত্রুপক্ষ শূন্যে গুলি ছুড়ছে...আকাশে জ্ব'লে জ্ব'লে ওঠে দীপ্তশিখা...দক্ষিণ পার্শ্বের পাশ দিয়ে চ'লে যায় একটা গুলী—তার উজ্জল নীলাভ শিখায় সুমিকো দেখতে পায় সামনের সারিতে মাথায় স্কার্ফ জড়িয়ে ব'সে আছে মাতায়ো। সে ইকেতানির কাছে উঠে গিয়ে ইচ্ছে ক'রেই জোরে জোরে বলতে থাকেঃ 'জান তো, পোস্টঅফিসের সেই চারজন মেয়েকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। মেয়েদের সামনের সারিতে বসান চলতেই পারে না। আমি আমাদের দলের মেয়েদের বেষ্টনীর পিছনে বসিয়েছি।'

ইকেতানি হেসে ওঠে। হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে বলেঃ 'আমাদের এই পাঁচজন মেয়ে। ওদের নিয়ে কিছু করবার জো নেই—ওরা এক পাও নড়ছে না!'

মাতায়ো রেগে ওঠে। 'তার মানে—ওরা নির্দেশ অমান্য করবে। এটা রণক্ষেত্র—অন্তার জায়গা নয়। যাচ্ছি আমি সুজিনোর কাছে।'

মাৎসুকো ব'লে ওঠেঃ 'যাও, যাও নিজের দলের ওপর গিয়ে মাতব্বরী কর গে।'

সুমিকো বসেছিল শ্রমিকের পোষাকপরা একজন যুবকের পাশে। সেও আর একটু জুড়ে দেয়ঃ 'সুজিনোর কাছে বৃথা যাওয়া। তার মাথায় মগজ ব'লে একটা জিনিষ আছে, বুঝলে!'

ইরী মুখ টিপে হাসে। মাতায়ো নিচু হয়ে বর্ষাতি ঢাকা সুমিকোকে দেখতে পায়। খানিকটা বক্ বক্ ক'রে ওর পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেয় এক ঠোঙা সুঁটকি মাছ। সুমিকো ধন্যবাদ জানায়। ঠিক সেই মুহূর্তে শত্রু শিবিরে জ্ব'লে ওঠে সার্চ লাইট। তার অত্যুজ্জল

আলোকরশ্মি এসে পড়ে ডান পাশের প্রথম সারির ওপর। সংক্ষিপ্ত আদেশ ধ্বনি প্রতি-ধ্বনিত হয়। শুরু হয় ইঞ্জিন চালানোর ঘর্ঘর শব্দ আর দোর বন্ধের আওয়াজ।

ইকেতানি চিৎকার ক'রে জানিয়ে দেয়ঃ 'ওরা আসছে!'

অন্ধকার ভেদ ক'রে এগিয়ে আসে ছায়ামূর্তি'র দল। লাঠি হাতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রথম সারির সত্যাগ্রহীদের উপর। মুহূর্তের মধ্যে রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে ওঠে গগনভেদী চিৎকার, ক্রন্দন আর আর্তনাদ ধ্বনি। লাঠিতে ঠোকাঠুকি, ফট্ ফট্ শব্দে চৌচির হয়ে ভেঙ্গে যায় কত লাঠি। মাৎসুকো দুই হাত আস্ফালন ক'রে লাফ দিয়ে ওঠে, পর মুহূর্তেই প'ড়ে যায় হুমড়ি খেয়ে। সুমিকোর সামনে-বসা যুবকটি একটি পুলিশের পা জাপ্টে ধ'রে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে। সুমিকোর হাঁটুর উপর পড়ে পুলিশের লাঠি। প্রচণ্ড আঘাতে কাৎ হয়ে সে প'ড়ে যায়। চোখ ধাঁধানো আলো। দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে সুমিকো দেখে একটা পুলিশের মুঠোর মধ্যে মাতায়োর কলার। সে তার সঙ্গে ভীষণ ধস্তাধস্তি করছে। মাৎসুকো দৌড়ে গিয়ে দুহাত দিয়ে টেনে ধরে পুলিশের ক্রশবেল্ট। সেই অবকাশে সুমিকো দেয় পুলিশের পা দুটো ধ'রে একটান। সঙ্গে সঙ্গে সব ধপাস ক'রে প'ড়ে যায় মাটির উপর। মাৎসুকো পুলিশের হেলমেট্‌টি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে প্রচণ্ড এক ঘুঁষি লাগায়। মাতায়ো ততক্ষণে ধরেছে আর একটা পুলিশকে। পিছনের সারির সত্যাগ্রহীরা শুরু ক'রে দেয় গানঃ 'উড়াবে উর্ধ্বে লাল নিশান...!' আর চারদিক থেকে আসে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি। একটি গুলি ছোঁড়ার শব্দ, তারপর একসঙ্গে অনেকগুলো শব্দ। প্রথম সারির মৎস্যজীবীর দল তাদের বৈঠা, লগি ঘুরিয়ে আক্রমণমুখী হয়ে উঠেছে। হঠাৎ সার্চলাইট নিভে যায়, অন্ধকারে শুধু শোনা যায় পুলিশের হুইস্‌ল্‌ ধ্বনি। শত্রু পশ্চাদপসরণ করছে।

মাতায়ো আর দুজন মৎস্যজীবী মিলে পুলিশটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে একটা ঝোপের পাশে। 'পা-গেল, পা-গেল' ব'লে সে কাতরাতে থাকে। মাৎসুকো ব'সে ব'সে হাঁফাচ্ছে। 'ওদের এই বেল্টগুলি থাকায় খুব সুবিধে—ওটা ধ'রে ঝুলে প'ড়ে হাঁটু দিয়ে আচ্ছা ক'রে লাগানো যায়...!'

সুমিকোকে হাত দিয়ে মুখের রক্ত মুছে ফেলতে দেখে মাৎসুকো তার স্কার্ফ দিয়ে ওর মুখ মুছে দেয়। 'এটা হয়েছে ওদের জুতোর তলার কাঁটার জন্য—তোমার মুখ ঢেকে রাখা উচিত ছিল।' ইরী পাশ দিয়ে চ'লে যায়। সমগ্র সারিটা পর্যবেক্ষণ ক'রে এসে ইকেতানিকে রিপোর্ট দেয়, 'কোন ক্ষতি হয়নি—। ওরা ফাঁকা আওয়াজ করেছিল।'

কিন্তু সামনের দুটো সারির অনেকেই পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হয়েছে—মেডিকেল ছাত্রীরা তাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যায়।

পুলিশের হেলমেট্‌টি সুমিকোকে দিয়ে মাতায়ো বলেঃ 'এটা রাখ। আবার যখন আক্রমণ হবেএটা প'রে নিও। আমার আর একটা আছে।' হেলমেট্‌টি সুমিকো খড় দিয়ে মুছে নেয়। বৃষ্টি থেমে গেছে। ইকেতানি ও সেই ছেলেটি ছিন্ন পতাকা সেলাইএর কাজে লেগে যায়। বিরতি স্থায়ী হয় একঘণ্টারও কিছু বেশী। তারপর আবার জ্ব'লে ওঠে

সার্চলাইট—শুরু হয় আক্রমণ। কিন্তু এবার বাঁ পাশে আবার গুলী ছোঁড়ার শব্দ। পুলিশ ভর্তি সব লরী আর ষ্টিল হেলমেট পরা মার্কিন সৈন্য বোঝাইকরা দুটো জীপ এগিয়ে আসতে থাকে।

লাউডস্পীকারের নির্দেশ শোনা যায়: 'উইলো আর মেপ্‌ল্‌, তোমরা দ্রুত চ'লে যাও বাঁ পাশে।' সার্চলাইটের উজ্জ্বল আলোয় পিছনের সারিগুলিতে দেখা যায় ব্যস্ততার ভাব। তাড়াহুড়ো প'ড়ে গেছে পতাকা ফেস্টুন নিয়ে স্থান ত্যাগের নির্দেশ পালনের।

গুলিছোঁড়ার ফট্‌ ফট্‌ আওয়াজ। ইকেতানি লাফ দিয়ে উঠে বলে: 'ঐ দেখ, গুলি ছুড়ছে অ্যামীরা—'

একটা লরী আড়াল ক'রে রেখেছে জীপ দুটোকে। লরীর সামনে সারিবেঁধে দাঁড়িয়ে পুলিশ।

কে একজন ব'লে ওঠে: 'ওরা ভাগছে এবার।' সার্চলাইটের আলো মধ্য অংশ পার হয়ে ডান পাশে এসে পড়ে। তারপর নিভে যায়। ঘন অন্ধকারে সব ডুবে যায়। কিছুক্ষণ পরে পিছনে জ্ব'লে ওঠে মশাল। দেখা যায় সারির ভিতর দিয়ে কারা দুজন এগিয়ে আসছে। প্রশস্ত বক্ষ, মাথায় টুপি, সামনে কে একজন গর্জন ক'রে ওঠে: 'তৃতীয় সারিতে তোমরা কারা? তোমরা কি 'প্লাম'?'

কণ্ঠস্বর লক্ষ্য ক'রে ইরী টর্চ জ্বেলে ধরে। চোখ পিট্‌পিট্‌ ক'রে সুজিনো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে। পিছনের ছেলেটি ইরীকে লাঠি দেখায়।

'না। আমরা 'সাইপ্রেস'।' উত্তর দেয় ইরী।

সুজিনোকে লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞেস করে: 'কী ব্যাপার, আঘাত পেয়েছ নাকি?'

সুজিনো মাটিতে ব'সে পড়ে। 'না, একটু ছ'ড়ে গেছে।'

মাতায়ো বলে: 'সকালের দিকে তো প্লামদের পাঠান হয়েছে পুব পাড়ায় সুমোতোর কাছে। হেইস্কি বলে নি? তোমার সেনানীর অধিনায়ক একেবারে ল্যাজে-গোবরে হয়ে পড়েছেন!'

'সে যে বলল সুমোতোর কাছে পাঠিয়েছে 'ভায়োলেট' দল।'

'ভায়োলেট? তারা আবার কারা? ট্রাম ডিপোর ওরা—?' জিজ্ঞেস করে ইকেতানি।

'না—জেটী থেকে যে মজুররা এসেছে।'

'বাঁ পাশের কী সংবাদ?' ইরী জিজ্ঞেস করে।

'সপ্তম সারি পর্যন্ত ওরা ঢুকে পড়েছিল।' মাথা নেড়ে সুজিনো বলে: 'বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে গেছে। ওরা সার্চলাইট ফেলে ওখানে দেখতে পায় মেয়েরা ব'সে আছে—আর অমনি ওইখানে চালায় আক্রমণ। আগে ওখানে ছিল 'পীচ' দল আর দুদল রিজার্ভ বাহিনী—কিন্তু ওদের ফিরে যেতে হয় শহরে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য। এ পর্যন্ত ওখানে

কোন নতুন দল পাঠান হয়নি।' তারপর টুপিটা খুলে ফেলে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে ঃ 'ভেবেছিলাম এখান থেকে 'প্লাম্' দলকে সরিয়ে ওখানে পাঠাব।'

মাতায়ো বলে ঃ 'কেমন, বলেছিলাম না, মেয়েদের রেখ না আগের সারিতে...ওরা যদি থাকতেই চায় ওদের পেছনে বসাও।'

সুজিনো মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে যেখানে ব'সে আছে মাৎসুকো আর সুমিকো।

'ঠিকই বলেছ। মেয়েদের পিছনেই সরিয়ে নিতে হবে। শিগ্গিরই আর একটা আক্রমণ আসছে।'

মাৎসুকো বেশ ভাল ক'রে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে। সুমিকোও হেলমেটটি প'রে নিয়ে পা গুটিয়ে অ'াটোস'াটো হয়ে বসে।

হাত তুলে ইরী বলে ঃ 'আমার একটা প্রস্তাব আছে। দলের সম্মান রক্ষার জন্য আমাদের শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ছে।'

সুজিনো হার মানে। হেসে বলে ঃ 'থাকতে দাও ওদের ওখানে। বাঁ পাশের মেয়েরা চমৎকার সাহস দেখিয়েছে।'

'ওরা কতকগুলো ফ'াকা আওয়াজ করেছিল আমাদের ভয় দেখানর জন্য।' ইকেতানি বলে।

'ব'া পাশে গুলি ছু'ড়েছে, তবে ফ'াকা নয়।' ব'লে সুজিনো একটা সিগারেট নিয়ে ধরায়। 'দুজন আহত হয়েছে।'

লরীর পিছনের জীপগুলো দেখিয়ে ইকেতানি বলে ঃ 'আমি দেখেছি আমেরিকানরা গুলী ছু'ড়েছে।' রাগে ফেটে পড়ে মাতায়ো। আমাদের উচিত এক্ষুণি গিয়ে ওদের বন্দুক শুদ্ধ টেনে আনা। তবেই তো পাকাপাকি প্রমাণ করা যাবে—'

শান্ত কণ্ঠে সুজিনো বলে ঃ 'হঠকারী কিছু করা আমাদের উচিত হবে না। এ সবের জন্য আমরা তো আগে থেকেই প্রস্তুত। গুলী করুক ওরা। এতে ওদেরই ক্ষতি হবে বেশী।'

সুজিনোর সাথী ছেলেটি ব'লে ওঠে ঃ 'শেষ পর্যন্ত আমরা বসেই থাকবো।'

'হ্যাঁ, এই হচ্ছে আমাদের এখনকার মত একমাত্র কাজ।' সুজিনো উঠে দাঁড়ায়। 'সকাল পর্যন্ত ঠিক হয়ে থাক তো। তারপর যত দ্রুত সম্ভব নতুন লোক পাঠান হবে। কানজি খবর পাঠিয়েছে ওসাকা থেকে তিনদল শ্রমিক নিয়ে আসছে রিউকিচি, কোবে থেকে ডক শ্রমিকদের একটা দল রওনা হয়েছে।' তারপর মাতায়োকে নির্দেশ দেয় তার দল নিয়ে প্রথম সারিতে যেতে। যাওয়ার পথে সে সুমিকোর হেলমেটটায় টোকা মারে।

ইকেতানি পিছন থেকে ডাক দেয় ঃ 'শোন! একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম— আমাদের একর্ডিয়নের কিছু ব্যবস্থা হল ?'

'হয়েছে। গীটারও পাবে।' উত্তর দেয় সুজিনো। ওরা চ'লে যাওয়ার পর মাতায়ো তার দল নিয়ে যায় বাঁ দিকে। ইকেতানির দল এগিয়ে যায় দ্বিতীয় সারিতে। আত্মরক্ষার জন্য মাৎসুকো আর সুমিকোকে বাঁশের লাঠি এনে দেয় ইরী।

সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্ত। রণক্ষেত্রের উভয় পাশেই থমথমে ভাব বিরাজ করছে। দূরে প্রথম মোরগ সবেমাত্র ডাক দিয়েছে। ইকেতানির দল অল্প ঘুমোবার অনুমতি পায়। বাঁ পাশের পুরোভাগ শূন্য রয়েছে—এখন পর্যন্ত কোন নতুন দল এসে পৌঁছোয়নি।

সামনের সারির শ্রমিকদের দিকে লক্ষ্য ক'রে মাৎসুকো বলে: 'ওদের শিগ্গিরই কাজে যোগ দেওয়ার জন্য চ'লে যেতে হবে।'

মাৎসুকোর কাঁধে মাথা রেখে সুমিকো চোখ বুজে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে।

অকস্মাৎ শ্রবণবিদারী ধ্বনি। পুলিশের গাড়ীর সমস্ত সাইরেন বেজে উঠেছে। উচ্চ-কণ্ঠে আদেশ, নির্দেশ আর হুইসিলের সুতীব্র আওয়াজ।

'ওরা আসছে!' গর্জে ওঠে ইকেতানি। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। টুপিটা নামিয়ে নেয় কপালের উপর।

সারিবদ্ধ পুলিশ এগিয়ে আসে। এবার তাদের লক্ষ্য দক্ষিণভাগের উপর। পিছন পিছন আসে দুটো সাঁজোয়া গাড়ী আর একটি জীপ—বনেটের উপর হলুদ রঙের ডোরাকাটা।

প্রথম সারির সত্যাগ্রহীরা উঠে দাঁড়ায়। লাঠি হাতে তারা আত্মরক্ষা করবে। পতাকার লাঠির ভাঙ্গা টুকরো সব উড়ে যায় সুমিকোর মাথার উপর দিয়ে। একটা পুলিশ তার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে লাঠিটা চেপে ধরে আর তার মাথার হেলমেটের উপর আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে। সুমিকো, ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু ক'রে দেয়; আক্রমণকারীর পোষাকের সঙ্গে ওর মুখের ঘষা লাগে—চামড়ার আর ঘামের কি বিশ্রী দুর্গন্ধ তার পোষাকে! বেল্টে ঘষা লেগে ওর গাল কেটে যায়। আবছা আবছা দেখতে পায়—পুলিশের লাঠি পড়ছে মাৎসুকোর উপর। মাৎসুকো হাত দিয়ে মাথা বাঁচানোর চেষ্টা করছে। তারপর খুব দ্রুত পাশ কাটিয়ে পুলিশের মুখের উপর মারে ধাক্কা। পুলিশটা ট'লে পড়তেই ইকেতানি পড়ে তার মাথার উপর ঝাঁপিয়ে।

উপুড় হয়ে প'ড়ে আছে সুমিকো। কানে আসছে গুলীবর্ষণের শব্দ। তারপর গুলীবর্ষণ থেমে যায়...শোনা যায় একটানা হুইসিল ধ্বনি।

পা গুটিয়ে উঠে বসে সুমিকো। মুখ নিচু ক'রে থাকে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে খড়ের উপর। স্কার্ফটা খুঁজে পায় না। হুইসিল আর চিৎকারের ক্ষীণ শব্দ শুনতে পায়... কানের ভিতর ভোঁ ভোঁ করে ..মাথা ঘুরতে থাকে। ঘাড় উঁচু করে। ওপরে নানা রঙের মেঘে-ভরা আকাশ। মেঘ মিলিয়ে যায়। ভেসে ওঠে মাৎসুকোর মুখ। গালে গভীর ক্ষতচিহ্ন।

কেমন যেন চাপা অস্পষ্ট মাৎসুকোর কণ্ঠস্বর...'সুমি-চানকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।' কে যেন ভিজে কাপড় দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে ওর মুখ, মাথায় বুঝি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

নারীকণ্ঠে কে যেন তার কানে কানে বলছে : 'জোরে জোরে নিঃশ্বাস নাও।'

কিছুক্ষণ পরে সে চোখ মেলে চায়। মাথা ঘোরা থেমেছে বটে কিন্তু কপালের দুই পাশ দপদপ করছে। কাল রঙের কিমোনো পরা, হাতে ফার্স্ট এইডের ব্যাগ, একটি অল্পবয়সী নার্স এসে তার পাশে বসে। জিজ্ঞেস করে : 'তুমি কি উঠে দাঁড়াতে পারবে?'

সুমিকো মাথা নাড়ে। মেয়েটি ওর হাত ধ'রে দাঁড় করিয়ে দেয়। ঘাড় ঘুরিয়ে সুমিকো দেখে একটা মাদুরের উপর শায়িত একটি মূর্তিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাৎসুকো, ইরী ও আরও অনেকে। যুবকটি পতাকার লাঠিতে হেলান দিয়ে মাথা নিচু ক'রে ব'সে আছে। ইরী, মাৎসুকো ওবাও ব'সে পড়ে মাটির উপর। মাৎসুকো অধোমুখে বুকের উপর হাত দিয়ে ব'সে থাকে।

'আমাকে ধ'রে ধ'রে চল।' নার্সটি বলে। কিন্তু কান্নায় যে সে ভেঙ্গে পড়ছে। তার কোমর জড়িয়ে ধ'রে কোন রকমে সুমিকো পথ ক'রে নেয় সারির ভিতর দিয়ে।

৮

ক্রন্দনরতা নার্সটিকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে বাকী পথটুকু সুমিকো একাই যায়। আহতদের মধ্যে অনেককেই গাছতলায় বসিয়ে কিম্বা শুইয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা ক'রে ছেড়ে দেওয়া হয়, যাদের আঘাত গুরুতর তাদেরই কেবল স্থান হয় তাঁবুর অভ্যন্তরে।

সুমিকোর আঘাত গুরুতর নয়। একটা নতুন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে কাঁধের উপর আর পিঠের সব কাটা জায়গায় আয়োডিন লাগিয়ে দেয়। সুমিকো দেখতে পায় তাকামিকে। তার সাদা কোটটি কাদা আর রক্ত মাখানো। সে বেরিয়ে আসে শেষ প্রান্তের তাঁবুর ভিতর থেকে। তাঁবুর সামনে দাঁড় করানো সেই লাল রং করা ঠেলা গাড়ীটি।

'আর কোথাও ব্যথা করছে কি?' জিজ্ঞেস করে মেডিকেল ছাত্রটি।

সুমিকো কোমরের উপর হাত দিয়ে ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। 'ডাঃ নাকায়া-সানের কাছেই আমি যাই।' তাকামি তাঁবুর ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে আসে—সুমিকোকে ইশারা ক'রে ডাকে। সুমিকো গিয়ে তাঁবুর ভিতর ঢুকে যায়। একটি আহত লোককে শোয়ান হয়েছে সাদা অয়েলক্লথ ঢাকা গদির উপর। সারা মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ডাঃ নাকায়া ইন্‌জেকশন দিচ্ছেন। অব্যক্ত যন্ত্রণায় লোকটি ছট্‌ফট্ করছে। আর এক কোণে যন্ত্রপাতির ছোট আলমারিটার পাশে শোয়ান সাদা চাদরে ঢাকা একটি মূর্তি,—পাশে বসে হেইস্কি আর ইনেকো।

কপালে হাত রেখে অধোমুখে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছে হেইস্কি। আর প্রস্তরমূর্তির

মত ব'সে আছে ইনেকো...নির্বাক, নিস্পন্দ....অচঞ্চল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দয়িতার প্রাণহীন দেহের দিকে।

স্ট্রেচারে ক'রে আর একজনকে নিয়ে এল। তাকামি সন্তর্পণে সুমিকোর কানে কানে বলল: 'ডাঃ নাকায়া-সান তোমাকে এক্ষুণি পরীক্ষা করবেন।'

'তুমিও কি আহত হয়েছ?' ডাঃ নাকায়ার কণ্ঠস্বর ক্লান্তিতে অবসন্ন।

'না না, আমার কিছু হয়নি।' দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সুমিকো। তাকামি ওর হাত ধ'রে বেরিয়ে আসে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।

'বুলেট বিদ্ধ হয়ে মারা গেছে ইয়াসাকু। এখানে আনার পথেই শেষ হয়ে যায়।' কাঁপা হাতে সিগারেট জ্বালায় তাকামি। 'লাঠিপেটা ক'রে আরও দুজন মহিলাকে ওরা হত্যা করেছে। সুমোতোও গলায় আঘাত পেয়েছে।'

গাছের ভিতর থেকে লাউডস্পীকারের কর্কশ কণ্ঠ: 'কার্যক্ষম যারা, অবিলম্বে সারিতে গিয়ে সামিল হও। বিজয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে অবিশ্রান্তভাবে। প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন বাহিনী এসে যোগদান করছে...'

সুমিকো উঠে দাঁড়ায়।

'আর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলে পারতে।' অনুরোধ করে তাকামি। পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে সুমিকোর পাজামার কাদা মুছে দেয়। 'আজ বৃদ্ধাদের হাতে সঁপে দিয়ে এসেছি শিশুদের। এখানে আমার জায়গায় কেউ এসে পৌঁছোলেই আমিও গিয়ে যোগ দেব।'

'কোথায়! সংগ্রামের সারিতে!' তার চোখের উপর সন্দেহভরা চোখ রেখে জিজ্ঞেস করে সুমিকো।

সে আঁখি নত করে। 'তোমার সন্দেহ বুঝতে পারি। আমি অনেক ভেবেছি। ভেবেচিন্তে এই পথে পা বাড়িয়েছি। আমি ভাল ক'রে বুঝতে পেরেছি—পিকাডনের ক্ষতচিহ্নের জন্যে হিরোশিমা নাগাসাকির আহতরা মারা যাচ্ছে না, তাদের মৃত্যুর কারণ—চিকিৎসার অভাব এবং দারিদ্র্য। বোমায় আহতদের চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের বরাদ্দ তো হচ্ছে না। বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধের ব্যবস্থা কোথায় হচ্ছে? জাতির অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো কাজের জন্য, নতুন যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য, নতুন পিকাডনের জন্য। হিরোশিমা নাগাসাকির লোকেরা আজ কি মরতে বসেছে বিকীরণজনিত জ্বরের আক্রমণে, না, তারা মরছে যুদ্ধের আতঙ্কে? আর আমেরিকানরাই এই আতঙ্কভাব সহস্রগুণ বাড়িয়ে তুলছে, দুনিয়া জুড়ে তারা তৈরি করছে এনোলার মত যুদ্ধের ঘাঁটি। তাই তো আমার স্থান শান্তির সারিতে—আমার স্থান তাদেরই পাশে, পৃথিবীর বুক থেকে যারা মুছে দিতে চায় সব যুদ্ধের আতঙ্ক...'

'আপনি ঠিকই বলেছেন,' ব'লে সুমিকো তাকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেয়। ফিরে দাঁড়িয়ে সব শেষের তাঁবুটির দিকে নত মস্তকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করে পথ চলা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। পাশ দিয়ে চ'লে যায় রক্ষীবাহিনীর একটি দল—

হাতে তাদের জীর্ণ পতাকা আর ছিন্ন ফেস্টুন। ইয়াসাকুর শূন্য দোকানটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখে কুটিরের সামনে বাক্সের ওপর ঠিক তেমনই প'ড়ে রয়েছে সংবাদপত্রের বাণ্ডিল আর সূতো দিয়ে বাঁধা সব পুস্তিকা।

পথটা যেখানে বেঁকে গেছে সেখানে একটি পাইন গাছের তলায় সে ব'সে পড়ে। স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপগুলো শক্ত ক'রে বেঁধে নিতে হবে। পাহাড়তলী থেকে এইদিকে উঠে আসছে একদল লোক—তাদের হাতে বাঁধা লাল ব্যাজ—সামনে নীল পাজামা পরা মারিকো তার পাশের জনের কাঁধে ঝুলনো একটি ক্যামেরা।

মারিকো দৌড়ে এসে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সুমিকোকে। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে ঃ 'তুমি কি আহত হয়েছ ? আঘাত কি খুব বেশী ?'

'না। সামান্য একটু কেটে গেছে।'

মারিকো চশমা খুলে ফেলে, দুচোখ রুমাল দিয়ে চেপে ধরে। রুদ্ধকণ্ঠে বলে ঃ 'ইকেতানিকে হত্যা করেছে। ওর মাথা লক্ষ্য ক'রে গুলী করে আমেরিকানরা। ইরী দেখেছিল ওদের গুলী করতে।'

মারিকোর সঙ্গীরাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। ক্যামেরা কাঁধে লোকটি এসে হাতের ঘড়িটা মারিকোকে দেখায়। চোখ মুছে চশমা প'রে নিয়ে মারিকো বলে ঃ 'গত রাত্রের আগের রাত্রে আমাদের ডেকে পাঠান হয় শহর থেকে। সেই থেকে আমরা একটানা বসেছিলাম বাঁ পাশের সারিতে। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এখন চলেছি, আবার ফিরে আসব।'

'সুমোতো-সানও আহত হয়েছে।'

'হ্যাঁ, কুরোতানির কাছে ওর দলকে লড়তে হয়েছে। গত রাত্রে স্কুলের কাছে সুজিনোকে ঘিরে ফেলে একদল ফ্যাসিস্ট। ওর হাতে ছোরা মেরেছে।'

'কান-চান আর ..অর্থাৎ আর সকলের ঘুরে ঘুরে না বেড়িয়ে এখানে থাকাই উচিত।'

'ওদের কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ—ওতে বিপদ কিছু কম নয়। যেকোন মুহূর্তে ওরা ধরা প'ড়ে যেতে পারে। নিঈগাতায় ইরীর দাদাকে গ্রেপ্তার ক'রে কী মারই না মেরেছে—কেবলই রক্ত বমি হচ্ছে।' মারিকো উঠে দাঁড়ায়। 'এবার বোধ হয় আমাদের ডান দিকের সারিতে পাঠাবে। ওখানে আমাদের নিশ্চয়ই দেখা হচ্ছে।'

মারিকো তার সঙ্গীদের নিয়ে ক্যানটিনের দিকে চ'লে যায়।

আবার শুরু হয় সুমিকোর পথ-চলা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে চলেছে—পথে দেখা রুগ্ন কিহাতির আট বছরের মেয়েটার সঙ্গে। সে চলেছে, তার হাতে একটা কুঁজো আর এক বোতল জল। সুমিকোর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথার দিকে দৃষ্টি পড়তেই মেয়েটি বলে ঃ 'আমিও যাচ্ছি। আমার দাদা ওখানে আছে।' ভাবখানা এমন দেখায় যে সেও কিছু কম যায় না।

মাঠের ওপাশ দিয়ে চলেছে গ্রাম-রক্ষী বাহিনীর একটি দল। সুমিকো দেখে তাদের দলপতি পিছন ফিরে অসহিষ্ণুভাবে অন্যদের ইশারা করছে তাড়াতাড়ি এগোতে, আর সঙ্গে

সংবেগ সবাই সুরু করে জোরে জোরে পা ফেলা। সবশেষে রয়েছে একজন বয়স্ক রক্ষী, তার পিঠে ঝুলনো একটা টোকা, লম্বা লাঠির উপর ভর দিয়ে অতিকষ্টে পথ চলছে। সুমিকো দাঁড়িয়ে পড়ে। লোকটিকে ভাল ক'রে দেখার চেষ্টা করে। ছোট মেয়েটি ব'লে ওঠে: 'ওই তো সুমি-চানের মামা। কাল আমার দাদার পাশে বসেছিল।'

'মামা! মামা!' ব'লে চিৎকার ক'রতে থাকে সুমিকো। কিন্তু মামার কানে ডাক পৌঁছায় না—বাতাসের গতি উল্টো দিকে। টোকাটা মাথায় দিয়ে সে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে রক্তবর্ণ এঞ্জেলিয়ার ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় তার মূর্তি।

পুলিশ-আক্রমণ বন্ধ হয়েছে। সামনাসামনি আক্রমণ করা ছাড়াও রাত্রিবেলা পুলিশ একবার চেষ্টা করেছিল পিছন থেকে আক্রমণ চালিয়ে শান্তির সারি ভেংগে ফেলার। মনাস্টারি হিলের পাদদেশ ও গ্লাস-ফ্যাক্টরীর দিক থেকে তারা একদল গুণ্ডার সাহায্য নিয়ে মরিয়া হয়ে একই সঙ্গে ত্রিমুখী আক্রমণ চালায়; কিন্তু অতন্দ্র প্রহরীর দল অটুট থাকে—তাদের স্থানচ্যুত করবে সাধ্য কার!

১৯৫২ সালের মে-ডেতে প্যালেস স্কোয়ারের গুলীবর্ষণের সংবাদের মতো শান্তির সারির উপর গুলীবর্ষণের সংবাদ সমস্ত দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেছে।

নতুন পাড়া সংলগ্ন সমাধিক্ষেত্রে ইয়াসাকুকে সমাহিত করা হয় আর কিউগা গ্রামের পাশের গোরস্থানে কাঠ কয়লা সংগ্রাহককে। ইকেতানি আর অন্যদের মৃতদেহ বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া হল শহরে—সেখানে তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষ্যে বিরাট শোভাযাত্রা বের করে ছাত্র ও শ্রমিকরা। দেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে আসে নতুন নতুন বাহিনী শান্তির সারিতে যোগ দেওয়ার জন্য;—রেল লাইনে, রাস্তায় পুলিশের কর্ডন ভেঙ্গে চ'লে আসে শ্রমিকের দল। টাকা পয়সা, ওষুধপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, এমনকি, সত্যাগ্রহীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য খেলনা পাঠাতে থাকে সকলে। আন্দোলনকারীদের সমর্থন ও অভিনন্দন জানিয়ে আসতে থাকে অগণিত চিঠি আর টেলিগ্রাম।



এনোলা ঘাঁটিতে গ'ড়ে উঠেছে একটি নতুন রাডার-টাওয়ার আর তার সঙ্গে ইস্পাতের বড় বড় সব মাস্তুল।

শান্তির সারি নামে একটি ডকুমেণ্টারী ফিল্ম শীঘ্রই প্রদর্শিত হবে ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে সমস্ত প্রগতিকামী পত্রিকাগুলিতে। গণতান্ত্রিক যুবসংঘের সংগৃহীত অর্থ ব্যয়ে এই ফিল্ম তোলা হয়েছে। এতে দেখান হয়েছে কীভাবে পুলিশরা আক্রমণ চালায়, কীভাবে তাদের প্রতিহত করা হয়, আর কীভাবে জীপে উপবিষ্ট মার্কিন অফিসাররা লরীর

আড়াল থেকে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর গুলিবর্ষণ করে। টেলিস্কোপের লেনস লাগানো ক্যামেরার সাহায্যে এই ফিল্ম তোলা সম্ভব হয়। এর প্রযোজক, পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, কাহিনী লেখক একই ব্যক্তি—ক্যাৎসু গেঙ্গো।

পুলিশ-আক্রমণ বন্ধ হয়েছে। তাদের বিন্দুমাত্র উদ্দেশ্য সাধন তো হয়নি বরং আক্রমণের ফলে দেশের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সারির জনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে—এখন পর পর তিরিশটি সারি। আর ইউগেহ্ জমিদার গৃহ থেকে 'বাঁদ্রে বন' পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটা জুড়ে অপেক্ষমাণ বাহিনীর দল সর্বক্ষণ প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। মেশিনগান আর ট্যাঙ্ক ব্যবহার করলে হয়তো বা এদের স্থানচ্যুত করার কথা কল্পনা করা যেতে পারে, কিন্তু এখন অবধি কোন নির্দেশ এসে পৌছয়নি ওদের কাছে।



১০

সংগ্রাম পরিষদের তরফ থেকে সকলকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছে—এই অবস্থায় বিন্দুমাত্র শিথিলতা ভয়ঙ্কর ক্ষতির কারণ হবে—শত্রু তার সুযোগের অপেক্ষায় আছে...যে কোন মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণ সম্ভব।

কিন্তু আর এক নতুন উপদ্রব দেখা দিয়েছে এবার। কয়েকদিন থেকে জাপানের বিভিন্ন অঞ্চলে ভীষণ বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। এটার আর বিশেষত্ব কী— ? সৃষ্টির গোড়া থেকে সমানেই তো পৃথিবীর বুকে হয়ে আসছে বারি-বর্ষণ। কিন্তু এবারে টোকিওর সংবাদপত্রে আশঙ্কার বাণী উচ্চারিত হচ্ছে। সংবাদে বলা হয়েছে, হাওয়া অফিসে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে—এবারের বৃষ্টি তেজস্ক্রিয়।

তেজস্ক্রিয় বৃষ্টিপাত! একি অসম্ভব বার্তা! সারা দেশে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। জলভরা মেঘের বেশে জাপানের ভাগ্যাকাশে একি দুর্যোগ নেমে এল! উদ্যোগী ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানগুলি বাজারে হাজির করে বিকীরণ-প্রতিরোধকারী বর্ষাতি। চমৎকার সব বোতলে 'র‍্যাণ্টি-র‍্যাডিন' নামে এক রকম বর্ণহীন তরল পদার্থ বিক্রী হতে থাকে; রেডন, মেসোথোরিয়াম, রেডিওথোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিষক্রিয়া এর সাহায্যে দূরীভূত করা যাবে ব'লে গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়েছে।

এই আতঙ্কের সুযোগ নিতে শত্রুপক্ষের দেরী হয় না। 'শুদ্ধান্তকরণ সমিতির' একদল গুণ্ডা, সোয়া ফ্যাক্টরীর একটি লরী ক'রে নতুন পাড়ার ভিতর দিয়ে ইস্তেহার ছড়িয়ে যায়। ইস্তেহারে বলা হয়েছে যে, যেখানে আমেরিকানরা সম্প্রতি হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা চালিয়েছে সেই মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের দিক থেকে সমস্ত মেঘ এসে জাপানের আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। উন্মুক্ত ভিজা মাঠে তেজস্ক্রিয় বৃষ্টির নিচে দিনরাত্রি ব'সে থাকা আত্মঘাতী

মূঢ়তা। সত্যাগ্রহীদের অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করা উচিত। এই নির্বুদ্ধিতা ও একগুঁয়েমির ফলে সত্যাগ্রহীদের কপালে যে শুধু কারাভোগ আছে তাই নয়—মারাত্মক রক্তাল্পতায় ভুগতে হবে। এই ফ্যাসিষ্ট ইস্তেহারের জবাবে অধ্যাপক হায়াসির নেতৃত্বে কোশ্যো ক্লিনিকের চিকিৎসকবৃন্দ একটি যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন। শান্তির সারির রক্ষীবাহিনীদের আহ্বান জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়ঃ

"কমরেডস্! আপনারা অহেতুক ভীতিগ্রস্থ হবেন না। এমন কিছুই ঘটেনি যার জন্য আতঙ্কিত হতে হবে। আমরা খুব সতর্কতার সঙ্গে এই অঞ্চলের বৃষ্টির জল পরীক্ষা ক'রে দেখেছি—এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক কিছুই পাওয়া যায় নি। বৃষ্টির জন্য সাবধান হওয়ার প্রয়োজন নেই। শত্রুপক্ষের প্ররোচনা সম্বন্ধে আপনারা সজাগ থাকুন।

"একথা সত্য যে দেশের কোন কোন অঞ্চলে তেজষ্ক্রিয় বৃষ্টিপাত হয়েছে, আর বিকিনিতে সম্প্রতি যে পরীক্ষাকার্য চালান হয়েছে তার ফলে বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগ দূষিত হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনা তো আমাদের আরও শক্তি জোগাবে শান্তির জন্য, জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য, এ্যাটম্ ও হাইড্রোজেন বোমা নিষিদ্ধকরণের জন্য, নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য। আমাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এনে দেবে। জাপানের মাটি, জাপানের আকাশ যারা নিত্য অশুচি করছে সেই সব যুদ্ধোন্মাদের দল ধ্বংস হোক, শান্তির সারি দীর্ঘজীবী হোক!"

 ১১ 

বর্ষণ থেমে গেছে। গ্রীষ্মঋতু সমাগমের আর দেরী নেই, দিন এসে গেছে ধান্যরোপণের। তাই কোকিলের কণ্ঠে আগমনী বেজে উঠেছে চেষ্টনাট হিলের কন্দরে কন্দরে। সংগ্রাম বাহিনী থেকে মেয়েরা এসে যোগ দিয়েছে ছাত্রদের 'গার্হস্থ্য সাহায্য' দলে—কৃষকদের ক্ষেতের কাজে সাহায্য করার জন্য।

পাহাড়ের পাশে ধানক্ষেতে সারা সকাল মাৎসুকো তার দলবল নিয়ে খেটে চলেছে। বাঁশের জলনিকাশি পাইপ তাদের মেরামত করতে হয়েছে। ঠিক যখন দুপুর তখন কিউগা ও জেলেপাড়ার মেয়েদের একটা মিলিত দল এসে পৌঁছলে ওদের ছুটি হয়। ক্যানটিনে গিয়ে ওরা প্রত্যেকে এক বাটি গরম ঝোল ও মূলো খায়।

পত্রিকার দোকানে দীর্ঘ সারি। নতুন নতুন সংবাদপত্র ও পত্রিকা এসে পৌঁছোচ্ছে। এখন কোমাও চালাচ্ছে দোকানটি।

বন্ধুর জামার হাতা ধ'রে টান দিয়ে সুমিকো বলে: 'ঐ দিকে দেখ!'

নতুন একদল রক্ষী এসে যোগ দিয়েছে।

যুবসঙ্ঘের তৃতীয় বাহিনী বর্তমানে ইরীর পরিচালনাধীনে কেন্দ্রভাগের প্রথম সারিতে স্থান নিয়েছে।

'বাঁ পাশের ছাত্রেরা সবুজ পাতাকা নিয়ে আর সাদা টুপি, সাদা শার্ট পরা যুবকের দল বুকের উপর লাল ব্যাজ। সুমিকো সারির মধ্যে নতুন পাড়ার দল কোথায় বসেছে খুঁজে দেখে। ইনেকোকে দেখতে পায়—বাঁভাগ আর মধ্যভাগের মাঝে যে বিরাট পতাকাটি তার তলায় ব'সে আছে।

মাৎসুকো হাততালি দিয়ে ওঠে: 'ওরা টাওয়ার সরিয়ে ফেলেছে!'

সুমিকো তাকিয়ে দেখে ঘাঁটিতে রাডার টাওয়ারের রেডিয়ো-মাস্তুলগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। পুলিশের মাথায় হেলমেটের বদলে টুপি। পুলিশের লরীর পিছনে আমেরিকান জীপের আর চিহ্ন নেই। গোল পাথরের পাশে শুধু সবুজ তাঁবুগুলো প'ড়ে রয়েছে।

ডান দিকে থেকে ইরী এসে উপস্থিত। সুমিকোকে জিজ্ঞেস করে: 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ—সব জায়গায় আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমার একটা চিঠি এসেছে।'

খামের উপর লেখা—জরুরী ও গোপনীয়। খুলে দেখে তার ভিতরে একটুকরো কাগজে লেখা: 'বিশেষ জরুরী। অবিলম্বে চ'লে এস পাঁচটার মধ্যে। মাসীর টাইফয়েড হয়েছে।'

ইরী ওর কানে কানে বলে: 'মারিকোর চিঠি। মনে হচ্ছে কোন জরুরী খবর আছে। কাল সুমোতো গ্রেপ্তার হয়েছে। যুবসঙ্ঘ অফিসে খানাতল্লাসী হয়েছে, ওরা কানজি আর রিউকিচিকে খুঁজছে। ওরা আমাদের সবার উপর দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনতে চায়।'

'কানজি, রিউকিচি ওরা সব কোথায়?'

প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যায় ইরী। ঘড়ির দিকে চেয়ে ব'লে ওঠে: 'দেড়টা বেজে গেছে, দৌড়ে চ'লে যাও স্কুলের ওখানে। লরীতে গেলে পাঁচটার মধ্যে পৌঁছোতে পারবে।'

পর্বত শিখরে ঊষার আলো

❋ ১ ❋

মাদুরের দোকানের সামনে সুমিকো লরী থেকে নেমে যায়। পাঁচটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী ; মারিকোদের বাড়ীর রাস্তাটুকু সে দৌড়ে যায়।

মারিকো তখন দুজন পরিচারিকা সঙ্গে নিয়ে শান্তির সারির জন্য স্কুলের ছেলেমেয়েদের দেওয়া উপহার কাপড়ের ছোট ছোট পার্শেলগুলো খুলে কাগজের একটা বড় থলের মধ্যে গুছিয়ে রাখছে।

জরুরী ডেকে পাঠানোর কারণ বুঝিয়ে বলে মারিকো। ফ্রিডী সকালে টেলিফোন করেছে যে জরুরী একটা সংবাদ আছে কিন্তু তার মারিকোদের বাড়ী আসার উপায় নেই, সে-ই যেন শহরে আসে। কিন্তু মারিকোর বাড়ী থেকে এখন নড়ার উপায় নেই, যে কোন মুহূর্তে টোকিও থেকে একটা ফোন আসার কথা। তারপর তাকে যেতে হবে কুমাদার ফোটো ষ্টুডিয়োতে। সেখানে ছাত্ররা ক্যাৎসু গেঙ্গোর ফটো এগজিবিশনের প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত। নতুন লোককে ফ্রিডীর কাছে পাঠানো সমীচীন হবে না ব'লেই সুমিকোকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

মারিকোর বাবার অফিসের সামনে ফ্রিডী এসে দাঁড়াবে ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময়। সুমিকো ওখানে গিয়ে প্রথমে ভাল ক'রে দেখে নেবে কেউ তার দিকে নজর করছে কি না, তারপর রুমাল বের ক'রে মুখ মুছে নেবে। তারপর অফিসের গায়ে-লাগা বই-এর দোকানটিতে ঢুকে সেল্‌ফের্ কাছে দাঁড়িয়ে বই দেখতে থাকবে। ফ্রিডী এসে দাঁড়াবে তার পাশে। ওর সব কথা শুনে নিয়েই সুমিকো যেন সোজা বাড়ী চ'লে আসে। কিন্তু যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় যে কেউ তাকে অনুসরণ করছে তবে যেমন ক'রে হোক তার চোখে ধুলো দিয়ে স'রে আসতে হবে।

সুমিকোর পাজামার দিকে চেয়ে দেখে মারিকো মাথা নাড়ে। এ কদিনের রোদে বাতাসে পাজামাটার যা ছিরি হয়েছে! না, এই পোষাকে এ ধরনের কাজে যাওয়া যাবে না। সুমিকো তার নিজেরই একটা কম-সেলাইকরা পাজামা প'রে নেয়। মারিকো একটা সিল্কের স্কার্ফ আর একটা রিষ্ট-ওয়াচ দিয়ে দেয়।

'সুমোতোকে কোথায় গ্রেপ্তার করেছে?' সুমিকো জিজ্ঞেস করে।

'রেডক্রশ হাসপাতালে।'

'কোণ্ডো ক্লিনিকের ডাঃ কোনিশিকেও ধরার চেষ্টা করছে। কান-চানকে, রিউ-চানকে আর পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের সেক্রেটারী আইওয়াইকেও।'

'কান-চান, রিউকিচিকে ওরা ধরতে পারবে না, না ?'

'পারবে না—যদি ওরা ঠিক মতো আশ্রয় পায়। আর না—তুমি এখন রওনা হও। ভাল ক'রে দেখে নাও, পকেটে কোন দলিল পত্র না থাকে, যা দেখে পুলিশ বুঝতে পারে তুমি কে। ধর যদি ওরা...'

সুমিকো পকেটে হাত দিয়ে দেখে। 'না। শুধু রুমাল আর কিছু পয়সা।'

মারিকোর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, সে নিজেও একবার ভাল ক'রে দেখে দেয়। 'যদি দেখ কেউ তোমার পিছু নিয়েছে, আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে তার চোখে ধুলো দেবে। টোকিও থেকে ফোনটা এসে গেলেই আমি ষ্টুডিয়োতে চ'লে যাব। ফ্রিডীর কাছ থেকে তুমি ওখানেই চ'লে যেও।'

'নায়াগ্রা নাচ-ঘরে'র কাছে সুমিকো ট্রাম ধরে। পকেট থেকে পয়সা বের করার সময় তার হাতে চওড়া শক্ত মত কী একটা ঠেকে। একটু বার ক'রেই দেখতে পায় চামড়া বাঁধানো ছোট্ট বইটা—এ-বি-সি-সির দেওয়া সেই পাশ। পকেটে রেখে দিয়ে এদিক ওদিক একবার দেখে নেয়। চোখ পিট্ পিট্ ক'রে একজন তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে, লোকটির বেশ চটকদারী পোষাক আর গোঁফ বেশ পরিষ্কার ক'রে পাকানো। লোকটি ওর দিকে চোখ দিয়ে ইশারা করল। সুমিকো স্বস্তি বোধ করে। গোয়েন্দারা আর যাই করুক চোখের ইশারা করবে না। একটু লজ্জা পেয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে সুমিকো অন্যদিকে চেয়ে থাকে।



ফ্রিডীকে রাস্তার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুমিকো রুমাল বের ক'রে মুখ মোছে। ফ্রিডী রাস্তা পার হয়ে ওর পেছন পেছন বই-এর দোকানে ঢুকে ঠিক যে কোণটিতে সে দাঁড়িয়ে সেলফের বই দেখছিল সেইখানে গিয়ে দাঁড়ায়। দোকান ঘরের মাঝামাঝি একটা জায়গায় দুজন ছাত্র ম্যাগাজিন কাউণ্টারের কাছে দাঁড়িয়ে। একজন একটি পত্রিকা থেকে কী লিখে নিচ্ছে। আর অন্য কোন খদ্দের নেই। ফ্রিডী সেলফ থেকে একটা বই হাতে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে দ্রুত ব'লে যায় :

'তুমি ডান দিকটায় দেখ। আমি বাঁদিকে নজর রাখছি। আমার দিকে তাকিয়োনা যেন—একমনে পড়ছ এমনি ভাব দেখাবে। খুব জরুরী সংবাদ ; কর্তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঘাঁটির পরিধি আর বাড়ান হবে না। এ ভাবে যে প্রতিরোধ গ'ড়ে উঠবে এটা ওরা ভাবতে পারে নি। রকেটরেঞ্জও অন্য জায়গায় তৈরী করা হবে ; এর.জন্য নোটো উপদ্বীপের পাশে একটা ছোট্ট দ্বীপ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। শান্তির সারির জয় হল। জয়োল্লাসে কাল রাত্তিরে পুরো একবোতল শ্যাম্পেন খেয়ে ফেললাম।'

সুমিকোর হাতের বইখানা প'ড়ে যায়। ফ্রিডা নিচু হয়ে তাড়াতাড়ি হাতের বইটা তুলে দেয়।

'তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। আমারও ইচ্ছে হচ্ছে আনন্দে নাচি আর দুহাতে বই ছড়াই। কিন্তু সংগ্রাম এখনও শেষ হয়ে যায় নি। মন দিয়ে শোন। এনোলা সম্বন্ধে সরকারী ঘোষণা করার আগে কর্তারা প্রতিরোধ গুঁড়ো ক'রে দেওয়ার শেষ চেষ্টা একটা ক'রে দেখবে। পুলিশকে সেইভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল মধ্যরাত্রির ঠিক একঘণ্টা পরে সাদাপোষাক-পরা পুলিশের একটা দল নতুন পাড়ার গোরস্থানের পাশে রাস্তা খুঁড়ে তার নিচে বিস্ফোরক পুতে রাখবে। টার্টল্ হিলের দিক থেকে ঘাঁটির দিকে তিনটে লরী যাবে। লরীগুলো বিস্ফোরণে উড়ে যাবে। নিগ্রো আর পুয়েটোরিকান ড্রাইভার থাকবে আর পুরোনো ঝরঝরে ষ্টুডিবেকার লরী—সুতরাং তাদের কিছুই যাবে আসবে না। ওদের পরিকল্পনা মাফিক এই সব ঘ'টে গেলে পুলিশ সব দোষ চাপাবে কমিউনিষ্টদের ঘাড়ে, ওদের নামে ধ্বংসমূলক কাজের অভিযোগ আনবে। আর বলবে ওই লরীগুলো ওড়ানো হচ্ছে ..এ অঞ্চলে সশস্ত্র বিদ্রোহের পূর্বাভাস ব'লে এটাকে তারা ঘোষণা করবে। আর সেই অজুহাতে সঙ্গে সঙ্গে শান্তির সারির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনী আর ট্যাঙ্ক পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। আর তাদের সাহায্যে মার্কিন বাহিনীও ঝাঁপিয়ে পড়বে...'পারস্পরিক সাহায্য চুক্তির' নামে শান্তির সারিকে দেবে গুঁড়ো ক'রে আর 'এনোলা'র পরিধি বিস্তৃতিরও ফয়সালা হয়ে যাবে। এই হচ্ছে মতলব। আগামীকাল—সময় রাত্তির একটা—স্থান, গোরস্থানের কাছে। মনে থাকবে তো ?'

বই-এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সুমিকো বলে ঃ 'সব মনে থাকবে। ধন্যবাদ। অন্য বিষয়টার কিছু জানতে পেরেছেন ?'

'কোন বিষয় ?'

'ওই যাঁদের আমেরিকানদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জিজ্ঞেসবাদের জন্য, আর যাঁরা ফিরে এলেন না—তাঁদের বিষয় ?'

'ওঃ, না। যে-অফিসারের কাছ থেকে জানতে পারার কথা ছিল সে চ'লে গেছে সায়গনে। দিন দশেক বাদে সে ফিরবে। মারিকো এলেন না কেন ?'

'ওর কাজ রয়েছে।'

'ও'কে জানিও যে যুদ্ধ-বিরোধী সঙ্ঘের অফিসে আগামীকাল খানা-তল্লাসী হবে। এখনই ও'কে জানাতে পারবে ? তিনি বাড়ীতে আছেন তো ?'

'না। তবে এক জায়গায় এক্ষুণি আসবেন।'

'সাংস্কৃতিক ভবনে ?'

'না। কুমাদা ষ্টুডিয়োতে।'

'কোণ্ডো ক্লিনিকের পাশে, না ? এর আগেরবার শুনেছিলাম বটে যে ওরা শান্তির সারির বিষয় নিয়ে একটা ফটো এগজিবিশনের ব্যবস্থা করছে।'

'হ্যাঁ। তারা এখন পোস্টার তৈরি নিয়ে খুব ব্যস্ত...। ক্যাৎসু গেল্লো...'

'সেও ওখানে?' তাড়াতাড়ি হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় ফ্রিডী। 'এ রকম ঝুঁকি নেওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আর একটা কথা মারিকোকে বলবে। মনে হচ্ছে আমেরিকানরা তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে। এর মধ্যে আমার অনুপস্থিতিতে আমার জিনিষপত্তর কয়েকবার উল্টে পাল্টে দেখেছে। ও'কে বলো যেন জিজ্ঞেস ক'রে রাখেন যদি ওরা আমাকে ধরবার ফন্দি করে তবে আমি কোথায় যাব—এর পরে যখন দেখা হবে তখন যেন শুনতে পাই। ধরা পড়লে তো নির্ঘাত কোর্টমার্শাল। তাই কোথায় লুকোতে হবে আগে থেকে জেনে রাখাই মঙ্গল।'

'আচ্ছা আমি বলবো। আপনি কিন্তু সাবধানে থাকবেন।'

ফ্রিডীর হাত থেকে একটা বই প'ড়ে যায় সুমিকোর পায়ের কাছে। দুজনেই একসঙ্গে নিচু হয়ে বইটা তুলতে যায়। ফ্রিডী পেছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'লে যায়: 'তুমিও সাবধানে থেকো। শান্তির সারির শোধ নেওয়ার জন্য পুলিশ সকলকে কিন্তু গ্রেপ্তার করবে। আমি যদি ধরা পড়ি—আমার কথা মনে রেখো: মনে রেখো জাপানের জন্য যথাসাধ্য আমি করার চেষ্টা করেছিলাম—' আর বলতে পারে না। একটু পরে ভারি গলায় আবার বলে: 'সব কথা মনে থাকল তো? আগামীকাল রাত্রি একটা। ওদের ষড়যন্ত্র বানচাল করতেই হবে। আচ্ছা এখন বিদায়। সাবধানে থেকো।'

স'রে গিয়ে সে পাশের আলমারিতে আর একটা বই দেখতে থাকে। তারপর একটা ম্যাগাজিন কিনে শিস দিতে দিতে তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে আসে। সুমিকো ঘড়ি দেখে— ছ'টা বাজতে এখনও চার মিনিট বাকী।



গোয়েন্দা পিছু নিয়েছে। আগে একবার সন্দেহ হয়েছিল। এবার নিশ্চিত হল; সে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে প'ড়ে আলমারিতে রাখা সব খেলার সরঞ্জামের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা থ্যাবড়ামুখো লোক, মাথায় পানামা-টুপি, গায়ে ধূসর রঙের একটা ম্যাকিন্‌টোস্, ল্যাম্পপোস্টের গায়ে ঠেস্ দিয়ে সিগারেট ধরায়। সুমিকো এগিয়ে যায়, খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে একটা উপহার বিক্রেতার দোকানের সামনে। লোকটিও আসে ফুটপাতের এক পাশে—পকেট থেকে ঘড়ি বের ক'রে চাবি দিতে শুরু করে।

সরাসরি বাড়ী যাওয়ার সাহস হয় না। সুমিকো দৌড়ে রাস্তার ওপারে যায়। গোয়েন্দাটিও রাস্তা পার হয়। একটা গয়নার দোকানের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়,

তারপর গিয়ে ঢুকে পড়ে সিনেমা হলের সামনে বিরাট এক দঙ্গলের মধ্যে। গোয়েন্দাটি গিয়ে দাঁড়ায় একটা জুতোব্রুশওয়ালার সামনে। সুমিকো ঐ ভীড়ের মধ্যে যতটা সম্ভব গা-ঢাকা দিয়ে, রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়ে একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ে। ট্রামের একেবারে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে চায়। না, গোয়েন্দাটির টিকি এবার দেখা যাচ্ছে না। পরের স্টপে নেমে প'ড়েই পাশের গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। রেন্‌ডেভো কাফের পাশেই কোণ্ডো ক্লিনিকের একতলা বাড়ীটা। কোণ্ডো ক্লিনিক ও কুমাদা স্টুডিয়োর একই প্রবেশ পথ। দোরের পাশেই টাঙানো একটি পোস্টার: "শান্তির সারির সাহায্যে এগিয়ে আসুন। এই স্থানে অর্থ ও বস্ত্রাদি সংগৃহীত হয়।"

দোর খুলতে যাবে এমন সময় মোড়ের মাথায় একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। সুমিকো দেখে পানামা-টুপি পরা একটি মাথা গাড়ীর জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। ওর আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া।

'একটু দাঁড়ান, আপনার সঙ্গে কথা আছে—' ট্যাক্সি থেকে নেমে এসেছে লোকটা। পকেট থেকে বহু ব্যবহৃত একটা কার্ড বের ক'রে নাড়া চাড়া ক'রে আবার পকেটে রেখে দেয়। 'আর একটু হলে আপনাকে আর পেতাম না, আপনার গতি তো খুব ক্ষীপ্র!' ব'লে মুচকি হাসে লোকটা।

'ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন কেন? অসুখ করেছে বুঝি?'

'না, আমার নয়। এই—আমার মাসী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন!'

'ওঃ—তবে আপনার কিছু হয় নি! না, অন্য কিছু না—আমি আপনার একটা ভাল চাকরির কথা বলছিলাম। মাইনে ইত্যাদি ভালই...'

'চাকরি?'

'হ্যাঁ, চাকরি। খুব ভাল একটা প্রতিষ্ঠানে...ইস্ট স্ট্রীটের উপর 'ফ্লোরিডা'—ওখানে। মাইনেও ভাল, বক্‌শিস্‌ও মিলবে। তাছাড়া পোষাক পরিচ্ছদ ও প্রসাধন দ্রব্যের জন্য অগ্রিমও কিছু দেবে। আপনি সাম্বা এবং আধুনিক সব নাচ জানেন তো?'

'না, ও-সব আমি জানি না। তবে ক্যারাটে শিখেছি ভাল ক'রে।' রাগে ও বিরক্তিতে সুমিকোর মুখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। সুমিকো দোর খুলেছে, লোকটি পিছন থেকে ব'লে ওঠে: 'আমি অপেক্ষা করছি। শুনুন, এই কিছু টাকা নিয়ে যান—ডাক্তারকে দেবেন, বলবেন, ভাল ক'রে দেখে যেন সার্টিফিকেট লিখে দেয়।'

বিরক্তি প্রকাশ ক'রে সুমিকো ভিতরে ঢুকে পড়ে। কুমাদা স্টুডিয়োর দোর বন্ধ। ডাকাডাকি ক'রে কোন উত্তর পায় না। ক্লিনিকে গিয়ে ডেস্কের সামনে বসা সেই কুম্‌ কুঁজো মেয়েটির কাছে শোনে কিছুক্ষণ আগে কুমাদা আর কয়েকজন ছাত্র বেরিয়ে গেছে। সুমিকো জানলার পর্দাটা একটু ফাঁক ক'রে দেখে সেই টুপিপরা লোকটা রাস্তার উপর পায়চারী করছে। ট্যাক্সিটাকে সে বিদায় ক'রে দিয়েছে।

সুমিকো জিজ্ঞেস করে: 'নাকায়া-সান আছেন?'

'নাকায়া-সান তো শান্তির সারির ওখানে আছেন।' মেয়েটির উত্তর দেওয়ার ভঙ্গীর মধ্যে গর্ব ফুটে ওঠে। 'ওদের জয় সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ওখানেই থাকবেন।'

'এ ক-দিন ও'কে দেখতে পাইনি তাই ভেবেছিলাম বুঝি শহরে ফিরেছেন...'

'ও, আপনি ওখানে গিয়েছিলেন?' মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে। 'আমাকে কিছুতেই নিয়ে গেল না—আমার নাকি এখানে থাকারই প্রয়োজন।'

মেয়েটির অনুমতি নিয়ে সুমিকো মারিকোকে টেলিফোন ক'রে বলে: 'ক্লিনিক থেকে বলছি। একটা লোক পিছু নিয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলাম ওদের কেউ—। এখন মনে হচ্ছে তা নয়—তবে বদমায়েসদের দলেরই...কী বললে? হ্যাঁ। দেখা হয়েছে মাসীর সঙ্গে। টাইফয়েড হয়েছে—কিন্তু বেশ অদ্ভুত টাইফয়েড—মজার ব্যাপার...এক্ষুণি আসছি—মুখেই বলব সব।'

টেলিফোন ক'রে আবার জানলার কাছে গিয়ে দেখে। লোকটি একটা খবরের কাগজ কিনে ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দিব্যি পড়া শুরু করেছে।

নিঃশব্দে প্রবেশপথের সামনে এসে দাঁড়ায় দুটো বাস—দলে দলে বেরিয়ে আসে পুলিশ। আঁৎকে ওঠে সুমিকো: 'পুলিশ!' একলাফে স'রে আসে জানলা থেকে। পুলিশ ততক্ষণে এসে স্টুডিওর দোরে লাঠি দিয়ে জোরে গুঁতো মারতে শুরু করেছে। ওদের একজন অফিসার এক লাথিতে ক্লিনিকের দোরটি খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লো, পিছনে কয়েকজন পুলিশও।

মেয়ে কেরানীটি চিৎকার ক'রে ওঠে: 'এটা হাসপাতাল। তোমরা এখানে ঢুকতে পার না।'

অফিসারটি সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে লাগায় এক ঘুঁষি, সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে টুলের ওপর। সুমিকো ঝাঁপিয়ে প'ড়ে অফিসারটিকে লাগায় এক প্রচণ্ড লাথি। কিন্তু পরমুহূর্তেই পুলিশের দল পিছন থেকে তাকে ধ'রে ফেলে। 'হাত-কড়া লাগাও—' চিৎকার ক'রে ওঠে অফিসার। হাঁটু রগড়াতে থাকে সে। হাতে হাতকড়া লাগিয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে এক ধাক্কা দিয়ে তুললো একটা জীপে। দুজন পুলিশ গিয়ে তার দুটো হাত ধ'রে বসল দুপাশে। হৈ চৈ-এর ফলে ভীড় জ'মে উঠেছে। ভীড়ের মধ্যে দিয়ে সন্তর্পণে হর্ণ বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চললো জীপটা।



পুলিশ হেডকোয়ার্টারের তে-তলার বারান্দায় নিয়ে গিয়ে তাকে পুরে দেওয়া হল একটা ছোট খাঁচার ভিতর। একটা দেওয়াল-আলমারি থেকেও বোধ হয় সেটা ছোট। সশব্দে বন্ধ

হয় দোর ..নির্জন অন্ধকারে সে বন্দী হল। বাইরে বারান্দায় কারা কথা বলাবলি করছে। মেঝে ঝাঁট দেওয়ার শব্দ হয়। তারপর সব চুপ-চাপ। কাছেই একটা ঘড়িতে ঢংঢং ক'রে আটটা বাজে।

হাত বাঁধা। শত ইচ্ছে সত্ত্বেও সে পারছে না তার ঘাড় খিমচোতে। আগামী রাত্রি! এরা হয়তো তাকে এখানেই রেখে দেবে কিংবা সঁপে দেবে আমেরিকানদের হাতে। ছাড়া পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই—অন্ততঃ বেশ কিছুদিন তো নেই। কেমন ক'রে সে জানাবে মারিকোকে, কেমন ক'রে পাঠাবে সাবধানবাণী অন্যদের কাছে। কাল রাত্তিরবেলা তো রাস্তার নিচে ওরা পুঁতে রাখবে বিস্ফোরক—তার কয়েকঘণ্টার ভিতরই ঘ'টে যাবে দারুণ বিস্ফোরণ। আর তারপর? তারপর শুরু হবে বিভীষিকা ও ত্রাসের রাজত্ব। .বিস্ফোরণের সুযোগ নেবে শত্রুপক্ষ, শান্তির সারির অবদান হবে নিশ্চিহ্ন—জয়ী হবে এনোলা। ইয়াসাকু, ইকেতানি,—সব শহীদদের জীবনদান ব্যর্থ হবে। শূন্যে মিলিয়ে যাবে সব। আগামীকাল মধ্যরাত্রি। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ...মাত্র উনত্রিশ ঘণ্টার ব্যবধান। কিন্তু সতর্কবাণী সে তো পাঠাতে পারবে না তাদের কাছে। মর্মে মর্মে পীড়া দিতে থাকে এই অসহায়ত্ব। বন্ধ দরজায় সমস্ত শক্তি দিয়ে সে পদাঘাত করতে থাকে। কে দেবে ওকে সাহস? দেওয়ালে মাথা ঠুকে ফুলিয়ে ফেলেছে মাথা—। দাঁত দিয়ে চেপে ধরার ফলে ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ে। সান্ত্বনা! দুই গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে চোখের জল। আগামীকাল মধ্য রাত্রি...!

মাত্র উনত্রিশ ঘণ্টা—! না, তারও কম। এইমাত্র ঘড়িতে যে নটার ঘণ্টা শোনা গেল। কিন্তু এই বন্ধকুঠুরীতে মুহূর্তগুলি কী মর্মান্তিক! আটাশ ঘণ্টা বাকী—মাত্র আটাশ! সতর্ক-বাণী পাঠাতে তো পারল না সে। কত অসহায়, কী দুঃসহ এ নিঃসঙ্গতা। তন্ত্রমন্ত্র তুকতাক সব ব্যর্থ হয়ে গেল...মারিশিতেন মঙ্গুবোৎসামু, ইনারী ডায়ামিয়োজিন, নামুয়া মিদাবুৎসু...এম-এস-এ...সি-আই-সি...এ-বি-সি-সি...এ-বি-সি-সি! ঠিক বটে ঠিক! এ-বি-সি-সি...! আর সঙ্গে সঙ্গে সে শুরু ক'রে দেয় সেলের দোরে, দেওয়ালে সজোরে আঘাত। গলা ফাটিয়ে একটানা চিৎকার শুরু করে: 'দোর খুলে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও এক্ষুণি।' চিৎকারের চোটে গলা ভেঙ্গে যায়।

কে একজন দ্রুত পদে এসে ভীষণভাবে দোরে করাঘাত করতে থাকে: 'এই হারামজাদী, চেঁচানি বন্ধ কর বলছি।'

'দোর খুলে দাও বলছি এক্ষুণি!'

দোর একটু ফাঁক ক'রে পুলিশ ওকে লাঠি দেখায়: 'মেরে ভূত ছাড়িয়ে দেবো।'

'যাও, তোমার বড় কর্তাকে ডাক, আমাকে গ্রেপ্তার করার কোন এক্তিয়ার তোমাদের নেই। যাও, যাও বলছি—'

'চুপ। ফের কথা বলবি তো মেরে হাড্ডি চুর ক'রে দেব।'

সুমিকো সমানে পা ঠুকতে থাকে। 'যাও, ডাক তোমার বড় কর্তাকে। 'এ-বি-সি-সির কর্মচারী আমি। আমার পাশ রয়েছে—তোমরা আমাকে এখানে আটকে রাখতে পার না।'

সোনার চশমা-পরা একজন অফিসার এগিয়ে আসে। সুমিকো চিৎকার ক'রে ওঠে:

'এক্ষুণি আমাকে ছেড়ে দেওয়া হোক এখান থেকে। আমি এ-বি-সি-সির কর্মচারী। পকেটে আমার পাশ রয়েছে। না ছেড়ে দিলে আমাকে মার্কিন-সেনাধ্যক্ষের কাছে আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে হবে।'

অফিসারের নির্দেশে পুলিশটি ওকে বাইরে এনে তল্লাসী করে।

বেহায়া পুলিশকে সুমিকো ধমক দিয়ে ওঠে: 'ওখানে কোথায় দেখছ? পকেট দেখ।'

পাশটা বের ক'রে পুলিশটি অফিসারের হাতে দেয়। সে পাশটা ভাল ক'রে দেখে চশমার ফাঁক দিয়ে সুমিকোর মুখের দিকে চায়।

একবার মাথা নেড়ে জিভ দিয়ে শব্দ করে। সুমিকোর দিকে পাশটা ফেরৎ নেওয়ার জন্য হাত বাড়ায়।

সুমিকো পা ঠুকতে থাকে। হাতকড়া দেখিয়ে বলে: 'কেমন ক'রে নেব আমি!'

অফিসার ইঙ্গিত করা মাত্র পুলিশটি পকেট থেকে একগোছা চাবি বের ক'রে হাতকড়া খুলে দেয়। সুমিকো তার অবশ কব্জি দুটো রগড়াতে থাকে।

'আমার সঙ্গে আসুন। মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে।' অফিসারের কণ্ঠস্বর মোলায়েম হয়ে আসে।

অফিসারটি তাকে একটি ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে আরও তিনজন অফিসার টেবিলের উপর স্তূপীকৃত কাগজের পিছনে বসে। দেয়ালে শহরের একটা মানচিত্র টাঙ্গানো। তার নিচে একটা চেয়ারে সুমিকোকে বসার জন্য ইশারা করে অফিসারটি। সুমিকো ব'সে ব'সে তার চুল আঁচড়াতে থাকে।

'আমি এক্ষুণি বড় কর্তাকে টেলিফোন করছি। আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।'

সুমিকো ঘড়ি দেখে। নটা বেজে আঠারো মিনিট—ঘড়ির কাঁটাটা ভেঙ্গে গেছে। 'একটু তাড়াতাড়ি করুন, দেরী করা আমার চলবে না।'

টেলিফোনে কোন জবাব না পেয়ে অফিসার পুলিশটিকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। সুমিকোর দৃষ্টি দেওয়ালের ঘড়ির দিকে নিবদ্ধ। ঠিক ছ-মিনিট পরে অফিসারটি ফিরে আসে।

আপনাকে বসিয়ে রাখার জন্য সত্যিই দুঃখিত। আমরা ঘাঁটির হেড্‌কোয়ার্টারে ফোন ক'রে আপনার পাশের নম্বরটা জানাই। তারা মেডিকেল বিভাগে জানাতে বলল। সেখানে টেলিফোন ক'রে কোন জবাব পাওয়া যায় নি। তাই বড়কর্তা আপনাকে গাড়ী ক'রে হেড্‌কোয়ার্টারে পৌঁছে দিতে বললেন। ভুল ক'রে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তারপর হাত কচলাতে কচলাতে বলে: 'যারা এর জন্য দায়ী তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।'

ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে সুমিকো উত্তর দেয়: 'হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এখনই আমাকে অন্য একটা কাজে যেতে হবে।'

ছোট ছোট ক'রে গোঁফ ছাঁটা একজন বয়স্ক অফিসার ঘরে প্রবেশ করে। সব অফিসার

তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ায়। মৃদু হেসে তিনি বলেন: 'এই ঘটনার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি আবার টেলিফোন করেছিলাম। মেডিকেল বিভাগ থেকে জানিয়েছে যে আপনাকে ওখানে একবার যেতে হবে। তারা সব বৃত্তান্ত জানতে চায়। ও'দের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করেছি। আশা করি আপনিও নিশ্চয়ই এই নিয়ে আর কিছু মনে করবেন না। ভুল ক'রে কমিউনিস্ট ভেবে আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছিল। আসুন, বাইরে গাড়ী অপেক্ষা করছে।'

বড় কর্তা আর সেই চশমা-পরা অফিসারটি সুমিকোর সঙ্গে বাইরে আসেন। বড় কর্তা প্রবেশ-পথ পর্যন্ত এলেন। অফিসারটি সুমিকোর সঙ্গে গাড়ীতে মার্কিন হেড-কোয়ার্টারের দিকে রওনা হল।



বাইরের গেটে পাহারারত সামরিক পুলিশটি পাশ দেখামাত্র ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়। একজন সৈনিকের পিছন পিছন সুমিকো এগোয়। সুমিকো জাপানী পুলিশ অফিসারটিকে ফিরে যেতে বলে, তাকে তো আর ভিতরে যেতে দেবে না।

রোগা আমেরিকানটার পিছন পিছন দ্রুতপায়ে চলেছে সুমিকো। তখন দশটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী।

মেডিকেল বিভাগের প্রবেশ-পথে একজন নিগ্রো সামরিক পুলিশকে আবার দেখাতে হয় পাশ। তারপর সেই সৈনিকটির সঙ্গে গিয়ে প্রবেশ করে একটি ছোট অফিস ঘরে।

একজন তরুণ নিসী চেয়ারের উপর পা তুলে ডেস্কের সামনে ব'সে রয়েছে। হাতে তার একটা ছোট্ট আয়না আর একটা ছোট্ট ব্রাস দিয়ে সে ভ্রূ আঁচড়াচ্ছে। সৈনিকটি তাকে কী ব'লে বেরিয়ে যায়।

নিসীর দৃষ্টি তখনও আয়নার দিকে। মার্কিনী ঢঙে জাপানীতে সুমিকোকে ডাক দেয়: 'এদিকে এস মেয়ে। হু' তুমিই XZ-৯৮? বেশ বেশ!'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাপারটা কী? তোমার মুখে একবার ঘটনাটা শুনি দেখি।'

আমি ক্লিনিকে গিয়েছিলাম। সেখানে হঠাৎ দেখি পুলিশ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা আমার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়। তারা ভেবেছিল আমি কমিউনিস্ট। তারপর পাশটা দেখতে পেয়ে এখানে এনে হাজির করেছে। আর পারছি না, এখন যাই। সারাটা দিন কিছু খাওয়া হয়নি। কালকে নিশ্চয়ই আসব।'

নিসী সন্না হাতে নিয়ে কপালের ভুরু তুলতে তুলতে বলে ঃ

'পুলিশ হেড্‌কোয়ার্টার থেকে ওরা যে ফোনে বলল তুমি দুজন পুলিশের সঙ্গে মারপিট ক'রে একটা বিরাট ঝামেলা সৃষ্টি করেছিলে। সেখানে মহা সোরগোল চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিয়েছিলে—তুমি একজন কেউকেটা এমনিভাব। ও বেচারারা তো একেবারে ঘাবড়িয়ে গিয়েছিল। যত সব বোকামার্কা জাপানী পুলিশ! তুমি যে একটা পাক্কা জোচ্চোর, একথা বেকুবদের ব'লে কী-ই বা লাভ! কিছুই বলিনি ওদের—ভাবলাম আগে তোমার সুরতখানা একবার দেখে নিই। আচ্ছা, এবার বল দেখি তুমি ওরকম হৈ হৈ করেছিলে কেন?'

লজ্জায় চোখ নত ক'রে সুমিকো নিচু গলায় উত্তর দেয় ঃ 'কোন সোরগোল তো আমি করিনি, কাউকে ভয়ও দেখাইনি। ওরা মিথ্যেমিথ্যি বলেছে। শুধু বলেছিলাম যে আমার কাছে এ-বি-সি-সির পাশ আছে, আমেরিকান ডাক্তার আমার চিকিৎসা করেন—। তাই শুনে ওরা আমার কাছে ক্ষমা চাইল আর আপনাদের কী সব জানিয়ে দিল।' তারপর নমস্কার ক'রে সে বলে ঃ 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। আমি তবে এখন বাড়ী যাই। কাল সকালে ঠিক আসব।' নিসী তখন আয়না আর সন্নাটা রেখে দিয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। দৃষ্টি দিয়ে ওকে যেন পরখ ক'রে নিতে চায়।

'হুঁ'। না, খুব যে মন্দ তা নয়। কি, রাস্তায় ঘোরাফেরা কর নিশ্চয়ই?'

'না।'

'এখনও শুরু করোনি! তবে পেট চলে কী ক'রে?'

'কাজের খোঁজ করছি—এখনও কিছু জোটেনি। আমি যাই, খুব দেরী হয়ে গেছে... ।'

সোজা ওর মুখের দিকে চেয়ে নিসী বলে ঃ 'কাজ! বেশ, বেশ! তোমার মত মেয়ে যে কাজ পায় না একথা আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই। আজ রাত্রি বারটায় আমার ছুটি। স্টেশন স্কোয়ারে ইয়াকুমো-রায়কা হোটেলে আমার সঙ্গে ১২-১৫ মিঃ-তে দেখা করবে, কেমন! ওখানে রাত্তিরের জন্য ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। আসবে তো?' সুমিকোর চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। মুখ না তুলেই উত্তর দেয় ঃ 'আসব,—যদি এখন আমাকে যেতে দেন... ।'

'না এলে আমি কিন্তু আমাদের বড় কর্তার কাছে সোজা গিয়ে ব'লে দেব তুমি কেমন ক'রে একজন কেউকেটা ভাব দেখিয়ে পুলিশকে ঘাবড়িয়ে দিয়েছিলে। তারপর পুলিশ হেড্‌কোয়ার্টারে ফোন ক'রে ফাঁস ক'রে দেব তোমার সব মিথ্যে কথা—তুমি আমাদের হয়ে কোন কাজই কর না। ওরা তোমাকে তখন প্রতারক ব'লে গ্রেপ্তার করবে। নিজের ভাল চাও তো রাত্তিরবেলা হোটেলে আসবে। আচ্ছা, এখন যাও।'

ধন্যবাদ জানিয়ে সুমিকো বিদায় নেয়। দোরগোড়ায় এসে নিগ্রো রক্ষীকে ইশারা করতেই, সে পাশটা না দেখে সুমিকোকে যেতে দেয়।

'রাত্রে দেখা হচ্ছে, কেমন ? আর একটা কথা—পোশাক বদলে এস কিন্তু, না হলে হোটেলে ঢুকতে দেবে না।'

সুমিকো আর একবার নমস্কার ক'রে সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পিছনে দোর বন্ধের শব্দ হতেই ওর উল্লাস দেখে কে—দুহাত তুলে পাখীর মত যেন উড়ে যেতে চায় সে। ঘড়ির দিকে দেখে দশটা বাজতে সাত মিনিট বাকী। যথেষ্ট সময় এখনও আছে। বানজাই ! ছাড়া তো পেয়ে গেলাম। ওখন সোজা বাড়ী। বরাতটা ভালই বলতে হবে।

'হেই—একটু দাঁড়াও—' পিছন থেকে কে ডাক দেয়। ফিরে দেখে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে নিসীটা আবার ডাকছে।

'ভেতরে এস।'

নিগ্রো-রক্ষী তাকে বাধা দেয় না। নিসী তার অফিস্ ঘরে নিয়ে গিয়ে দোর বন্ধ ক'রে দেয়।

'তুমি ক্লিনিকে গিয়েছিলে কেন, সে-কথাটা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। তোমার কি কোন অসুখ করেছে ?'

'আমার—আমার পেটে ব্যথা।'

'পেটে ব্যথা ? মিথ্যে কথা ! রোগ ধরেছে বোধ হয় ! সোজা চ'লে যাও প্রফেসার রেনশর অফিসে। তাঁর সহকারী চেরীগান ডিউটিতে আছেন। ও'কে গিয়ে বল আমি পাঠিয়েছি তোমাকে।'

দুহাত জোড় ক'রে সুমিকো বলে : 'আমার কিছু হয়নি। আমাকে যেতে দিন। বাড়ীতে খুব দরকার আছে...আমাকে আবার জামাকাপড় বদলিয়ে আসতে হবে তো।'

'উ'হু' ডাক্তার না দেখানো পর্যন্ত তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি না। ফূর্তি লুটতে গিয়ে অসুখ বাধাতে আমি রাজী নই বাপু। বেশী দেরী হবে না। দৌড়ে চ'লে যাও—কোথায় যেতে হবে তোমার তো জানাই আছে।'

'না, আমার মনে নেই...।'

'বেশ, চল আমিই নিয়ে যাচ্ছি।' ব'লে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় সুমিকোকে। অপ্রশস্ত বারান্দা দিয়ে চলেছে, এখানে সশস্ত্র শান্ত্রীর পাহারা নেই। একেবারে শেষপ্রান্তে বাদামী রঙের চামড়া দিয়ে মোড়া একটি দোর দেখা যাচ্ছে, সুমিকো জিজ্ঞেস করে : 'ওইটা না ?'

'না, ওটা না। ওই ডানদিকের সব শেষের ঘরটা। ৮ নম্বর কামরা। সাবধান, ওই বাদামী রঙের দোর কোনরকমে যদি মাড়িয়েছ তবে আর রক্ষে থাকবে না...' ব'লে ও গলার উপর দিয়ে আঙুলের পোঁচ লাগিয়ে দেখিয়ে দেয় সেখানে গেলে কী পরিণতি হতে পারে। তারপর পিছন ফিরে সে বিদায় নেয়।



ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর সুমিকো ৮ নম্বর কামরার কড়া নাড়তে থাকে। উত্তর না পেয়ে সন্তর্পণে হাতলটা ঘুরিয়ে দোর একটু ফাঁক ক'রে দেখে ঘরে কেউ নেই, শুধু শুধু আলোটা জ্বলছে। পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে ওঠে। বাদামী দোরের পিছনে কার যেন কণ্ঠস্বর শোনা যায়। বারান্দা দিয়ে বহুলোক ওই দিকে এগিয়ে আসছে দেখে সুমিকো ৮ নম্বর কামরার ভিতরে আবার ঢুকে পড়ে।

কিছুক্ষণ পর আবার দোর খুলে কান পেতে শোনে। বাদামী রঙের দোরওয়ালা ঘরের মেঝের উপর দিয়ে মস্ত ভারী কী একটা টেনে নিয়ে যাওয়ার অদ্ভুত শব্দ; তারপর সশব্দে দোর বন্ধের আওয়াজ,—পরক্ষণেই ভিতরের আর একটা দোর বন্ধ হয়—আর পদশব্দগুলি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

সুমিকো বেরিয়ে আসে বারান্দায়। বাদামী দোর একটু ফাঁক করা, বারান্দা জনমানব শূন্য। পা টিপে টিপে এগিয়ে যায় ওই দোরের দিকে। সেই মুহূর্তেই কে যেন ভিতরে গলা খাঁকারি দিয়ে ওঠে আর সঙ্গে সঙ্গে সে পিছনে স'রে আসে। আবার বেজে ওঠে টেলিফোন। ভিতরের একটা দোর বন্ধ ক'রে কারা যেন চ'লে গেল। কয়েক মিনিট পর আবার দোর খোলার শব্দ—আবার কারা যেন আসে ঘরের ভিতর—টেনে নিয়ে আসে মস্ত ভারী আর নরম একটা জিনিষ।

সন্তর্পণে বাদামী দোরের ফাঁক দিয়ে সুমিকো ভিতরে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করে। একটা বিরাট প্রশস্ত দালান, মানুষজন নেই। বাঁদিকে ঘসা কাঁচের দরজার উপর চিহ্নিত রয়েছে 'Z' অক্ষরটি। হঠাৎ আলো নিভে যায়—বোঝা যায় যে ঘসা কাঁচগুলোর রঙ্ নীল। দোরের মাথার উপর জ্বলছে লালরঙের একটা ছোট বাতি। কাঁচের উপর ছায়া পড়তেই দ্রুত স'রে যায় সুমিকো। প্রশস্ত দালানটিতে দ্রুত আসা-যাওয়ার পদশব্দ শোনা যায়—তারপর আবার সব চুপচাপ।

আবার দোরের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে। ঘসা কাঁচের দরজা একটু ফাঁক করা, ভিতরে কারা সব নিচু গলায় কথা বলাবলি করছে।

সুমিকো বাদামী দোরটায় সামান্য ঠেলা দিতে সেটা নিঃশব্দে খুলে যায়। ভিতরের ফিস্‌ফিসানি আওয়াজ তখনই যায় থেমে। দুরু দুরু ক'রে কাঁপতে থাকে সুমিকোর বুক। আবার সেই ফিস্‌ফিসানি। নিঃশব্দ পায়ে দালানের ভিতর দিয়ে সুমিকো ঘসা কাঁচের দরজায় যেই পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তেই সে শুনতে পায় কে একজন এগিয়ে আসছে বারান্দা দিয়ে।

চমকে উঠে দোরের দিকে হাত বাড়ায় সুমিকো। অমনি বাইরে থেকে একজন দোর খুলে ভিতরে ঢুকতেই দুজনে ঠোকাঠুকি হয়ে যায় দোরগোড়ায়। লোকটি দু-পা পিছিয়ে যায়। তার পরনে খাকি ট্রাউজার, পায়ে পুরু সোল-ওয়ালা বাদামী রংএর জুতো, হাতে সামরিক টুপি। চোখ তুলতেই সুমিকোর রক্ত জল হয়ে আসে···সামনে দাঁড়িয়ে ফ্রিডী! তারও অবস্থা তাই। দুচক্ষু একেবারে ছানাবড়া! সুমিকো ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে বাদামী দোরটা বন্ধ ক'রে বারান্দার দিকে দ্রুত পা বাড়ায়।

সন্ত্রস্তভাবে এদিকে ওদিকে দেখে নিয়ে ফ্রিডী ফিস্ ফিস্ ক'রে জিজ্ঞেস করে: 'তুমি এখানে? তুমি কী করছিলে এখানে?'

সুমিকো পকেটে হাত পুরছে দেখে সঙ্গে সঙ্গে সে পিছনের পকেট থেকে একটা ছোট্ট রিভলবার টেনে বের করে। সুমিকো তার পাসটা বের ক'রে খুলে দেখায়! ফ্রিডীর হাতের রিভলবার তখনও উদ্যত।

এ-বি-সি-সি ছাপটার এ-বি অক্ষর দুটো সুমিকোর আঙুলে চাপা পড়ে।

'সি-সি; অনির্দিষ্ট কালের জন্য বলবৎ থাকবে...।' সবিস্ময়ে মনে মনে প'ড়ে যায় ফ্রিডী। বাদামী দোরের দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে: 'ওখানে গিয়েছিলে তুমি?'

সুমিকো পাসটা পকেটে পুরে আবার ঠোঁটের উপরে আঙুল চেপে ধরে। হাঁফ ছেড়ে ফ্রিডী তখন তার রিভলবারটা পকেটে রেখে দেয়।

'ইস্ কী বোকা বনে গেছি...আমি ভাবতেই পারিনি...'

'চুপ।' বাদামী দোরের দিকে ইঙ্গিত ক'রে সুমিকো বলে: 'ওরা সব ব্যস্ত, শুনতে পাচ্ছো না...?'

ফ্রিডী তার পিঠ চাপড়িয়ে বলে: 'সি-সির লোক? হুঁ—, কমাণ্ডারের বিশেষ প্রতিনিধি, না?'

তারপর খুক খুক ক'রে হেসে উঠে বলে: 'আমি কিন্তু তোমাকে সত্যিকার কমিউনিস্ট ব'লে ভাবতাম। তা বেশ—বেশ!' আবার তার পিঠ চাপড়ায়। সুমিকোর আড়ষ্টভাব দেখে জিজ্ঞেস করে: 'কী ব্যাপার? ও বুঝেছি—'বলেই জ্যাকেটের বুকপকেট থেকে ছোট্ট একটা বই বের ক'রে ওর চোখের সামনে ধ'রে বলে: 'সি-আই-সি!'

কোনরকমে চৌকাঠের গায়ে ঠেস দিয়ে সুমিকো নিজেকে সামলিয়ে নেয়...কম্পিত হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে বেল্ট।

'আপনি—আপনি সি-আই-সির লোক?' কোনরকমে জিজ্ঞাসা করে সুমিকো। তার গলা শুকিয়ে আসে।

ফ্রিডী সটান দাঁড়িয়ে স্যালুট করে।

'হ্যাঁ মাদাম। আমরা ছ'জন আছি ঐ কাজে। আমাদের কাজের পদ্ধতি অবশ্য ভিন্ন। আমাদের বিভাগের কাজ শত্রুর গোয়েন্দা-বিভাগের উপর গোয়েন্দাগিরি করা, আর

সি-কম্যাণ্ডো কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।' কপালের উপর থেকে টুপিটা পিছন দিকে সরিয়ে নিয়ে নীরবে হাসতে থাকে : 'কী আশ্চর্য, একটুও বুঝতে পারিনি—তোমার পোষাক পর্যন্ত একেবারে জাপানী কমিউনিস্টদের মতো!'

সুমিকো ৮ নম্বর কামরার দোর খুলে ভিতরে দেখে। তখনও কেউ আসেনি। 'কী ব্যাপার, অধ্যাপক রেনশ নেই। চেরীগানকেও দেখছি না। দেখা যে না করলেই নয়।'

'হুঁ—! এদের সঙ্গেও তোমার যোগাযোগ আছে ?'

ফ্রিডী আবার সিষ দেয় : 'তাহলে রেনশ কী করছে তাও জানো তুমি ?'

সুমিকো ঘাড় নাড়ে। ফ্রিডী হেসে বলে : 'আরে আমাকে বুঝি বিশ্বাস করতে পারছ না ? ভেবেছ তোমরাই সব কিছু জান। মোটেই তা নয়। তুমি বুঝি এদের ইঁদুর সংগ্রহ ক'রে দাও ?'

'আমার অনিষ্ট হয় সেটা কি আপনি চান ?'

ফ্রিডী তার বেল্ট ধ'রে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে : 'সাবধান হওয়া নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু ভেব না যে রেশনর ব্যাপার আমি জানি না। কাল রাত্রেই তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল ইঁদুরের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য আর তাদের জেরা করার জন্য!' তারপর নিচু হয়ে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে : 'জানো ওরা কোত্থেকে এসেছিল ?'

সুমিকো ভ্রূ কুঞ্চিত করে। 'আপনিও জানেন ?'

'নিশ্চয়, সব জানি। যুদ্ধবিরতি চুক্তি যখন সই করা হয় তখন জাপানী সেনানায়কদের কাছে আমাদের তরফ থেকে যুদ্ধবন্দীদের যে তালিকাটি দেওয়া হয় তাতে অনেকগুলো নাম কেটে দেওয়া হয় তারা ম'রে গেছে ব'লে—। কিন্তু তারা তো আর সত্যি সত্যি মারা যায় নি। তাদের পুসানে সোমেন ক্যাম্পে রেখে দেওয়া হয়। পরে তাদের খুব গোপনে ওকীনাওয়ায় সরিয়ে আনা হয়।'

অবাক হয়ে গেছে এমনিতর ভাব দেখিয়ে সুমিকো বলে : 'এ খবরও দেখছি আপনি জানেন! ওকীনাওয়া সম্বন্ধে...।'

'ওই যে ওই ঘরে ওদের শব্দ শোনা যাচ্ছে।' ব'লে ফ্রিডী আঙুল দিয়ে দেখায় বাদামী দোরের দিকে।

সুমিকো ফিরে কান পেতে শোনে। 'প্রফেসার কোথায় গেলেন, বিশ্রী লাগছে। না, ওঁর জন্য অপেক্ষা করা আর চলবে না দেখছি,—জরুরী কাজ রয়েছে—।'

'বই-এর দোকানে তোমাকে বিস্ফোরণ সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছিলাম—সেগুলো ওদের জানিয়েছিলে ?'

'না, মারিকোর সঙ্গে দেখা হয়নি। স্টুডিওতে গিয়ে দেখলাম সেখানে সে আসেনি।'

ফ্রিডী মেঝের উপর পা ঠুকে বলে : 'যতসব বোকার দল, আজও আবার দেরী ক'রে ফেললো। ক্যাৎসু গেঙ্গো ওখানে আছে, তোমার কাছ থেকে শোনামাত্র এতটুকু দেরী না

ক'রে আমি হেডকোয়ার্টারে জানিয়ে দিই। ওরাও সঙ্গে সঙ্গে জাপানী পুলিশকে ফোন ক'রে দেয়, কিন্তু যখন স্টুডিয়োতে পৌঁছোয় তখন ক্যাৎসু গেঙ্গো চ'লে গেছে।'

'ক্যাৎসু ?' সুমিকোর চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ, ক্যাৎসু গেঙ্গো। সব দেখে শুনে মনে হয় সে একজন খুব নাম করা কমিউনিস্ট,—পার্টি'র বড় নেতাদের মধ্যেকার একজন। সে যেমন লেখে তেমনি ছবি অাঁকে আবার ফিল্মও তোলে। তার অসাধ্য কোন কাজই বোধ হয় নেই। তাকে একবার ধরতে পারলে জাপানী কমিউনিস্টদের যথেষ্ট কাবু করা যাবে।'

'আপনারা কি তাকে ধরার জন্য চেষ্টা করছেন নাকি ?' জিজ্ঞেস করে সুমিকো।

'নিশ্চয়ই ! টোকিও থেকে আমাদের জানিয়ে দিয়েছে—জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় তাকে ধরতেই হবে। যাবে কোথায়, ধরা একদিন পড়বেই বাছাধন !' তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে : 'তুমি বরঞ্চ এখন যাও, মারিকোকে ঐ খবরটা দিয়ে এস। ভুলে যাওনি তো ? আগামীকাল রাত্রিবেলা।'

'কিন্তু এ কি সত্যি—'

'সত্যি বৈকি।'

সুমিকো অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চায়।

'তবে ওদের জানাচ্ছেন কেন ?'

তার নাকের কাছে আঙুল নেড়ে হেসে বলে : 'কেন ? সে এক বিরাট কাহিনী।'

'আমার যে অন্য কাজ আছে। মারিকোর কাছে আজ যাওয়া হবে না।' তারপর ঠোঁট উল্টে বলে : 'সত্যি হলেও বড় কর্তার অনুমতি না নিয়ে আমি ওদের জানাতে পারবো না।'

'সে-সম্বন্ধে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। তোমাদের বড় কর্তাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। তুমি এখন যত শিগ্‌গির পার গিয়ে মারিকোর সঙ্গে দেখা কর। অন্য পথেও অবশ্য ওদের কাছে সংবাদটি যাবে। কিন্তু তোমার মত তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে কেউ পারবে না।'

সুমিকো হাঁটতে শুরু করে। আবার দাঁড়িয়ে প'ড়ে মাথা নেড়ে ব'লে ওঠে : 'না, আমি যাচ্ছি না। আমার হাত দিয়ে কমিউনিস্টদের সংবাদ পাঠিয়ে শেষে আমাকেই হয়তো কোন বিপদে ফেলবেন আপনি। আর বিশেষ ক'রে এখন—'

ফ্রিডী সুমিকোর কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস ক'রে বলে : 'ওদের অবিলম্বে খবরটা জানানো দরকার। লরী উড়ানোর-ব্যাপারে ওরা নিশ্চয়ই বাধা দেওয়ার জন্য ওখানে যাবে। তার মানে সোজা আমাদের ফাঁদে গিয়ে পা দেবে ওরা। ওখানে আমাদের লোকেরা সব আগে থেকেই প্রস্তুত থাকবে ওদের গ্রেফতারের জন্য। আর এসব মিলিয়ে একটা মস্ত কেস খাড়া করা যাবে, যার ফলে বাছাধনেরা বুঝবে কত ধানে কত চাল। আজ রাতেই বিস্ফোরক পুঁতে রাখা হবে। এতক্ষণে আমাদের লোকেরা রওনা হয়ে গেছে।'

'তবে আজ রাতেই তো বিস্ফোরণ হয়ে যাবে ?'

'না, আজ হবে না। টাইম বমব্ কিনা। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে হবে।'

'আর ঘাঁটির খবরটা কি সত্যি ? অ্যামিস্ অর্থাৎ আমেরিকানরা ওটা আর বাড়াবে না। একথাটাও কি মারিকোকে জানাতে হবে ?'

'হ্যাঁ, অপ্রিয় হলেও সংবাদটা সত্য। আর এই চক্রান্ত যদি ব্যর্থ হয় তবে এনোলার বিস্তৃতির আশা ছাড়তেই হবে।'

'ও ! তাহলে দেখছি আপনি কমিউনিস্টদের সব খাঁটি খবর দিয়ে থাকেন। কয়েকবার আপনি মারিকোকে পুলিশ হামলার কথা আগে থেকেই জানিয়েছিলেন...'

'তা বটে। মাঝে মাঝে দু-একটা সত্যি খবর দিতে হবে বৈকি—না হলে ওরা বিশ্বাস করবে কেন ? পরে প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন বাজে সংবাদও ওদের দিয়ে বিশ্বাস করান সম্ভব হবে। বুঝতে পারলে তো ! এখন সোজা চ'লে যাও মারিকোর কাছে। সে এতক্ষণে তোমার জন্য বাড়ীতে ব'সে অপেক্ষা করছে বোধ হয়।' ব'লে তার চিবুক ধ'রে একটু নাড়া দিয়ে দেয়।

সুমিকো ওর হাত সরিয়ে দেয়।

'হ্যাঁ একটা কথা—। আজ রাত্তিরে অফিসে যার ডিউটি সেই লোকটা বড় জ্বালাতন করছে। সে চায় যে আমি গিয়ে তার সঙ্গে ইয়াকুমোরায়কাতে রাত্রিবাস করি। মোটেই আমার যাওয়ার ইচ্ছে নেই, কিন্তু দেখা হলে ও আবার বিরক্ত করবে—ভারী বিশ্রী লাগছে।'

'কে ? উরুসিগাকি—ওই পাজীটা ! এসতো আমার সঙ্গে। আমায় দেখলে ও আর তোমার কাছে ভিড়বে না। ও ভাল করেই জানে আমি ওর কী করতে পারি। প্রয়োজন হলে ওকে একবার দেখে নেব।'

অপ্রশস্ত বারান্দাটি দিয়ে দুজনে এগিয়ে যায়।

'আপনি মারিকোকে বলেছিলেন যে যে-সব বন্দীরা মারা গেছে তাদের ব্যাপারটা জেনে দেবেন ?'

'ও-সম্বন্ধে কিছু বলার উপায় নেই। তুমিও ও-বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করো না।' ব'লে বাদামী দোরের দিকে দেখায়। অফিস ঘরের দোর খুলে অপেক্ষা করছিল সেই নিসী।

ওদের দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে: 'কী, ডাক্তার দেখালে ?'

'না। তিনি এখন ব্যস্ত—কাল আসতে বললেন।' ব'লে সুমিকো ফ্রিডীর দিকে ফিরতেই সে তার হাত ধ'রে এগিয়ে যায়। ফ্রিডী ঘাড় ফিরিয়ে নিসীকে লক্ষ্য ক'রে রুষ্টকণ্ঠে ব'লে ওঠে: 'ও-সব এখন রাখ, একে আর বিরক্ত করো না। এর অন্য অনেক জরুরী কাজ আছে। মনে থাকবে ?'

দ্রুত পদে ওরা এগিয়ে যায়। প্রবেশ-পথে দেখানোর জন্য সুমিকো পাশটা বের করতে যায় কিন্তু তার আগেই সামরিক পুলিশটি স্যালুট ক'রে পাশে স'রে দাঁড়ায়। যাওয়ার

সময় সুমিকো ফ্রিডীর কানে কানে বলে : 'একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ রাত্রে ওদের একটা গোপন মিটিং হবে। খুব নাকি জরুরী।'

'কোথায় ?'

'ফ্লোরিডা রেস্টুরান্টে। রাত দুপুরে। ক্যাৎসু গেঙ্গোও থাকবে।'

নমস্কার জানিয়ে দোর দিয়ে বেরিয়ে যায় সুমিকো। ধীরে ধীরে সে এগুতে থাকে। হাত চল্লিশ দূরে এসে সন্তর্পণে পিছন ফিরে দেখে। না, কেউ নেই—কেউ তার পিছু পিছু আসছে না। এইবার সে প্রায় দৌড়ে চলে।



মারিকো ব'সে ব'সে সব কথা শোনে। মুখমণ্ডল তার বিবর্ণ হয়ে উঠেছে—ত্রাসে ঘৃণায় তার দুই চক্ষু বিস্ফারিত। সে ঘন ঘন কপালে করাঘাত করে আর বিলাপ করে। মুহূর্তের বিলম্ব তো আর সইবে না। পরিচারিকাটিকে ট্যাক্সি ডাকতে পাঠিয়ে ডেস্ক থেকে ক্যালেণ্ডারটা তুলে নেয়। ক্যালেণ্ডারের গায়ে অনেক কিছু লেখা। সেগুলো দেখে আর মনে মনে দ্রুত হিসাব ক'রে নেয়। তারপর টেলিফোন তুলে নিয়ে বেশ মিষ্টি গলায় শুরু ক'রে দেয় একটা বেস্‌বল খেলার আলোচনা। মেয়েদের 'লালমোজা' আর 'নীল পাখী' এই দুই দলের মধ্যে খেলায় কার কত পয়েন্ট হল, কে কতবার হিট্‌ করলো এই সব। সুমিকো বেশ বুঝতে পারে অপর প্রান্তের শ্রোতাটির খেলা সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ। খেলার নয়টি ইনিংসের প্রত্যেকটি ব্যাটিং-এর গড় সংখ্যাগুলো মারিকোকে বার বার ব'লে দিতে হয়।

টেলিফোন শেষ ক'রে সুমিকোকে সঙ্গে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। বাইরে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। প্রথমে রেল স্টেশনের দিকে গিয়ে নদীর বাঁধের উপর দিয়ে বেঁকে সারি সারি গুদাম আর মাছের দোকানের পাশ পেরিয়ে কতগুলো বাঁকাচোরা গলির ভিতর দিয়ে গিয়ে এককোণে ট্যাক্সিটা দাঁড় করাল।

সারাটা পথ মারিকো কোন কথাই বলে নি। একবার মাত্র বলেছিল : 'বিশ্বস্ত বলেই তো মনে হয়েছিল। কী রকম কাঁদতো। কে ভাবতে পেরেছিল বল।'

'মেয়েদের চেয়ে পুরুষরাই ভাল অভিনয় করতে পারে দেখছি!' উত্তর দেয় সুমিকো।

ট্যাক্সি থেকে নেমে একটা সরু রাস্তা ধ'রে তারা চলতে থাকে। দুপাশে মাছের গন্ধ। একটি গির্জার বাঁধানো প্রাঙ্গণ পেরিয়ে তারা এসে পড়ে একটা বড় রাস্তায়। রাস্তাটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে উপরে উঠে গেছে। সারি সারি কতকগুলো বাড়ী পার হয়ে একটা কাঠের বাড়ী। এখান থেকে মারিকো বাড়ীর পিছন দিকের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটা ভাঙ্গা

পাঁচিল-ঘেরা খড়ো ঘরের পিছনে এসে দাঁড়ায়। জানলায় কয়েকবার আঘাত করতেই ভেতর থেকে একই রকম শব্দ ক'রে জবাব আসে। মারিকো তখন ঘুরে এসে সামনের দোর দিয়ে ছোট একটা উঠোনের ভিতর প্রবেশ করে। দোরের পাশে একজন দাঁড়িয়েছিল। মারিকো তার কানে কী বলতেই সে সুমিকোকে নিয়ে পাঁচিল ঘেরা আর একটি ছোট চালার ভিতর যায়। সেখানে কতকগুলো কয়লার বস্তা, তার পাশে এককোণে সুমিকো ব'সে পড়ে। মারিকো বেরিয়ে আসে।

একটা খালি বস্তা বিছিয়ে সুমিকো শুয়ে পড়ে। খিদেয় ক্লান্তিতে সে কাতর হয়ে পড়েছে। অন্ধকারে পাশেই একটা গাছের উপর থেকে ডেকে ওঠে সিসাডা পাখী। দূর থেকে ভেসে আসছে চলন্ত রেলগাড়ীর ঘস্ ঘস্ আর বাঁশির শব্দ, আর সমুদ্রতটভূমির দিক থেকে মাঝে মাঝে শোনা যায় কামানের দুম্‌দাম আওয়াজ। চোখের খুব কাছে এনেও দেখতে পায় না ঘড়িতে কটা বাজে,—এত অন্ধকার।

বাইরে রাস্তার উপর কে একজন গলা খাকারি দেয়। কাদের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। পুরুষকণ্ঠে ভাঙ্গা গলায় একজন বলছে: 'কাল পোস্টার বইবার জন্য মাত্র পাঁচ-জনকে নেবার পর জানলা বন্ধ ক'রে দেয়, তখনও লাইনে সত্তর জনের মতো দাঁড়িয়ে।'

আর একজন বলে: 'তারা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, লেবার এক্সচেঞ্জের সামনে টাচুমি বিল্ডিং-এর সামনেও অনেকে দাঁড়িয়ে আছে।'

'কাল আমার বউ-এর বরাতে ভালই জুটেছিল। সাধারণ স্নানাগারের পাশে যে ঐ ডাক্তারের বাড়ীটা—ওখানে একটা বিজ্ঞাপন দেখে সোজা ঢুকে পড়ে। ভেতরে লাইনটা তখন খুবই ছোট। পুরো এক গেলাস রক্ত বিক্রী করেছিল সে।'

'কোন্ গ্রুপের রক্ত তার?'

'এ-বি।'

'এ-বির চাহিদা একদম নেই বললেই চলে। কিন্তু ডাক্তারটি নাকি খুব ধড়িবাজ—এ-বিকে এ ব'লে চালিয়ে দিতে পারে।'

হাসাহাসি করতে করতে তারা চ'লে যায়। কিছুক্ষণ পরে মারিকো ফিরে এসে জানায় যে সব ঠিক আছে। জরুরী ব্যবস্থা সব নেওয়া শুরু হয়েছে। জনসাধারণের অধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধবিরোধী সঙ্ঘকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছে। সকালের মধ্যেই প্ররোচনামূলক চক্রান্তটি প্রকাশ ক'রে পোস্টার ইস্তেহার বেরিয়ে যাচ্ছে। টোকিওতেও সংবাদ পাঠান হয়েছে যাতে কাল সকালের কাগজেই এই সংবাদ পরিবেশন করা সম্ভব হয়। ভুপ্লিকেটারওয়ালাদের জানান হয়ে গেছে—ক্যাৎসু গেঙ্গো তো উঠে প'ড়ে কাজে লেগে গেছে। শান্তির সারিতেও সংবাদ পৌঁছে গেছে। কাল ঠিক রাত্তির বারটার সময় রাস্তায় পাহারা ব'সে যাবে—আর রক্ষীদল সমস্ত ড্রাইভারদের সতর্ক ক'রে দেবে যে রাস্তায় বিস্ফোরক পুঁতে রেখেছে 'সি আই সির' লোকেরা। তারপর অধ্যাপক রেনশর কীর্তিকলাপ প্রকাশ ক'রে একটা বিশেষ পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে। এই লোকটা রিচমণ্ডের ইনস্টিটিউট্ থেকে জাপানে এসেছে। আসার আগে সে কোরিয়ার যুদ্ধ ফ্রন্টে

গবেষণা চালিয়ে এসেছে— । সুমোতো, ইন্নীর দাদা ও অন্যান্যদের মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে । মোটকথা শত্রুর চক্রান্ত বানচাল করার সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে । টোকিও থেকে যে খবর এসেছে তাতে ফ্রিডীর সংবাদের সত্যতা প্রমাণ হয়েছে— এনোলার বিস্তৃতির পরিকল্পনা অ্যামিররা পরিত্যাগ করেছে ।

'তার মানে আমরা জয়ী হয়েছি, বল !'

'হ্যাঁ । এখন আমাদের জয় হয়েছে সত্যি, কিন্তু আমেরিকানরা আবার হয় নোটো উপদ্বীপ কিংবা সাডো দ্বীপে একটা রকেট-রেঞ্জ তৈরি করার পরিকল্পনা আঁটছে । সুতরাং আবার ওখানে শুরু হবে সংগ্রাম । চূড়ান্ত জয়লাভের এখনও অনেক দেরী... । ফ্রিডীর জন্য কিন্তু আমাকে যথেষ্ট কথা শুনতে হলো । আর তা তো হবেই । এমন আহাম্মকের মত কাজ করেছি যে—'

'কেন ?'

'তার মানে, আমার যে বুদ্ধির অভাব সেটা প্রমাণ হয়ে গেল ওকে বিশ্বাস করার জন্য ।'

'রিউ-চান, কান-চান আর সব—তাদের কী অবস্থা ?'

'গোপন-আবাসে তাদের ভাল থাকার কথা—অবিশ্যি কাল রাত্তিরে যদি ধরা প'ড়ে না গিয়ে থাকে ।'

' 'সি-সি' নিশ্চয়ই একটা খুবই গোপন আর গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ।'

'হ্যাঁ । মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের এটা একটা শাখা ।'

তারপর মারিকো সুমিকোর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলতে থাকে : 'এবার মন দিয়ে একটা কথা শোন । এখন ফ্রিডীর মুখোস খুলে দেওয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন । কিন্তু এতে তোমার কতখানি অংশ আছে, ওদের বুঝতে মোটেই মুস্কিল হবে না । সুতরাং তোমার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে তোমাকে অবিলম্বে আত্মগোপন করতে হবে । তোমার কিছুদিন এখান থেকে স'রে থাকারই দরকার । ফিরে আসার পর সুস্থ হয়ে উঠলে তখন তোমার জন্য কোন কাজকর্ম ঠিক ক'রে দেওয়া যাবে ।'

'আমি কি কোন দিন কাজের উপযুক্ত হতে পারব ? আমিও তো ফ্রিডীকে বিশ্বাস করেছিলাম—এটাও তো বুদ্ধিমানের কাজ নয় ।'

'কাজ করতে করতেই শেখা যায় । কিন্তু এখন আর দেরী করা চলবে না—প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান । সমস্ত শহর জুড়ে চলেছে খানাতল্লাসী—গোটা জেলাকে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে । তোমার মামাকে জানিয়ে দেব যে তুমি নিরাপদে আছ ।' মারিকো চশমা খুলে রেখে দুহাত দিয়ে সুমিকোকে বুকের কাছে টেনে নেয় ।

'আবার দেখা হবে । দাদু আর অন্যান্য কমরেডরা তোমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ।'

দুজন বেরিয়ে আসে । বাইরে ওদের জন্য দুজন যুবক অপেক্ষা ক'রে আছে ।

মারিকো বলে : 'পকেট ভাল ক'রে দেখে নাও—যদি ধরাটরা প'ড়ে যাও ।'

বাইরে থেকে টিপে দেখে সুমিকো বলে : 'না, পকেটে কিছু নেই।'

মারিকো একটা ছোট থার্মোফ্লাস্ক আর কিছু খাবার ওর হাতে দেয়। শেষ মুহূর্তে সুমিকো পকেটের ভিতরে হাত দিয়ে বের করে সেই মার্কিন পাসটা। ভীষণ লজ্জা পায় সে।

'কী ভুলই না করেছিলাম।'

মারিকো ভ্রূ কুঞ্চিত করে। 'অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে তোমার', কঠোরভাবেই বলে : 'দাও ওটা আমার হাতে।'

সুমিকোকে হাতে-বাঁধা রিস্ট-ওয়াচটা খুলতে দেখে মারিকো বাধা দিয়ে ব'লে উঠে : 'না, না—ওটা তোমার কাছেই থাক।' তারপর হেসে বলে : 'ঘড়িটা কিন্তু খুব পয়া দেখে নিও!'

তিনজনে রওনা হলো। সুমিকো থাকে মাঝখানে। সামনে আর পিছনে চলে ঐ দুজন যুবক। তারা সোজা নেমে আসে শ্রমিক বস্তিগুলির পাশে। তারপর কয়েক সারি ভাঙ্গাচোরা চালাঘরের পাশ দিয়ে একেবারে এসে পড়ে গুদাম ঘরের পাশের গলিটায়। আরও কয়েকটা অন্ধকার গলি পার হয়ে মেছোবাজারের রাস্তা। এই রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে ঝোপের ভিতর দিয়ে নদীর কিনারে এসে পৌঁছোয়। নিচে নেমে যায়। সেখানে একটা নৌকো বাঁধা। নৌকোয় উঠে সুমিকো পাটাতনের নিচে শুয়ে পড়ে। তাকে শ্যাওলা আর চাটাই দিয়ে ওরা ঢেকে দেয়। ওদের একজন—তার গালে একটা ক্ষতচিহ্ন, সে ধরে হাল —অপর জন শুরু করে দাঁড় টানতে।

কিছুক্ষণ নৌকোটা জোরে জোরে দুলতে থাকে। সুমিকো বুঝতে পারে—তারা সমুদ্রে এসে পড়েছে। উঠে ব'সে কিছু খাবার খেয়ে নিয়ে ফ্লাস্ক থেকে গরম চা ঢেলে নেয়। খাবার পর আবার ঢাকাঢুকি দিয়ে শুয়ে পড়ে। দাঁড় টানার নিয়মিত শব্দে কেমন ঘুমের আমেজ আসে, সুমিকো ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম ভেঙে দেখে নৌকো তীরে লেগেছে। পাঁশুটেবর্ণ আকাশ। সমুদ্রোত্থিত একটি পর্বতশিখরে চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছে গাঙ্‌চিল।

'তুমি সব ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে রেখেছ তো?' সাথীকে জিজ্ঞেস করে হালে বসেছিল যে ছেলেটি সে।

'রেখেছি। মাতায়ো আমাদের দলকে পাঁচটার সময় প্রস্তুত থাকতে বলেছিল। আমাদের সোজা শান্তির সারিতে চ'লে যেতে হবে।'

'ওঃ, তুমি বুঝি মৎস্যজীবী গ্রুপের?' প্রশ্ন করে সুমিকো।

'হ্যাঁ।'

'মাতায়োকে শুভেচ্ছা জানিও।'

'কার কাছ থেকে?' মৎস্যজীবী ছেলেটি জিজ্ঞেস করে।

ওর প্রশ্ন শুনে অপর যুবকটির রাগ হয়। হাত নেড়ে বলে: 'নামের কী দরকার!' মৎস্যজীবী ছেলেটি সুমিকোর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে থাকে: 'আপনার মুখের কী চেহারা হয়েছে—একেবারে কালিঝুলি মাখা!'

সুমিকো মুখে হাত দিয়ে দেখে, হাত একেবারে কালিমাখা হয়ে গেছে।

'ও! সেই কাঠ কয়লার বস্তাগুলো থেকে লেগেছে। হ্যাঁ, মাতাচানকে বলবে যে হেলমেট আর মাছের জন্য একজন ধন্যবাদ জানিয়েছে। তাহলে বুঝে নেবে।'

মৎস্যজীবী ছেলেটি নৌকোটা ডাঙ্গায় টেনে তোলে।

'চলুন আমরা যাই। এখনও অনেক পথ বাকী।'

পাথর আর পাইন গাছের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধ'রে যুবকটি সুমিকোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।



৮

দুজনে চলেছে। পর্বত শিখর অতিক্রম ক'রে গভীর খাদের ভিতর নেমে যায় তাদের পথ। আবার শুরু হয় সুউচ্চ খাড়াই-এর গা বেয়ে তাদের পথ চলা। পথের শেষ নেই—অন্ধকারময় গিরি সুড়ঙ্গ ভেদ ক'রে পথ আবার উপরের দিকে উঠে চলেছে; দুপাশে মেপল্ আর পাইনের ঘন বন। কোথাও খাড়াইএ ওঠার সময় কিংবা সুগভীর সব ফাটল পার হওয়ার সময় সুমিকোকে যুবকটির সাহায্য নিতে হয়। বাঁশ বন পেরিয়ে, পাইন বন পেরিয়ে তাদের পথ আরও উঁচুতে উঠে গেছে। মাঝে একটা গভীর চিড়—দড়ি দিয়ে দুটো বড় বড় কাঠ এপার ওপার বাঁধা। ব'সে ব'সে অতি সন্তর্পণে তাদের পার হয়ে যেতে হয়। একটি গোল পাথরের খণ্ডের আড়াল থেকে কে একজন উঁকি দিয়ে ওদের দিকে যেন দেখে। সুমিকোর সাথীটি দুবার শিস দিয়ে উঠতেই লোকটি অদৃশ্য হয়ে যায়। পাহাড় ঘেরা সমতলভূমিতে পৌঁছে শেষ হলো তাদের পথ চলা।

সুমিকোকে সেখানে অপেক্ষা করতে ব'লে যুবকটি জনশূন্য নদীগর্ভের মতো একটা পার্বত্য পথ ধ'রে এগিয়ে যায়। পথের শেষপ্রান্তে ঘন গাছের মধ্যে দুটি গোলাকার পাথরের খণ্ড বসানো, দেখে সুমিকোর মনে হয় যেন তোরণদ্বার। এর ভিতর দিয়ে যুবকটি চ'লে গেল—আর দেখা যায় না তাকে; নিশ্চয়ই তাকে সেখান থেকে আবার খাড়া নিচের দিকে নেমে যেতে হবে।

ভোরের বাতাস কত স্নিগ্ধ। সুমিকোর কাঁধের ব্যথাটা আবার যেন মোচড় দিয়ে উঠছে। ভোরের ধূসর কুহেলিকা ভেদ ক'রে সামনে প্রসারিত ঘন নীল পাহাড়। অতৃপ্ত নয়নে সুমিকো চেয়ে দেখে—মনাষ্টারী হিল, তারপর কুজো পাহাড়ের চূড়াটা...আরও দূরে চেষ্টনাট হিলে

অস্পষ্ট শিরস্ত্রাণের মতো চূড়া। চোখে পড়ছে না শুধু তার ইডগেহ্ পাহাড়। ভোরের আলোয় উদ্ভাসিত দিগন্ত-বিস্তৃত কালো মেঘ ঘিরে সোনালি বলয়। শান্তির সারিতে প্রাতঃ-কালীন পালা শুরু হয়েছে এখন—ক-দিন পরেই ওরা সব বিজয়োল্লাসে মুখর হয়ে উঠবে!

পূর্ণ বিজয়ের দিন সমাগত হবে কবে—সে-শুভদিনের যে এখনও অনেক দেরী। আবার এক নতুন জায়গায় নতুন ক'রে শুরু হবে সংগ্রাম—নতুন নতুন শান্তির সারি আবার গ'ড়ে উঠবে। জয়যাত্রার পথে বারে বারে দেখা দেবে সংগ্রামী পতাকা। দূর দিগন্তে কুহেলিকা উদঘাটন ক'রে আজ সকালের সূর্য ওঠার মতো আমাদের সুনিশ্চিত জয়ের শুভদিন নিশ্চয়ই দেখা দেবে।

পিছনে পদশব্দ শুনতে পায় সুমিকো।

পাইপ মুখে যুবকটি এসে বলে : 'আপনি যান। ওরা অপেক্ষা করছে। ওঃ! ভোরের দৃশ্য উপভোগ করছিলেন বুঝি? বেশ ভাল ক'রে আর একবার দেখে নিন—ওখানে গেলে তো আর এসব দেখতে পাবেন না! ওরা আর উপরে উঠতে দেবে না। আচ্ছা, আমি এখন যাই। বিদায় বন্ধু!'

নমস্কার জানিয়ে পাইন বনের ভিতর দিয়ে সে চ'লে যায়।

সুমিকো সমতল ভূমির কিনারে গিয়ে নিচের দিকে চেয়ে দেখে। নিচে পাথরের পাশে গাছের ফাঁক দিয়ে কে যেন বেরিয়ে এল। গোলাকার পাথরটার উপর উঠলো—ব'সে পড়লো ওখানে। ওকি! ওর হাত দুটো যে কানের ওপর রাখছে! সুমিকোর দেহে কিসের শিহরণ! দু'হাত দিয়ে চোখ রগড়ায়—একি স্বপ্ন? সুমিকো ভাল ক'রে দেখে—ওকেই না হাতছানি দিয়ে সে ডাকছে—আবার সেই ভঙ্গী—খেঁকশিয়ালের মত সেই পরিচিত ইশারা।

সুমিকো ফিরে এসে সমতলভূমির অপর প্রান্তে দাঁড়ায়।

দিগন্ত ব্যাপী পর্বতমালার উপর দিয়ে তার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হিরোশিমার সেই মেয়ে নত হয়ে তার শ্রদ্ধা জানায়। কন্দরে কন্দরে যেন ধ্বনিত হতে থাকে আশীর্বাণী : 'বিদায়! সুমিকো বিদায়! স্বদেশের জন্য, শান্তির জন্য তোমার সংগ্রাম সফল হোক!'